থ্রিলার

সিডনি শেলডন

# দ্য স্কাই ইজ ফলিং



অনুবাদ । অনীশ দাস অপু

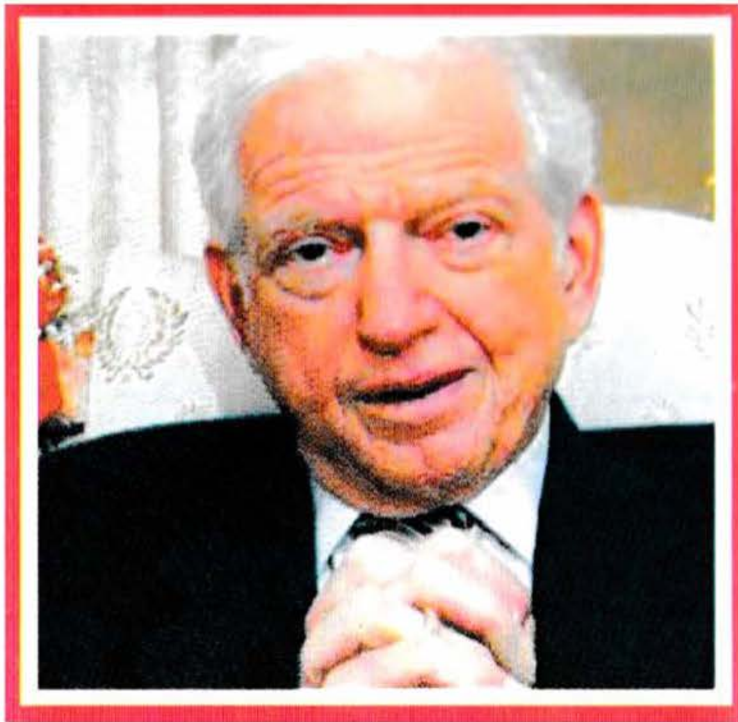


**সিডনি শেলডনের এ কহিনী ক্ষমতা, অর্থ, লোভ, লালসা, দূর্নীতি এবং এক শক্তিশালী নারীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। সে একজন টিভি উপস্থাপিকা, কাজ করে ওয়াশিংটন ডি.সিতে। একটি ভয়ংকর সিরিজ মার্ডার নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে তার নিজেরই জীবন বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু হাল ছেড়ে** দেয়ার পাত্রী নয় সে যদিও শেষে শিকারী পরিণত হয় শিকারে।

দুর্দান্ত গতিশীল এ থ্রিলারের প্লট আপনাকে চমকে দেবে দারুণভাবে, স্বীকার করতে বাধ্য হবেন রোমাঞ্চ উপন্যাসে চমক সৃষ্টিতে সিডনি শেলডনের জুড়ি নেই।



প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ



বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই *দ্য নেকেড ফেসকে* নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে—*দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট*, *ব্লাড লাইন*, *রেজ অভ এঞ্জেলস*, *ইফ টুমরো কামস*, *দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি*, *মাস্টার অব দ্য গেম*, *দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস*, *মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস-এর সিকুয়েল

# দ্য স্কাই ইজ ফলিং

## মূল : সিডনি শেলডন

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু



অনিন্দ্য প্রকাশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মাঘ ১৪১৭, ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৪, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, মোবাইল ০১১৯৫ ৩৯৮০৩৯

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য ৩০০.০০ টাকা

---

THE SKY IS FALLING a thriller By Sidney Sheldon
Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1/Kha Hamandro Das Road Dhaka-1100
Phone 717 29 66, 01711 664970
email anindyaprokash@yahoo.com

First Published : February 2008
Second Print February 2011

Price Taka 300.00
US $ 10

ISBN 978-984-414-065-3

উৎসর্গ

**কামরুল হাসান শায়ক**
লেখক-সাংবাদিক

তাঁর সঙ্গে খুব কমই দেখা হয় আমার।
তবে তিনি জানেন না তাঁর সঙ্গ
উপভোগ করি আমি।

# ভূমিকা

যারা সিডনি শেলডনের 'দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস' পড়েছেন তারা এ বইটি খুবই উপভোগ করবেন। কারণ 'দ্য স্কাই ইজ ফলিং' 'দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস'-এর সিকুয়েল। তবে এই বইয়ের কাহিনী পুরোটা সাংবাদিক ডানা ইভান্সকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একটি হত্যা রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক এক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে কীভাবে জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে ডানা'র, তারই গা টানটান করা রোমাঞ্চোপন্যাস এটি। নিশ্চয়তা রইল—'দ্য স্কাই ইজ ফলিং' শুরু থেকে শেষপর্যন্ত আপনাকে ধরে রাখবে।

**অনীশ দাস অপু**
**মুঠোফোন : ০১৭১২৬২৪৩৩৬**

# পূর্বাভাষ

**CONFIDENTIAL MINUTES TO ALL OPERATION PERSONNEL : DESTROY IMMEDIATELY AFTER READING**
**LOCATION : CLASSIFIED**
**DATE : CLASSIFIED**

সশস্ত্র প্রহরায় ঘিরে রাখা মাটির নিচের কক্ষটিতে জড়ো হয়েছে জনাবারো মানুষ। এরা বারোটি দেশ থেকে এসেছে। ছুটি সারিতে আরামদায়ক চেয়ার দখল করেছে সবাই, মাঝখানে যথেষ্ট জায়গা রেখে। বক্তার কথা শুনছে মনোযোগ দিয়ে।

'আপনাদেরকে খুশির সঙ্গে জানাচ্ছি, যে হুমকির বিষয়টি নিয়ে আমরা সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম সেটি এখন নিশ্চিহ্ন হবার পথে। আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলতে চাইছি না, কারণ আগামী চব্বিশঘণ্টার মধ্যে গোটা পৃথিবী এ বিষয়ে জেনে যাবে। আমাদেরকে কেউ থামাতে পারবে না। গেটগুলো উন্মুক্ত থাকবে। এখন আমরা নিলাম শুরু করব। প্রথম বিডটি আহ্বান করছি। এক বিলিয়ন ডলার। কেউ কি দুই বিলিয়ন ডলার বলবেন? দুই?

# এক

হোয়াইট হাউজ থেকে এক ব্লক দূরে পেনসিলভানিয়া এভিন্যু ধরে দ্রুত কদমে হেঁটে চলেছে সে। কানফাটানো, ভয়ংকর এয়ার-রেইড সাইরেন এবং মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যাওয়া বোমারু বিমানের বিকট আওয়াজের সঙ্গে ডিসেম্বরের শীতল হাওয়া কাঁটা দিল তার গায়ে। দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি, জমে গেছে মূর্তির মতো।

হঠাৎ সে ফিরে গেল সারায়েভোতে, বোমা ফেলার শিস যেন ভেসে এল কানে। শক্ত করে চোখ বুজে থাকল সে। কিন্তু তার চারপাশে যা ঘটছে এসব দৃশ্য সে এড়াবে কী করে? আকাশে যেন ধরে গেছে আগুন, অটোমেটিক অস্ত্রের গুলিবর্ষণে কান বধির, প্লেনের গর্জন, সেইসঙ্গে যোগ হয়েছে ভয়ংকর মর্টার শেল। কাছের ভবনগুলো বিস্ফোরিত হল সিমেন্ট, ইট এবং ধুলোর মেঘ ছড়িয়ে। আতঙ্কিত লোকজন যে যেদিকে পারে প্রাণভয়ে ছুটছে, বাঁচতে চাইছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে।

দূর, বহুদূর থেকে একটি পুরুষকণ্ঠ জানতে চাইল, 'আপনার কী হয়েছে?'

ধীরে, ধীরে চোখ খুলল সে। আবার সে ফিরে এসেছে পেনসিলভানিয়া এভিন্যুতে, শীতের মিঠেকড়া রোদের মাঝে, জেটপ্লেনের দূরাগত শব্দ, অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল বর্তমানের বাস্তবে।

'মিস-আপনি ঠিক আছেন তো?'

জোর করে বর্তমানে ফিরে এল সে। 'হ্যাঁ, আমি—আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ।'

লোকটা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'দাঁড়ান! দাঁড়ান। আপনি তো ডানা ইভান্স। আমি আপনার মস্ত ভক্ত। প্রতিরাতে WTN-এ আপনাকে দেখি। যুগোস্লাভিয়া থেকে পাঠানো সমস্ত খবর আমি দেখেছি।' উৎসাহ নিয়ে কথা বলছে লোকটি। 'যুদ্ধের খবর কভার করার বিষয়টি নিশ্চয় খুব উত্তেজনায় ভরা ছিল?'

'হ্যাঁ।' ডানা ইভান্সের গলা শুকিয়ে গেছে। মনে পড়ল সে দেখেছে মানব শরীর বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, বাচ্চাদের ফেলে দেয়া হয়েছে

কুয়োয়, রক্তের নদীতে ভাসছে খণ্ডিত লাশ।

হঠাৎ পেট গুলিয়ে উঠল ডানার। 'মাফ করবেন,' ঘুরে দাঁড়াল সে। পা চালাল দ্রুত।

ডানা ইভান্স যুগোস্লাভিয়া থেকে ফিরেছে মাস তিনেক আগে। যুদ্ধের প্রতিটি দৃশ্য তার স্মৃতিতে এখনো অম্লান। ফকফকা দিনের আলোয় নিঃশঙ্কচিত্তে রাস্তায় হেঁটে বেড়ানোর বিষয়টির মাঝে মাঝে তার কাছে কেমন অবাস্তব ঠেকে। শুনছে পাখির গান, মানুষের কলহাস্য। সারায়েভোতে কেউ হাসত না, শুধু মর্টার বিস্ফোরণের শব্দ আর আহতদের চিৎকারে ভারী থাকত বাতাস।

ডানা ইভান্সের বয়স সাতাশ, সুন্দরী, একহারা গড়ন, মধ্যরাতের মতো কালো চুল, বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর একজোড়া চোখ, মুখখানা পানপাতার মতো, ঠোঁটে উষ্ণ আন্তরিক হাসি। আর্মি অফিসারের মেয়ে ডানার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে ঘুরে ঘুরে। ফলে ছোটবেলা থেকে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হয়ে ওঠে ডানা। মানুষের দুদর্শায় সহজেই তার চোখে পানি চলে আসে, আবার একই সঙ্গে সে অত্যন্ত সাহসী। তার আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা খুবই কঠিন। ডানা যুগোস্লাভিয়া গিয়েছিল সেখানকার যুদ্ধাবস্থার কথা সারা পৃথিবীকে জানানোর জন্য। সারাবিশ্ব মুগ্ধচোখে দেখেছে তরুণী সুন্দরী এই সাংবাদিকটি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরাসরি খবর পাঠাচ্ছে। ডানা ইভান্স যেখানেই যায়, সবাই চিনে ফেলে তাকে। এই তারকা-খ্যাতি অবশ্য বিব্রত করে তোলে ডানাকে।

পেনসিলভানিয়া এভিন্যু ধরে জোর কদমে হাঁটতে হাঁটতে ঘড়ি দেখল ডানা। মনে মনে বলল, 'মিটিং-এ পৌঁছতে নির্ঘাৎ দেরি হয়ে যাবে আমার।'

সিক্সথ স্ট্রিট-এর গোটা একটি ব্লক জুড়ে ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেস-এর অফিস। এদের রয়েছে চারটি আলাদা ভবন। একটি সংবাদপত্র প্রকাশনা প্লান্ট, নিউজপেপার স্টাফ অফিস, একটি এক্সিকিউটিভ টাওয়ার এবং বাকি ভবনটি টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং কমপ্লেক্স। চার নম্বর ভবনের সাততলা দখল করে রেখেছে ওয়াশিংটন ট্রিবিউন নেটওয়ার্ক টেলিভিশন বা WTN। এ ভবনটি সবসময় প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, এর কিউবিকলে কম্পিউটার নিয়ে সদাব্যস্ত কর্মীর দল। আধডজন নিউজ সার্ভিস সারাক্ষণ সর্বশেষ খবর পৌঁছে দিচ্ছে এখানে। এখানকার কাজের গভীর উত্তেজনা ডানাকে মুগ্ধ এবং বিস্মিত করে।

এখানে জেফ কনরসের সঙ্গে পরিচয় ডানার। স্কি দুর্ঘটনায় আহত হবার পরে সে এখন WTN-এর জন্য অন-এয়ার স্পোর্টস রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করছে। পাশাপাশি ওয়াশিংটন ট্রিবিউন সিন্ডিকেট-এর জন্য দৈনিক একটি

কলামও সে লেখে। জেফের বয়স ত্রিশের কোঠায়, লম্বা এবং রোগা, চেহারায় ছেলেমানুষি একটা ভাব আছে, স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবের জন্য সহজেই যে-কাউকে কাছে টানে। জেফ এবং ডানার প্রেম তুঙ্গে।

সারায়েভো থেকে ফিরে আসার তিনমাসের মধ্যে ওয়াশিংটন-এ কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটে যায়। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেস-এর সাবেক মালিক লেসলি স্টুয়ার্ট প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে দিয়ে জনচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। কর্পোরেশন কিনে নেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মিডিয়া টাইকুন এলিয়ট ক্রমওয়েল।

সেদিন সকালে ম্যাট বেকার এবং এলিয়ট ক্রমওয়েলের মিটিং শুরু হতে চলেছে, এমনসময় অফিসে ঢুকল ডানা। তাকে স্বাগত জানাল ম্যাটের সেক্সি, লালচুলো সহকারী অ্যাবি ল্যাসম্যান।

'ওঁরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন,' বলল অ্যাবি।

'ধন্যবাদ, অ্যাবি,' ডানা ঢুকে পড়ল অফিসে। 'ম্যাট...এলিয়ট...'

'তুমি দেরি করে ফেলেছ,' ঘোঁতঘোঁত করল ম্যাট বেকার।

বেকার বেঁটেখাটো, ধূসর চুলের পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন। তার ধৈর্য খুব কম, তবে অসম্ভব ব্রিলিয়ান্ট। তার পরনের সুটে অসংখ্য ভাঁজ, যেন এটা পরেই রাত্রিযাপন করেছে সে। সে ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেস-এর টিভি চ্যানেল WTN-চালায়।

এলিয়ট ক্রমওয়েলের বয়স ষাট। বন্ধুত্বপূর্ণ, খোলামেলা স্বভাবের মানুষটির মুখে সবসময় লেগে আছে হাসি। তিনি একজন বিলিওনেয়ার, তবে তাঁর আরো ডজনখানেক নানান ব্যবসা আছে যেখান থেকে প্রচুর টাকা কামাই করেন। মিডিয়ার কাছে তিনি এক প্রহেলিকা।

ডানার দিকে মুখ তুলে চাইলেন তিনি। 'ম্যাট বলল, তুমি তোমার প্রতিযোগীদের নাকি হারিয়ে দিচ্ছ। তোমার রেটিং বাড়ছে।'

'শুনে খুশি হলাম, এলিয়ট।'

'ডানা, আমি প্রতিরাতে আধডজন চ্যানেলের খবর শুনি। কিন্তু তুমি সবার থেকে আলাদা। জানি না কেন, তবে ব্যাপারটা আমি পছন্দ করি।'

ডানা এলিয়টকে বলতে পারত কারণটা কী। ওর সঙ্গে অন্য সাংবাদিকদের পার্থক্য হল তারা ঘোষণার সুরে দর্শকদের খবর জানায়। কিন্তু ডানার মধ্যে থাকে প্রচুর আবেগ যা সহজেই স্পর্শ করে দর্শক।

'আজ রাতে একজন বিশেষ অতিথির ইন্টারভিউ করছ তুমি,' জানাল ম্যাট বেকার।

মাথা ঝাঁকাল ডানা। 'গ্যারি উইনথ্রপ।'

গ্যারি উইনথ্রপকে বলা হয় আমেরিকার প্রিন্স চার্মিং। তিনি দেশের সবচেয়ে খ্যাতনামা একটি পরিবারের সদস্য। গ্যারি, তরুণ, সুদর্শন, কারিশম্যাটিক।

'সে তো ব্যক্তিগত পাবলিসিটি পছন্দ করে না,' বললেন ক্রমওয়েল, 'তুমি ওকে রাজি করালে কী করে?'

'আমাদের শখগুলো প্রায় একইরকম,' বলল ডানা।

ভুরু কুঁচকে গেল ক্রমওয়েলের, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' হাসল ডানা। 'আমি মনেট এবং সখের ছবি দেখতে পছন্দ করি আর তিনি পছন্দ করেন ওগুলো কিনতে। আমি আগেও তাঁর ইন্টারভ্যু করেছি। এবং আমরা এখন বন্ধু। আমরা তাঁর নিউজ কনফারেন্সের একটা টেপ চালাব। আমার ইন্টারভ্যুটা হবে একটা ফলো-আপ।'

'চমৎকার,' খুশি হলেন ক্রমওয়েল।

এরপর নতুন শো নিয়ে ওরা কথা বলল। 'ক্রাইম লাইন' নামে এই শোটি হবে। এটা প্রযোজনা এবং উপস্থাপনা করবে ডানা। ইনভেস্টিগেটিভ শো। এ শো'র উদ্দেশ্য দুটি—যেসব অন্যায় অবিচার হয়েছে তা সংশোধন করা এবং বিস্মৃত অপরাধগুলোকে নতুন করে উপস্থাপন।

'অনেক চ্যানেলই রিয়ালিটি শো করে,' সতর্ক করে দিল ম্যাট। 'কাজেই ওদের চেয়ে ভালো করতে হবে আমাদেরকে। আমরা দারুণ কোনো আকর্ষক খবর দিয়ে শো শুরু করতে চাই যা সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে এবং—'

বেজে উঠল ইন্টারকম। ম্যাট তার সেক্রেটারির উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল, 'আমি তোমাকে মানা করেছি কোনো লাইন না দিতে। কেন—?'

অ্যাবি বলল, 'আমি দুঃখিত। ফোনটা মিস ইভান্সের। কামালের স্কুল থেকে ফোন করেছে। বলছে খুব জরুরি।'

ম্যাট বেকার ডানার দিকে তাকাল, 'প্রথম লাইন।'

ফোন তুলল ডানা। ধুকপুক করছে কলজে। 'হ্যালো...কামাল ঠিক আছে তো?' কিছুক্ষণ শুনল। 'আচ্ছা...আচ্ছা... জি। আসছি এক্ষুনি।' রিসিভার রেখে দিল সে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ম্যাট।

জবাব দিল ডানা, 'ওরা কামালকে স্কুল থেকে নিয়ে যেতে বলল।'

ভুরু কোঁচকালেন এলিয়ট ক্রমওয়েল। 'কামাল, মানে যে-ছেলেটিকে তুমি সারায়েভো থেকে নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা তো দারুণ একটা গল্প ছিল।'

'হুঁ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন কথাটা বলল ডানা।

'ওকে না তুমি একটা পোড়োবাড়িতে পেয়েছিলে?'

'জি।'

'ওর কোনো অসুখ-টসুখ ছিল?'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল ডানা। পুরোনো স্মৃতি ঘাঁটতে ভাল্লাগছে না। 'কামালের একটা হাত নেই। বোমার আঘাতে উড়ে গেছে।'

'ওকে তুমি দত্তক নিয়েছ?'

'এখনো অফিশিয়ালি নয়, এলিয়ট। তবে নেব। এখন আমি ওর অভিভাবক।'

'ঠিক আছে। যাও। ওকে নিয়ে এসো। আমরা ক্রাইম লাইন নিয়ে পরে কথা বলব।'

থিওডর রুজভেল্ট মিডলস্কুলে পৌঁছেই সোজা সহকারী প্রিন্সিপালের অফিসে ঢুকে গেল ডানা। ধূসর চুলের, পঞ্চাশোর্ধ্ব সহাকারি প্রিন্সিপাল ভেরা কস্তোফ ডেস্কে বসা। কামাল তার সামনে বসেছে। তার বয়স বারো, তবে খুব বেশি রোগা হওয়ার কারণে আরো ছোট দেখায়, মাথায় আলুথালু সোনালি চুল, শক্ত চিবুক। তার ডান হাতের জামার আস্তিন ঢলঢল করছে। কামালের ডান হাতটা কাটা।

'হ্যালো, মিসেস কস্তোফ,' হাসি হাসি গলায় বলল ডানা, 'কামাল।'

কামাল নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে আছে।

'শুনলাম কী নাকি ঝামেলা হয়েছে?' বলল ডানা।

'হ্যাঁ, মিস ইভান্স,' তিনি ডানার হাতে একটুকরো কাগজ দিলেন।

ডানা কাগজটির দিকে হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল। ওতে লেখা Vodju, Pizd, zobosti, Fukati, Heria Nezakoyskiotrok Tepec। মুখ তুলে চাইল ও। 'আ-আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। এগুলো সার্বীয় শব্দ, তাই না?'

শক্ত গলায় মিসেস কস্তোফ বললেন, 'জি। কামালের দুর্ভাগ্য যে আমি সার্বিয়ান। ক্লাসে বসে কামাল এসবই লেখে।' তাঁর মুখ রাগে লাল। 'সার্বিয়ান ট্রাকড্রাইভাররাও এরকম অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে না। আর এতটুকু বাচ্চার কাছ থেকে এ-ধরনের ভাষা তো কল্পনাই করা যায় না। কামাল আমাকে পিজদা বলেছে।'

ডানা বলল, 'পিজ—?'

'জানি কামাল দেশে নতুন। আমি ওকে সহজ করে তোলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কামালের আচরণ খুবই নিন্দনীয়। সে প্রায়ই মারামারি করে। আজ সকালে ওকে এজন্য বকা দিয়েছি। তখন ও আমাকে অপমান করেছে। ছেলেটার খুব বাড় বেড়েছে।'

ডানা বলল, 'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেয়া কত কষ্টের, মিসেস কস্তোফ এবং—'

'আপনাকে একটু আগেই বলেছি আমি কিছু কিছু ব্যাপার মেনে নেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ও আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।'

'বুঝতে পারছি,' কামালের দিকে তাকাল ডানা। এখনো মুখ নিচু করে আছে ছেলেটা, মুখ গম্ভীর।

'আশা করি আর এরকম করবে না ও,' বললেন মিসেস কস্তোফ।

'আমিও আশা করছি,' চেয়ার ছাড়ল ডানা।

'কামালের রিপোর্ট কার্ডটা নিয়ে যান,' মিসেস কস্তোফ ড্রয়ার খুলে একটি কার্ড বের করে ডানাকে দিলেন।

'ধন্যবাদ,' বলল ডানা।

বাড়ি ফেরার পথে চুপ করে থাকল কামাল।

'তোমাকে নিয়ে আমি কী করি বলো তো।' বলল ডানা, 'তুমি সবসময় মারামারি করো কেন? আর ওসব শব্দই বা লিখতে গেলে কেন?'

'আমি বুঝতে পারিনি উনি সার্বিয়ান ভাষা জানেন।'

ডানার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেল ওরা। ডানা বলল, 'আমি স্টুডিওতে যাচ্ছি, কামাল। তুমি বাসায় একা থাকতে পারবে তো?'

'ওয়ার্ড।'

কামাল এই প্রথম এ-ধরনের কথা বলল ডানাকে। আমেরিকানরা 'ওয়ার্ড' শব্দটি দিয়ে 'হ্যাঁ' বোঝায়। 'ক্যাট' বলে স্ত্রীলিঙ্গকে। কামাল এসব শব্দ দ্রুত শিখছে।

ডানা মিসেস কস্তোফের দেয়া রিপোর্ট কার্ডে চোখ বুলাল। ঠোঁট কামড়াল। কামাল ইতিহাসে পেয়েছে ডি, ইংরেজিতে ডি, বিজ্ঞানে ডি, সোশাল স্টাডিজে এফ, শুধু অঙ্কে পেয়েছে এ।

কার্ডের দিকে তাকিয়ে ভাবছে ডানা *ওহ্, ঈশ্বর, একে নিয়ে কী করব আমি?* মুখে বলল, 'এটা নিয়ে তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব। আমি গেলাম। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'



ডানার কাছে কামাল যেন এক প্রহেলিকা। দুজনে যখন একত্রে থাকে, চমৎকার ব্যবহার কামালের। তখন কামালের মতো মিষ্টি, ভালো ছেলে হয় না। সাপ্তাহিক ছুটিতে ডানা এবং জেফ ওয়াশিংটন শহরকে কামালের জন্য খেলার মাঠে পরিণত করে। তারা ন্যাশনাল জু-তে যায়, বুনো প্রাণী দেখে কামাল, জায়ান্ট পান্ডার দিকে তাকিয়ে থাকে হাঁ করে। ওরা ঘুরতে যায় ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস

মিউজিয়ামে। কামাল ওখানে রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়ের তৈরি প্রথম বিমানটি দেখেছে। ছাদ থেকে ঝুলছে। ওরা ঘুরে দেখে স্কাইল্যাব, রকেট। ওরা কেনেডি সেন্টার এবং অ্যারেনা স্টেজেও গেছে। টমটম-এ প্রথম পিজ্জার স্বাদ নিয়েছে কামাল। জর্জিয়া ব্রাউনে খেয়েছে সাউদার্ন ফ্রাইড চিকেন। কামাল ঘুরে বেড়ানোর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করে। ডানা এবং জেফের সঙ্গ তার খুবই ভালো লাগে।

কিন্তু..., যখন কাজে যায় ডানা, ভিন্ন মানুষে পরিণত হয় কামাল। সে বদমেজাজি এবং হিংস্র হয়ে ওঠে। তার কারণে বাড়িতে কাজের বুয়া রাখা সম্ভব হয় না ডানার, বেকি সিটাররা কামালের সঙ্গে থাকতে চায় না। তারা কামালের কাণ্ডকীর্তি নিয়ে যেসব কথা বলে তা রীতিমতো রোমহর্ষক।

জেফ এবং ডানা কামালকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। বোধহয় ওর প্রফেশনাল কারো সাহায্য দরকার, ভাবে ডানা। তার কোনো ধারণাই নেই কী ভয়ংকর একটা ভয় তাড়া করে ফিরছে কামালকে।

WTN-এর সন্ধ্যার খবর প্রচার হচ্ছে। ডানার কো-অ্যাংকর রিচার্ড মেল্টন এবং জেফ কনরস বসে আছে ওর পাশে।

ডানা ইভান্স বলছিল '...এবং আন্তর্জাতিক খবরের মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ম্যাডকাউ রোগের ভয়ে গরু মেরে ফেলছে। এ বিষয়ে রেইমস থেকে রিপোর্ট করছেন রেনে লিনাড।'

কন্ট্রোল বুথ থেকে নির্দেশ দিল পরিচালক আনাসতাসিয়া ম্যান, 'গো টু রিমোট।'

টিভি পর্দায় ফ্রান্সের একটি গ্রামের দৃশ্য ফুটে উঠল।

খুলে গেল স্টুডিওর দরজা, একদল লোক ঢুকল ভেতরে, পা বাড়াল অ্যাংকর ডেস্কে।

সবাই চাইল মুখ তুলে। সান্ধ্য খবরের উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ প্রযোজক টম হকিন্স বলল, 'ডানা, তোমার তো গ্যারি উইনথ্রপের সঙ্গে পরিচয় আছে।'

'অবশ্যই।'

সামনাসামনি ছবির চেয়েও সুদর্শন দেখতে গ্যারি উইনথ্রপ। তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়, ঝকমকে, বুদ্ধিদীপ্ত নীল চোখ, উষ্ণ হাসি, প্রাণচাঞ্চল্য ফুটে বেরুচ্ছে গোটা অবয়ব থেকে।

'আবার দেখা হল, ডানা। আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ।'

'আপনি এসেছেন বলে খুশি হয়েছি।'

চারপাশে চোখ বুলাল ডানা। হঠাৎই আধডজন সেক্রেটারি জরুরি কাজের ছুতোয় স্টুডিওতে এসে হাজির। গ্যারি উইনথ্রপ এসব দেখে নিশ্চয় অভ্যস্ত, ভাবল ও।

'আপনার সেগমেন্ট কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছে। আমার পাশে এসে বসুন না। ইনি রিচার্ড মেল্টন।' দুই পুরুষ হ্যান্ডশেক করল।

'জেফ কনরসকে তো আপনি চেনেন, না?'

'অবশ্যই।'

ফ্রান্সের গাঁয়ের দৃশ্য শেষ হয়ে গেল। শুরু হল বিজ্ঞাপনচিত্র। গ্যারি উইনথ্রপ চুপচাপ বসে বিজ্ঞাপনচিত্রটি দেখলেন।

কন্ট্রোল বুথ থেকে ঘোষণা করল আনাসতাসিয়া ম্যান, 'স্টান্ডবাই, উই আর গোয়িং টু টেপ।' নিঃশব্দে আঙুলের কড় গুনে চলল সে। 'তিন... দুই... এক...

টিভিতে ফুটল জর্জটাউন মিউজিয়াম অব আর্টের বহিরাঙ্গন। এক ঘোষকের হাতে মাইক্রোফোন। সে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বলল, 'আমরা জর্জটাউন মিউজিয়াম অব আর্ট-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ভেতরে আছেন মি. গ্যারি উইনথ্রপ। তিনি মিউজিয়ামে পঞ্চান্ন মিলিয়ন ডলার দান করেছেন। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

এবার আর্ট মিউজিয়ামের অন্দরমহলের ছবি দেখা গেল। নানান সিটি অফিশিয়াল এবং টিভি ক্রু ঘিরে আছে গ্যারি উইনথ্রপকে। জাদুঘরের পরিচালক মর্গান আরমন্ড গ্যারিকে বড়সড় একটি ফলক উপহার দিচ্ছেন।

'মি. উইনথ্রপ, জাদুঘর, এখানকার অসংখ্য দর্শনার্থী এবং ট্রাস্টিদের পক্ষ থেকে আপনার এই অসাধারণ অবদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

ঝলসে উঠল ক্যামেরার ফ্লাশ।

গ্যারি উইনথ্রপ বললেন, 'আমি আশা করি এর ফলে তরুণ আমেরিকান চিত্রকররা শুধু নিজেদেরকে মেলে ধরতেই সক্ষম হবেন না, সারাবিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরবেন নিজেদের প্রতিভা।'

দলটি হাততালি দিল।

টেপে ঘোষক বলল, 'জর্জটাউন মিউজিয়াম অব আর্ট থেকে বিল টোলার্ল্ড বলছি। স্টুডিওতে ফিরে যাও ডানা।'

ক্যামেরার লাল আলো জ্বলে উঠল।

'ধন্যবাদ, বিল। আমরা মি. গ্যারি উইনথ্রপকে আমাদের মাঝে পেয়ে ভাগ্যবান মনে করছি। বিপুল এই উপহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর কাছে দু-একটি কথা জানতে চাইব।'

ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে গ্যারি উইনথ্রপকে ধরল ক্যামেরা।

ডানা বলল, 'পঞ্চান্ন মিলিয়ন ডলারের এই ডোনেশন দিয়ে কি জাদুঘরের জন্য চিত্রকলা ক্রয় করা হবে, মি. উইনথ্রপ?'

'না। এ টাকা ব্যয় করা হবে তরুণ আমেরিকান চিত্রকরদের জন্য, যারা সুযোগের অভাবে নিজেদের প্রতিভা বিকাশ করতে পারছে না। ফান্ডের কিছু টাকা

দেয়া হবে মফস্বল শহরের প্রতিভাবান শিশুদেরকে, বৃত্তি হিসেবে। অনেক বাচ্চাই বড় হয় চিত্রকলা এবং চিত্রকরদের সম্পর্কে কিছু না-জেনেই। তারা বিখ্যাত ফরাসি চিত্রকরদের নাম হয়তো শুনে থাকবে। কিন্তু আমি চাই ওরা নিজেদের দেশের সম্পদের কথা জানুক। সার্জেন্ট, হোমার, রেমিংটনের মতো আমেরিকান চিত্রশিল্পীদের কথা ওরা জানবে। এ টাকা ব্যয় করা হবে তরুণ চিত্রশিল্পীদের প্রতিভার উন্মেষ ঘটাতে এবং যেসব তরুণের চিত্রকলার প্রতি আগ্রহ রয়েছে তাদেরকে এ বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে।'

ডানা জিজ্ঞেস করল, 'শোনা যায়, আপনি নাকি সিনেট নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, মি. উইনথ্রপ?'

হাসলেন গ্যারি উইনথ্রপ। 'চেষ্টা করছি। আমার পরিবারের মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে সরকারি চাকরি করে আসছেন। আমি যদি এদেশের কোনো উপকারে আসতে পারি, তাহলে যা যা করা দরকার করব।'

'আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, মি. উইনথ্রপ।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ।'

বিজ্ঞাপন বিরতিতে বিদায় নিয়ে স্টুডিও ত্যাগ করলেন উইনথ্রপ। ডানার পাশে বসে জেফ মন্তব্য করল, 'এরকম লোকই কংগ্রেসে দরকার।'

'আমেন।'

'হয়তো ওর ক্লোন বানাতে হবে। ভালো কথা—কামাল কেমন আছে? স্কুলের ঝামেলাটা মিটেছে?'

'হুঁ। আজকের মতো। তবে আবার আগামীকাল—'

আনাসতাসিয়া ম্যান বলল, 'আমরা ফিরে এসেছি। তিন... দুই... এক...'

জ্বলে উঠল লাল আলো। টেলিপ্রম্পটারে তাকাল ডানা, 'এখন জেফ কনরস খেলাধুলার খবর দেবেন।'

ক্যামেরায় চোখ রাখল জেফ। আজ রাত থেকে মার্কিন দ্য ম্যাজিশিয়ানের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।...

রাত দুটো। ওয়াশিংটনের উত্তর-পশ্চিম অভিজাত এলাকায় গ্যারি উইনথ্রপের বাড়ির ড্রইংরুমের দেয়াল থেকে পেইন্টিং খুলে ফেলছে দুটি লোক। একজনের মুখে লোন রেঞ্জারের মুখোশ, অপরজন পরেছে ক্যাপ্টেন মিডনাইটের মুখোশ। ফ্রেম থেকে ছবি নামিয়ে ধীরেসুস্থে বস্তায় ভরছে তারা।

লোন রেইঞ্জার জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশের পেট্রল কখন আসে?'

জবাব দিল ক্যাপ্টেন মিডনাইট। 'ভোর চারটায়।' সে দেয়াল থেকে একটা পেইন্টিং খুলে দড়াম শব্দে ফেলল ওককাঠের মেঝেতে। তারপর দুজনে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল।

লোন রেঞ্জার বলল, 'আরো জোরে ফ্যালো।'

ক্যাপ্টেন মিডনাইট আরেকটা ছবি গায়ের জোরে ছুড়ে মারল মেঝেতে। শব্দ হল বিকট। 'দেখা যাক এখন কী ঘটে।'

শব্দে দোতলার বেডরুমে জেগে গেলেন গ্যারি উইনথ্রপ। উঠে বসলেন বিছানায়। তিনি কি সত্যিই শব্দ শুনেছেন, নাকি স্বপ্ন দেখেছেন? কান পেতে রইলেন উইনথ্রপ। নীরবতা। বিছানা ছেড়ে নামলেন, চলে এলেন হলওয়েতে। বাতির সুইচ টিপলেন। জ্বলল না বাতি। অন্ধকার হয়ে থাকল ঘর।

'অ্যাই, ওখানে কে?' জবাব নেই। নিচে নেমে এলেন উইনথ্রপ। করিডোর ধরে এগোলেন। চলে এলেন ড্রইংরুমের সামনে। দাঁড়িয়ে পড়লেন। অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন দুই মুখোশধারীর দিকে।

'তোমরা করছ কী?'

তার দিকে ঘুরল লোন রেঞ্জার। 'হাই, গ্যারি, ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। আবার ঘুমাতে যাও।' সাইলেন্সার পেঁচানো একটি বেরেটা চলে এল তার হাতে। পরপর দুবার ট্রিগার টিপল। লাল ঝর্না বিস্ফোরিত হল গ্যারি উইনথ্রপের বুকে। লোন রেঞ্জার এবং ক্যাপ্টেন মিডনাইট দেখল চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেছেন উইনথ্রপ। সন্তুষ্টচিত্তে ঘুরে দাঁড়াল তারা, আবার দেয়াল থেকে সরাতে লাগল পেইন্টিং।

# দুই

টেলিফোনের অবিশ্রান্ত ঝনঝনানি ডানা ইভান্সের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ধড়মড় করে উঠে বসল ও, ঘুম-ঘুম চোখে তাকাল বিছানার পাশে রাখা ঘড়ির দিকে। ভোর পাঁচটা। ফোন তুলল ডানা। 'হ্যালো!'

'ডানা...?'

'ম্যাট?'

'কত জলদি তুমি স্টুডিওতে আসতে পারবে?'

'কী হয়েছে?'

'এখানে আসো। তারপর বলছি।'

'আসছি।'

পনেরো মিনিট পরে, দ্রুত পোশাক পরে নিয়ে প্রতিবেশী হোয়ার্টনের দরজায় কড়া নাড়ল ডানা।

ডরোথি হোয়ার্টন দরজা খুলল, পরনে রোব। উদ্বেগ নিয়ে তাকাল ডানার দিকে। 'কী হয়েছে, ডানা?'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, ডরোথি। কিন্তু জরুরি কাজে আমাকে এক্ষুনি স্টুডিওতে যেতে হবে। কামালকে কি আপনি স্কুলে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'অবশ্যই, কেন নয়?'

'অনেক ধন্যবাদ। পোনে আটটায় ওর ক্লাস শুরু। ওকে নাস্তাও খাওয়াতে হবে।'

'তুমি কিছু ভেবো না। আমি দেখছি। তুমি কাজে যাও।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলল ডানা।

অ্যাবি ল্যাসম্যান ইতোমধ্যে এসে পড়েছে অফিসে। ঘুমভাব যায়নি চোখ থেকে। 'উনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

ডানা ঢুকল ম্যাটের অফিসে।

'একটা দুঃসংবাদ আছে,' বলল ম্যাট। 'আজ সকালে খুন হয়েছেন গ্যারি উইনথ্রপ।'

ডানা একটি চেয়ারে বসে পড়ল ধপ করে, বিমূঢ়। 'কী! কে—?'

'তাঁর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। সম্ভবত ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে খুন হয়ে যান গ্যারি।'

'ওহ্, না! মানুষটা এত চমৎকার ছিল!' গ্যারির হাসিখুশি মুখটা ভেসে উঠল ডানার চোখে। কষ্ট লাগল ওর।

অবিশ্বাস নিয়ে মাথা ঝাঁকাল ম্যাট। 'এটা—ঈশ্বর—পাঁচ নম্বর ট্রাজেডি।'

বিস্মিত ডানা। 'পাঁচ নম্বর ট্রাজেডি মানে?'

ম্যাট বলল, 'তোমার অবশ্য এ ঘটনা জানার কথা নয়। তুমি তখন সারায়েভো ছিলে। তুমি গ্যারির বাবা টেলর উইনথ্রপের নাম নিশ্চয় শুনেছ?'

'তিনি রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন। গত বছর আগুনে পুড়ে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মারা যান।'

'ঠিক। মাসদুই পরে, তাঁদের বড়ছেলে পল গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা যায়। এর দেড় মাস বাদে তাদের মেয়ে জুলি মৃত্যবরণ করে স্কি-অ্যাক্সিডেন্টে।' এক সেকেন্ড বিরতি দিল ম্যাট। 'আর আজ সকালে মারা গেছেন গ্যারি, পরিবারের সর্বশেষ সদস্য।'

ডানা চুপ করে রইল। তথ্যগুলো ওকে হতবুদ্ধি করে তুলেছে।

'ডানা, উইনথ্রপরা কিংবদন্তির মতো। এদেশে রাজপরিবারের বিধান থাকলে তাঁদের মাথায় রাজমুকুট থাকত। তারা আবিষ্কার করেছেন কারিশমা। তাঁরা লোকহিতৈষী এবং দেশসেবার জন্য বিখ্যাত। গ্যারি বাবার মতোই দেশসেবা করার জন্য সিনেট নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছিলেন। নির্বাচনে তিনি অবশ্যই জিততেন। কারণ সবাই তাঁকে পছন্দ করত। তিনিও চলে গেলেন। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিমান একটি পরিবার সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।'

'আ-আমি বুঝতে পারছি না কী বলব।'

'ভাবতে থাকো,' বলল ম্যাট। 'কুড়ি মিনিটের মধ্যে অন এয়ারে যাচ্ছ তুমি।'



গ্যারি উইনথ্রপের মৃত্যু গোটা বিশ্বকে নাড়া দিল। পৃথিবীর প্রায় টিভিতে সরকারের হোমড়াচোমড়া ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য প্রচারিত হল।

'এ যেন গ্রিক ট্রাজেডির মতো...'

'অবিশ্বাস্য...'

'নিয়তির পরিহাস...'

'বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল...'

'সবচেয়ে প্রতিভাবান মানুষগুলো সবাই চলে গেলেন...'

গ্যারি উইনথ্রপের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল সকলে। দেশে

ছড়িয়ে পড়ল শোক। তাঁর অকাল প্রয়াণ তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের করুণ মৃত্যুর স্মৃতি ফিরিয়ে আনল।

'আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে,' জেফকে বলল ডানা। 'গোটা পরিবার নিশ্চয় খুব চমৎকার ছিল।'

'অবশ্যই ছিল। গ্যারি খেলাধুলা খুব পছন্দ করতেন, স্পোর্টসের বিরাট সাপোর্টার ছিলেন।' মাথা নাড়ল জেফ। 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় দুটো ছ্যাঁচড়া চোর এরকম চমৎকার একজন মানুষের জীবন-দীপ নিভিয়ে দিল।'

পরদিন সকালে স্টুডিওতে যাবার পথে জেফ বলল, 'ভালো কথা, র‍্যাচেল এখন শহরে।'

*ভালো কথা? কী ক্যাজুয়াল। বড্ড ক্যাজুয়াল,* ভাবল ডানা।

টপ মডেল র‍্যাচেল স্টিভেন্সকে বিয়ে করেছিল জেফ। ডানা তার ছবি দেখেছে টিভির বিজ্ঞাপনে আর পত্রিকার প্রচ্ছদে। অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু সুন্দরীর বোধহয় মগজ বলে কিছু নেই, ভাবল ডানা। অবশ্য অমন একটা চেহারা আর শরীর থাকলে মগজ না-থাকলেও চলে।

ডানা র‍্যাচেলের বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিল জেফের সঙ্গে, 'তোমাদের বিয়ের কী হল?'

'শুরুটা চমৎকার ছিল,' বলেছিল জেফ। 'র‍্যাচেল খুব সাপোর্টিভ ছিল। বেসবল ওর দু-চক্ষের বিষ হলেও সে শুধু খেলাটা দেখতে আসত আমি খেলতাম বলে। এছাড়াও নানান বিষয়ে মতের মিল ছিল আমাদের।'

তাতো থাকবেই।

'র‍্যাচেল সত্যি চমৎকার একটি মেয়ে। ও রান্না করতে ভালোবাসত। সুটিং-এ অন্য মডেলদেরকে রান্না করে খাওয়াত।'

*প্রতিযোগীদের হটিয়ে দেয়ার চমৎকার রাস্তা।*

'আমাদের দাম্পত্য জীবন টিকেছে পাঁচবছর।'

'তারপর?'

'র‍্যাচেল মডেল হিসেবে তরতর করে ওপরে উঠে যায় সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকত ও। কাজের সুবাদে সারাবিশ্বে ঘুরে বেড়াতে হত ওকে। ইটালি... ইংল্যান্ড... জ্যামাইকা... থাইল্যান্ড... জাপান... আর আমাকে দেশময় ঘুরতে হত খেলার কারণে। খুব কমসময়ই একত্রিত হতে পেরেছি আমরা। ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসে জাদু।'

পরের প্রশ্নটি ছিল স্বাভাবিক কারণ বাচ্চাদের ভালোবাসত জেফ।

'বাচ্চাকাচ্চা নাওনি কেন তোমরা?'

তেতো হাসি ফুটেছে জেফের ঠোঁটে, 'মা হলে নাকি মডেলদের শরীর নষ্ট

হয়ে যায়। তারপর একদিন বিখ্যাত পরিচালক রডরিক মার্শাল ডেকে পাঠায় র‍্যাচেলকে। র‍্যাচেল চলে যায় হলিউডে।' ইতস্তত করে জেফ, 'এক হপ্তা পরে আমাকে ফোন করে র‍্যাচেল বলে সে ডিভোর্স চাইছে। ও বুঝতে পারছিল আমরা ভাসতে ভাসতে চলে গেছি অনেক দূরে। আমি রাজি হই। ওকে ডিভোর্স দিই। এর কিছুদিন পরে খেলতে গিয়ে আমার হাত ভেঙে যায়।'

'তারপর তুমি স্পোর্টসকাস্টারের কাজ বেছে নাও। আর র‍্যাচেল? ও সিনেমা করেনি?'

মাথা নাড়ে জেফ, 'সিনেমার প্রতি ওর তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে ভালোই করছে।'

'তোমাদের মধ্যে এখনো বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে?'

'হ্যাঁ। সত্যি বলতে কী, ও যখন ফোন করল, ওকে আমাদের কথা বলে দিয়েছি। ও তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছে।'

ভুরু কোঁচকায় ডানা। 'জেফ, আমার মনে হয় না—'

'ও সত্যি খুবই ভালো মেয়ে, হানি। চলো, কাল একসঙ্গে সবাই মিলে লাঞ্চ করি। ওকে তোমার ভালো লাগবে।'

'নিশ্চয় লাগবে,' বলে ডানা।

ডানা যা ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী র‍্যাচেল স্টিভেন্স। সে লম্বা, কমনীয়, কোমর ছোঁয়া স্বর্ণকেশ, নিখুঁত চকচকে ত্বক, অসম্ভব সুন্দর একটি মুখশ্রী। ওকে দেখে ঈর্ষা লাগল ডানার।

'ডানা ইভান্স, এ হল র‍্যাচেল স্টিভেন্স।'

ডানা ভাবল, বিষয়টি কি এরকম হওয়া উচিত ছিল না। *র‍্যাচেল স্টিভেন্স, এ হল ডানা ইভান্স?*

র‍্যাচেল স্টিভেন্স বলছে, আমি সময় পেলেই সারায়েভোতে আপনার ব্রডকাস্ট দেখতাম। দারুণ করতেন আপনি। আপনার অনুভূতিগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারতাম।'

'ধন্যবাদ,' নীরস গলায় বলল ডানা।

'লাঞ্চ কোথায় করবে?' জিজ্ঞেস করল জেফ।

কাঁধ ঝাঁকাল র‍্যাচেল। 'স্ট্রেইটস অব মালয় নামে চমৎকার একটি রেস্টুরেন্ট আছে। ডুপন্ট সার্কেলের দুই ব্লক পরেই।' সে ডানার দিকে ঘুরল, 'আপনি থাই ফুড পছন্দ করেন?'

*যেন ওর পছন্দে অনেক কিছু এসে যায়।* 'হ্যাঁ।'

হাসল জেফ, 'বেশ। তাহলে চলো ওখানেই যাই।'

র‍্যাচেল বলল, 'কাছেই তো রেস্টুরেন্টটা। হেঁটেই যাই চলো।'

*এই হাড়জমানো ঠাণ্ডায়?* 'শিওর,' মুখ হাসি হাসি রাখল ডানা।

*এ মেয়ের বোধহয় ন্যাংটো হয়ে বরফে হাঁটার অভ্যাস আছে।*

রেস্টুরেন্টে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ডজনখানেক লোক বার-এ দাঁড়িয়ে টেবিল খালি হওয়ার অপেক্ষা করছে। এগিয়ে এল এক ওয়েটার।

'আমাদের তিনজনের একটা টেবিল দরকার,' বলল জেফ।

'আপনাদের রিজার্ভেশন আছে?'

'না। তবে আমরা—'

'আমি দুঃখিত। তবে—' সে চিনতে পারল জেফকে। 'মি. কনরস, আপনাকে দেখে খুশি হলাম।' তাকাল ডানার দিকে। 'মিস ইভান্স, আপনারা এসেছেন বলে সম্মানিত বোধ করছি।' মৃদু নড্ করল সে। 'টেবিল পেতে একটু দেরি হবে।' র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা।' মিস স্টিভেন্স, কাগজে পড়লাম আপনি চীনে গিয়েছিলেন।'

'গিয়েছিলাম। সোমচাই। ফিরেও এসেছি।'

'চমৎকার,' ওয়েটার জেফ এবং ডানার দিকে ফিরল, 'আপনাদের জন্য টেবিলের ব্যবস্থা করছি।' সে ওদেরকে নিয়ে ঘরের মাঝখানে একটি টেবিলে চলে এল।

*মেয়েটাকে আমি ঘৃণা করি,* মনে মনে বলল ডানা।

বসার পরে জেফ বলল, 'তোমাকে দারুণ লাগছে, র‍্যাচেল। তুমি যা-ই করো, সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে যাও।'

'ইদানীং প্রচুর ভ্রমণ করতে হয়। এ জীবনটাকে মেনে নেয়ার চেষ্টা করছি।' জেফের চোখে চোখ রাখল সে। 'সে রাতের কথা মনে আছে তুমি আর আমি—'

মেনু থেকে চোখ তুলল ডানা। 'উডাং গোরেং কী জিনিস?'

র‍্যাচেল তাকাল ডানার দিকে। 'নারকেলের দুধ দিয়ে রান্না করা চিংড়ি। এখানে ওরা জিনিসটা দারুণ রাঁধে।' ফিরল জেফের দিকে। 'ওই রাতে তুমি আর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা—'

'লাকসা কী?'

ধৈর্য নিয়ে ব্যাখ্যা করল র‍্যাচেল, 'মশলা দেয়া নুডলস্যুপ,' আবার ঘুরল জেফের দিকে। 'তুমি বলেছিলে তুমি চাও—'

'আর পোহ্ পিয়া?'

র‍্যাচেল তাকাল ডানার দিকে। মিষ্টি গলায় বলল, 'এটা হল সবজির সঙ্গে জিকামার মিশ্রিত খাবার।'

'তাই নাকি?' ডানা সিদ্ধান্ত নিল জিকামা কী জিনিস জিজ্ঞেস করবে না।

খাওয়ার সময় ডানা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল সে র‍্যাচেল স্টিভেন্সকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। র‍্যাচেলের ব্যক্তিত্বে রয়েছে উষ্ণতা এবং প্রাণচাঞ্চল্য।

বিশ্বসেরা মডেলদের মতো সে সারাক্ষণ নিজেকে নিয়ে ডুবে থাকে না, তার কোনো অংহকারবোধই নেই। সে বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ; ওয়েটারকে যখন থাই ভাষায় খাবারের অর্ডার দিল, নিজেকে জাহির করার কোনো প্রচেষ্টা তার মাঝে ছিল না।

*এই মেয়েকে জেফ ছেড়ে দিল কীভাবে?* অবাক হয় ডানা।

'আপনি ক'দিন আছেন ওয়াশিংটনে?' জানতে চাইল ডানা।

'কাল চলে যাব।'

'এবার কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জেফ।

'হাওয়াই,' জবাব দিল র‍্যাচেল। 'তবে খুব ক্লান্ত লাগছে আমার, জেফ। এসব বাদ দেয়ার কথা ভাবছি।'

'কিন্তু তুমি বাদ দিতে পারবে না,' সবজান্তার ভঙ্গিতে বলল জেফ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাচেল। 'না, পারব না।'

'কবে ফিরবেন?' প্রশ্ন করল ডানা।

র‍্যাচেল ডানার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'আমার মনে হয় না আমি আর ওয়াশিংটনে ফিরব, ডানা। আশা করি জেফকে নিয়ে তুমি খুব সুখী হবে।'

লাঞ্চ শেষে ডানা জেফকে বলল, 'আমার কিছু কাজ আছে। তোমরা থাকো। আমি আসি।'

র‍্যাচেল ডানার হাত ধরল। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুব খুশি হয়েছি।'

'আমিও,' বলল ডানা। অবাক লাগল মন থেকে কথাটা বলেছে বলে।

ডানা দেখল জেফ র‍্যাচেলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। *দুর্দান্ত এক জুটি,* ভাবল ডানা।



ডিসেম্বরের শুরু। ছুটি কাটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ওয়াশিংটন। রাজধানীর রাস্তাঘাট ক্রিসমাসের বাতি দিয়ে সজ্জিত। প্রায় প্রতিটি কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যালভেশন আর্মি সান্তাক্লজ, টুংটাং ঘণ্টা বাজাচ্ছে। কনকনে হাওয়া উপেক্ষা করে ফুটপাতের দোকানগুলোতে ক্রেতাদের ভিড়।

*সময় এসে গেছে, ভাবল ডানা। আমার নিজের শপিং শুরু করা দরকার।* কার কার জন্য উপহার কিনতে হবে তার একটা তালিকা করল মনে মনে। মা, কামাল, তার বস ম্যাট এবং অবশ্যই জেফ। একটা ক্যাবে উঠে পড়ল ডানা, চলল ওয়াশিংটনের বৃহত্তম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর Hecht-এ।

কেনাকাটা শেষ করে বাসায় চলল ডানা। ওর বাসা কালভার্ট স্ট্রিটে, নিরিবিলি আবাসিক এলাকা। এক বেড, লিভিংরুম, কিচেন, বাথরুম এবং স্টাডি নিয়ে সুন্দর গোছানো ডানার অ্যাপার্টমেন্ট। কামাল স্টাডিরুমে ঘুমায়।

ডানা উপহারগুলো ক্লজিটে ঢুকিয়ে রাখল, চারপাশে চোখ বুলাল খুশি-খুশি মুড নিয়ে। *জেফের সঙ্গে বিয়ের পরে বড় একটি ঘরের দরকার হবে আমাদের।* স্টুডিওতে ফিরবে ডানা, পা বাড়িয়েছে দরজায়। বেজে উঠল ফোন। ফোন তুলল ডানা। 'হ্যালো।'

'ডানা, সোনা।'

'মা।'

'হ্যালো মা, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি—'

'গতরাতে তোমার ব্রডকাস্ট দেখলাম। খুব ভালো হয়েছে।'

'ধন্যবাদ।'

'তবে খবরগুলো আরও চিত্তাকর্ষক করে তোলা দরকার।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডানা। 'খবর চিত্তাকর্ষক করতে হবে?'

'হ্যাঁ। তুমি শুধু হতাশার কথা বলো। মজার কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় না?'

'কী করা যায় দেখব, মা।'

'তাহলে বেশ হবে। আচ্ছা শোনো, এ মাসে আমার একটু টানাটানি যাচ্ছে। আবার কিছু টাকা পাঠাতে পারবে?'

ডানার বাবা বছর কয়েক আগে আকস্মিক নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। ডানার মা চলে এসেছেন লাসভেগাসে। তাঁর সবসময়ই টাকা-পয়সার টানাটানি চলে। ডানা তার মাকে প্রতিমাকেসযে হাতখরচটা দেয়, ওতে মন ভরে না মহিলার।

'তুমি কি জুয়া খেল, মা?'

'অবশ্যই না,' রাগ-রাগ গলায় বললেন মিসেস ইভান্স। 'লাসভেগাস অত্যন্ত ব্যয়বহুল শহর। ভালো কথা, তুমি কবে আসছ এখানে? আমি কিম্বলকে দেখতে চাই। ওকে নিয়ে এসো।'

'ওর নাম কামাল, মা। আর এ মুহূর্তে আমি আসতে পারব না।'

অপরপ্রান্তের মানুষটির কণ্ঠে সামান্য আড়ষ্টতা টের পাওয়া গেল। 'আসতে পারবে না? আমার বান্ধবীরা এখনো বলে তুমি কত সৌভাগ্যবতী, সারাদিনে এক/দুই ঘণ্টা কাজ করলেই চলে।'

ডানা বলল, 'আমি নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবি।'

উপস্থাপিকা হিসেবে ডানাকে প্রতিদিন সকাল ন'টায় টেলিভিশন স্টুডিওতে হাজিরা দিতে হয়। দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যায় আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ফোনকলগুলো নিয়ে। লেটেস্ট সব খবর আসে লন্ডন, প্যারিস, ইটালিসহ অন্যান্য

বিদেশি লোকেশন থেকে। দিনের বাকি সময় শুষে নেয় মিটিং, সমস্ত সংবাদ একত্রিত করা এবং কোন্ খবরগুলো প্রচার করা হবে সে-সিদ্ধান্ত গ্রহণে। ডানাকে সন্ধ্যায় দুবার খবর পড়তে হয়।

'এরকম সহজ একটা কাজ করতে পারছ জেনে আমারও কত ভালো লাগে।'

'ধন্যবাদ, মা।'

'আসছ তো আমাকে দেখতে?'

'হ্যাঁ আসব।'

'তোমার ছোট্ট ছেলেটাকে দেখার জন্য আমার আর তর সইছে না।'

*কামালেরও নিশ্চয় ভাল্লাগবে। ও একজন গ্রান্ডমা পাবে। আর জেফের সঙ্গে বিয়ে হবার পরে কামাল সত্যিকারের একটি পরিবার পাবে।*

করিডোরে বেরিয়ে এসেছে ডানা, দেখা হয়ে গেল মিসেস হোয়ার্টনের সঙ্গে।

'কামালকে গতকাল স্কুলে পৌঁছে দেয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ, ডরোথি।'

'ঠিক আছে।'

ডরোথি হোয়ার্টন এবং তার স্বামী হাওয়ার্ড বছরখানেক আগে এসেছে এ ভবনে। তারা কানাডিয়ান, মধ্যবয়সী সুখি দম্পতি। হাওয়ার্ড হোয়ার্টন পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। সে মনুমেন্ট মেরামত করে। ডানাকে এক রাতে ডিনারে সে বলেছিল, 'আমার কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত শহর হল ওয়াশিংটন।'

স্বামীকে সায় দিয়েছে মিসেস হোয়ার্টন, 'আমি এবং হাওয়ার্ড ওয়াশিংটনকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমরা এ শহর ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।'

ডানা অফিসে ফিরল। তার ডেস্কে ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর লেটেস্ট সংখ্যা। পত্রিকার প্রথম পাতা সাজানো হয়েছে উইনথ্রপ পরিবারের গল্প এবং ছবি দিয়ে। ডানা অনেকক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে থাকল। তার মনে একটা কথা অনুরণিত হচ্ছে বারবার। *এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পরিবারের পাঁচজন সদস্যই মারা গেছে। অবিশ্বাস্য!*

ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেস-এর এক্সিকিউটিভ টাওয়ার-এ প্রাইভেট ফোনটি এল।

'আমি এইমাত্র নির্দেশ পেলাম।'

'গুড। ওরা অপেক্ষা করছে। পেইন্টিংগুলোর কী হবে?'

'পুড়িয়ে ফেলো।'

'সবগুলো? ওগুলোর দাম কয়েক মিলিয়ন ডলার।'

'সবকিছু ছকবাঁধা নিয়মে ঘটছে। আমরা কোথাও কোনো ফাঁক রাখতে চাই

না। ওগুলো এখুনি পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা করো।'

ডানার সেক্রেটারি অলিভিয়া ওয়াটকিন্সের কণ্ঠ ভেসে এল ইন্টারকমে।

'আপনার জন্য তিন নাম্বার লাইনে একটা কল আছে। উনি দুবার ফোন করেছেন।'

'কে, অলিভিয়া?'

'মি. হেনরি।'

টমাস হেনরি থিওডর রুজভেল্ট মিডল স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। ডানা হাত দিয়ে কপাল ঘষল যেন যে-ব্যথাটা শুরু হতে যাচ্ছে ওটা আগেই দূর করে দিতে চায়। ফোন তুলল।

'গুড আফটারনুন, মি. হেনরি।'

'আফটারনুন, মিস ইভান্স। আমার সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে?'

'অবশ্যই। দু-এক ঘণ্টার মধ্যে। আমি—'

'এখনই আসতে পারলে ভালো হয়।'

'আচ্ছা, আসছি।'

# তিন

কামালের কাছে স্কুল একটি অসহ্য জায়গা। ক্লাসের সবগুলো ছাত্রের মধ্যে উচ্চতায় সে সবচেয়ে খাটো, এবং তার লজ্জা লাগে মেয়েগুলোও তার চেয়ে লম্বা বলে। ক্লাসে তাকে 'কুঁচো চিংড়ি', 'মিনো' (ক্ষুদ্র একধরনের মাছ) এবং 'বাছুর' বলে খেপানো হয়। পাঠ্যসূচিতে কামালের একমাত্র আগ্রহ অঙ্ক এবং কম্পিউটারের প্রতি। সে এ দুটি বিষয়ে সবসময় সবার চেয়ে বেশি নাম্বার পেয়ে এসেছে। দাবাখেলায়ও তাকে কেউ হারাতে পারে না। আগে ফুটবল খেলত কামাল, কিন্তু স্কুলের সকার টিমে জায়গা হয়নি তার একটি হাত নেই বলে। কোচ সরাসরি বলে দিয়েছে, 'দুঃখিত, তুমি আমাদের কোনো কাজে আসবে না।' বুকে সেদিন খুব চোট পেয়েছিল কামাল।

স্কুলে কামালের প্রধান শত্রু রিকি আন্ডারউড। লাঞ্চের সময় কিছু ছাত্র ক্যাফেটেরিয়া বাদ দিয়ে প্যাশিওতে বসে খাবার খায়। রিকি আন্ডারউড তক্কে তক্কে থাকে কামাল কোথায় বসে লাঞ্চ করে দেখার জন্য। এবং সেখানে গিয়ে সে বলে, 'এই যে, এতিম বালক, তোমার দুষ্ট সৎমা তোমাকে তোমার আসল বাড়িতে কবে পাঠাবে?'

কামাল রিকির কথা শুনেও না-শোনার ভান করে।

'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, উদ্ভট ছোঁড়া। সে নিশ্চয় তোমাকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দেবে, তাই না? সবাই জানে সে তোমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছে, উটমুখো। কারণ সে বিখ্যাত একজন সাংবাদিক এবং দেখাতে চায় তোমার মতো একটা বিকলাঙ্গকে যুদ্ধের কবল থেকে বাঁচিয়ে এনেছে।'

'ফুকাট!' বলে চেঁচিয়ে উঠে রিকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কামাল।

প্রস্তুত ছিল রিকি। প্রথম ঘুসিটা কামালের পেটে লাগল। দ্বিতীয় ঘুসি আছড়ে পড়ল মুখে। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল কামাল, গোঙাচ্ছে যন্ত্রণায়।

রিকি আন্ডারউড বলল, 'আবার দরকার হলে বোলো, পাবে।'

সন্দেহের দোলাচলে দোলে কামালের মন। রিকির কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। আবার বিশ্বাস করেও। *ডানা যদি আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়? রিকিই ঠিক বলেছে,* ভাবে কামাল। *আমি একটা সৃষ্টিছাড়া, উদ্ভট প্রাণী। ডানার মতো*

সারায়েভোতে বাবা-মা এবং বোনকে হারানোর পরে কামাল ভেবেছিল সেও বোধহয় আর বাঁচবে না। তাকে প্যারিসের বাইরে একটি এতিমখানায় পাঠানো হয়েছিল। ওটা ছিল একটা দুঃস্বপ্ন।

প্রতি শুক্রবার বেলা দুটোয় এতিমখানায় ছেলেমেয়েদের সারবেঁধে দাঁড়াতে হতো। তাদের মাঝ থেকে দত্তক নেয়ার জন্য বাছাই করা হত। বাছাই করতেন যারা দত্তক নেবেন, তাঁরা। প্রতি শুক্রবার বাচ্চাগুলোর মধ্যে উত্তেজনা এবং টেনশন কাজ করত। তারা গোসল সেরে পরিষ্কার জামাকাপড় পরত। বড়রা যখন তাদের লাইনের মাঝ দিয়ে হেঁটে যেতেন, প্রতিটি বাচ্চা মনে-মনে প্রার্থনা করত তাকে যেন দত্তক নেয়া হয়।

*অনেকেই কামালকে এড়িয়ে গেছেন শুধুমাত্র ওর একটি হাত নেই বলে। প্রতি শুক্রবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত। তবে কামাল প্রতিবারই আশায় বুক বাঁধত আজ কেউ তাকে পছন্দ করবেন। কিন্তু তাঁরা অন্য বাচ্চাদেরকে পছন্দ করতেন, অগ্রাহ্য করতেন কামালকে। অবহেলিত কামালের খুব অপমান লাগত। সে হতাশ হয়ে ভাবত সবসময় একই ঘটনা ঘটছে। কেউ আমাকে চায় না।*

যাঁরা ওদেরকে দেখতে আসতেন, তাঁদের সামনে সেজেগুজে দাঁড়াত কামাল। মুখভরা হাসি থাকত তার। কিন্তু হায়, কেউ তাকে পছন্দ করত না।

কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে কামালের প্রতি মায়া পড়ে যায় ডানার। সারায়েভোর রাস্তায় ভবঘুরের মতো কামালকে ঘুরতে দেখেছে ডানা। রেডক্রস কামালকে এতিমখানায় পাঠিয়ে দেয়ার পরে সে ডানাকে চিঠি লিখেছিল। কামাল অবাক হয়ে যায় শুনে ডানা ওই এতিমখানায় ফোন করে তাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। কামাল ডানার সঙ্গে থাকবে। ওটা ছিল কামালের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের মুহূর্ত। এ যেন অসম্ভব এক স্বপ্নপূরণ।

তারপর থেকে কামালের জীবন পুরোপুরি বদলে যায়। পৃথিবীতে নিজেকে আর একা মনে হয় না তার। কেউ একজন আছে যে তার কথা ভাবে, তাকে ভালোবাসে। ডানাকে সে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু রিকি কামালের মনে স্থায়ী যে আশঙ্কা ঢুকিয়ে দিয়েছে সে দুশ্চিন্তা থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারে না কামাল। তার বারবার মনে হতে থাকে ডানা একদিন তাকে আবার এতিমখানায় পাঠিয়ে দেবে। কামাল স্বপ্নেও দেখে সে এতিমখানায় চলে এসেছে। ডানাও এসেছে দত্তক নিতে। ডানা কামালকে দেখে মুখ বাঁকিয়ে বলছে, 'এহ্, কী বিশ্রী কুৎসিত ছেলে!' সে আরেকটা ছেলেকে দত্তক হিসেবে বেছে নেয়। স্বপ্নটা দেখে কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে যায় কামালের।

কামাল জানে সে স্কুলে মারামারি করে বলে ডানা কষ্ট পায়। কিন্তু ডানাকে

নিয়ে কেউ বাজে কথা বললে সে সহ্য করতে পারে না। ইদানীং অপমানের মাত্রা বেড়ে চলছে বলে মারপিটের ঘটনাও ঘন ঘন ঘটছে।

রিকি কামালকে দেখলেই বলে ওঠে, 'এই যে কুঁচো চিংড়ি, তুমি বাক্স-পেঁটরা গুছিয়ে নিয়েছ তো! আজ সকালের খবরে বলেছে তোমার সৎমা মাগী তোমাকে যুগোস্লাভিয়া পাঠিয়ে দেবে।'

'জবোস্তি!' চিৎকার করে ওঠে কামাল।

তারপর শুরু হয়ে যায় মারামারি। কামাল বাড়ি ফেরে চোখের নিচে কালশিটে দাগ এবং ফোলা মুখ নিয়ে। ডানা কী হয়েছে জানতে চায়, কিন্তু সত্যি কথাটা বলতে পারে না ও। কামালের ভয় ডানা সব কথা জেনে গেলে রিকির কথাই যদি ফলে যায়!

এ মুহূর্তে কামাল প্রিন্সিপালের অফিসে অপেক্ষা করছে ডানার জন্য। ভাবছে, *ডানা যদি শোনে কী করেছি আমি, নির্ঘাৎ আমাকে ঘরের বার করে দেবে।*

শুকনো মুখে বসে রইল সে, ধড়ফড় করছে বুক।

ডানা টমাস হেনরির অফিসে ঢুকে দেখল গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন প্রিন্সিপাল। কামাল বসে আছে চেয়ারে।

'গুড মর্নিং, মিস ইভান্স। প্লিজ, বসুন।'

ডানা কামালের দিকে একঝলক তাকিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। ডেস্ক থেকে বড়সড় একটি মাংস-কাটার ছুরি তুলে নিলেন টমাস হেনরি।

'কামালের একজন শিক্ষক এ জিনিস কামালের কাছে পেয়েছে।'

ঝট করে কামালের দিকে ঘুরল ডানা। 'কেন?' ক্রুদ্ধ শোনাল তার কণ্ঠ। 'তুমি এটা স্কুলে নিয়ে এসেছ কেন?'

ডানার দিকে তাকাল কামাল। গোমড়ামুখে জবাব দিল, 'আমার কাছে বন্দুক ছিল না বলে।'

'কামাল!'

প্রিন্সিপালের দিকে ফিরল ডানা, 'আমি কি আপনার সঙ্গে একাকী কথা বলতে পারি, মি. হেনরি?'

'জি,' কামালের দিকে তাকালেন তিনি, চোয়াল শক্ত, 'হলওয়েতে যাও। ওখানে অপেক্ষা করো।'

চেয়ার ছাড়ল কামাল, শেষবার তাকাল ছুরির দিকে, তারপর বেরিয়ে গেল।

শুরু করল ডানা, 'মি. হেনরি, কামালের বয়স বারো। তার বেশিরভাগ দিন কেটেছে বোমার শব্দে, কানে তালা লেগে। বোমা কেড়ে নিয়েছে ওর মা-বাবা এবং বোনকে। বোমার আঘাতে কামাল একটা হাতও হারিয়েছে। সারায়েভোতে কামালের সঙ্গে আমার যখন দেখা ওইসময় সে একটা পোড়োবাড়িতে

কার্ডবোর্ডের বাক্সে ঘুমাত। ওখানে আরো শতশত বাস্তুহারা ছেলেমেয়ে জানোয়ারের মতো জীবন-যাপন করত।' সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। 'ওখানে বোমা হামলা থেমেছে। কিন্তু অসংখ্য ছেলেমেয়ে এখনো গৃহহীন এবং অসহায়। তারা শত্রুর মোকাবেলা করে ছুরি, পাথর কিংবা বন্দুক হাতে। অবশ্য যদি এরকম অস্ত্র তারা পায়।' এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল ডানা, দম নিল বুক ভরে। 'এই বাচ্চাগুলো ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে সবসময়। কামালও তাই। ও খুব ভালো ছেলে। ওকে শুধু বোঝাতে হবে এখানে ও সম্পূর্ণ নিরাপদ, কোনো ভয় নেই। বোঝাতে হবে আমরা কেউ ওর শত্রু নই। আমি কথা দিচ্ছি, ও এরকম কাণ্ড আর কখনো করবে না।'

দীর্ঘ নীরবতা। অবশেষে কথা বললেন টমাস হেনরি, 'আমার কখনো উকিলের দরকার হলে নিজেকে ডিফেন্স করার জন্য আপনাকে আমি চাইব, মিস ইভান্স।'

মুখে স্বস্তির হাসি ফোটাল ডানা। 'আই প্রমিজ।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন টমাস হেনরি। 'ঠিক আছে। কামালের সঙ্গে কথা বলে দেখুন। তবে সে যদি আবার এরকম কোনো কাণ্ড করে বসে তাহলে হয়তো আমি—'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। ধন্যবাদ, মি. হেনরি।'

কামাল হলওয়েতে অপেক্ষা করছিল।

'বাড়ি চলো,' কাঠখোট্টা গলা ডানার।

'ওরা কি আমার ছুরিটি রেখে দিয়েছে?'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না ডানা।

বাড়ি ফেরার পথে কামাল বলল, 'তোমাকে ঝামেলায় ফেলার জন্য আমি দুঃখিত, ডানা।'

'ওরা যে আমাকে লাথি মেরে স্কুল থেকে বের করে দেয়নি এই-ই ঢের। শোনো, কামাল—'

'ঠিক আছে। আমি আর ছুরি নিয়ে স্কুলে যাব না।'

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল ওরা। ডানা বলল, 'আমি স্টুডিওতে যাচ্ছি। বেবি সিটার যে-কোনো সময় এসে পড়বে। তোমার সঙ্গে আজ রাতে আমার কথা আছে।'



সন্ধ্যার খবর শেষ হলে জেফ ফিরল ডানার দিকে। 'তোমাকে মনমরা লাগছে, হানি।'

'কামালকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি। জানি না ওকে নিয়ে কী করব জেফ। প্রিন্সিপাল আজ আবার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওর কারণে দুজন বুয়া কাজ ছেড়ে চলে গেছে।'

'ছেলেটাকে তো আমার ভালোই লাগে,' বলল জেফ। 'ওর আসলে সবকিছুর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার জন্য সময় দরকার।'

'হয়তো বা। জেফ!'

'বলো!'

'মাঝে মাঝে মনে হয় ওকে এখানে নিয়ে এসে মস্ত কোনো ভুল করলাম না তো!'

ডানা বাড়িতে ঢুকে দেখল ওর জন্য অপেক্ষা করছে কামাল। ডানা বলল, 'বসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তোমাকে নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। এবং স্কুলে মারামারি করা চলবে না। জানি স্কুলের কোনো-কোনো ছেলে তোমাকে বিরক্ত করে। তবে সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। এভাবে মারামারি করলে মি. হেনরি তোমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবেন বলেছেন।'

'তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

'অবশ্যই আসে যায়। আমি তোমার একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে চাই। পড়ালেখা না-করলে ভবিষ্যৎ গড়তে পারবে না। মি. হেনরি তোমাকে একটা সুযোগ দিয়েছেন। তবে—'

'মি. হেনরির গুষ্টি চু—'

'কামাল!' ঠাস করে কামালের গায়ে চড় বসিয়ে দিল ডানা। সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ হয়ে গেল ওর। কামাল অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল, তারপর উঠে দাঁড়াল, একছুটে ঢুকল স্টাডিতে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

ফোন বাজছে। রিসিভার তুলল ডানা। জেফ, 'ডানা—'

'ডার্লিং আ-আমি এখন কথা বলতে পারব না। আমি এ-মুহূর্তে খুব আপসেট।'

'কী হয়েছে?'

'কামাল। ওকে নিয়ে আর পারি না!'

'ডানা...'

'বলো।'

'ওর পথে হাঁটো।'

'কী?'

'বিষয়টি নিয়ে একবার ভাবো। দুঃখিত। পরে কথা বলব।'

*ওর পথে হাঁটো। মানে কী এ কথার? ডানা ভাবল, কামালের আবেগ-অনুভূতি আমি কী করে বুঝব? আমি একহাত-হারানো বারোবছরের কিশোর নই। ওর মনের ভেতরে কী ঘটছে আমি জানি না।* অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ডানা। তারপর নিজের বেডরুমে ঢুকল। বন্ধ করল দরজা। খুলল ক্লজিট ডোর।

কামাল আসার আগে জেফ ডানার অ্যাপার্টমেন্টে বহু রাত কাটিয়েছে। ওর কিছু জামাকাপড় এখনো রয়ে গেছে। ক্লজিটে প্যান্ট, টাই, সোয়েটার এবং স্পোর্টস জ্যাকেট আছে। ওগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর নগ্ন হয়ে জেফের শার্ট এবং জকি শর্টস পরে বিছানায় বসল। ভাবছে কামালের কথা। জেফই ঠিক বলেছে, ভাবল ডানা। আমি খুব দ্রুত খুব বেশি আশা করছি। অ্যাডজাস্ট হতে কামালের আরো সময়ের দরকার। আমার বাবা আমার মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারিনি আমি। আর কামাল তো অতীতের ভয়ংকর যুদ্ধস্মৃতি বুকে নিয়ে চলছে। ওর তো স্বাভাবিক হতে সময় লাগবেই।

বিছানা ছাড়ল ডানা, ধীরে ধীরে জামাকাপড় ছেড়ে নিজের কাপড় পরে নিল। কামাল প্রায়ই ব্রিটনি স্পিয়ার্স, ব্যাকস্ট্রিট বয়েজ এবং লিম্প বিজকিটের গান শোনে। গানের কয়েকটি লাইন মনে পড়ে গেল ডানার।

'ডোন্ট ওয়ান্ট টু লস ইউ'
'আই নিড ইউ টু নাইট'
'অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ লাভ মি'
'আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি উইথ ইউ'
'আই নিড লাভ'

সব গানেই ফুটে উঠেছে একাকিত্বের বেদনা আর পাবার প্রত্যাশা।

ডানা কামালের রিপোর্টকার্ড তুলে নিল। এটা ঠিক, সে বেশিরভাগ সাবজেক্টে কম নাম্বার পেয়েছে। তবে অঙ্কে পেয়েছে A। অন্তত একটা বিষয়ে তো ও সবার থেকে এগিয়ে আছে, ভাবল ডানা। এখানেই নিহিত ওর ভবিষ্যৎ। অন্য বিষয়গুলোতে ও যাতে ভালো রেজাল্ট করতে পারে, ওকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল ডানা।

স্টাডিরুমের দরজা খুলে ডানা দেখল কামাল শুয়ে আছে বিছানায়। শক্ত করে বোজা চোখ, ম্লানমুখে জলের দাগ। ডানা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওর দিকে, তারপর ঝুঁকে চুমু খেল গালে। 'আমি দুঃখিত, কামাল,' ফিসফিস করল ও। 'আমাকে মাফ করে দিয়ো।'

পরদিন সকালে ডানা কামালকে নিয়ে গেল বিখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন ড. উইলিয়াম উইলকক্সের কাছে। ওকে পরীক্ষা করে দেখার পরে ডানার সঙ্গে একান্তে কথা বললেন ড. উইলকক্স।

'মিস ইভান্স, ওর শরীরে কৃত্রিম অঙ্গ লাগাতে খরচ পড়বে কুড়ি হাজার ডলার। তারপরও একটা সমস্যা আছে। কামালের বয়স মাত্র বারো। সতেরো/আঠারো বছর পর্যন্ত ওর শারীরিক বৃদ্ধি ঘটবে। তখন কৃত্রিম অঙ্গ নিয়ে

সমস্যায় পড়ে যাবে ও। আমার মনে হয় আপনার টাকাটা জলে যাবে।'

হতাশ বোধ করল ডানা 'আচ্ছা। ধন্যবাদ, ডক্টর।'

বাইরে এসে কামালকে বলল ও, 'দুশ্চিন্তা কোরো না, সোনা। একটা-না-একটা রাস্তা বেরিয়ে আসবেই।'

কামালকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অফিসে ছুটল ডানা। কিছুদূর যাবার পরে বেজে উঠল ওর সেলফোন। ফোন তুলল ডানা। 'হ্যালো!'

'ম্যাট বলছি। আজ দুপুরে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে উইনথ্রপ মার্ডার নিয়ে প্রেস-কনফারেন্স হবে। তুমি ওটা কভার করবে। আমি ক্যামেরা-ক্রু পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি ওখানে যাচ্ছি, ম্যাট।'

পুলিশ চিফ ড্যান বার্নেট নিজের অফিসে ফোনে কথা বলছেন, তার সেক্রেটারি বলল, 'দুই নম্বর লাইনে মেয়র অপেক্ষা করছেন।'

ধমকে উঠলেন বার্নেট, 'ওঁকে বলো আমি এক নম্বর লাইনে গভর্নরের সঙ্গে কথা বলছি।' তিনি ফিরে গেলেন কথোপকথনে।

'জি, গভর্নর। জানি ওটা... জি, স্যার। আমার মনে হয়... অবশ্যই পারব... যত শীঘ্রি সম্ভব আমরা... জি। গুডবাই, স্যার।' তিনি ঠকাশ করে রেখে দিলেন রিসিভার।

'হোয়াইট হাউজ প্রেস সেক্রেটারি চার নম্বর লাইনে আছেন।'

সারা সকাল এরকমই চলল।

দুপুরে ওয়াশিংটনের ৩০০ ইন্ডিয়ানা এভিন্যুর মিউনিসিপাল সেন্টারের কনফারেন্স রুম ভরে গেল মিডিয়ার লোকজনের আগমনে। পুলিশ চিফ বার্নেট ঘরে ঢুকলেন। দাঁড়ালেন সাংবাদিকদের সামনে।

'সবাই দয়া করে চুপ করুন,' সবাই চুপ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি। 'আপনাদের প্রশ্ন নেয়ার আগে আমি একটি বিবৃতি দিতে চাই। গ্যারি উইনথ্রপের নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুধু এ জাতির জন্য নয়, গোটা পৃথিবীর জন্য বিরাট ক্ষতি। এ ভয়ংকর অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার না-করা পর্যন্ত আমাদের তদন্ত অব্যাহত থাকবে। এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন।'



এক সাংবাদিক আসন ছেড়ে দাঁড়াল। 'চিফ বার্নেট, পুলিশ কোনো ক্লু পেয়েছে?'

'রাত তিনটার সময় এক প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছিল গ্যারি উইনথ্রপের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে একটি সাদা ভ্যান থেকে দুজন লোক নামছে। সে গাড়ির লাইসেন্স নাম্বার টুকে নিয়েছিল। প্লেটটি চুরি করা একটি ট্রাকের।'

'বাড়ি থেকে কী কী মাল ডাকাতি হয়েছে পুলিশ জানতে পেরেছে?'

'ডজনখানেক মূল্যবান পেইন্টিং পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পেইন্টিং ছাড়া অন্য কিছু খোয়া যায় নি?'

'না।'

'টাকাপয়সা বা গয়নাগাটি?'

'বাড়ির টাকাপয়সা বা গয়নাগাটি কেউ স্পর্শও করেনি।'

'চিফ বার্নেট, বাড়িতে অ্যালার্ম সিস্টেম ছিল না? থাকলে ওটা কি চালু ছিল?'

'বাটলারের ভাষ্য অনুযায়ী, রাতের বেলা সবসময় চালু রাখা হয় অ্যালার্ম সিস্টেম। চোরের দল ওটা নষ্ট করে দিয়েছিল। তবে কীভাবে বলতে পারব না।'

'চোর বাড়িতে ঢুকল কী করে?'

ইতস্তত করলেন চিফ বার্নেট। 'দরজা ভেঙে ঢোকার কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। এ প্রশ্নের জবাব তাই দিতে পারছি না।'

'বাড়ির ভেতরের কেউ এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে?'

'মনে হয় না। গ্যারি উইনথ্রপের কর্মচারীরা বহুদিন ধরে ছিল তাঁর সঙ্গে।'

'বাড়িতে কি গ্যারি উইনথ্রপ একা ছিলেন?'

'যদ্দূর জানি হ্যাঁ। বাড়িতে চাকরবাকর কেউ ছিল না।'

ডানা জানতে চাইল, 'চুরি যাওয়া পেইন্টিং-এর তালিকা আছে আপনার কাছে?'

'আছে। সবগুলো বিখ্যাত ছবি। তালিকাটি জাদুঘর, আর্ট ডিলার এবং চিত্রসংগ্রাহকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। পেইন্টিং পাওয়া মাত্র এ-রহস্যের অবসান ঘটবে।'

ডানা হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছে, খুনেরা নিশ্চয় জানত ছবিগুলো বিক্রি করতে পারবে না। তাহলে ছবি চুরি করল কেন? আর খুনই বা করল কেন? ওরা টাকাকড়ি এবং গহনা কেন নিল না?

*কোথায় যেন একটা ব্যাপার মিলছে না।*



গ্যারি উইনথ্রপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম ক্যাথেড্রাল ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালে। উইসকনসিন এবং ম্যাসচুসেটস এভিন্যুতে বন্ধ করে দেয়া হল গাড়ি-চলাচল। সিক্রেট সার্ভিস এবং ওয়াশিংটন পুলিশ ঘিরে রাখল জায়গাটা। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিতে হাজির হলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডজনখানেক সিনেটর, কংগ্রেস সদস্য, প্রধান বিচারপতি, দুজন কেবিনেট অফিসার এবং সারাবিশ্ব থেকে আসা হোমড়াচোমড়া মানুষ। পুলিশ এবং প্রেস হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে ক্যাথেড্রালের আকাশে। জনতা শুধু গ্যারি নয়, হতভাগ্য উইনথ্রপ-পরিবারের প্রতিটি মৃত সদস্যের জন্য শোক জানাতে হাজির হল। ডানা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পুরো দৃশ্য ধারণ করল দুজন ক্যামেরা-ক্রু নিয়ে।

ডানার মা ফোন করলেন, 'বন্ধুদের নিয়ে অন্তেষ্টিক্রিয়ার খবর দেখলাম, ডানা। তুমি উইনথ্রপ-পরিবার নিয়ে কথা বলার সময় মনে হচ্ছিল কেঁদে ফেলবে।'

'আমি সত্যিই কেঁদে ফেলেছিলাম, মা।'

সে রাতে ঘুমাতে পারল না ডানা। মাঝ রাতের দিকে তন্দ্রামতো লেগেছিল, দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল। তারপর সারারাত দু-চোখের পাতা আর এক করতে পারল না। বারবার মনে পড়ল, *একই পরিবারের পাঁচজন মানুষ এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মারা গেছে। কী অদ্ভুত ব্যাপার!*

## চার

'তুমি আমাকে কী বলতে চাইছ, ডানা?'

'ম্যাট, আমি বলতে চাইছি একটি পরিবারের পাঁচজন সদস্যের এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মৃত্যু নিছক কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না।'

'ডানা, তোমাকে ভালোভাবে জানি বলে সাইকিয়াট্রিস্ট ডেকে এনে বলছি না যে আমাদের অফিসের একটি মাথাখারাপ মেয়ে দাবি করছে আকাশ ভেঙে পড়ছে। তুমি এর মধ্যে গন্ধ খুঁজে পাচ্ছ? এর পেছনে কে আছে? ফিডেল ক্যাস্ট্রো? সিআইএ? অলিভার স্টোন? ফর গডস শেক, তুমি কি জানো না যে, বিখ্যাত কেউ মারা গেলেই লোকে মৃত্যুর কারণ হিসেবে হাজারটা ষড়যন্ত্র খুঁজে পায়? এক লোক গত হপ্তায় এসে বলল সে প্রমাণ করতে পারবে লিওন জনসন আব্রাহাম লিংকনকে হত্যা করেছেন। ওয়াশিংটনের বাতাসে সবসময় ভেসে বেড়ায় ষড়যন্ত্রের গন্ধ। তুমি আসলে সময় নষ্ট করছ।'

'ধন্যবাদ, ম্যাট,' বলল ডানা।

ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর মর্গ-ভবনের বেসমেন্টে আগের নিউজ শো'র হাজার হাজার টেপ সার বেঁধে সাজানো।

লরা লী হিল ডেস্কে বসে টেপের ক্যাটালগ করছিল। স্বর্ণকেশী, চিত্তাকর্ষক লরার বয়স চল্লিশ। ডানাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে মুখ তুলে চাইল।

'হাই, ডানা। অন্তেষ্টিক্রিয়ার ব্রডকাস্ট দেখলাম। দারুণ উপস্থাপনা করেছ।'

'ধন্যবাদ।'

'ভয়ানক একটা ট্রাজেডি, না?'

'ভয়ানক,' মাথা দোলাল ডানা।

'তো তোমার জন্য কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'আমি উইনথ্রপ-পরিবারের কয়েকটি টেপ দেখব।'

'বিশেষ কোনো টেপ?'

'না। শুধু দেখে অনুমান করতে চাই পরিবারটি কীরকম ছিল।'

'ওরা কেমন ছিলেন আমি তোমাকে বলতে পারি। ওরা ছিলেন সেইন্টের

মতো।'

'আমিও তেমনটিই শুনেছি,' বলল ডানা।

চেয়ার ছাড়ল লরা হিল। 'হাতে সময় আছে তো? ওদের ওপর কয়েক টন কাভারেজ আছে আমাদের কাছে।'

'চমৎকার। আমার কোনো তাড়া নেই।'

লরা লী ডানাকে নিয়ে একটি ডেস্কে চলে এল। এ ডেস্কে টিভি-মনিটর আছে। 'আমি আসছি এখুনি,' পাঁচমিনিট পরে সে দুহাত বোঝাই করে টেপ নিয়ে এল। 'এগুলো দিয়ে আপাতত শুরু করো।' বলল সে। 'পরে আসছে আরো।'

ডানা টেপের দিকে তাকিয়ে ভাবল হয়তো আমার মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। তবে যদি আমার ধারণা সত্যি হয়...

সে চালিয়ে দিল টেপ। পর্দায় ভেসে উঠলেন দারুণ সুদর্শন এক পুরুষ। তার চুলের রঙ কালো, ঝকঝকে নীল চোখ, দৃঢ় চিবুক। তার পাশে একটি বাচ্চা ছেলে। ঘোষক বলল, 'টেলর উইনথ্রপ সুযোগ-সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের জন্য আরেকটি ক্যাম্প স্থাপন করেছেন। তাঁর সঙ্গে আছে তাঁর ছেলে পল এ নিয়ে দশ নম্বর ক্যাম্প স্থাপন করলেন তিনি। আরো ডজনখানেক ক্যাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁর আছে।'

বোতামে চাপ দিতে বদলে গেল দৃশ্যপট। টেলর উইনথ্রপকে বুড়োটে চেহারায় দেখা গেল, চুল পেকে ধূসর, কয়েকজন হোমড়াচোমড়া ব্যক্তির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন। তিনি ন্যাটোর উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। টেলর উইনথ্রপ ক'দিনের মধ্যে ব্রাসেলস রওনা হচ্ছেন...'

টেপ বদলাল ডানা। হোয়াইট হাউজের সামনের লন ফুটল টিভি-পর্দায়। টেলর উইনথ্রপ প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রেসিডেন্ট বলছেন, '...আমি ওঁকে ফেডারেল রিসার্চ এজেন্সি প্রধান পদে অধিষ্ঠিত করেছি। এজেন্সি সারাবিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিয়ে কাজ করবে। আর এ প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দানের জন্য টেলর উইনথ্রপের চেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি আমার চোখে পড়েনি...'

পর্দায় পরের দৃশ্যে রোমের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট দেখা গেল। টেলর উইনথ্রপ একটি প্লেন থেকে নামছেন। 'দেশের অতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এসেছেন টেলর উইনথ্রপকে স্বাগত জানাতে। তিনি ইটালি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা করবেন। মি. উইনথ্রপকে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আলোচনার দায়িত্ব দিয়েছেন। কাজেই বুঝতেই পারছেন বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ...'

টেপ বদলাল ডানা। টেলর উইনথ্রপ প্যারিসের প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। 'টেলর উইনথ্রপ এইমাত্র ফ্রান্সের

সঙ্গে একটি যুগান্তকারী বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করেছেন...'

আরেকটি টেপ। টেলর উইনথ্রপের স্ত্রী ম্যাডেলিন একটি কমপাউন্ডে কতগুলো ছেলেমেয়ের সঙ্গে। 'ম্যাডেলিন উইনথ্রপ আজ নির্যাতিত শিশুদের জন্য নতুন একটি কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করেছেন এবং...

একটি টেপে দেখা গেল উইনথ্রপ দম্পতির ছেলেমেয়েরা ভারমন্টের ম্যানেচেস্টারে নিজেদের খামারবাড়িতে খেলা করছে।

পরের টেপটি চালু করল ডানা। হোয়াইট হাউজে টেলর উইনথ্রপ। পেছনে দেখা যাচ্ছে তার স্ত্রী, দুই সুদর্শন পুত্র গ্যারি এবং শন ও সুন্দরী কন্যা জুলিকে। প্রেসিডেন্ট টেলর উইনথ্রপকে মেডাল অব ফ্রিডম উপহার দিচ্ছেন। ...দেশের জন্য নিঃস্বার্থ অবদান এবং অসাধারণ সমাজসেবার জন্য তাঁকে এ সম্মানে ভূষিত করা হল। আমি টেলর উইনথ্রপকে সর্বোচ্চ সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড মেডাল অব ফ্রিডম-এ ভূষিত করতে পেরে আনন্দিত।'

জুলি স্কি করছেন একটি টেপে...

গ্যারি তরুণ চিত্রশিল্পীদের সাহায্যে একটি প্রতিষ্ঠানকে চাঁদা দিচ্ছেন...

আবার ওভাল অফিস। গিজগিজ করছে সাংবাদিক। প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ধূসরচুলো টেলর উইনথ্রপ এবং তাঁর স্ত্রী। 'আমি টেলর উইনথ্রপকে রাশিয়ায় আমাদের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি। আমাদের দেশের জন্য মি. উইনথ্রপের অগণিত অবদানের বিষয়ে আপনারা সবাই অবগত। তিনি গলফ খেলা বাদ দিয়ে এই পদটি গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত।' হেসে উঠল সাংবাদিকরা।

টেলর উইনথ্রপ বলে উঠলেন, 'আপনি তো আমার গলফ খেলা দেখেননি, মি. প্রেসিডেন্ট।'

আবার হাসি...

তারপর শুরু হল মর্মান্তিক ঘটনার পালা।

নতুন একটি টেপ ঢোকাল ডানা। কলোরাডোর অ্যাসপেনের পুড়ে যাওয়া একটি বাড়ি। ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িটির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে এক মহিলা নিউজকাস্টার বলছে, 'অ্যাসপেনের চিফ অভ পুলিশ নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রদূত উইনথ্রপ এবং তাঁর স্ত্রী ম্যাডেলিন, দুজনেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। আজ খুব ভোরে আগুন লাগার খবর পেয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে যায় দমকল বাহিনী। তবে তাঁদেরকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। চিফ ন্যাগেলের মতে, বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত। রাষ্ট্রদূত এবং মিসেস উইনথ্রপ তাঁদের সমাজহিতৈষী কর্মকাণ্ড এবং সরকারি চাকরির প্রতি নিবেদিত প্রাণের কারণে সারা পৃথিবীতে পরিচিত ছিলেন।'

আরেকটি টেপ চালাল ডানা। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার গ্রান্ড কর্নিশের দৃশ্য।

একজন রিপোর্টার বলছে, 'এই বাঁকের কাছেই পল উইনথ্রপের গাড়ি রাস্তা থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যায়। করোনার অফিসের ভাষ্য অনুযায়ী, অ্যাক্সিডেন্টে তাৎক্ষণিকভাবে মারা গেছেন পল। তাঁর গাড়িতে অন্য কোনো যাত্রী ছিল না। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে। অদৃষ্টের ভয়ংকর পরিহাস হল, মাত্র দুই মাস আগে পল উইনথ্রপের বাবা-মা তাঁদের অ্যাসপেনের বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।'

আরেকটি টেপে হাত বাড়াল ডানা। আলাস্কার জুনাউর একটি পাহাড়ি স্কিয়িং ট্রেইল ভেসে উঠল টিভি-পর্দায়। গায়ে ভারী গরম কাপড় চাপিয়ে এক নিউজকাস্টার বলে চলেছে, '...গত সন্ধ্যায় এখানেই করুণ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। কর্তৃপক্ষ জানেন না জুলি উইনথ্রপের মতো চ্যাম্পিয়ন স্কিয়ার কেন রাতের বেলা একা এই বিশেষ ট্রেইলে স্কি করতে এসেছিলেন। কারণ ট্রেইলটি ছিল বন্ধ। তবে তদন্ত চলছে। গত সেপ্টেম্বরে, ছয় হপ্তা আগে জুলির ভাই পল ফ্রান্সে গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। আর এ বছরের জুলাইতে তাদের বাবা-মা এমব্যাসাডর টেলর উইনথ্রপ এবং তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন আগুনে পুড়ে। প্রেসিডেন্ট এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন।'

পরের টেপ। ওয়াশিংটনের উত্তরপশ্চিমে, গ্যারি উইনথ্রপের বাড়ি। সাংবাদিকরা বাড়ির বাইরে ঘুরঘুর করছে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন নিউজকাস্টার বলছে, 'একটি করুণ অবিশ্বাস্য ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন উইনথ্রপ পরিবারের সর্বশেষ সদস্য গ্যারি উইনথ্রপ। তাঁকে ডাকাতরা গুলি করে হত্যা করে। আজ ভোরে এক নিরাপত্তারক্ষী অ্যালার্ম বাতি জ্বলছে না দেখে ঘরে ঢোকে এবং আবিষ্কার করে মি. উইনথ্রপের লাশ। তাঁকে দুবার গুলি করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মূল্যবান পেইন্টিং-এর লোভে চোর ঢুকেছিল এ বাড়িতে।'

টেলিভিশন মনিটরের সুইচ বন্ধ করে দিল ডানা। চেয়ারে বসে রইল অনেকক্ষণ। *এই চমৎকার একটি পরিবারকে কে এভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিল? কেন?*

হার্ট সিনেট অফিস ভবনে সিনেটর পেরি লেফের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করল ডানা। লেফের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। সৎ এবং ভালোমানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে।

ডানা ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। 'আপনার জন্য কী করতে পারি, মিস ইভান্স?'

'আপনি তো টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে কাজ করতেন, সিনেটর, তাই না? তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।'

'হ্যাঁ। প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে বিভিন্ন কমিটিতে একত্রে কাজ করার সুযোগ

দিয়েছেন।'

'তাঁর পাবলিক ইমেজ সম্পর্কে আমি জানি, সিনেটর। তবে ব্যক্তি হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন?'

ডানার আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন সিনেটর। 'টেলর উইনথ্রপের মতো চমৎকার মানুষ খুব বেশি দেখিনি আমি। খুব সহজে যে-কারো সঙ্গে মিশে যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তিনি এ পৃথিবীকে সবার বাসযোগ্য করে তোলার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁকে আমি সবসময় মিস করব। তাঁর পরিবারে যে ঘটনা ঘটেছে এরচেয়ে খারাপ ঘটনা আর হতে পারে না। ভাবলেই বুকটা টনটন করে ওঠে ব্যথায়।'

টেলর উইনথ্রপের সেক্রেটারি ন্যান্সি পারচিনের সঙ্গে কথা বলছে ডানা। ষাট বছরের বৃদ্ধার মুখে ভাঁজ পড়েছে, চোখজোড়া বিষণ্ন।

'আপনি তো মি. উইনথ্রপের সঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছেন?'

'পনেরো বছর।'

'মি. উইনথ্রপকে তো তাহলে খুব ভালোভাবে চেনা-জানা সম্ভব হয়েছে আপনার।'

'তাতো বটেই।'

ডানা বলল, 'উনি মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন তাঁর একটা চিত্র পেতে চাইছি আমি। তিনি কী—?'

বাধা দিলেন ন্যান্সি পারচিন, 'উনি কেমন মানুষ ছিলেন বলছি, মিস ইভান্স। আমার ছেলে লু গেরিগের কঠিন একটা অসুখ হয়েছিল। টেলর উইনথ্রপ ওকে নিজের চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান এবং সমস্ত খরচ তিনিই বহন করেন। কিন্তু আমার ছেলে বাঁচেনি। মি. উইনথ্রপ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত খরচ দিয়েছিলেন। আমাকে তিনি ইউরোপে পাঠিয়ে দেন শোক সামলে ওঠার জন্য।'

তার চোখ ভরে গেল জলে, 'আমি তাঁর মতো দয়ালু, নিপাট ভদ্রলোক আর দেখিনি।'

ডানা ফেডারেল রিসার্চ এজেন্সি বা FRA-এর পরিচালক জেনারেল ভিক্টর বুস্টারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল। টেলর উইনথ্রপ এ সংস্থার মাথা ছিলেন। বুস্টার শুরুতে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন ডানাকে, কিন্তু যখন জানলেন কাকে নিয়ে কথা বলতে চায় ডানা, রাজি হয়ে গেছেন ওর সঙ্গে দেখা করতে।

দুপুর নাগাদ মেরিল্যান্ডের ফোর্টমিডের কাছে, ফেডারেল রিসার্চ এজেন্সিতে পৌঁছে গেল ডানা। সতর্ক প্রহরাধীন এজেন্সির হেডকোয়ার্টার্স বিরাশি একর

জায়গা জুড়ে। চারপাশে জঙ্গলে ঘেরা। তার পেছনে স্যাটেলাইট ডিশ দেখার উপায় নেই।

ডানা গাড়ি নিয়ে চলে এল আট ফুট উঁচু তারের বেড়ার সামনে। সেন্ট্রি বুথে সশস্ত্র গার্ডকে নিজের নাম বলে দেখাতে হল ড্রাইভিং লাইসেন্স। তাকে ভেতরে ঢুকতে দিল গার্ড। এক মিনিট পরে বন্ধ একটি বৈদ্যুতিক গেটে চলে এল ডানা। এখানে সার্ভিলেন্স ক্যামেরা আছে। আবার নাম বলল ডানা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল গেট, ড্রাইভওয়ে ধরে সাদা প্রকাণ্ড প্রশাসনিক ভবনের সামনে চলে এল ও।

সাদা পোশাকের এক লোক এগিয়ে এল। ডানাকে বলল, 'আমি আপনাকে জেনারেল বুস্টারের অফিসে নিয়ে যাব, মিস ইভান্স।'

প্রাইভেট এলিভেটরে চেপে পাঁচতলায় উঠে এল ওরা। লম্বা করিডোর ধরে হাঁটা দিল। হলের শেষ মাথায় অনেকগুলো অফিস।

বড়সড় একটি রিসেপশন অফিসে ঢুকল ডানা। এখানে ডেস্কে বসে আছে দুজন সেক্রেটারি। একজন বলল, 'জেনারেল আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, মিস ইভান্স। ভেতরে যান, প্লিজ।' একটি বোতাম টিপতেই ভেতরের অফিসের দরজা খুলে গেল খুট করে।

সুপ্রশস্ত একটি অফিসে পা রাখল ডানা। সিলিং এবং দেয়াল সাউন্ডপ্রুফ। চল্লিশোর্ধ্ব লম্বা, একহারা গড়নের, আকর্ষণীয় চেহারার এক ভদ্রলোক ওকে স্বাগত জানাল।

'আমি মেজর জ্যাক স্টোন। জেনারেল বুস্টারের এইড,' ডেস্কের পেছনে বসা লোকটির দিকে ইঙ্গিত করল, 'ইনি জেনারেল বুস্টার।'

ভিক্টর বুস্টার জাতে আফ্রিকা-আমেরিকান, বাটালি দিয়ে খোদাই-করা মুখ, কালো কাচের মতো চোখে কঠোর চাউনি। ছাদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর চকচকে ন্যাড়া মাথায়।

'বসুন,' জেনারেলের কণ্ঠ জলদগম্ভীর।

বসল ডানা। 'সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, জেনারেল।'

'টেলর উইনথ্রপ সম্পর্কে কথা বলতে চান বলেছিলেন?'

'জি। আমি চাই—'

'ওঁকে নিয়ে স্টোরি করছেন, মিস ইভান্স?'

'ওয়েল, আমি—'

কঠোর শোনাল গলা। 'আপনারা, ফাকিং জার্নালিস্টরা মরা মানুষদেরকে একটু শান্তিতে থাকতে দিতে পারেন না? আপনারা সব মড়াখেকো কয়োটি, কবর খুঁড়ে লাশ তুলছেন।'

বজ্রাহত হয়ে বসে রইল ডানা।

লজ্জায় লাল হয়ে গেল জ্যাক স্টোনের চেহারা। বহু কষ্টে মেজাজ নিয়ন্ত্রণে

রাখল ডানা, 'জেনারেল বুস্টার, আমি এখানে মরা খেতে আসিনি। আমি টেলর উইনথ্রপের কিংবদন্তি সম্পর্কে জানি। আমি মানুষটির ব্যাপারে একটি ছবি পেতে চাইছি। তাঁর সম্পর্কে কিছু বললে কৃতজ্ঞ থাকব।'

সামনে ঝুঁকলেন জেনারেল বুস্টার। 'আপনারা কোন্ ছাতামাথা নিয়ে কাজ করছেন জানি না, তবে একটা কথা শুধু বলি, মানুষটা নিজেই ছিলেন কিংবদন্তি। টেলর উইনথ্রপ যখন FRA-এর প্রধান ছিলেন, আমি তাঁর অধীনে কাজ করেছি। তাঁর মতো পরিচালক প্রতিষ্ঠান আর পায়নি। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, ওই করুণ ঘটনা আমি মনে করতেও চাই না।' তাঁর মুখ শক্ত। 'প্রেস আমার দু-চক্ষের বিষ, মিস ইভান্স। আপনারা সবসময় নাগালের বাইরে থাকেন। আমি সারায়েভোতে আপনার কাভারেজ দেখেছি। আপনার চোখের অশ্রু এবং হৃদয়মথিত কথা আমাদের কোনো কাজে লাগেনি।'

রাগ সামাল দিতে বেগ পেতে হল ডানাকে, 'আপনাদের কাজে লাগার জন্য আমি ওখানে যাইওনি, জেনারেল। আমি ওখানে গিয়েছিলাম জানাতে নিরপরাধ মানুষগুলোর ভাগ্যে কী ঘটেছে—'

'সে যাই হোক, আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, দেশ টেলর উইনথ্রপের মতো মহান স্টেটসম্যান আর কখনো পায়নি।' জেনারেলের চোখ ডানার ওপর স্থির। 'ওর স্মৃতি খুঁড়তে চাইলে অনেকের শত্রু হয়ে উঠবেন। একটা পরামর্শ দিই, শুনুন। সেধে ঝামেলা খুঁজতে যাবেন না, তাহলে ঝামেলা আপনাকে বেঁধে ফেলবে। এসব থেকে দূরে থাকুন। গুডবাই, মিস ইভান্স।'

ডানা একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল জেনারেলের দিকে। তারপর সিধে হল। 'অনেক ধন্যবাদ, জেনারেল।' গটগট করে বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

জ্যাক স্টোন ওর পেছন পেছন এগোল, 'চলুন, আপনাকে পথ দেখাই।'

করিডোরে এসে বুক ভরে দম নিল ডানা, ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'লোকটা কি সবার সঙ্গে এরকম আচরণই করে নাকি?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জ্যাক স্টোন, 'আমি ওনার হয়ে ক্ষমা চাইছি। যা ঘটেছে তার জন্য আমি দুঃখিত।' সে ঘুরে দাঁড়াল।

ডানা মেজরের আস্তিন স্পর্শ করল। 'দাঁড়ান। আপনার সঙ্গে কথা আছে। বারোটা বাজে। আমরা কোথাও বসে লাঞ্চ করতে পারি?'

জেনারেলের অফিসের দরজায় একঝলক তাকাল জ্যাক স্টোন। 'ঠিক আছে। কে স্ট্রিটে শল'স কলোনিয়াল ক্যাফেটেরিয়ায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসছি।'

'চমৎকার। ধন্যবাদ।'

'আমাকে এত তাড়াতাড়ি ধন্যবাদ দেবেন না, মিস ইভান্স।'

ডানা মেজরের জন্য অপেক্ষা করছিল। লোকজন তেমন নেই। তবু জ্যাক স্টোন

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল দেখতে চেনা-পরিচিত কেউ আছে কিনা। তারপর এগিয়ে গেল ডানার টেবিলে।

'জেনারেল বুস্টার যদি জানতে পারেন আপনার সঙ্গে কথা বলছি আমার পিঠের ছাল আস্ত থাকবে না। উনি মানুষটা ভালোই। তবে খুব কঠিন এবং সংবেদনশীল একটি চাকরি করছেন। আর নিজের কাজে উনি অত্যন্ত দক্ষ।' ইতস্তত করল মেজর, 'উনি সংবাদমাধ্যমের মানুষজন তেমন পছন্দ করেন না।'

'তাতো নিজের চোখেই দেখলাম,' শুকনো গলায় বলল ডানা।

'একটা কথা আগেই বলে রাখি, মিস ইভান্স। আমাদের এই আলাপচারিতার পুরোটাই কিন্তু অফ দ্য রেকর্ড।'

ট্রে থেকে পছন্দের খাবার তুলে নিল ওরা। ফিরে এল টেবিলে। জ্যাক স্টোন বলল, 'আমি চাই না আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনার কোনো ভুল ধারণা হোক। আমরা লোক ভালো। আমরা অনুন্নত দেশ নিয়ে কাজ করছি।'

'ভালো,' বলল ডানা।

'টেলর উইনথ্রপ সম্পর্কে কী জানতে চান?'

ডানা বলল, 'এ পর্যন্ত শুধু তাঁর সুখ্যাতির কথাই শুনেছি। মানুষটা নিশ্চয় পুরোপুরি নিষ্কলঙ্ক ছিলেন না।'

'তা ছিলেন না,' স্বীকার করল জ্যাক স্টোন। 'তবে তাঁর ভালো দিকগুলোর কথা আগে বলি। উনি সত্যি মানুষের মঙ্গল চাইতেন।' বিরতি দিল সে, 'অফিস স্টাফদের সবার জন্মদিন এবং বিবাহবার্ষিকীর কথা মনে থাকত তাঁর। সবাইকে জন্মদিনে এবং বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতেন, উপহার দিতেন। সবাই তাঁকে পছন্দ করত। যে-কোনো সমস্যার সমাধান করে দিতেন সুচারুভাবে। এত কাজ করতেন অথচ পরিবারের দায়দায়িত্বের কথা ভুলতেন না কখনো। স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের খুব ভালোবাসতেন উইনথ্রপ।'

ডানা জিজ্ঞেস করল, 'আর খারাপ দিক?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল জ্যাক স্টোন, 'টেলর উইনথ্রপ মেয়েদের কাছে ছিলেন চুম্বকের মতো। তিনি ছিলেন ক্যারিশমাটিক, হ্যান্ডসাম, ধনী এবং প্রভাবশালী। তাঁর প্রতি মেয়েরা আকৃষ্ট না হয়ে পারত না।' বলে চলল সে। 'দু-একটা অ্যাফেয়ারে জড়িয়েও পড়েছিলেন। তবে সিরিয়াস কিছু না। আর ওসব ব্যাপার গোপন রাখতেন তিনি। পরিবার ব্যথা পায় এমন কাজ কখনো করতেন না উইনথ্রপ।'

'মেজর স্টোন, আপনার কি মনে হয় না টেলর উইনথ্রপ এবং তাঁর পরিবারকে কেউ হত্যা করেছে?'

কাঁটা চামচ নামিয়ে রাখল জ্যাক স্টোন, 'কী!'

'অমন বিশাল মাপের একজন মানুষের শত্রু তো থাকতেই পারে।'

'মিস ইভান্স—আপনি কি বলতে চাইছেন উইনথ্রপরা খুন হয়েছেন?'

'আমি স্রেফ জিজ্ঞেস করছি,' বলল ডানা।

একটু ভাবল জ্যাক স্টোন। তারপর মাথা নাড়ল। 'না। এটা হতে পারে না। টেলর উইনথ্রপ জীবনেও কারো ক্ষতি করেননি। তাঁর যে-কোনো বন্ধু বা সহকারীর সঙ্গে কথা বলুন, তারাও একই মন্তব্য করবে।'

'আমি এ পর্যন্ত যা জেনেছি তা আপনাকে বলছি,' বলল ডানা।

'টেলর উইনথ্রপ ছিলেন—'

একটা হাত তুলল জ্যাক স্টোন, 'মিস ইভান্স, আমি যত কম জানব ততই ভালো। আর আপনাকেও পরামর্শ দিচ্ছি—এ বিষয়টি নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।' উঠে দাঁড়াল সে। চলে গেল।

বসে রইল ডানা। ভাবছে। *তাহলে টেলর উইনথ্রপ ছিলেন অজাতশত্রু। হয়তো ভুলপথে এগোচ্ছি আমি। টেলর উইনথ্রপ কোনো ভয়ংকর শত্রু হয়তো সৃষ্টি করেননি। কিন্তু তার সন্তানরা যদি এটা করে থাকে? অথবা তাঁর স্ত্রী?*

মেজর জ্যাক স্টোনের সঙ্গে লাঞ্চের কথোপকথনের বিষয় জেফকে বলে দিল ডানা।

'বেশ ইন্টারেস্টিং। এবার কী?'

'উইনথ্রপের সন্তানদের চিনত এমন কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই। হ্যারিয়েট বার্ক নামে একটি মেয়ের সঙ্গে পল উইনথ্রপের সম্পর্ক ছিল। প্রায় একবছর দুজনে একসঙ্গে ছিল।'

'কাগজে ওদের কথা পড়েছি,' বলল জেফ। তারপর ইতস্তত করে যোগ করল, 'ডার্লিং, তুমি জানো তোমার সঙ্গে শতকরা একশো ভাগ আমি আছি...

'অবশ্যই জানি, জেফ।'

'কিন্তু এ-বিষয়টা নিয়ে তুমি কোনো ভুল করছ না তো? দুর্ঘটনা তো ঘটেই। এসবের পেছনে আর কত সময় নষ্ট করবে?'

'আর বেশি সময় নষ্ট করব না।' বলল ডানা, 'আর অল্পকিছু খোঁজখবর নেব।'

হ্যারিয়েট বার্ক উত্তর-পশ্চিম ওয়াশিংটনের একটি অভিজাত ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। সে হালকা-পাতলা গড়নের, স্বর্ণকেশী, বয়স ৩১/৩২, ঠোঁটে নার্ভাস হাসি।

'আমাকে সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ,' বলল ডানা।

'আপনি পলকে নিয়ে কী যেন বলবেন বলেছেন,' বলল হ্যারিয়েট।

'জি,' সাবধানে শব্দ বাছাই করল ডানা। 'আপনার ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি

দিতে আসিনি আমি। আপনার সঙ্গে পলের বিয়ে হবার কথা ছিল। আপনি নিশ্চয় তাকে খুব পছন্দ করতেন।'

'অবশ্যই।'

'ওঁর সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। উনি আসলে কেমন ছিলেন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল হ্যারিয়েট বার্ক। যখন কথা বলল, নরম শোনাল কণ্ঠ। 'পলের মতো পুরুষ আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল মানুষটা। দয়ালু, পরোপকারী। এবং মজারও। নিজেকে কখনো সিরিয়াসভাবে নিত না। অক্টোবরে আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।' থামল সে। 'পল যখন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, আ-আমার মনে হয়েছিল আমারও বুঝি মৃত্যু ঘটেছে।' ডানার দিকে তাকাল সে, 'আমার এখনো তেমনটাই মনে হয়।'

'আমি খুব দুঃখিত,' বলর ডানা, 'জিজ্ঞেস করতে খারাপ লাগছে তবু জানতে চাইছি, পলের কোনো শত্রু কি ছিল যে তাকে খুন করতে চাইতে পারে?'

হ্যারিয়েট বার্কের চোখ ছাপিয়ে জল এল, 'পলকে খুন করতে চাইবে?' কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তার। 'ওর সঙ্গে যদি পরিচয় থাকত আপনার, জীবনেও এ-প্রশ্ন করতেন না।'

এরপর স্টিভ রেক্সফোর্ডের ইন্টারভিউ নিল ডানা। এ লোক জুলি উইনথ্রপের ছিল। মধ্যবয়স্ক, অভিজাত চেহারার এ ইংরেজ জানাল সে জুলির সঙ্গে বছর-পাঁচেক কাজ করেছে। চমৎকার একজন নারী ছিলেন জুলি। মিস জুলির অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনে বিশ্বাসই হতে চায়নি স্টিভ রেক্সফোর্ডের। না, জুলির কোনো শত্রু থাকার প্রশ্নই নেই। কারণ তিনি কোনোদিন কারো মনে সামান্যতম ব্যথা দেননি। বরং মানুষের কল্যাণে নিজের ধনসম্পদ বিলিয়েছেন। সবাই তাঁকে ভালোবাসত।

ডানা ভাবল, *আসলে আমি করছিটা কী? নিজেকে আমার ডন কুইক্সোটে মনে হচ্ছে। শুধু আমার সামনে কোনো হাওয়া-কল নেই।*



ডানার সাক্ষাৎকারের তালিকায় এবার জর্জটাউন মিউজিয়াম অব আর্ট-এর পরিচালক মর্গান আরমন্ড। ভদ্রলোকের কাছে ডানা জানতে চাইল, পেইন্টিং কেনা নিয়ে গ্যারি উইনথ্রপ কখনো কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছিলেন কিনা। মাথা নাড়লেন আরমন্ড। 'মি. উইনথ্রপকে পেইন্টিং কেনা নিয়ে কখনো কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়নি। তাঁর নিজের বিশাল ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল। তিনি জাদুঘরেও অনেক ছবি দান করেছেন। শুধু আমাদের জাদুঘর নয়, সারা বিশ্বের জাদুঘরেই তিনি ছবি কেনার জন্য প্রচুর চাঁদা দিয়েছেন। তিনি চাইতেন আমজনতাও যেন বিখ্যাত ছবিগুলোর স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।'

'তাঁর কোনো শত্রু ছিল কি—?'

'গ্যারি উইনথ্রপ? কক্ষনো না। নেভার।'

ডানা সবশেষে কথা বলল রোজালিন্ড লোপেজের সঙ্গে। সে টানা পনেরো বছর ম্যাডেলিন উইনথ্রপের ব্যক্তিগত মেইড ছিল। রোজালিন্ড বর্তমানে ক্যাটারিং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

'আমাকে সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, মিস লোপেজ,' বলল ডানা। 'আমি ম্যাডেলিন উইনথ্রপকে নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।'

'বেচারি। তাঁর মতো চমৎকার মানুষ জীবনেও দেখিনি।'

*আবার সেই ভাঙা রেকর্ড,* ভাবল ডানা।

'আপনি তো তাঁর সঙ্গে অনেকদিন ছিলেন।'

'জি, ম্যাম।'

'উনি কি এমন কিছু কখনো করেছেন যাতে তাঁর শত্রু সৃষ্টি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?'

বিস্মিত চোখে ডানাকে দেখল রোজালিন্ড লোপেজ। 'শত্রু? না, ম্যাম। সবাই তাঁকে ভালোবাসত।'

অফিসে ফেরার পথে ডানা ভাবল, *আমি আসলে ভুল করেছি। ওদের মৃত্যুর ঘটনা কাকতালীয়ও হতে পারে।*

ডানা ম্যাট বেকারের সঙ্গে দেখা করতে গেল। অ্যাবি ল্যাসম্যান বলল, 'হাই, ডানা।'

'ম্যাট ভেতরে?'

'হ্যাঁ। তুমি যেতে পারো।'

অফিসে ঢুকতে মুখ তুলে চাইল ম্যাট। 'শার্লক হোমসের কী খবর?'

'কোনো খবর নেই, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। আমি ভুল ভেবেছি। এর মধ্যে কোনো গল্প নেই।'

## পাঁচ

ডানার মা এলিন হঠাৎ করেই ফোন করে বসলেন।

'ডানা, ডার্লিং, দারুণ একটা খবর আছে।'

'কী খবর, মা?'

'আমি বিয়ে করছি।'

হতবুদ্ধি ডানা, 'কী!'

'হ্যাঁ। আমি কানেক্টিকাটের ওয়েস্টপোর্টে এক বান্ধবীকে দেখতে গিয়েছিলাম। সে এই চমৎকার মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।'

'শুনে রোমাঞ্চিত হচ্ছি, মা।'

'সে–সে—' খিকখিক হাসলেন তিনি, 'ওর বর্ণনা আসছে না মুখে। তবে ওকে দেখলেই ভালো লাগবে তোমার।'

ডানা সাবধানে জিজ্ঞেস করল, 'ওকে তুমি কদ্দিন ধরে চেনো, মা?'

'অনেক দিন, ডার্লিং। আমরা যেন পরস্পরের জন্যই জন্মগ্রহণ করেছি। নিজেকে খুব সৌভাগ্যবতী মনে হচ্ছে।'

'সে কি চাকরিবাকরি কিছু করে?' জানতে চাইল ডানা।

'তোমার বাবার মতো প্রশ্ন কোরো না তো। অবশ্যই চাকরি করে। ও একজন সফল ইনসিওরেন্স সেলসম্যান। নাম পিটার টমকিন্স। ওয়েস্টপোর্টে সুন্দর একটি বাড়িও আছে। তুমি আর কিম্বল চলে এসো। ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আসবে তো?'

'অবশ্যই আসব।'

'পিটার তোমাদেরকে দেখার জন্য মুখিয়ে আছে। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে তুমি কত বিখ্যাত। তুমি ঠিক আসছ?'

'হ্যাঁ,' সাপ্তাহিক ছুটিতে ওর কোনো কাজ নেই। কাজেই সমস্যা হবে না যেতে। 'আমি কামালকে নিয়ে আসছি।'



ডানা কামালকে স্কুল থেকে তুলে নিল। বলল, 'তোমার নানির কাছে নিয়ে যাব তোমাকে। চমৎকার একটা পরিবার হবে আমাদের।'

'ডোপ।'

হাসল ডানা, 'ডোপ ইজ রাইট।'

শনিবার সকালে ডানা কামালকে নিয়ে কানেক্টিকাটের উদ্দেশে রওনা হল। কামালকে বলল, 'দেখো, ওখানে তোমার খুব ভাল্লাগবে। ক'টা দিন মজা করতে পারবে।'

নার্ভাস গলায় জানতে চাইল কামাল, 'তুমি থাকবে তো?'

ওর হাত ধরল ডানা। 'থাকব।'

ব্লাইন্ডব্রুক রোডে পিটার টমকিন্সের পুরোনো সুন্দর কটেজ। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদী।

'দারুণ,' বলল কামাল।

হাত দিয়ে ওর মাথার চুল এলোমেলো করে দিল ডানা। 'তোমার ভালো লেগেছে বলে খুশি হয়েছি। মাঝেমাঝেই এখানে আসব।'

কটেজের সামনের দরজা খোলা। ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন এলিন ইভান্স। চেহারা থেকে সৌন্দর্য এখনো পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। তবে তার রূপ পুরোটাই যেন ভর করেছে ডানার ওপর। এলিনের পাশে মুখে চওড়া হাসি নিয়ে মধ্যবয়স্ক একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

ওদেরকে দেখে ছুটে এলেন এলিন। জড়িয়ে ধরলেন ডানাকে। 'ডানা, ডার্লিং। কিম্বল!'

'মা...'

পিটার টমকিন্স বলল, 'তাহলে এই সেই বিখ্যাত ডানা ইভান্স? আমার ক্লায়েন্টদের কাছে তোমার অনেক গল্প করেছি।' কামালের দিকে ঘুরল সে। 'আর এই সেই ছেলে।' কামালের কাটা হাত লক্ষ করল সে। 'আরে, তুমি তো বলোনি ও পঙ্গু।'

ডানার শরীরের রক্ত জমাট বেঁধে গেল। কামালের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে।

মাথা নাড়ল পিটার টমকিন্স। 'হাতটা হারানোর আগে ও যদি আমাদের কোম্পানিতে একটা ইনসিওরেন্স করাত তাহলে এখন অনেকগুলো টাকা পেত।' সে দরজার দিকে পা বাড়াল। 'ভেতরে চলো, তোমাদের নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।'

'আমাদের কারো খিদে পায়নি,' শক্ত মুখে বলল ডানা। ফিরল এলিনের দিকে, 'আমি দুঃখিত, মা। কামালকে নিয়ে আমি এখুনি ওয়াশিংটনে ফিরব।'

'আমি দুঃখিত, ডানা। আমি—'

'আমিও। আশা করি তুমি মস্ত কোনো ভুল করছ না। হ্যাভ আ নাইস

ওয়েডিং।'

'ডানা–'

ডানার মা ব্যথাতুর চোখে দেখলেন ডানা এবং কামাল গাড়িতে উঠে বসেছে। চলে গেল।

পিটার টমকিন্স বিস্মিত দৃষ্টিতে ওদের প্রস্থান দেখল। 'আরে, আমি কি কিছু বলেছি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এলিন ইভান্স, 'না, পিটার, কিছু বলোনি।'

বাড়ি ফেরার পথে চুপ করে রইল কামাল। মাঝে মাঝেই ওর দিকে আড়চোখে তাকাল ডানা।

'আমি দুঃখিত, ডার্লিং। কিছু লোক আছে কীভাবে কথা বলতে হয় জানে না।'

'উনি ঠিকই বলেছেন,' তেতো গলায় বলল কামাল, 'আমি তো পঙ্গুই।'

'তুমি পঙ্গু নও,' চেঁচিয়ে উঠল ডানা। 'কার ক'টা হাত বা পা আছে তা দিয়ে কখনো কাউকে বিচার করতে যেয়ো না। ওরা কী তা দিয়ে ওদের বিচার করবে।'

'আচ্ছা, আমি কী?'

'তুমি একজন সংগ্রামী কিশোর। তোমাকে নিয়ে আমি গর্ব করি। লোকটা অবশ্য ঠিকই ধরেছিল—আমার খিদে লেগেছে। চলো, ম্যাকডোনাল্ডস-এ কিছু খেয়ে নিই।'

হাসল কামাল, 'চলো।'

কামাল ঘুমিয়ে পড়ার পরে ডানা লিভিংরুমে ঢুকল। অন করল টিভি। রিমোটের বোতাম টিপে নিউজ চ্যানেলগুলো দেখতে লাগল। সবগুলোতেই গ্যারি উইনথ্রপ হত্যাকাণ্ডের ফলো-আপ প্রচার করছে।

আশা করা যায় চুরি-করা ভ্যানের খোঁজ পেলে খুনিদের পরিচয় খুঁজে বের করা যাবে...'

বেরেটা থেকে দুটো গুলি করা হয়েছে। পুলিশ সবগুলো বন্দুকের দোকানে তল্লাশি চালাচ্ছে...'

রাতে ঘুম আসতে দেরি হল ডানার। পরদিন ঘুম ভাঙার পরে বুঝতে পারল কেন আগের রাতে মন খচখচ করছিল। উইনথ্রপ হত্যাকাণ্ড। টাকা এবং গহনা খুনিরা ছুঁয়েও দেখেনি। কেন?

এক কাপ কফি বানাল ডানা। চিফ বার্নেটের কথাগুলো মনে পড়ে গেল। চুরি যাওয়া ছবির তালিকা দেশের সমস্ত জাদুঘর, আর্ট ডিলার এবং কালেক্টরদের কাছে পাঠানো হয়েছে। ছবিগুলোর হদিস মিললেই তদন্তের সুরাহা হয়ে যাবে।

*চোরের দল নিশ্চয় জানত পেইন্টিং বিক্রি করতে পারবে না।* ভাবল ডানা। *এর মানে কোনো ধনবান চিত্রসংগ্রাহক এ ঘটনা ঘটিয়েছে। চুরি-করা পেইন্টিং নিজের কাছে রেখেছে। কিন্তু এ কাজের জন্য খুনিদের ভাড়া করার কারণ কী?*

সোমবার সকাল। ডানা কামালকে নাস্তা খাইয়ে, স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ইন্ডিয়ানা এভিন্যুর থানা অভিমুখে ছুটল। থানার গোয়েন্দা ফিনিক্স উইলসন গ্যারি উইনথ্রপ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে। ডানাকে অফিসে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল গোয়েন্দা।

'কোনো ইন্টারভ্যু দিতে পারব না,' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল সে। 'উইনথ্রপ মার্ডারের নতুন কোনো তথ্য পেলে প্রেস কনফারেন্সে আর সবার সঙ্গে আপনিও জানতে পারবেন।'

'আমি এজন্য আসিনি,' বলল ডানা।

সন্দেহ নিয়ে ডানাকে দেখল উইলসন। 'আচ্ছা, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই। আমি চুরি যাওয়া পেইন্টিঙের ব্যাপারে আগ্রহী। ওগুলোর একটা তালিকা আছে না আপনার কাছে?'

'তো!'

'আমাকে একটা কপি দেয়া যাবে?'

ডিটেকটিভ উইলসন সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করল, 'কেন? মতলব কী আপনার?'

'খুনিরা কী কী ছবি নিয়ে গেছে দেখতে চাই। এ নিয়ে একটা প্রতিবেদন করব।'

উইলসন বলল, 'বুদ্ধি খারাপ না। যত পাবলিসিটি হবে, খুনিদের ছবি বিক্রির সুযোগ ততই কমে আসবে।' সিধে হল সে, 'ওরা এক ডজন ছবি নিয়ে গেছে। ফেলে গেছে আরো বেশি। হয়তো আলস্যের কারণে বোঝা বইতে চায়নি। দাঁড়ান, আপনার জন্য রিপোর্টের একটা কপি নিয়ে আসি।'

দুটো ফটোকপি নিয়ে একটু পরেই ফিরল সে। ডানাকে ফটোকপিজোড়া দিল। 'চুরি হওয়া পেইন্টিঙের তালিকা আছে এতে। এটা আরেকটা তালিকা।'

বিস্মিত চোখে ডানা গোয়েন্দার দিকে তাকাল। 'আরেকটা তালিকা আবার কিসের?'

'গ্যারি উইনথ্রপের সংগ্রহে যেসব পেইন্টিং ছিল এবং খুনিরা যেসব ছবি ফেলে রেখে গেছে তার তালিকা।'

'ওহ্, থ্যাংক ইউ। এটাও খুব কাজে লাগবে আমার।'

করিডোরে বেরিয়ে এসে তালিকাদুটোয় চোখ বুলাল ডানা। সে বিশ্বখ্যাত নিলাম-ঘর ক্রিস্টিতে চলল। তুষারপাত শুরু হয়েছে। লোকজন ক্রিসমাসের শপিং

শেষ করে দ্রুত বাড়ি ফিরছে।

ক্রিস্টির ম্যানেজার ডানাকে দেখেই চিনল। 'আরে, কী সৌভাগ্য, মিস ইভান্স যে! বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?'

ব্যাখ্যা করল ডানা, 'এখানে পেইন্টিঙের তালিকা আছে। পেইন্টিংগুলোর কীরকম দাম যদি আমাকে একটু বলতে পারতেন।'

'অবশ্যই। এই পথে আসুন, প্লিজ...'

দুই ঘণ্টা পর। ডানা এসেছে ম্যাট বেকারের অফিসে।

'একটা ভারি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে,' শুরু করল ডানা।

'নিশ্চয় নতুন কোনো ষড়যন্ত্রের গন্ধ নিয়ে কথা বলবে না, বলবে কি?'

'এগুলো দেখুন,' ডানা ম্যাটকে লম্বা তালিকাটি ধরিয়ে দিল। 'এতে গ্যারি উইনথ্রপের মালিকানাধীন চিত্রকর্মের তালিকা আছে। আমি এটা নিয়ে ক্রিস্টিতে গিয়েছিলাম।'

তালিকায় চোখ বুলল ম্যাট। 'এখানে তো বিশ্বখ্যাত অনেক শিল্পীর নাম দেখতে পাচ্ছি। ভিনসেন্ট ভ্যান গখ, হ্যালস, মাতিস, মোনেট, পিকাসো, ম্যাডেট।' মুখ তুলল সে।

'তো!'

'এবার এ তালিকাটা পড়ুন।' ছোট কাগজের টুকরোটি ম্যাটকে দিল ডানা। এতে চুরি যাওয়া পেইন্টিঙের তালিকা আছে।

ম্যাট জোরে জোরে পড়ল, 'ক্যামিলি পিসারো, ম্যারি লরেনসিন, পল ক্লি, মরিস উতরিল্লো, হেনরি লেবাস্ক। তো, তুমি কী বলতে চাইছ?'

ধীরে ধীরে বলল ডানা, 'বড়, পূর্ণাঙ্গ তালিকায় যেসব ছবির কথা আছে তার দাম দশ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।' বিরতি দিল ও, 'আর যেসব ছবি চুরি গেছে, তার সম্মিলিত মূল্য দু-লাখ ডলারও হবে না।'

চোখ পিটপিট করল ম্যাটবেকার। 'চোরগুলো কমদামি পেইন্টিং নিয়ে ভেগেছে?'

'জি,' সামনে ঝুঁকল ডানা। 'ম্যাট, ওরা যদি পেশাদার চোর হত তাহলে নগদ টাকা এবং গহনাও নিয়ে যেত। আমাদের একথা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে যে, কেউ ওদেরকে ভাড়া করেছিল মূল্যবান পেইন্টিংগুলো হাপিশ করার জন্য। কিন্তু তালিকায় চোখ বুলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, চোরগুলোর চিত্রকলা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। তাহলে ওদেরকে আসলে কেন ভাড়া করা হয়েছিল? গ্যারি উইনথ্রপের কাছে অস্ত্র ছিল না। ওরা কেন তাকে হত্যা করল?'

'তুমি বলতে চাইছ চুরির ঘটনাটা ছিল সাজানো, আসল উদ্দেশ্য ছিল খুন?'

'এছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই।'

ঢোক গিলল ম্যাট, 'ধরো, টেলর উইনথ্রপের কোনো শত্রু ছিল এবং তিনি খুন হয়ে যান—কিন্তু তাই বলে কেউ গোটা পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে কেন?'

'জানি না,' বলল ডানা, 'এবং সেটাই জানতে চাই।'

ড. আরমন্দ ডয়েস ওয়াশিংটনের সবচেয়ে খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী। ভদ্রলোক সত্তর পেরিয়েছেন আরো দুবছর আগে, প্রশস্ত কপাল, নীলচোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ডানাকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি তাকালেন।

'মিস ইভান্স?'

'জি। আমাকে সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, ডক্টর। আপনার সঙ্গে খুব জরুরি একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছি।'

'কী জরুরি বিষয়?'

'উইনথ্রপ পরিবারের হত্যাকাণ্ডের কথা নিশ্চয় জানেন?'

'জানি। খুবই করুণ ঘটনা। অনেকগুলো দুর্ঘটনা।'

ডানা বলল, 'ওগুলো যদি দুর্ঘটনা না হয়ে থাকে?'

'কী? কী বলছেন আপনি?'

'এমনো তো হতে পারে ওরা সবাই খুন হয়ে গেছেন।'

'এ হতেই পারে না।'

'হতে পারে।'

'আপনার কীভাবে মনে হল ওরা খুন হয়েছেন?'

'আ-আমার ধারণা,' বলল ডানা।

'অহ্ ধারণা।' ড. ডয়েস লক্ষ করছেন ডানাকে। 'সারায়েভোতে আপনার ব্রডকাস্ট দেখেছি আমি। খুব চমৎকার করেছেন।'

'ধন্যবাদ।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকলেন ড. ডয়েস। নীলচোখ ডানার ওপর নিবদ্ধ। 'খুব বেশিদিন হয়নি আপনি ভয়ংকর একটা যুদ্ধের মধ্যে ছিলেন, ঠিক?'

'জি।'

'রিপোর্ট করেছেন ধর্ষিতা, খুন হয়ে যাওয়া নারী পুরুষ শিশুদেরকে নিয়ে...'

শুনছে ডানা, ডাক্তারের মতলব বুঝতে পারছে না।

'নিশ্চয় খুব চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছে আপনাকে।'

ডানা বলল, 'জি।'

'কদ্দিন হল ওখান থেকে ফিরেছেন—পাঁচ, ছয় মাস?'

'তিন মাস,' জবাব দিল ডানা।

সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকালেন ড. ডয়েস। 'সভ্য জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার মতো যথেষ্ট সময় নয়। যেসব ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, ওগুলো নিশ্চয় দুঃস্বপ্নের মতো আপনাকে তাড়িয়ে বেড়ায় এবং আপনার অবচেতন মন কল্পনা করে...'

বাধা দিল ডানা, 'ডক্টর, আমি পাগল নই। আমার কাছে প্রমাণ নেই বটে তবে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে উইনথ্রপদের মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা ছিল না। আমি এসেছিলাম আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন সে আশায়।'

'আপনাকে সাহায্য করব? কীভাবে?'

'আমার একটি মোটিভ দরকার। গোটা একটা পরিবারকে কেউ নিশ্চিহ্ন করার পেছনে কী মোটিভ থাকতে পারে?'

ডানার দিকে তাকিয়ে মটমট করে হাতের আঙুল ফোটালেন ডক্টর, 'এরকম ভয়ংকর হামলার পেছনে মোটিভ তো থাকতেই হবে। ধরুন, প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা। ইটালিতে মাফিয়ারা প্রতিশোধ নিতে পরিবারের সবাইকে খুন করে ফেলে। অথবা এর মধ্যে ড্রাগসও জড়িত থাকতে পারে। অথবা কোনো ম্যানিয়াক বিশেষ কোনো মোটিভ বা কারণ ছাড়াই হত্যাকাণ্ডের নেশায় মেতে উঠতে পারে—'

'কিন্তু আমার কেসের ক্ষেত্রে এগুলো খাপ খায় না,' বলল ডানা।

'তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো মোটিভ কাজ করতে পারে—টাকা।

*টাকা!* ডানা এ সম্ভাবনার কথা আগেই ভেবেছে।

ওয়াল্টার ক্যালকিন ক্যালকিনের টেলর অ্যান্ড অ্যান্ডারসন ফার্মের প্রধান। পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্যালকিন উইনথ্রপ-পরিবারের ফ্যামিলি ল-ইয়ার। ক্যালকিন বয়সে বৃদ্ধ, বাতরোগে আক্রান্ত, শরীর দুর্বল হলেও মন যথেষ্ট শক্ত।

ডানাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমার সেক্রেটারিকে বলেছেন উইনথ্রপ এস্টেট নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?'

'জি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, 'চমৎকার পরিবারটিতে যা ঘটেছে তা অবিশ্বাস্য। খুবই অবিশ্বাস্য।'

'আপনি উইনথ্রপ-পরিবারের লিগাল এবং ফিনানসিয়াল বিষয়গুলো দেখাশোনা করেন?'

'হ্যাঁ।'

'মি. ক্যালকিন, গত বছর টাকাপয়সা সংক্রান্ত কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা

আপনার চোখে পড়েছে কি?'

কৌতূহল নিয়ে ডানাকে দেখছেন আইনজীবী, 'অস্বাভাবিক মানে?'

'অদ্ভুত কিছু—যেমন ধরুন, আপনার কি মনে হয়েছে পরিবারের কেউ ব্লাকমেইলের শিকার?'

একমুহূর্ত নীরবতা।

'আপনি আসলে বলতে চাইছেন আমি কাউকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কখনো দিয়েছি কিনা?'

'জি।'

'হ্যাঁ, দিয়েছি।'

'ব্লাকমেইলের মতো কোনো ব্যাপার কি এর সঙ্গে জড়িত ছিল?'

ঝুলে থাকল ডানা।

'না, ছিল না। আপনি এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজছেন কেন?'

'উইনথ্রপ পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ কয়েক বিলিয়ন ডলার। আপনি যদি বলেন কাকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে তাহলে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হতো।'

একটা বোতল খুলে একটি বড়ি বের করে পানি দিয়ে গিলে ফেললেন আইনজীবী। 'মিস ইভান্স, পারিবারিক বিষয় নিয়ে আমরা কখনো বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপ করি না। তবে আপনাকে এ মুহূর্তে কথাটা বলতে দ্বিধা নেই, কারণ প্রেস-কনফারেন্সে কাল বিষয়টি ঘোষণা করা হবে।'

'কী বিষয়?' দম বন্ধ করে জানতে চাইল ডানা।

'গ্যারি উইনথ্রপের মৃত্যুর সাথে সাথে পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি চ্যারিটিতে চলে গেছে।'

## ছয়

রাতের খবর প্রচারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে স্টাফরা।

স্টুডিও A-তে এসেছে ডানা। বসেছে অ্যাংকর ডেস্কে। ব্রডকাস্টের সর্বশেষ পরিবর্তনে চোখ বুলাচ্ছে। ওয়্যার সার্ভিস এবং পুলিশ চ্যানেল থেকে আসা নিউজ বুলেটিনগুলো বাছাই করা হয়েছে অথবা ফেলে দেয়া হয়েছে।

অ্যাংকর টেবিলে ডানার পাশে বসা জেফ কনরস এবং রিচার্ড মেলটন। আনাসতাসিয়া কাউন্টডাউন শুরু করল আঙুলের কড় গুনে—৩, ২, ১। জ্বলে উঠল ক্যামেরার লাল আলো। শোনা গেল ঘোষকের কণ্ঠ, 'WTN-এ রাত এগারোটার খবর পড়ছেন ডানা ইভান্স—', ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসল ডানা—'এবং রিচার্ড মেলটন।' ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল মেলটন। 'সঙ্গে আছেন স্পোর্টস রিপোর্টার জেফ কনরস এবং আবহাওয়া রিপোর্টার মারভিন গ্রিয়ার। এগারোটার খবর শুরু হচ্ছে এখুনি।'

ডানা তাকাল ক্যামেরায়, 'গুড ইভনিং। আমি ডানা ইভান্স।'

হাসল রিচার্ড মেলটন, 'এবং আমি রিচার্ড মেলটন।'

টেলিপ্রম্পটার থেকে পড়া শুরু করল ডানা, 'আমাদের বিশেষ খবর হল পুলিশ শহরের একটি মদের দোকানে দুই দুর্বৃত্তকে পাকড়াওয়ের চেষ্টার সমাপ্তি ঘটেছে আজ সন্ধ্যায়।'

'এক নম্বর টেপ দেখাও।'

পর্দায় একটি হেলিকপ্টার দেখা গেল। WTN-এর এ হেলিকপ্টারের কন্ট্রোলে বসে আছে নরমান ব্রনসন, সে সাবেক মেরিন পাইলট। তার পাশে বসা এলিস বার্কার। ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল পরিবর্তন করল। নিচে, জমিনে পুলিশের তিনটি গাড়ি গাছে ধাক্কা লেগে বিধ্বস্ত একটি সেডানকে ঘিরে আছে।

এলিস বার্কার বলল, 'পেনসিলভানিয়া এভিন্যুর হার্লোলিকার স্টোরে দুই লোক ক্লার্ককে জিম্মি করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। ক্লার্ক ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে অ্যালার্ম বাটন টিপে পুলিশে খবর দেয়। ডাকাতরা পালিয়ে যায় তবে পুলিশ তাদের পিছু নেয়। চার মাইল ধাওয়া করার পরে দুর্বত্তদের গাড়িটি একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়।'

টিভিস্টেশনের নিউজ হেলিকপ্টার পুলিশের ধাওয়ার দৃশ্য পুরোটাই ধারণ করেছে। ছবি দেখতে দেখতে ডানা ভাবল, 'ম্যাট সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে এলিয়টকে দিয়ে নতুন হেলিকপ্টারটি কিনিয়েছে। এর ফলে আমাদের কভারেজে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।'

আরো তিনটি সেগমেন্ট দেখানো হল, ডিরেক্টর বিরতির ইশারা করল, 'আমরা একটু পরেই আবার ফিরে আসছি,' বলল ডানা।

টিভিতে বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে গেল।

একটু পরে জ্বলল ক্যামেরার লাল আলো। একমুহূর্তের জন্য ফাঁকা থাকল টেলিপ্রম্পটার, তারপর রোল শুরু করল। ডানা পড়তে লাগল, 'নববর্ষের প্রাক্কালে আমি চাই—' থেমে গেল ও, বাকি কথাগুলোর দিকে হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে থাকল। ওতে লেখা 'আমরা বিয়ে করব। প্রতিটি নববর্ষ পালনের বিশেষ কারণ থাকবে আমাদের।'

টেলিপ্রম্পটারের পাশে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে জেফ।

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত গলায় বলল ডানা, 'আমরা-আমরা আরেকটি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন বিরতি নিচ্ছি।' নিভে গেল লাল বাতি।

উঠে দাঁড়াল ডানা, 'জেফ!'

জেফকে জড়িয়ে ধরল ও, 'তুমি কি বলো?' জিজ্ঞেস করল জেফ। জোরে ওকে জড়িয়ে ধরে থাকল ডানা, ফিসফিস করল, 'আমার জবাব হল—হ্যাঁ।'

স্টুডিও ভরে গেল ক্রুদের হাততালিতে।

খবর প্রচার শেষে একা হবার সুযোগ পেয়ে জেফ বলল, 'তুমি কী চাও, হানি? বড় বিয়ে, ছোট বিয়ে, নাকি মাঝারি বিয়ে?'

ভাবনার গভীরে ডুব দিল ডানা। মনে পড়ল শৈশব থেকে ও স্বপ্ন দেখে আসছে সুন্দর, ধবধবে একটি সাদা গাউন পরেছে। গির্জায় ওদের বিয়ে হবে। বেশ ধুমধামে। বন্ধুবান্ধবরা আসবে। আসবেন মা। ওর জীবনের সেরা দিন হবে ওটা। এখন তা বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে।

জেফ ডাকল, 'ডানা...!' জবাবের অপেক্ষা করছে।

*আমার যদি ধুমধাম করে বিয়ে হয়,* ভাবল ডানা। *তাহলে মা এবং তার স্বামীকে দাওয়াত দিতে হবে। কিন্তু অন্তত কামালের জন্য আমি তা করতে পারব না।*

'চলো, চুপি চুপি বিয়ে করে ফেলি,' বলল ডানা।

মাথা দোলাল জেফ, 'ঠিক আছে। তুমি যা চাইছ তা-ই হবে।'

খবর শুনে মহাখুশি কামাল, 'জেফ আমাদের সঙ্গে থাকবে?'

'হ্যাঁ। আমরা একসঙ্গে থাকব। তুমি সত্যিকারের একটি পরিবার পাবে, সোনা।' ডানা কামালের পাশে বসল। ওরা কী কী করবে তা নিয়ে শুরু করল পরিকল্পনা। ওরা একসঙ্গে থাকবে, একসঙ্গে ছুটি কাটাবে, স্রেফ একসঙ্গে থাকবে।

কামাল ঘুমিয়ে পড়ার পরে নিজের বেডরুমে ঢুকে কম্পিউটার নিয়ে বসল ডানা। *অ্যাপার্টমেন্ট। অ্যাপার্টমেন্ট। আমাদের দুটো বেডরুম, দুই বাথ, একটি লিভিংরুম, কিচেন, ডাইনিং এবং একটি অফিস ও স্টাডিরুম থাকবে। এরকম বাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন কিছু হবে না।* ডানার মনে পড়ল গ্যারি উইনথ্রপের বাড়িতে কেউ নেই।

আবার গ্যারির ভাবনা ফিরে এল মনে। *সে রাতে আসলে কী ঘটেছিল? কে বন্ধ করে রেখেছিল অ্যালার্ম? দরজা ভাঙার কোনো আলামত না থাকলে চোর ভেতরে ঢুকেছিল কীভাবে?* নিজের অজান্তেই যেন ওর আঙুল কিবোর্ডে 'উইনথ্রপ' শব্দটি টাইপ করে ফেলল। আগেকার তথ্যগুলোই ফুটল পর্দায়। উইনথ্রপ-পরিবারকে নিয়ে চব্বিশটি ওয়েবসাইট আছে। ডানা ইন্টারনেটে অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজতে যাচ্ছে, এমন সময় একটা এন্ট্রি ধরা পড়ে গেল চোখে।

টেলর উইনথ্রপ—মামলা। জোন সিনিসি, টেলর উইনথ্রপের সাবেক সেক্রেটারি একটি মামলা করেন এবং পরে আবার তা তুলে নেন।

আইটেমটি আবার পড়ল ডানা। *কী ধরনের মামলা?* আরও বেশ কয়েকটি উইনথ্রপ ওয়েবসাইট ঘাঁটাঘাঁটি করল ডানা। তবে মামলার উল্লেখ দেখতে পেল না কোথাও। জোন সিনিসি নামটি টাইপ করল। পেল না কিছুই।

'এ লাইনটি কি নিরাপদ?'

'জি।'

'সাবজেক্ট ওয়েবসাইটে চেক করছে। তার সম্পর্কে রিপোর্ট চাই।'

'পেয়ে যাবেন এখুনি।'



পরদিন সকালে কামালকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অফিসে চলে এল ডানা। নিজের ডেস্কে বসে টেনে নিল ওয়াশিংটন টেলিফোন ডাইরেক্টরি। কিন্তু জোন সিনিসি বলে কারো নাম নেই এতে। মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়া ডাইরেকটরি ঘেঁটেও দেখল। লাভ হল না কোনো। মহিলা বোধহয় দেশ ছেড়ে চলে গেছে, ভাবল ডানা।

শো'র প্রযোজক টম হকিন্স ঢুকল ডানার অফিসে, 'গতরাতে আবার প্রতিযোগিতায় জিতে গেছি আমরা।'

'ভালো।' ডানা চিন্তিত গলায় বলল, 'টম, টেলিফোন কোম্পানির কারো সঙ্গে তোমার জানাশোনা আছে?'

'অবশ্যই। তোমার ফোন লাগবে?'

'না। কারো আনলিস্টেড নাম্বার আছে কিনা দেখতে চাই। তমি একটু চেক করে দেখবে?'

'নাম কী?'

'সিনিসি। জোন সিনিসি।'

ভুরু কোঁচকাল টম। 'এর ঘটনা কী?'

'সে টেলর উইনথ্রপের একটি মামলার সঙ্গে জড়িত।'

'অ আচ্ছা। এখন মনে পড়েছে। সে তো বছরখানেক আগের কথা। তুমি তখন যুগোস্লাভিয়া ছিলে। বেশ রসালো একটা গল্পের গন্ধ পাচ্ছিলাম। তবে খুব দ্রুত ওটার অবসান ঘটে। মহিলা ইউরোপের কোথাও বোধহয় বাস করছে। আমি ঠিকানা খুঁজে বের করছি।'

পনেরো মিনিট পরে অলিভিয়া ওয়াটকিনস বলল, 'টম লাইনে আছে।'

'টম?'

'জোন সিনিসি এখনো ওয়াশিংটনেই আছে। তার আনলিস্টেড নাম্বারটাও জোগাড় করেছি।'

'চমৎকার,' বলল ডানা। কলম নিল হাতে, 'নাম্বারটা বলো।'

'5-5-2-6-9-0।'

'ধন্যবাদ।'

'শুকনো ধন্যবাদে চলবে না। লাঞ্চ খাওয়াতে হবে।'

'খাওয়াব।'

খুলে গেল অফিসের দরজা। ভেতরে ঢুকল ডিন উলরিখ, রবার্ট ফেনউইক এবং মারিয়া টোবোসো। এরা টেলিভিশন নিউজ লেখে। রবার্ট ফেনউইক বলল, 'আজ রাতের নিউজে খবরের বন্যা বয়ে যাবে। আমাদের হাতে আছে দুটো ট্রেন দুর্ঘটনা, একটি প্লেন ক্রাশ এবং একটি ভূমিধসের খবর।'

চারজনে মিলে নিউজ বুলেটিন পড়তে লাগল। দুইঘণ্টা পরে শেষ হল মিটিং। ডানা জোন সিনিসির নাম্বার লেখা কাগজটি তুলে ডায়াল করল।

সাড়া দিল এক মহিলা, 'মিস সিনিসির বাড়ি।'

'আমি কি মিস সিনিসির সঙ্গে কথা বলতে পারি, প্লিজ। ডানা ইভান্স বলছি।'

মহিলা বলল, 'দেখি উনি আছেন কিনা। একটু ধরুন।'

অপেক্ষা করছে ডানা, আরেকটি নারীকণ্ঠ ভেসে এল ইথারে, নরম, ইতস্তত গলা। 'হ্যালো...'

'মিস সিনিসি?'

'জি।'

'আমি ডানা ইভান্স, আপনি কি—'

'বিখ্যাত ডানা ইভান্স?'

'আ—জি।'

'ওহ্, আমি প্রতিদিন আপনার খবর দেখি। আমি আপনার দারুণ ভক্ত।'

'ধন্যবাদ,' বলল ডানা। 'শুনে খুশি হলাম। আমাকে কিছুটা সময় দেয়া যাবে, মিস সিনিসি? আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

'তাই নাকি!' বিস্ময়ের খুশি কণ্ঠে।

'জি। আমরা কোথাও মিলিত হতে পারি?'

'অবশ্যই। আমার এখানে আসতে পারবেন?'

'পারব। আপনি কখন ফ্রি আছেন?'

একটু ইতস্তত করে জবাব এল। 'যে-কোনো সময় আসতে পারেন। আমি সবসময় বাসায়ই থাকি।'

'কাল দুপুরে আসি? ধরুন বেলা দুটো নাগাদ?'

'ঠিক আছে,' মহিলা নিজের ঠিকানা দিল ডানাকে।

'কাল দেখা হবে,' বলল ডানা। রেখে দিল রিসিভার।

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় প্রিন্স স্ট্রিটের জোন সিনিসির আকাশছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে গাড়ি থামাল ডানা। বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম-পরা দারোয়ান। ডানা লোকটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল একজন সেক্রেটারি কী করে এমন হাইফাই বিল্ডিঙে থাকে? গাড়ি পার্ক করে লবিতে ঢুকল ও। ডেস্কে একজন রিসেপশনিস্ট বসে আছে।

'মে আই হেল্প ইউ?'

'মিস সিনিসির সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি ডানা ইভান্স।'

'জি, মিস ইভান্স। উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। এলিভেটরে চেপে পেন্থহাউজে চলে যান। অ্যাপার্টমেন্ট A।'

পেন্থহাউজ?

টপ ফ্লোরে এসে এলিভেটর থেকে নামল ডানা, অ্যাপার্টমেন্ট A-এর ডোরবেল বাজাল। ইউনিফর্ম-পরা এক চাকরানি খুলে দিল দরজা।

'মিস ইভান্স?'

'জি।'

'ভেতরে আসুন, প্লিজ।'

জোন সিনিসি বারো কক্ষবিশিষ্ট একটি অ্যাপার্টমেন্টে বাস করে। প্রকাণ্ড একটি টেরেসও আছে, শহর দেখা যায়। চাকরানি ডানাকে নিয়ে লম্বা হলওয়ে

ধরে এগোল, ঢুকল ধবধবে সাদা রঙের, চমৎকার সাজানো গোছানো বৃহদাকারের ড্রয়িংরুমে। কাউচে ছোটখাটো গড়নে, হালকাপাতলা এক মহিলা বসা। ডানাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। সে বেশ বেঁটে, বিষণ্ন চেহারা, মোটা কাচের আড়ালে নিষ্প্রভ, বাদামি একজোড়া চোখ। কথা বলার সময় প্রায় অস্পষ্ট শোনাল কণ্ঠ।

'আপনাকে সামনাসামনি দেখতে পেয়ে খুব আনন্দ লাগছে, মিস ইভান্স।'

'আমাকে সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ,' বলল ডানা। টেরেসের ধারে, বড়, সাদা একটি কাউচে ওকে নিয়ে বসল জোন।

'আমি চায়ের অর্ডার দেব ভাবছিলাম। আপনি খাবেন তো?'

'ধন্যবাদ।'

জোন সিনিসি চাকরানির দিকে ফিরল, প্রায় অনুনয়ের গলায় বলল, 'গ্রেটা, আমাদের জন্য চা আনতে পারবে?'

'আনছি, ম্যাম।'

'ধন্যবাদ, গ্রেটা।'

পুরো ব্যাপারটা কেমন অবাস্তব লাগছে ডানার। জোন সিনিসির সঙ্গে এই পেন্থহাউজ ঠিক মেলানো যাচ্ছে না। মহিলা এখানে কী করে থাকে? এতই টাকা তার? টেলর উইনথ্রপ একে কত টাকা বেতন দিতেন? আর মামলাটাই বা ছিল কী নিয়ে?

এবং আপনার খবর দেখা আমি কখনো মিস করি না,' মৃদু গলায় বলছিল জোন সিনিসি। 'আপনি সত্যি দারুণ।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনি যখন সারায়েভো থেকে ব্রডকাস্ট করতেন, চারপাশে বোমা ফাটছে, বন্দুক চলছে, ভয় লাগত আপনার আবার না জানি কিছু হয়ে যায়।'

'আমারও ভয় লাগত।'

'অভিজ্ঞতাটা নিশ্চয় খুব ভয়ংকর ছিল।'

'তাতো ছিলই।'

ট্রেতে চা এবং কেক নিয়ে এল গ্রেটা। ওদের সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখল।



'আমি দিচ্ছি,' বলল জোন সিনিসি।

সে কাপে চা ঢালতে লাগল।

'কেক চলবে তো?'

'না, ধন্যবাদ।'

জোন সিনিসি ডানার হাতে চায়ের একটি কাপ দিল, তারপর নিজের জন্য নিল। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি খুশি হয়েছি আমি। তবে আ-আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

‘টেলর উইনথ্রপ সম্পর্কে।’

চমকে উঠল জোন সিনিসি, খানিকটা চা ছলকে পড়ল কোলে। সাদা হয়ে গেছে মুখ।

‘আপনি ঠিক আছেন তো?’

‘আ, হাঁ। ঠিক আছি।’

স্কার্টে ন্যাপকিন চেপে ধরল মহিলা।

‘আ-আমি বুঝতে পারিনি আপনি...’, তার কণ্ঠ আবছা হয়ে এল।

হঠাৎ করেই যেন বদলে গেল পরিস্থিতি। ডানা বলল, ‘আপনি টেলর উইনথ্রপের সেক্রেটারি ছিলেন, তাই না?’

সাবধানে জবাব দিল জোন সিনিসি, ‘হ্যাঁ। কিন্তু বছরখানেক আগে মি. উইনথ্রপের চাকরিটা ছেড়ে দিই আমি। দুঃখিত, আমার মনে হয় না আপনাকে এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারব।’ প্রায় কাঁপছে মহিলা।

ডানা মসৃণ গলায় বলল, ‘আমি টেলর উইনথ্রপ সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছি। ওনার সম্পর্কে আপনার মুখ থেকেও কিছু শুনতে চাই।’

স্বস্তি ফিরল জোন সিনিসির চেহারায়। ‘ও, আচ্ছা। তাহলে বলা যায়। মি. উইনথ্রপ একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন।’

‘তাঁর সঙ্গে কতদিন কাজ করেছেন?’

‘প্রায় বছর তিনেক।’

হাসল ডানা, ‘নিশ্চয় অভিজ্ঞতাটা সুখকর ছিল।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা ছিল, মিস ইভান্স।’ দ্রুত বলে উঠল মহিলা।

‘কিন্তু আপনি তো তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন।’

ভয়টা আবার ফিরে এল জোন সিনিসির চোখে। ‘না—মানে হ্যাঁ। কিন্তু ওটা একটা ভুল ছিল।’

‘কী ধরনের ভুল?’

ঢোক গিলল জোন সিনিসি, ‘মি. উইনথ্রপ একজনকে কিছু কথা বলেছিলেন, আমি বিষয়টি উল্টো বুঝে বোকার মতো আচরণ করে বসি। এজন্য আমি লজ্জিত।’

‘আপনি মামলা করেছিলেন, কিন্তু ওনাকে আদালতে যেতে হয়নি?’

‘না। তিনি—আমরা মামলাটি সমঝোতার মাধ্যমে তুলে নিই।’

পেন্টহাউজের চারপাশে চোখ বুলাল ডানা, ‘আচ্ছা। কী ধরনের সমঝোতা ছিল বলা যাবে?’

‘না, আমি তা বলতে পারব না,’ বলল জোন সিনিসি। ‘এটা খুব গোপন একটি ব্যাপার।’

ডানা ভাবছে কী এমন ঘটনা ঘটেছিল যে-কারণে ভিতু এই মহিলা টেলর

উইনথ্রপের মতো পাহাড়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল এবং ওই বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভয়ও পাচ্ছে। কিসের ভয় তার?

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। জোন সিনিসি তাকিয়ে আছে ডানার দিকে। ডানার মনে হল মহিলা কিছু বলতে চাইছে।

'মিস সিনিসি—'

কাউচ ছাড়ল জোন সিনিসি, 'আমি দুঃখিত, আমি আর কিছু বলতে পারব না, মিস ইভান্স...'

'আমি বুঝতে পারছি।'

তিনি মেশিনে টেপ ঢোকালেন। চাপ দিলেন স্টার্ট বাটনে।

*মি. উইনথ্রপ একজনকে কিছু কথা বলেছিলেন। আমি বিষয়টি উল্টো বুঝে বোকার মতো আচরণ করে বসি। এজন্য আমি লজ্জিত।*

*আপনি মামলা করেছিলেন। কিন্তু ওনাকে আদালতে যেতে হয়নি?*

*না। তিনি—আমরা মামলাটি সমঝোতার মাধ্যমে তুলে নিই।*

*আচ্ছা। কী ধরনের সমঝোতা ছিল বলা যাবে?*

*না, আমি তা বলতে পারব না। এটা খুব গোপন একটি ব্যাপার।*

*আমি দুঃখিত, আমি আর কিছু বলতে পারব না, মিস ইভান্স...*

*আমি বুঝতে পারছি।*

শেষ হয়ে গেল টেপ।

এরপর শুরু হল ঘটনা।

ডানা এক রিয়েল এস্টেট ব্রোকারকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজতে বেরিয়েছিল। কিন্তু সকালটা গেল বেহুদাই। ওরা জর্জটাউন, ডুপন্ট সার্কল, অ্যাডামস্-মর্গান ডিস্ট্রিক্ট ঘুরল। কোনো অ্যাপার্টমেন্ট পেল খুব ছোট, কোনোটা খুব বড় আবার কোনোটার ভাড়া খুব বেশি। ডানা হাল ছেড়ে দিল।

'ভাববেন না,' আশ্বস্ত করার গলায় বলল দালাল।

'আপনি যেরকমটি চাইছেন সেরকম বাড়ি আমরা খুঁজে বের করবই।'

'আশা করি,' বলল ডানা।

জোন সিনিসির চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না ডানা। *সে এমন কিছু জানতে পেরেছিল যে-কারণে টেলর উইনথ্রপ তাকে অমন দামি পেন্থহাউজ কিনে দিতে বাধ্য হন। ঈশ্বরই জানেন ব্যাপারটা কী ছিল। মহিলা আমাকে কিছু বলতে চাইছিল,* ভাবল ডানা। *কী বলতে চাইছিল? মহিলার সঙ্গে আবার কথা বলতে*

হবে।

ডানা জোন সিনিসির অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করল। ধরল পরিচারিকা গ্রেটা। 'গুড আফটারনুন।'

'গ্রেটা, ডানা ইভান্স বলছি। মিস সিনিসিকে একটু দেবে?'

'দুঃখিত। মিস সিনিসি কারো সঙ্গে কথা বলেন না।'

'তুমি একটু বলো না ডানা ইভান্স ফোন করেছে। আমার খুব দরকার—'

'দুঃখিত, মিস ইভান্স। মিস সিনিসি বাড়ি নেই।' কেটে গেল লাইন।

পরদিন সকালে ডানা কামালকে স্কুলে পৌঁছে দিল। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, ম্লান সূর্য আড়াল দিয়ে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করছে। শহরের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে সান্তাক্লস দাঁড়িয়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

*নববর্ষ আসার আগেই একটা অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যেতে হবে,* ভাবল ডানা।

স্টুডিওতে চলে এল ও, সকালটা কাটল নিউজ স্টাফদের সঙ্গে মিটিং-এ। কী ধরনের গল্প যাবে, কোন্ কোন্ লোকেশনের ছবি তোলা হবে সে-ব্যাপারে আলোচনা হল। একটি অমীমাংসিত হত্যাকাণ্ডের স্টোরিও করা হবে। ডানার মনে পড়ে গেল উইনথ্রপদের কথা।

জোন সিনিসির নাম্বারে আবার ফোন করল ও।

'গুড আফটারনুন।'

'গ্রেটা, মিস সিনিসির সঙ্গে আমার কথা বলা খুবই প্রয়োজন। তাঁকে বলো যে ডানা ইভান্স—'

'তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন না, মিস ইভান্স,' লাইন কেটে দেয়া হল ওধারে।

ডানা ম্যাট বেকারের সঙ্গে দেখা করতে চলল। ওকে স্বাগত জানাল অ্যাবি ল্যাসমান।

'কংগ্রাচুলেশন্স। শুনলাম বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করে ফেলেছো।'

হাসল ডানা। 'হ্যাঁ, ম্যাট কি আছেন ভেতরে?'

'আছেন।'

ডানা ম্যাট বেকারের অফিসে ঢুকল।

'বসো, ডানা। ভালো খবর আছে। আমরা গতরাতে অপজিশনদের আবারো ল্যাং মেরেছি।'

'বেশ, ম্যাট। আমি টেলর উইনথ্রপের এক সাবেক সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছি এবং সে—'

মুচকি হাসল ম্যাট, 'তোমার প্রাণশক্তি কিছুতেই নিঃশেষ হয় না, না? তুমি আমাকে বলেছিলে—'

'মনে আছে আমার। আগে আমার কথা শুনুনই না। মহিলা টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে কাজ করত। সে টেলরের বিরুদ্ধে মামলা করে। তবে ট্রায়াল হয়নি দুজনের সমঝোতার কারণে। মহিলা প্রকাণ্ড একটি পেন্থহাউজ নিয়ে থাকে। একজন সেক্রেটারির বেতন দিয়ে অতবড় বাড়িতে থাকার প্রশ্নই নেই। আমার ধারণা টেলর তার সেক্রেটারিকে সমঝোতার কাফফারা হিসেবে ওই পেন্থহাউজটি কিনে দিয়েছেন। উইনথ্রপের নাম উচ্চারণ করতেই আঁতকে উঠেছিল মহিলা। মনে হচ্ছিল প্রাণভয়ে ভীত।'

ধৈর্য নিয়ে জিজ্ঞেস করল ম্যাট বেকার, সে কি তোমাকে বলেছে সে প্রাণভয়ে ভীত?'

'না।'

'সে কি বলেছে সে টেলর উইনথ্রপকে ভয় পেত?'

'না। তবে—'

'আমার ধারণা মহিলা তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে ভীত। বয়ফ্রেন্ড হয়তো তাকে ধরে পেটায়। অথবা বাড়িতে চোর ঢোকার আশঙ্কাতেও সে ভয়ে থাকতে পারে। কাজেই তুমি এ থেকে কিছুই উপসংহারে আসতে পারছ না, পারছ কি?'

'না', ডানা ইতস্তত করল, 'কংক্রিট কিছু পাইনি।'

'কাজেই এ ব্যাপারটা ছেড়ে দাও।'

WTN-এর রাতের খবর দেখছে জোন সিনিসি। ডানা ইভান্স বলছে, '...'লেটেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বারো মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধের মাত্রা সাতাশ শতাংস হ্রাস পেয়েছে। অপরাধ সবচেয়ে কম যেসব শহরে সংঘটিত হচ্ছে তার মধ্যে হয়েছে লস এঞ্জেলস, সানফ্রান্সিসকো, ডেট্রয়েট...'

ডানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জোন সিনিসি। দৃষ্টি নিবদ্ধ চোখে। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করছে। পুরো খবর দেখল জোন। খবর শেষ হবার পরে সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিল।

# সাত

সোমবার সকালে অফিসে ঢুকল ডানা। অলিভিয়া বলল, 'গুড মর্নিং।' এক ভদ্রমহিলা আপনাকে তিনবার ফোন করেছেন। তবে নাম বলেননি।'

'কোনো নাম্বার দিয়েছেন?'

'না। শুধু বলেছেন আবার ফোন করবেন।'

ত্রিশ মিনিট পরে অলিভিয়া বলল, 'সেই ভদ্রমহিলা আবার ফোন করেছেন। কথা বলবেন?'

'আচ্ছা,' ফোন তুলল ডানা। 'হ্যালো, ডানা ইভান্স বলছি। কে বলছেন—'

'জোন সিনিসি।'

হার্টবিট দ্রুত হল ডানার। 'জি, মিস সিনিসি...'

'আপনি কি আবার আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন?' নার্ভাস ডানা।

'জি।'

'ঠিক আছে।'

'আমি আপনার অ্যাপার্টমেন্টে—'

'না!' আতঙ্কিত শোনাল কণ্ঠ। 'অন্য কোথাও বসে কথা বলব। আ-আমার ধারণা আমার ওপর কেউ নজর রাখছে।'

'আপনি যা বলেন। কোথায়?'

'আমি পার্কের ধারের চিড়িয়াখানার পক্ষিশালায় থাকব। ওখানে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসতে পারবেন?'

'পারব।'

পার্ক প্রায় খালি। ডিসেম্বরের হাড়কাঁপানো বাতাস দমকা হাওয়া হয়ে বইছে শহরে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বেরুচ্ছে না। চিড়িয়াখানার পক্ষিশালার সামনে জোন সিনিসির জন্য অপেক্ষা করছে ডানা। ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে। একঘণ্টারও বেশি হয়ে গেছে। *আর পনেরো মিনিট থাকব*।

পনেরো মিনিট পরে ডানা মনে-মনে বলল   আর আধঘণ্টা। এর পর আর অপেক্ষা করব না। ত্রিশ মিনিট পরে ভাবল : ধ্যাত! মহিলা আর আসবেন না।

অফিসে ফিরে এল ডানা। শীতে জমে গেছে, কুয়াশায় ভিজে গেছে। 'কেউ ফোন করেছিল?' অলিভিয়াকে আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আধডজন। আপনার ডেস্কে তালিকা লিখে রেখেছি।'

তালিকায় চোখ বুলাল ডানা। জোন সিনিসির নাম নেই। ডানা জোন সিনিসির নাম্বারে ফোন করল। কমপক্ষে বারো বার রিং হল। তবু সাড়া নেই। ফোন রেখে দিল ডানা। আবার বারদুই চেষ্টা করল। কেউ ধরল না ফোন। জোন সিনিসির অ্যাপার্টমেন্টে যাবে কি যাবে না ভেবে দ্বিধায় ভুগছে ডানা। শেষে সিদ্ধান্ত নিল দেখবে জোন ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে কিনা।

কিন্তু জোন সিনিসি ডানাকে আর ফোনও করল না, দেখাও করল না।

পরদিন সকাল ছ'টায় কাপড় পরতে পরতে খবর দেখছিল ডানা। '...চেচনিয়ার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। ডজনখানেক রুশীর লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে। রুশ সরকার বিদ্রোহীদের দমন করেছে বলে দাবি করলেও সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে... স্থানীয় সংবাদে বলা হয়েছে, এক ভদ্রমহিলা তাঁর ত্রিশতলা পেন্থহাউজ থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন। মহিলার নাম জোন সিনিসি, তিনি রাষ্ট্রদূত টেলর উইনথ্রপের সাবেক সেক্রেটারি ছিলেন। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে।'

স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল ডানা।

'ম্যাট, এক মহিলার কথা আপনাকে বলেছিলাম—জোন সিনিসি, টেলর উইনথ্রপের সাবেক সেক্রেটারি, মনে আছে?'

'হ্যাঁ। তার কী হয়েছে?'

'আজ সকালের খবরে বলেছে মারা গেছেন মহিলা।'

'তো!'

'গতকাল সকালে উনি আমাকে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন আমার সঙ্গে নাকি খুব জরুরি কথা আছে। আমি চিড়িয়াখানায় তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করি। কিন্তু তিনি আসেননি।'

ম্যাট স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যাটের দিকে।

'মহিলার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, তাঁর আশঙ্কা কেউ তাঁর ওপর নজর রাখছে।'

থুতনি চুলকাল ম্যাট। 'জেশাস। এ থেকে আমরা কী পেলাম?'

'আমি জানি না। আমি জোন সিনিসির চাকরানির সঙ্গে কথা বলব।'

'ডানা...'

'বলুন?'

'সাবধানে থেকো। খুব সাবধানে।'

অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের লবিতে ঢুকল ডানা। ডিউটিতে আরেকজন দারোয়ান।

'কাকে চান?'

'আমি ডানা ইভান্স। মিস সিনিসির মর্মান্তিক মৃত্যু নিয়ে একটা রিপোর্ট করতে এসেছি।'

চেহারা করুণ দেখাল দারোয়ানের। 'হ্যাঁ, খুবই করুণ মৃত্যু। ভদ্রমহিলা খুব ভালো ছিলেন। সবসময় চুপচাপ থাকতেন।'

'তাঁর কাছে খুব বেশি লোকজন আসত কি?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

'না। তেমন কেউ আসত না। উনি একা থাকতেই ভালোবাসতেন।'

'গতকাল যখন দুর্ঘটনাটা ঘটে আপনি কি ডিউটিতে ছিলেন?'

'না, ম্যাম।'

'কেউ তার সঙ্গে ছিল কিনা তা বোধহয় বলতে পারবেন না, না?'

'না, ম্যাম।'

'কিন্তু কেউ তো একজন এখানে ডিউটি দিচ্ছিল?'

'জি, ডেনিস। পুলিশ তাকে জেরা করেছে। মিস সিনিসি পড়ে যাবার সময় সে বাইরে ছিল।'

'আমি মিস সিনিসির চাকরানি গ্রেটার সঙ্গে কথা বলব।'

'সেটা সম্ভব না।'

'সম্ভব না! কেন?'

'সে চলে গেছে।'

'কোথায়?'

'বলল বাড়ি যাবে। মিস সিনিসির মৃত্যতে গ্রেটা একদম ভেঙে পড়েছে।'

'গ্রেটার বাড়ি কোথায়?'

মাথা নাড়ল দারোয়ান, 'তা জানি না।'

'অ্যাপার্টমেন্টে এখন কেউ থাকছে না?'

'না, ম্যাম।'

ডানা বলল, 'WTN-এর পক্ষ থেকে মিস সিনিসির ওপরের রিপোর্ট করব শুরুতেই বলেছি। অ্যাপার্টমেন্টে একবার ঢুঁ মেরে আসা যাবে? আমি দিনকয়েক আগে গিয়েছিলাম।'

একটু চিন্তা করে কাঁধ ঝাঁকাল দারোয়ান। 'আমার কোনো সমস্যা নেই। তবে আপনার সঙ্গে আমি যাব।'

'তাহলে তো ভালোই হয়,' বলল ডানা।

দুজনে নীরবে চড়ে বসল এলিভেটরে। ত্রিশ তলায় উঠে এল। দারোয়ান

একটা পাস-কী দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট A-এর দরজা খুলল।

ভেতরে পা বাড়াল ডানা। আগের মতোই সবকিছু আছে। *শুধু জোন সিনিসি নেই।*

ডানা হলওয়ে ধরে হেঁটে লিভিংরুমে চলে এল, সেখান থেকে টেরেসে।

'এখান থেকে উনি পা পিছলে পড়ে যান,' বলল দারোয়ান।

প্রকাণ্ড টেরেসে ঢুকল ডানা, চলে এল কিনারে। টেরেসের চারদিক চারফুট চওড়া একটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এখান থেকে কারো পা পিছলে পড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

নিচে তাকাল ডানা। ব্যস্ত রাস্তায় ট্রাফিকের ভিড়। ভাবল, *কোন্ নিষ্ঠুর এমন কাজ করতেপারে?* শিউরে উঠল ও।

দারোয়ান ওর পাশে চলে এল। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

গভীর দম নিল ডানা, 'হ্যাঁ, ঠিক আছি। ধন্যবাদ।'

'আর কিছু দেখবেন?'

'না, যা দেখার দেখেছি।'

ডাউনটাউন পুলিশ প্রেসিংক্টে গিজগিজ করে দুর্বৃত্ত, মাতাল, বেশ্যা এবং ওয়ালেট হারানো ট্যুরিস্টদের ভিড়ে।

'ডিটেকটিভ মার্কাস আব্রামসের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' ডেস্ক সার্জেন্টকে বলল ডানা।

'ডানদিকের তিন নম্বর দরজা।'

'ধন্যবাদ।' করিডোরে পা বাড়াল ডানা।

ডিটেকটিভ আব্রামসের দরজা খোলা।

'ডিটেকটিভ আব্রামস?'

ফাইলিং কেবিনেট নিয়ে ব্যস্ত ছিল আব্রামস। মোটাসোটা শরীর। ঘুরল সে। ক্লান্ত, বাদামি চোখ তুলে চাইল। 'আরে, ডানা ইভান্স যে! আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'শুনলাম আপনি জোন সিনিসির অ্যাক্সিডেন্ট কেসের তদন্ত করছেন,' অ্যাক্সিডেন্ট শব্দটা উচ্চারণ করল যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

'ঠিকই শুনেছেন।'

'আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে?'

একগাদা কাগজ হাতে ডেস্ক ঘুরে নিজের চেয়ারে বসল গোয়েন্দা। 'বলার মতো তেমন কিছু নেই। এটা অ্যাক্সিডেন্ট অথবা সুইসাইড যে-কোনো কিছু হতে পারে। বসুন।'

একটা চেয়ারে বসে পড়ল ডানা, 'ঘটনা ঘটার সময় কেউ তার সঙ্গে ছিল?'

'শুধু চাকরানিটা। ওই সময় সে ছিল কিচেনে। বলেছে ওই সময় অন্য কেউ ছিল না।'

'চাকরানির সঙ্গে কীভাবে সাক্ষাৎ করা যায় বলতে পারবেন?'

গোয়েন্দা বলল, 'মহিলাকে নিয়ে খবর প্রচার করবেন, ঠিক?'

হাসল ডানা, 'ঠিক।'

ফাইলিং কেবিনেটে আবার ফিরে গেল ডিটেকটিভ আব্রামস। কাগজ ঘেঁটে বের করল একটি কার্ড। 'এই তো পেয়ে গেছি। গ্রেটা মিলার, ১১৮০ কানেক্টিকাট এভিন্যু। এতে চলবে?'

কুড়ি মিনিট পরে গাড়ি নিয়ে কানেক্টিকাট এভিন্যুতে চলে এল ডানা। বাড়ির নাম্বার গুনছে : ১১৭০... ১১৭২... ১১৭৪... ১১৭৬... ১১৭৮...

১১৮০ পার্কিং লটের নাম্বার।

'তোমার তাহলে নিশ্চিত ধারণা জোন সিনিসিকে টেরেস থেকে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল জেফ।

'জেফ, কারো সঙ্গে জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার পরে তুমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করবে না। কেউ চায়নি মহিলা আমার সঙ্গে কথা বলুক। আমার খুব হতাশ লাগছে। এ যেন হাউন্ড অব বাস্কারভিলসের মতো। কেউ কুকুরের ডাক শুনছে না। কেউ কিছু জানে না।'

জেফ বলল, 'ব্যাপারটা ক্রমেই গা ছমছমে হয়ে উঠছে। তুমি আর এগিয়ো না।'

'এখন আমি পেছাতে পারব না। আমাকে এর রহস্য ভেদ করতেই হবে।'

'তোমার অনুমান যদি সত্যি হয়, ডানা, দুজন মানুষ খুন হল।'

ঢোক গিলল ডানা, 'জানি আমি।'

চাকরানি পুলিশকে একটা ভুয়া ঠিকানা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে,' ডানা বলছিল ম্যাট বেকারকে। 'জোন সিনিসির সঙ্গে কথা বলার সময় তাকে নার্ভাস মনে হচ্ছিল, তবে সে সুইসাইড করবে এরকম একদমই মনে হয়নি। কেউ তাকে ব্যালকনি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।'

'কিন্তু আমাদের কাছে তো কোনো প্রমাণ নেই।'

'তা নেই। তবে আমি জানি আমি ঠিক কথাই বলছি। যখন প্রথম দেখা করি, জোন সিনিসি ভালো মুডেই আমার সঙ্গে কথা বলছিল, কিন্তু টেলর উইনথ্রপের প্রসঙ্গ তোলার পরে তার মুড বদলে যায়। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। মহিলা নিশ্চয়ই গভীর গোপন কোনো ব্যাপার জানত। নইলে টেলর উইনথ্রপের মতো মানুষ অত বড় বাড়ি মহিলাকে কিনে দিতেন না। টেলরকে ব্ল্যাকমেইল করা

হচ্ছিল। অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে। ম্যাট, আপনি এমন কাউকে কি চেনেন যে টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে কাজ করেছে কিন্তু তার সম্পর্কে কথা বলতে ভয় পায় না?'

একটু ভেবে ম্যাট বলল, 'তুমি রজার হাডসনের সঙ্গে কথা বলতে পারো। অবসর নেয়ার আগে উনি সিনেট-নেতা ছিলেন। দু-একটি কমিটিতে টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে একত্রে কাজও করেছেন। তিনি হয়তো কিছু জানতে পারেন। এই লোকটি কাউকে ট্যাক্স দিয়ে চলেন না।'

'তাঁর সঙ্গে আমার একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা যাবে?'

'দেখছি কী করা যায়।'

একঘণ্টা পরে ম্যাট বেকার ডানাকে ফোনে বলল, 'রজার হাডসনের সঙ্গে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বৃহস্পতিবার দুপুরে, তাঁর জর্জটাউনের বাড়িতে।'

'ধন্যবাদ, ম্যাট।'

'তবে একটা কথা, ডানা...'

'কী।'

'হাডসন কিন্তু খুব রাগী স্বভাবের মানুষ।'

'আমি তাকে না-রাগানোর চেষ্টা করব।'

ম্যাট বেকার অফিস ছাড়ছে, এলিয়ট ক্রমওয়েল ঢুকলেন।

'ডানার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'কোনো সমস্যা?'

'না। সমস্যা হোক চাইও না। টেলর উইনথ্রপকে নিয়ে সে যে-তদন্তটা শুরু করেছে—'

'জি।'

'আমার মনে হয় ও খামোকাই সময় নষ্ট করছে। আমি টেলর উইনথ্রপ এবং তার পরিবারকে চিনতাম। সবাই ছিলেন চমৎকার মানুষ।'

ম্যাট বেকার বলল, 'বেশ। তাহলে ডানার আর এগোতে অসুবিধে নেই।' ম্যাটের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কাঁধ ঝাঁকালেন এলিয়ট ক্রমওয়েল। 'ও কী করছে না করছে আমাকে জানিয়ো।'



'এ লাইন নিরাপদ তো?'

'জি, স্যার।'

'গুড। WTN-এর তথ্যের ওপরে আমরা অনেকখানি নির্ভর করে আছি। তোমার তথ্যগুলোর ওপর ভরসা রাখা যায়?'

'অবশ্যই। সরাসরি এক্সিকিউটিভ টাওয়ার থেকে তথ্য আসছে।'

# আট

বুধবার সকালে ডানা সকালের নাস্তা বানাচ্ছে, বাইরে জোরালো আওয়াজে জানালা দিয়ে তাকাল। ওদের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে একটা ভ্যান, তাতে লোকজন মালপত্র তুলছে। দেখে অবাক হয়ে গেল ডানা।

*বাড়ি ছাড়ছে কে?* ভাবল ও। এখানকার সব ভাড়াটেই দীর্ঘমেয়াদে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে।

ডানা টেবিলে সেরিয়ালের বাটি রাখছে, নক হল দরজায়। ডরোথি হোয়ার্টন।

'ডানা, একটা খবর আছে,' উত্তেজিত গলায় বলল সে। 'হাওয়ার্ড এবং আমি আজ রোমে চলে যাচ্ছি।'

ডানা বিস্মিত চোখে তাকাল, 'রোম? আজ?'

'শুনে খুব অবাক হয়েছ, না? গতকাল এক লোক এসেছিল হাওয়ার্ডের কাছে। খুব গোপন ব্যাপার। হাওয়ার্ড কাউকে বলতে নিষেধ করেছে। গতরাতে লোকটি আবার ফোন করেছিল হাওয়ার্ডকে, ইটালিতে তার কোম্পানিতে তিনগুণ বেশি বেতনের চাকরির প্রস্তাব দিয়েছে।' খুশিতে উদ্ভাসিত ডরোথি।

'খুব আনন্দের সংবাদ,' বলল ডানা। 'আমরা আপনাদেরকে খুব মিস করব।'

'আমরাও।'

হাওয়ার্ড এল দরজায়। 'ডরোথি খবরটা দিয়েছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ। শুনে খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনারা এখানে সারাজীবনই থাকবেন। হঠাৎ করে—'

হাওয়ার্ড বলল, 'ব্যাপারটা আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না।' এ যেন না-চাইতেই এক কাঁদি। বিরাট একটি কোম্পানি ওটা—ইটালিয়ানো রিপ্রিসটিনো। ইটালির সবচেয়ে বড় যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর একটি। ওদের একটি শাখা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পুনর্নির্মাণ করে। জানি না ওরা কীভাবে আমার নাম জানল। এক লোক ইটালি থেকে উড়ে এসেছে শুধু আমার সঙ্গে চুক্তি করার জন্য। রোমে প্রচুর ভাঙাচোরা মনুমেন্ট আছে সেগুলো রিপেয়ার করা দরকার। ওরা এমনকি এখানকার পুরো ভাড়া শোধ করে দেবে বলেছে। আমরা আমাদের

ডিপোজিট ফেরত পাব। শুধু কালকের মধ্যে হাজির হয়ে যেতে হবে রোমে। এজন্য আজকেই চলে যাচ্ছি।'

ডানা বলল, 'ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না?'

'ওদের খুব তাড়া আছে।'

'মালপত্র প্যাকিং-এ কোনো সাহায্য লাগবে?'

মাথা নাড়ল ডরোথি, 'না। কাল সারারাত ধরে বাঁধাছাদা করেছি। বেশিরভাগ আসবাব গুডউইল-এ চলে যাবে। তবে হাওয়ার্ড যে বেতন পাবে তা দিয়ে খুব ভালোভাবে চলতে পারব আমরা।'

হেসে উঠল ডানা, 'যোগাযোগ রাখবেন, ডরোথি।'

এক ঘণ্টা বাদে হোয়ার্টন দম্পতি অ্যাপাটমেন্ট ছেড়ে যাত্রা শুরু করল রোমের উদ্দেশে।

ডানা অফিসে ঢুকে অলিভিয়াকে বলল, 'একটা কোম্পানির ব্যাপারে একটু খোঁজ-খবর করতে পারবে?'

'অবশ্যই।'

'নাম ইটালিয়ানো রিপ্রিসটিনো। রোমে সদর দপ্তর।'

'আচ্ছা।'

ত্রিশ মিনিট পরে অলিভিয়া একখণ্ড কাগজ দিল ডানাকে। 'এই যে আপনার তথ্য। এটা ইউরোপের সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলোর একটা, তবে প্রাইভেট কোম্পানি নয়।'

'আচ্ছা!'

'এ কোম্পানির মালিক ইটালিয়ান সরকার।'

ডানা যখন বিকেলে কামালকে স্কুল থেকে আনতে গেছে ওই সময় মধ্যবয়স্ক এক লোক উঠে এল হোয়ার্টনদের অ্যাপার্টমেন্টে।

বৃহস্পতিবার। আজ দুপুরে রজার হাডসনের সঙ্গে ডানার সাক্ষাৎকারের কথা। জরুরি কাজ সারতে সারতে সকাল এগারোটা বেজে গেল। অলিভিয়া বলল, 'এগারোটা বাজে, মিস ইভান্স। আবহাওয়ার যা অবস্থা, মি. হাডসনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে হলে আপনার এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া উচিত।'

'ধন্যবাদ, অলিভিয়া। আর দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরব।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ডানা। বরফ পড়ছে। ও কোট চাপাল গায়ে, মাথায় বেঁধে দিল স্কার্ফ। পা বাড়াল দরজায়। বেজে উঠল ফোন।

'মিস ইভান্স...'

ঘুরল ডানা।

'তিন নম্বর লাইনে আপনার একটা কল আছে।'

'এখন না,' বলল ডানা, 'আমার এখন তাড়া আছে।'

'কামালের স্কুল থেকে ফোন করেছে।'

'কী!' ডানা দ্রুত ফিরে এল ডেস্কে, 'হ্যালো?'

'মিস ইভান্স?'

'বলছি।'

'টমাস হেনরি বলছি।'

'জি, মি. হেনরি। কামাল ঠিক আছে তো?'

'কী বলব বুঝতে পারছি না। বলতে কষ্ট লাগছে। কামালকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে।'

বরফের মতো জমে গেল ডানা। 'বিতাড়িত করা হয়েছে? কেন? ও কী করেছে?'

'কথাটা আপনাকে মুখোমুখি বলতে চাই। আপনি নিজে এসে যদি ওকে তুলে নিয়ে যান তো ভালো হয়।'

'মি. হেনরি—'

'আপনি এলে সব ব্যাখ্যা করব, মিস ইভান্স, ধন্যবাদ।'

হতবুদ্ধির মতো রিসিভার নামিয়ে রাখল ডানা। *আবার কী হল?*

অলিভিয়া জানতে চাইল, 'কোনো সমস্যা নয় তো?'

'গ্রেট,' কাতরে উঠল ডানা, 'আজ সকালে কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম!'

'আমি কিছু করতে পারি?'

'শুধু প্রার্থনা করতে পারো।'

ওইদিন সকালে, ডানা যখন কামালকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে চলে যায়, কামাল ডানাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল, রিকি আন্ডারউড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছিল।

কামাল ওর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, রিকি বলল, 'হেই, ওয়ার হিরো। তোমার মা নিশ্চয় খুব হতাশ হবে। তোমার হাত মাত্র একটা, কাজেই তুমি তোমার নোংরা আঙুল দিয়ে যখন তোমার মা'র যোনির মধ্যে—'

কামালের মুভমেন্ট এত দ্রুত, যেন একটা ঝিলিক দেখল রিকি। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে রিকির কুঁচকিতে লাথি মারল কামাল। আর্তনাদ করে উঠল রিকি। চিৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছে, কামালের বাম হাঁটু বিদ্যুৎবেগে উঠে এল ওপরে, ভেঙে দিল নাক। রিকির ভাঙা নাক দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত।

মাটিতে যন্ত্রণায় গড়াতে থাকা শরীরটার ওপর ঝুঁকে এল কামাল। 'আবার

আমার মাকে নিয়ে কিছু বলেছিস কী তোকে খুন করে ফেলব।'

দ্রুত গাড়ি নিয়ে থিওডর রুজভেল্ট মিডলস্কুলে চলে এল ডানা। কামাল আবার কী ঘটাল ভেবে শঙ্কিত। *যাই ঘটুক, হেনরিকে আমি অনুরোধ করব কামালকে যেন স্কুল থেকে তাড়িয়ে না দেন।*

অফিসে ডানার জন্য অপেক্ষা করছিলেন টমাস হেনরি। কামাল তাঁর বিপরীতের চেয়ারে বসা। ঘরে ঢুকল ডানা।

'মিস ইভান্স।'

জিজ্ঞেস করল ডানা, 'কী হয়েছে?'

'আপনার ছেলে এক ছাত্রের নাক এবং চোয়াল ভেঙে দিয়েছে। তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে।'

অবিশ্বাস নিয়ে মি. হেনরির দিকে তাকাল ডানা, 'এটা-এটা কীভাবে সম্ভব? কামালের তো একটা হাতই নেই।'

'পা তো আছে,' শক্ত গলায় বললেন টমাস হেনরি, 'সে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মেরে ছেলেটার নাক ভেঙে দিয়েছে।'

কামাল নীরবে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে।

ডানা ঘুরল তার দিকে, 'কামাল, এ কাজ কীভাবে করলে তুমি?'

চোখ নামাল কামাল, 'খুব সহজে।'

'দেখলেন তো, মিস ইভান্স,' বললেন টমাস হেনরি, 'ওর আচার-আচরণ, আমি কী বলব, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ওকে আর আমাদের স্কুলে রাখতে পারছি না। আপনি ওর জন্য ভালো কোনো স্কুল দেখুন।'

ডানা অনুনয়ের কণ্ঠে বলল, 'মি. হেনরি, কামাল খামোকা কারো সঙ্গে লাগতে যাবার মতো ছেলে নয়। ওর মারামারি করার পেছনে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। আপনি ওকে—'

দৃঢ় গলায় মি. হেনরি বললেন, 'আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, মিস ইভান্স।' গলার স্বরে বুঝিয়ে দিলেন এরপরে আর কথা চলবে না।

বুক ভরে শ্বাস নিল ডানা। 'ঠিক আছে। আমি কামালকে এমন কোনো স্কুলে ভর্তি করাব যারা ওকে বুঝতে পারে। চলো, কামাল।'

চেয়ার ছাড়ল কামাল, কটমট করে তাকাল মি. হেনরির দিকে, তারপর ডানার পেছন পেছন বেরিয়ে এল অফিস থেকে। নীরবে হাঁটতে লাগল ফুটপাত ধরে। ঘড়ি দেখল ডানা। *দেরি হয়ে যাচ্ছে। কামালকে এ মুহূর্তে কোথাও রেখে আসা যাবে না। ওকে আমার সঙ্গেই নিয়ে যেতে হবে।*

গাড়িতে বসে ডানা জিজ্ঞেস করল, 'কামাল, কী হয়েছে বলো?'

রিকি আন্ডারউড ডানাকে যে নোংরা কথা বলেছে মরে গেলেও তা উচ্চারণ

করতে পারবে না কামাল। সে বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ডানা। আমারই দোষ।'

জর্জটাউনের অভিজাত এ এলাকায়, পাঁচ একর জমি নিয়ে হাডসন এস্টেট। রাস্তা দিয়ে তিনতলা বাড়িটি দেখা যায় না। একটা পাহাড়ের ওপর জর্জিয়ান স্টাইলে গড়ে তোলা বাড়িটি। ফ্রন্ট এন্ট্রান্স থেকে লম্বা এবং আঁকাবাঁকা ড্রাইভওয়ে বেরিয়ে গেছে।

ডানা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল। কামালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে আসছ।'

'কেন?'

'কারণ বাইরে অনেক শীত। এসো।'

সদর দরজায় পা বাড়াল ডানা, তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুসরণ করল কামাল।

ডানা তার দিকে ঘুরল, 'কামাল, এখানে খুব জরুরি একটি ইন্টারভ্যু নিতে এসেছি। কাজেই চুপচাপ এবং ভদ্র হয়ে থাকবে। বোঝা গেছে?'

'আচ্ছা।'

বেল টিপল ডানা। বাটলারের পোশাক পরা হাসিখুশি এক দানব খুলে দিল দরজা। 'মিস ইভান্স?'

'জি।'

'আমি সিজার। মি. হাডসন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' কামালের দিকে চাইল সে, তারপর দৃষ্টি ফেরাল ডানার দিকে। 'আপনাদের কোটগুলো আমাকে দিন।' ওদের কোট ফ্রন্ট হল-এর গেস্ট ক্লজিটে রেখে দিল সে। কামাল হাঁ করে তাকিয়েই আছে সিজারের দিকে।

'আপনি কতটুকু লম্বা?'

ডানা বলল, 'কামাল, এসব জিজ্ঞেস করতে নেই।'

'ঠিক আছে, মিস ইভান্স। এরকম প্রশ্ন শুনে আমি অভ্যস্ত।'

'আপনি কি মাইকেল জর্ডানের চেয়েও লম্বা?' জিজ্ঞেস করল কামাল।

'আমার ধারণা তাই,' হাসল বাটলার। 'আমি সাতফুট একইঞ্চি। এদিক দিয়ে আসুন, প্লিজ।'

এন্ট্রিটি বিশাল, লম্বা হলওয়ে, হাডউডের মেঝে, অ্যান্টিক আয়না ঝুলছে দেয়ালে, মার্বেলের টেবিল। দেয়ালের তাকে মিং আমলের মূল্যবান মূর্তি এবং চিহুলি ব্লন-গ্লাস স্ট্যাচু সাজানো।

ডানা এবং কামাল সিজারের পেছন পেছন লম্বা হলওয়ে ধরে একটি লিভিংরুমে চলে এল। এ ঘরের দেয়ালের রঙ হালকা হলুদ, মেঝে সাদা কাঠের। ঘরে আরামদায়ক সোফা ছড়ানো, সঙ্গে আছে কুইন অ্যান টেবিল এবং শেরাটন

উইং চেয়ার। ম্লান হলুদ সিল্ক দিয়ে ঢাকা।

সিনেটর রজার হাডসন এবং তাঁর স্ত্রী পামেলা একটি ব্যাক গেমন টেবিলে বসে আছেন। ডানা এবং কামালকে দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন।

পামেলা হাডসন অপূর্ব সুন্দরী, স্বামীর চেয়ে তাঁর বয়সের ফারাক খুব বেশি নয়। ভদ্রমহিলাকে উষ্ণ এবং সরল মনে হল। তাঁর চুল ছাই-সোনালি, তবে মাঝে মাঝে দু-একটি রুপোলি ঝিলিক বাড়িয়ে তুলেছে ব্যক্তিত্ব।

'দেরি হবার জন্য দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল ডানা। 'আমি ডানা ইভান্স। এ আমার ছেলে কামাল।'

'আমি রজার হাডসন। ইনি আমার স্ত্রী পামেলা।'

ডানা ইন্টারনেটে রজার হাডসন সম্পর্কে ইন্টারনেটে খোঁজখবর নিয়েছে। হাডসনের বাবার হাডসন ইন্ড্রাস্ট্রি নামে ছোট একটি ইস্পাত কোম্পানি ছিল। রজার হাডসন এ কোম্পানির বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন সারাবিশ্বে। তিনি একজন বিলিওনেয়ার, সিনেট মেজরিটি লিডার ছিলেন, একদা আর্মড সার্ভিস কমিটি প্রধানের পদও অলংকৃত করেছেন। ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে বর্তমানে হোয়াইট হাউজে রাজনৈতিক উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করছেন। পঁচিশ বছর আগে তিনি সোসাইটি-বিউটি পামেলা ডোনালিকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির ওয়াশিংটনে প্রচুর প্রভাবপ্রতিপত্তি, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই।

ডানা বলল, 'কামাল, ইনি মি. এবং মিসেস হাডসন,' রজারের দিকে তাকাল ও। 'ওকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য দুঃখিত, তবে—'

'আরে, এতে কিছু হবে না,' বললেন পামেলা, 'কামালের সব কথাই আমরা জানি।'

বিস্মিত দেখাল ডানাকে, 'জানেন!'

'হ্যাঁ। আপনাকে নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, মিস ইভান্স। আপনি কামালকে সারায়েভো থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। দারুণ একটা কাজ করেছেন।'

রজার হাডসন স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ।

'আপনারা কী খাবেন?' জিজ্ঞেস করলেন পামেলা হাডসন।

'ধন্যবাদ, আমি কিছু খাব না।' বলল ডানা।

ওরা কামালের দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল কামাল।

'বসুন, প্লিজ।' রজার হাডসন এবং তাঁর স্ত্রী কাউচে বসলেন। ডানা এবং কামাল তাদের বিপরীতে দুটো আরামকেদারা দখল করল।

রজার হাডসন কাঠখোট্টা গলায় বললেন, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন আমি জানি না, মিস ইভান্স। ম্যাট বেকার বলল আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। কী ব্যাপার, বলুন তো?'

'আমি টেলর উইনথ্রপের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ভুরু কুঁচকে গেল রজার হাডসনের, 'তাঁর সম্পর্কে কী কথা?'

'তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল শুনেছি।'

'হ্যাঁ। টেলর রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন আমি আর্মড সার্ভিসেস কমিটির প্রধান। আমি রাশিয়া গিয়েছিলাম ওদের অস্ত্রের ক্যাপাবিলিটি ইভাকুলেট করতে। টেলর আমাদের কমিটির সঙ্গে দু-তিন দিন কাজ করেছেন।'

'তাঁকে আপনার কেমন লাগত, মি. হাডসন?'

একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন রজার। 'মিস ইভান্স, মানুষের বাহ্যিক চেহারা দেখে আমি অভিভূত হই না। তবে মানুষটিকে আমার অত্যন্ত যোগ্য মনে হত।'

এসব আলোচনা মোটেই ভালো লাগছিল না কামালের। সে উঠে পাশের ঘরটিতে ঢুকল।

'রাশিয়ায় থাকাকালীন অ্যামবাসাডর উইনথ্রপ কি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন?'

বিস্ময় ফুটল রজার হাডসনের চেহারায়। 'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কী বলতে চাইছেন। ঝামেলা মানে?'

'এমন কোনো ঘটনা হয়তো ঘটেছিল যাতে তাঁর শত্রু তৈরি হয়ে যায়। ভয়ংকর কোনো শত্রু।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন রজার হাডসন। 'মিস ইভান্স, এমন কিছু ঘটলে শুধু আমি নই, গোটা পৃথিবী তা জানতে পারত। এ-ধরনের প্রশ্ন করার মানে কি জানতে পারি?'

ডানা বলল, 'আমার ধারণা টেলর উইনথ্রপ এমন কিছু করেছিলেন যে-কারণে কেউ তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলেছে।'

হাডসন-দম্পতি স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন ডানার দিকে।

ডানা দ্রুত বলে চলল, 'জানি, আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস হবে না। কিন্তু এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে গোটা পরিবারের এমন করুণ মৃত্যু আমাকে এমন কিছু ভাবতে বাধ্য করেছে।'

রজার হাডসন বললেন, 'আপনার এরকম ধারণা হওয়ার কারণ কী?'

'আপনি যদি শক্ত প্রমাণ চান, দিতে পারব না।'

'আমি বিস্মিত হইনি,' ইতস্তত করলেন তিনি। 'আমি শুনেছি যে...' তাঁর কণ্ঠ আবছা হয়ে এল, 'যাক বাদ দিন এসব।'

দুই নারী তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

পামেলা মৃদু গলায় বললেন, 'তুমি কী বলতে চাইছিলে বলে ফেলো। মিস

ইভান্সের কাছে কোনো কিছু লুকোছাপা না-করাই ভালো।'

কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'ওটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।' ডানার দিকে ফিরলেন, 'আমি তখন মস্কোতে। গুজব শুনলাম উইনথ্রপ দুই রুশ অস্ত্রব্যবসায়ীর সঙ্গে নাকি ব্যক্তিগত কীসব ব্যবসা করবেন। তবে গুজবে কান দিতে নেই। আশা করি আপনিও দেবেন না, মিস ইভান্স।'

ডানা কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছে, বাধা পেল লাইব্রেরিতে কিছু ভেঙে পড়ার বিকট ঝনঝন শব্দে।

পামেলা দ্রুত পা বাড়ালেন শব্দের উৎসমুখে, তার পেছন পেছন এগোলেন পামেলা এবং ডানা। লাইব্রেরিতে নীলরঙের একটি মিং ফুলদানি ভেঙে টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কামাল তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'ওহ্, মাই গড!' আঁতকে উঠল ডানা। 'আয়্যাম সো সরি। কামাল, তুমি কীভাবে—'

'হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে।'

হাডসন-দম্পতির দিকে বিব্রত চেহারা নিয়ে ফিরল ডানা। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি এটার দাম দিয়ে দেব। আমি—'

'বাদ দিন তো,' মিষ্টি হাসলেন পামেলা হাডসন, 'আমাদের কুকুরগুলো এরচেয়ে বেশি জিনিস নষ্ট করে।'

থমথম করছে রজার হাডসনের চেহারা। তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, স্ত্রীর চাউনি দেখে চুপ মেরে গেলেন।

ডানা ফুলদানির ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে ভাবল, *আমার দশ বছরের বেতনের সমান হবে এটার দাম।*

'লিভিংরুমে গিয়ে বসি, চলুন।' বললেন পামেলা হাডসন। ডানা কামালকে নিয়ে লিভিংরুমে চলল। 'আমার পাশ থেকে একপাও নড়বে না,' দাঁত কিড়মিড় করল সে, রাগে ফুঁসছে। ওরা বসল আবার।

রজার হাডসন কামালের দিকে তাকালেন, 'তোমার হাতটা কীভাবে খুইয়েছ, বেটা?'

'বোমা হামলায়,' চট জলদি জবাব দিল কামাল।

'আচ্ছা, তোমার বাবা-মা কোথায়, কামাল?'

'বিমান হামলায় মারা গেছেন। আমার বোনসহ।'

ঘোঁতঘোঁত করলেন রজার, 'জাহান্নামে যাক যুদ্ধ।'

এমন সময় সিজার ঢুকল ঘরে। 'লাঞ্চ রেডি।'

**লাঞ্চটা** চমৎকার হল। পামেলা খাবার টেবিলে সারাক্ষণই **আন্তরিক ছিলেন তবে** রজার হাডসন রামগড়ুরের ছানা হয়ে রইলেন।

‘এখন কী নিয়ে কাজ করছেন?’ জানতে চাইলেন পামেলা।

‘ক্রাইম লাইন নামে নতুন একটি শো শুরু করার চিন্তাভাবনা চলছে। যারা পলাতক অপরাধী এবং বিনাদোষে জেল খাটছে তাদের নিয়ে এ শো।’

রজার হাডসন বললেন, ‘এরকম শো শুরুর জন্য ওয়াশিংটন সেরা জায়গা।’

পামেলা বললেন, ‘বাই দা ওয়ে, আমি আর রজার শনিবার রাতে ছোটখাটো একটি ডিনার পার্টি দিচ্ছি। আসতে পারবেন?’

হাসল ডানা, ‘কেন নয়, অবশ্যই। ধন্যবাদ।’

‘আপনি প্রেম করেন?’

‘জি। স্পোর্টস রিপোর্টার জেফ কনরস আমার প্রেমিক।’

রজার হাডসন বললেন, ‘তার রিপোর্ট দেখেছি আমি টিভিতে। মন্দ নয়। তাকেও নিয়ে আসুন না।’

হাসিটা মুখে ধরে রাখল ডানা। ‘জেফ আসতে পারলে খুশিই হবে।’

ডানা এবং কামাল চলে যাচ্ছে, রজার হাডসন একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন ডানাকে।

‘মিস ইভান্স, উইনথ্রপ পরিবার নিয়ে আপনি যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন তা স্রেফ ফ্যান্টাসি। তবু ম্যাট বেকারের জন্য হলেও আমি খতিয়ে দেখব এ-ব্যাপারে আপনাকে কোনো সাহায্য করা যায় কিনা।’

‘ধন্যবাদ।’

*‘মিস ইভান্স, উইনথ্রপ পরিবার নিয়ে আপনি যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন, তা স্রেফ ফ্যান্টাসি। তবু ম্যাট বেকারের জন্য হলেও আমি খতিয়ে দেখব এ-ব্যাপারে আপনাকে কোনো সাহায্য করা যায় কিনা।’*

*‘ধন্যবাদ।’*

টেপ এখানেই শেষ হয়ে গেল।

## নয়

আধডজন রিপোর্টার এবং গবেষক নিয়ে কনফারেন্স রুমে সকালের মিটিং করছে ডানা। বিষয়   নতুন শো ক্রাইম লাইন। মাঝপথে উঁকি দিল অলিভিয়া। 'মি. বেকার আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

'ওঁকে বলুন আসছি এখুনি।'

'বস্ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'থ্যাংকস, অ্যাবি। তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে।'

'কাল রাতে বেশ ভালো ঘুম হয়েছে আমার। গত কয়েক রাত—'

'ডানা? ভেতরে এসো,' চেঁচাল ম্যাট।

'পরে বলব,' বলল অ্যাবি।

ডানা ম্যাটের অফিসে ঢুকল। 'রজার হাডসনের সঙ্গে মিটিং কেমন হল?'

'ওঁকে ওই ব্যাপারে কথা বলতে খুব একটা আগ্রহী মনে হয়নি। তাঁর ধারণা আমার থিয়োরিটা পাগলামির পর্যায়ে পড়ে।'

'তোমাকে আগেই বলেছি মানুষটা খুব একটা আন্তরিক নন।'

'ওঁর সঙ্গে ভাব হতে একটু সময় লাগবে। তবে ওনার স্ত্রী খুব চমৎকার। ওয়াশিংটন সোসাইটি ম্যাডনেস নিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনবেন। চমৎকার বলেন মহিলা।'

'শুনেছি। সি ইজ আ ওয়ান্ডারফুল লেডি।'

ডানা এক্সিকিউটিভ ডাইনিংরুমে ঢুকল। ওখানে এলিয়ট ক্রমওয়েল আছেন।

'এসো, বসো,' বললেন ক্রমওয়েল।

'ধন্যবাদ।' একটা চেয়ারে বসল ডানা।

'কামাল কেমন আছে?'

ইতস্তত করল ডানা। 'ওকে নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছে।'

!স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'কেন?'

'সে একটা ছেলের সঙ্গে মারামারি করে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'তাহলে তো স্কুল থেকে তাড়াবেই।'

'তবে আমার ধারণা কামাল ইচ্ছে করে মারামারি করেনি,' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল ডানা। 'ওর একটা হাত বলে সবাই ওর সঙ্গে মশকরা করে।'

'কামাল কোন্ ক্লাসে?'

'সেভেনে।'

একটু ভেবে এলিয়ট ক্রমওয়েল বললেন, 'তুমি লিংকন প্রিপারেটরি স্কুলের নাম শুনেছ?'

'অবশ্যই। কিন্তু ওখানে ভর্তি হওয়া খুব কঠিন।' বলল ডানা। 'কামালের পরীক্ষার ফলাফল তেমন ভালো না।'

'ওখানে আমার জানাশোনা লোক আছে। তুমি চাইলে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

'আপনার অশেষ দয়া।'

'ইট উইল বি মাই প্লেজার।'

ওইদিনই এলিয়ট ক্রমওয়েল আবার ডেকে পাঠালেন ডানাকে।

'তোমার জন্য সুখবর আছে। লিংকন প্রিপারেটরি স্কুলের প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে কামালকে তার স্কুলে ভর্তি করতে রাজি হয়েছেন। তুমি ওকে কাল সকালে নিয়ে যেতে পারবে?'

'অবশ্যই আমি—' ব্যাপারটা বুঝে উঠতে একমুহূর্ত সময় লাগল ডানার। 'ওহ্, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল! আমি যে কী খুশি হয়েছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি কী বলে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব বুঝতে পারছি না।'

'কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নেই, ডানা। তুমি কামালকে এদেশে নিয়ে এসে খুব ভালো কাজ করেছ। ইউ আর আ ভেরি স্পেশাল পারসন।'

'আ—থ্যাংক ইউ।'

লিংকন প্রিপারেটরি স্কুলভবনটি বেশ বড়। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে তিনটি ছোট ভবন। স্কুলের খেলার মাঠটিও প্রকাণ্ড। স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ডানা কামালকে বলল, 'কামাল, ওয়াশিংটনের সবচেয়ে সেরা স্কুল এটি। এখান থেকে অনেককিছুই শিখতে পারবে। তবে কারো সঙ্গে মারামারি করা যাবে না, মনে থাকবে?'

কামাল জবাব দিল না।

স্কুল প্রিন্সিপাল রোয়ানা ট্রটের অফিসে ওকে নিয়ে ঢুকল ডানা। তিনি সুদর্শনা এবং সুভদ্রা।

'স্বাগতম,' বললেন তিনি। ফিরলেন কামালের দিকে। 'তোমার কথা অনেক শুনেছি, খোকা। তোমাকে আমাদের মাঝে পাবার জন্য মুখিয়ে আছি।'

ডানা আশা করল কামাল জবাবে কিছু বলবে। কিন্তু ও চুপ করে আছে দেখে নিজেই মুখ খুলল, 'কামালও এখানে ভর্তি হবার জন্য মুখিয়ে আছে।'

'গুড। আশা করি এখানে তুমি অনেক ভালো বন্ধু পেয়ে যাবে।'

এক বৃদ্ধা ঢুকল অফিসে। মিসেস ট্রট বললেন, 'এ হল বেকি। বেকি, এ ছেলেটির নাম কামাল। ওকে তুমি স্কুলটি ঘুরিয়ে দেখাও। শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।'

'অবশ্যই। এসো, কামাল।'

কামাল ডানার দিকে তাকাল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল বেকির পেছন পেছন।

'কামাল সম্পর্কে কয়েকটা কথা আপনার জানা দরকার,' শুরু করল ডানা। 'ও—'

মিসেস ট্রট বললেন, 'আপনাকে কিছু বলতে হবে না, মিস ইভান্স। এলিয়ট ক্রমওয়েল আমাকে আগেই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন, কামালের অতীত ইতিহাসও জানিয়ে দিয়েছেন। আমি শুনেছি এতটুকু বয়সে অনেক ঝড়ঝাপটা সইতে হয়েছে ওকে। আমাদের এখানে ওর কোনো সমস্যা হবে না।'

'ধন্যবাদ।' বলল ডানা।

'কামালের আগের স্কুলের গ্রেডের ট্রান্সক্রিপ্ট দেখেছি। ওর আরো ভালো করা দরকার।'

ডানা বলল, 'কামালের মাথা যথেষ্ট সাফ।'

'আমারো তাই ধারণা। অংকে ওর ভালো নাম্বার সেটাই প্রমাণ করে। অন্যান্য বিষয়েও যাতে ও ভালো করতে পারে সে চেষ্টা করব আমরা।'

কামাল স্কুল দেখে ফিরল। ডানা তাকে নিয়ে প্রিন্সিপালের অফিস থেকে বেরিয়ে এল। গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে ডানা বলল, 'এ স্কুল তোমার ভালো না লেগেই পারবে না।'

কামাল নিরুত্তর।

'স্কুলটি খুব সুন্দর, না?'

কামাল এবার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'ওদের টেনিসকোর্ট এবং ফুটবল মাঠ আছে। কিন্তু আমি খেলতে পারব না—'

ডানা ওকে জড়িয়ে ধরল। ভাবল, *ওর হাতের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।*

শনিবার রাতে হাডসনদের বাড়িতে জম্পেশ পার্টি হল। সবাই কালো টাই পরে এসেছেন। সুন্দর, সুসজ্জিত! ঘরগুলো ভরে গেল দেশের হোমড়াচোমড়া ব্যক্তিত্বদের আগমনে। এঁদের মধ্যে আছেন ডিফেন্স সেক্রেটারি, কংগ্রেস সদস্য, ফেডারেল রিজার্ভ প্রধান এবং জার্মানির রাষ্ট্রদূত।

রজার এবং পামেলা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালেন ডানা ও জেফকে। ডানা জেফের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল।

'আপনার স্পোর্টস কলাম এবং খবরপাঠ দুটোই আমি উপভোগ করি,' বললেন রজার হাডসন।

'ধন্যবাদ।'

পামেলা বললেন, 'চলুন, আমাদের অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

বেশিরভাগ মুখই চেনা, অভ্যর্থনা হল আন্তরিক। অতিথিদের অনেকেই ডানা এবং জেফের ভক্ত।

একটু একা হবার সুযোগে ডানা বলল, 'মাই গড, এখানকার গেস্টদের উপস্থিতি হু ইজ হু'র মতো।'

জেফ ডানার হাত ধরল। 'তুমি এ পার্টির সবচেয়ে বড় তারকা, ডার্লিং।'

'উঁহুঁ, আমি তো স্রেফ—' থেমে গেল ডানা জেনারেল ভিক্টর বুস্টার এবং জ্যাক স্টোনকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে।

'গুড ইভনিং জেনারেল,' বলল ডানা।

বুস্টার ডানার দিকে তাকিয়ে খ্যাকখ্যাক করে উঠলেন, 'আপনি এখানে কী করছেন?'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল ডানা।

'এটা সোশাল ইভনিং,' ঘাউ করে উঠলেন জেনারেল। 'জানতাম না মিডিয়াকেও এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

চটে গেল জেফ, 'দাঁড়ান! আপনার মতো আমাদেরও অধিকার—'

ভিক্টর বুস্টার অগ্রাহ্য করলেন জেফকে। ডানার সামনে এসে বললেন, 'ঝামেলা চাইলে কী ঘটবে বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই?' চলে গেলেন তিনি।

জেফ লোকটার গমনপথে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

'জেশাস। মানে কী এসবের?'

জ্যাক স্টোন দাঁড়িয়ে আছে তখনো। রীতিমতো বিব্রত। 'আ-আমি অত্যন্ত দুঃখিত। জেনারেলের মাঝে মাঝেই হঠাৎ করে রক্ত চড়ে যায়। কার সঙ্গে কীরকম আচরণ করতে হবে বুঝতে পারেন না।'

'তা তো দেখতেই পেলাম,' বরফ শীতল কণ্ঠে বলল জেফ।

রজার হাডসনের পাশে ডানার বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে দেখে অবাক হল ও। নিশ্চয়ই পামেলার কাণ্ড, ভাবল ও।

'পামেলা বলল কামালকে নাকি লিংকন প্রিপারেটরি স্কুলে ভর্তি করেছেন,' বললেন রজার।

হাসল ডানা, 'জি। এলিয়ট ক্রমওয়েল ব্যবস্থা করে দিলেন। চমৎকার একজন মানুষ।'

মাথা দোলালেন রজার হাডসন, 'আমিও তাই শুনেছি।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে যোগ করলেন, 'বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। তবু বলছি—রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত পদে যোগ দেয়ার আগে টেলর উইনথ্রপ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বলেছিলেন তিনি পাবলিক লাইফ থেকে অবসর নিয়েছেন।'

ভুরু কোঁচকাল ডানা, 'তারপর তিনি রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণ করেন?'

'হ্যাঁ।'

বাড়ি ফেরার পথে জেফ ডানাকে জিজ্ঞেস করল, 'জেনারেল বুস্টার তোমার ওপর এমন খেপে আছেন কেন?'

'তিনি চান না উইনথ্রপ পরিবারের মৃত্যু নিয়ে আমি তদন্ত করি।'

'কেন?'

'ব্যাখ্যা করেননি। শুধু ঘেউ ঘেউ করেছেন।'

ধীরগলায় বলল জেফ, 'লোকটার কামড় তার ঘেউঘেউ'র চেয়েও খারাপ, ডানা। সে শত্রু হিসেবে ভয়ংকর।'

কৌতূহল নিয়ে জেফের দিকে তাকাল ডানা, 'কীরকম?'

'সে FRA বা ফেডারেল রিসার্চ এজেন্সির প্রধান।'

'জানি। তারা অনুগত দেশগুলো আধুনিক প্রডাকশনের জন্য টেকনোলজি সাপোর্ট দেয় এবং—'

শুকনো গলায় বলল জেফ, 'ওটা ওদের কভার-আপ। FRA-এর আসল কাজ হল বিদেশি গোয়েন্দাসংস্থাগুলোর ওপর নজর রাখা এবং তাদের কম্যুনিকেশন ইন্টারসেপ্ট করা। ওরা NSA-এর চেয়েও মারাত্মক।'

ডানা চিন্তিত গলায় বলল, 'টেলর উইনথ্রপ একসময় FRA-এর প্রধান ছিলেন।'

'জেনারেল বুস্টারের কাছ থেকে যত দূরে থাকবে ততই মঙ্গল।'

'থাকব।'

'আজ রাতে তোমার বাড়িতে বেবি সিটার নিয়ে বোধহয় সমস্যা আছে। তুমি যদি বাসায় ফিরতে চাও—'

ডানা জেফের কাছ ঘেঁষে এল, 'নো ওয়ে। বেবি সিটার অপেক্ষা করতে পারবে। আমি পারব না। তোমার বাসায় চলো।'

মুচকি হাসল জেফ, 'ভাবছিলাম তুমি হয়তো কথাটা বলবেই না।

মেডিসন স্ট্রিটে চারতলা ভবনে একটি ছোট অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকে জেফ। ডানাকে নিয়ে সে বেডরুমে চলে এল।

'বড় অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়া দরকার আমাদের,' বলল জেফ, 'কামালের নিজের একটা ঘর দরকার। আমরা কেন—?'

'আমরা কেন বকবক থামাচ্ছি না?' বলল ডানা।

জেফ ওকে বেঁধে নিল বাহুডোরে। 'গ্রেট আইডিয়া,' ডানার নিতম্বে চলে গেল হাত। আলতো ছোঁয়ায় আদর করছে। ওর পোশাক খুলতে লাগল জেফ।

'তুমি কি জানো তোমার ফিগারটা দারুণ?'

'আমার সহকর্মীরা সবাই এ কথা বলে,' বলল ডানা।

'এটা এখন টক অব দা টাউনে পরিণত হয়েছে।' ও জেফের শার্টের বোতাম খুলছে।

ডানা নগ্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ওর ওপর উঠে এল জেফ। বিছানার প্রেমিক হিসেবেও চমৎকার জেফ।

'আই লাভ ইউ সো মাচ,' ফিসফিস করল ডানা।

'আই লাভ ইউ, ডার্লিং।'

ডানাকে আদর শুরু করেছে, বেজে উঠল ফোন।

'তোমারটা নাকি আমারটা?'

হেসে উঠল দুজনেই।

'আমারটা,' বলল জেফ, 'বাজতে থাকুক।'

'জরুরি ফোন হতে পারে,' বলল ডানা।

ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে উঠে বসল জেফ। ফোন তুলল।

'হ্যালো!' ওর কণ্ঠ বদল গেল, 'না, ঠিক আছে... বলো... অবশ্যই... ও নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। বোধহয় কাজের চাপ বেশি পড়েছে।'

পাঁচ মিনিট চলল কথোপকথন, 'ঠিক আছে... সো টেক ইট ইজি... চমৎকার... গুডনাইট, র‍্যাচেল।' ফোন রেখে দিল জেফ।

*এত রাতে র‍্যাচেলের ফোন!* 'কোনো সমস্যা, জেফ?'

'নাহ্। র‍্যাচেল খুব বেশি কাজ করছে। ওর বিশ্রাম দরকার।'

ডানাকে জড়িয়ে ধরল সে, নরম গলায় বলল, 'আমরা যেন কোথায় ছিলাম?' ওকে কাছে টেনে নিল জেফ। শুরু হল জাদু।

ডানা ভুলে গেল উইনথ্রপ, জোন সিনিসি, হাউজকিপার এবং কামালের কথা। সুখের সাগরে ভাসতে লাগল ওরা।

ডানা বাড়ি ফিরে দেখল বেবি সিটার অধৈর্য হয়ে বসে আছে। বাসায় ফেরার জন্য অস্থির।

'দেড়টা বাজে,' অনুযোগের সুরে বলল সে।

'দুঃখিত। একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।' ডানা মহিলাকে কিছু বকশিশ দিল। 'ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও। কাল রাতে আবার দেখা হবে।'

বেবি সিটার বলল, 'মিস ইভান্স, আপনাকে একটা কথা বলা দরকার ছিল...'

'বলো।'

'সারাটা সন্ধ্যা কামাল সারাক্ষণ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আপনি কখন বাসায় ফিরবেন। ছেলেটা বড্ড নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।'

'থ্যাংক ইউ। গুড নাইট।'

ডানা কামালের রুমে ঢুকল। জেগে আছে কামাল, কম্পিউটার গেম খেলছে।

'হাই, ডানা।'

'তোমার তো এতক্ষণে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে থাকার কথা।'

'তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। পার্টি কেমন হল?'

'ভালো। তবে তোমাকে খুব মিস করছিলাম, ডার্লিং।'

কম্পিউটার বন্ধ করে দিল কামাল, 'তুমি কি প্রতিরাতেই বাইরে যাবে?'

ডানা ওর প্রশ্নের আকুতি উপলব্ধি করতে পারল। বলল, 'না। আমি তোমাকে বেশি বেশি সময় দেব, ডার্লিং।'

## দশ

সোমবার সকালে হঠাৎ করেই এল ফোনটা।

'ডানা ইভান্স?'

'বলছি।'

'ডা. জোয়েল হার্শবার্গ বলছি। আমি চিলড্রেনস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আছি।'

শুনছে ডানা, 'তো?'

'এলিয়ট ক্রমওয়েল বলেছেন আপনি নাকি আপনার ছেলের জন্য প্রসথেটিক হাত লাগানোর সুযোগ পাচ্ছেন না।'

ডানার মনে পড়ল এলিয়টকে সে একদিন কথায় কথায় বলেছিল কামালের কৃত্রিম হাত লাগানো দরকার। কিন্তু ও জানে না কীভাবে কাজটা করবে। 'জি, বলেছিলাম।'

'মি. ক্রমওয়েল সব কথা বলেছেন আমাকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিশুদের সাহায্য করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম। আপনি কি আপনার ছেলেকে নিয়ে একবার এখানে আসতে পারবেন?'

'আ-হ্যাঁ, অবশ্যই পারব।' ওইদিন বিকেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়ে গেল।

কামাল স্কুল থেকে ফিরেছে, ডানা উত্তেজিত গলায় বলল, 'তোমাকে নিয়ে এক ডাক্তারের কাছে যাব। তিনি তোমাকে নতুন হাত লাগিয়ে দেবেন।'

কামাল বলল, 'কিন্তু ওটা তো সত্যিকারের হাত হবে না।'

'প্রায় আসল হাতের মতোই ওটাকে দেখাবে। যাচ্ছ তো?'

'আচ্ছা, যাব।'

ডা. জোয়েল হার্শবার্গের বয়স পঁয়তাল্লিশ, সুদর্শন।

ডানা এবং কামালের সঙ্গে হ্যালো বিনিময়ের পরে ডানা বলল, 'ডক্টর, কাজ শুরু করার আগে টাকাপয়সার ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে নিলে ভালো হয়। আমাকে বলা হয়েছে, কামালের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর নতুন হাতখানা আউটডেটেড হয়ে—'

বাধা দিলেন ডা. হার্শবার্গ, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, মিস ইভান্স, চিলড্রেন্স ফাউন্ডেশন গড়ে তোলাই হয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিশুদের সাহায্য করার জন্য। কাজেই খরচ যাই লাগুক, পুরোটাই আমরা ব্যয় করব।'

স্বস্তি অনুভব করল ডানা। 'তাহলে তো ভালোই।' সে নীরবে প্রার্থনা করল। *ঈশ্বর এলিয়ট ক্রমওয়েলের মঙ্গল করুন।*

ডা. হার্শবার্গ ফিরলেন কামালের দিকে। 'তোমার হাতটা দেখি তো, খোকা।'

আধঘণ্টা পরে ডাক্তার ডানাকে বললেন, 'হাত লাগাতে কোনো সমস্যা হবে না।' তিনি দেয়াল থেকে একটি চার্ট টেনে নিলেন। 'আমাদের এখানে দুভাবে কৃত্রিম হাত সংযোজনের সুযোগ রয়েছে। একটি হল মাইওইলেকট্রিক, অপরটি কেবল অপারেটেড আর্ম। মাইওইলেকট্রিক হাত প্লাস্টিকের,' তিনি কামালের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'অবিকল আসল হাতের মতো দেখতে।'

কামাল জানতে চাইল, 'হাতটা নড়াচড়া করা যাবে?'

ডা. হার্শবার্গ জবাব দিলেন, 'যাবে।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল কামালের। 'আমি নিজেই হাত লাগাতে এবং খুলতে পারব?'

'পারবে। সাঁতার কাটা ছাড়া অন্য যে-কোনো কাজ তুমি করতে পারবে নতুন হাত দিয়ে। রাতে হাতটি খুলে রাখবে। দিনে আবার লাগিয়ে নেবে।'

'ওজন কত হবে?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

'ছয় আউন্স থেকে এক পাউন্ড।'

ডানা তাকাল কামালের দিকে। 'কী? চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

কামাল উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করে বলল, 'হাতটা কি আসলের মতো দেখাবে?'

হাসলেন ডা. হার্শবার্গ, 'দেখাবে।'

'বাহ্!'

'তোমাকে কটা দিন থেরাপিস্টের সঙ্গে বসতে হবে। তিনি শিখিয়ে দেবেন কীভাবে কৃত্রিম হাত ব্যবহার করবে।'

ডানা কামালকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, 'দারুণ হবে।' তার চোখে পানি এসে গেছে।

ডা. হার্শবার্গ মৃদু হেসে বললেন, 'চলুন, কাজে নেমে পড়া যাক।'

ডানা অফিসে ফিরেই ঢুকল এলিয়ট ক্রমওয়েলের ঘরে।

'এলিয়ট, আমরা এইমাত্র ডা. হার্শবার্গের সঙ্গে কথা বলে এলাম।'

'গুড। আশা করি উনি কামালকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'তাঁর কথা শুনে মনে হল পারবেন। আমি আপনার প্রতি চিরঋণী হয়ে রইলাম।'

'ডানা, চিরঋণী হওয়ার দরকার নেই। আমি যে তোমাদের সাহায্য করতে পারছি তাই যথেষ্ট। কীভাবে কী হচ্ছে খবর দিয়ো।'

'অবশ্যই।'

'ফুল!' বড় একটি ফুলের তোড়া নিয়ে অফিসে ঢুকল অলিভিয়া।

'খুব সুন্দর তো!' বলল ডানা।

খাম খুলল ও, কার্ডের লেখা পড়ল: *প্রিয় মিস ইভান্স, আমাদের বন্ধুর ঘেউ-ঘেউ তার কামড়ের চেয়েও খারাপ। ফুলের শুভেচ্ছা। জ্যাক স্টোন।*

ডানা কার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত। অদ্ভুত তো, ভাবল ও। জেফ বলেছে লোকটার ঘেউঘেউর চেয়ে তার কামড় খারাপ। কোন্‌টা সত্যি? ডানা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে জ্যাক স্টোন তার চাকরিটা পছন্দ করে না এবং অপছন্দ করে তার বসকে। *কথাটা আমি মনে রাখব*।

ডানা FRA-তে জ্যাক স্টোনকে ফোন করল।

'মি. স্টোন? ফুল পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ—'

'আপনি অফিসে আছেন?'

'জি, আমি—'

'আমি কলব্যাক করব।'

তিন মিনিট পরে ফোন করল জ্যাক স্টোন।

'মিস ইভান্স, আমরা-যে কথা বলছি তা অন্য কেউ জানতে না-পারলেই ভালো। আমি আমার বসের আচার-আচরণ বদলানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু উনি অত্যন্ত একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ। আমাকে যদি আপনার প্রয়োজন হয়—যদি সত্যি দরকার হয়ে পড়ে—আমি আমার ব্যক্তিগত সেল ফোন নাম্বার আপনাকে দিচ্ছি। আমাকে যে-কোনো সময় ফোন করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ,' ফোন নাম্বার লিখে রাখল ডানা।

'মিস ইভান্স—'

'বলুন।'

'নেভার মাইন্ড। বি কেয়ারফুল।'



জ্যাক স্টোন ওইদিন সকালে অফিসে ঢুকে দেখে তার জন্য অপেক্ষা করছেন জেনারেল বুস্টার।

'জ্যাক, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ওই ইভান্স মাগী একটা ঝামেলা

পাকাবে। ওর ওপর একটা ফাইল খোলো। ওর কোনো ফাঁকফোকর খুঁজে পেলেই আমাকে জানাবে।'

'জি, আচ্ছা।' *তবে ওর কোনো ফাঁকফোকরের খবর আপনাকে জানাচ্ছি না।* এরপর জ্যাক স্টোন ডানাকে ফুল পাঠিয়ে দেয়।

ডানা এবং জেফ টিভিস্টেশনের এক্সিকিউটিভ ডাইনিংরুমে বসে কামালের কৃত্রিম হাত সংযোজনের ব্যাপারে কথা বলছে, বেজে উঠল ফোন।

ফোন তুলল জেফ, 'হ্যালো! ...ওহ্,' এক ঝলক তাকাল ডানার দিকে। 'না... ঠিক আছে... চলে যাও...'

ডানা বসে আছে, ফোনের কথোপকথন শুনতে চাইছে না।

'হ্যাঁ... আচ্ছা... ঠিক... হয়তো সিরিয়াস কিছু নয়, তবু একজন ডাক্তার দেখাতে পারো। তুমি এখন কোথায়? ব্রাজিল? ওখানে তো ভালো ডাক্তারের অভাব নেই। অবশ্যই... বুঝতে পারছি... না...' কথা চলছেই। যেন এর কোনো শেষ নেই। অবশেষে জেফ বলল, 'টেক কেয়ার। গুডবাই।' সে ফোন রেখে দিল।

ডানা জিজ্ঞেস করল, 'র‍্যাচেল?'

'হ্যাঁ। শারীরিক কিছু সমস্যা হয়েছে বলল। রিও'র শুটিং ক্যান্সেল করে দিয়েছে। এরকম আগে কখনো করেনি।'

'ও তোমাকে ফোন করছে কেন, জেফ?'

'ওর কেউ নেই, হানি। ও বড় একা।'

'গুডবাই, জেফ।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফোন রেখে দিল র‍্যাচেল। সুগারলোফ হোটেলের জানালা দিয়ে ইপানিমা বিচের দিকে তাকাল। তারপর ঢুকল বেডরুমে। শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত লাগছে নিজেকে। সারাটা সকাল আমেরিকান এক্সপ্রেসের একটি বিজ্ঞাপনচিত্রের শুটিং করেছে সৈকতে।

দুপুরের দিকে পরিচালক বলেছিল, 'শেষের পোজটা চমৎকার হয়েছে, র‍্যাচেল। তবু আরেকবার করে দেখাও।'

হ্যাঁ বলতে গিয়েও না বলে ফেলেছিল র‍্যাচেল, 'না, আমি দুঃখিত। আর পারব না।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছে পরিচালক, 'কেন?'

'খুব ক্লান্ত লাগছে।' বলে হোটেলে পালিয়ে এসেছে র‍্যাচেল। বমি বমি লাগছিল ওর। *আমার কী হয়েছে?* ওর কপাল উত্তপ্ত।

এরপর র‍্যাচেল জেফকে ফোন করে। জেফের কণ্ঠ শুনলেই চনমন করে ওঠে ভেতরটা। *ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন। ও সবসময় আমার জন্য আছে। ও আমার লাইফ লাইন।*

ফোনে কথা বলা শেষ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে র‍্যাচেল ভাবল, *আমাদের দাম্পত্য জীবন তো ভালোই চলছিল। তাহলে ওকে আমি ছেড়ে এলাম কেন?* ওর মনে পড়ে যায় কীভাবে সংসারটা ভেঙে গিয়েছিল।

শুরুটা হয়েছিল একটা ফোন দিয়ে।

'র‍্যাচেল স্টিভেন্স?'

'বলছি।'

'রডরিক মার্শাল আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।' হলিউডের সেরা পরিচালকদের একজন।

এক সেকেন্ড পরে পরিচালকের কণ্ঠ শোনা যায় ফোনে, 'মিস স্টিভেন্স?'

'জি।'

'রডরিক মার্শাল। আপনি আমাকে চেনেন?'

মার্শালের বহু ছবি দেখেছে র‍্যাচেল। 'অবশ্যই চিনি, মি. মার্শাল।'

'আপনার ফটোগ্রাফ দেখছিলাম। ফক্স-এর জন্য আপনাকে দরকার। আপনি কি একবার হলিউডে আসতে পারবেন স্ক্রিন টেস্টের জন্য?'

একমুহূর্ত দ্বিধা করেছে র‍্যাচেল, 'ঠিক জানি না। মানে আমি জানি না কীভাবে অভিনয় করতে হয়। আমি কখনো—'

'ডোন্ট ওরি। সে ভাবনা আমার। আমরা আপনার যাতায়াতের সমস্ত খরচ বহন করব। স্ক্রিন টেস্ট আমি নিজেই নেব। আপনি কত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন?'

র‍্যাচেল শিডিউল মনে করে বলল, 'হপ্তা তিনেক পরে।'

'বেশ। স্টুডিও সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখবে।'

ফোন রাখার পরে র‍্যাচেলের মনে পড়ে যায় সে জেফের সঙ্গে কথা না বলেই সম্মতি দিয়ে দিয়েছে। *আশা করি ও কিছু মনে করবে না।*

আপত্তি করেনি জেফ। বলেছে, 'ভালোই তো। তুমি অনেক নাম কামাতে পারবে।'

'তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'হানি, সোমবার ক্লেভল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের খেলা আছে। তারপর যাব ওয়াশিংটন, সেখান থেকে শিকাগো। তারপরও শিডিউলে অনেকগুলো খেলা থেকে যাবে। আমি তোমার সঙ্গে গেলে ওরা বিপদে পড়ে যাবে।

র‍্যাচেলকে লসএঞ্জেলস আর পোর্ট লিমুজিন নিয়ে স্বাগত জানাতে এসেছিল এক স্টুডিও কর্মকর্তা।

'আমার নাম হেনরি ফোর্ড,' মুচকি হেসেছে সে, 'তবে ফোর্ড পরিবারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ওরা আমাকে হ্যাঙ্ক বলে ডাকে।'

যাত্রাপথে রানিং কমেন্ট্রি দিয়ে চলছিল হ্যাঙ্ক।

'হলিউডে এই প্রথম এলেন, মিস ইভান্স?'

'না। বহুবার এসেছি। শেষবার এসেছি বছরদুই আগে।

'শ্যাতু মারমন্টে আপনার নামে রুম বুক করা হয়েছে। সেলেব্রিটিরা এলে ওখানেই ওঠেন।'

খুশি হবার ভান করে র‍্যাচেল। 'আচ্ছা!'

'জি। ওখানে জন বেলুশি মারা গেছেন। ওভারডোজ ড্রাগ নিয়ে।'

'ইশ্।'

'ক্লার্ক গ্যাবন ওই হোটেলে থেকেছেন, থেকেছেন পল নিউম্যান এবং মেরিলিন মনরোও।' লোকটা একটার-পর-একটা নাম আউড়ে যাচ্ছিল। র‍্যাচেল তার কথা শুনছিল না।

শ্যাতু মারমন্ট সানসেট স্ট্রিপের ঠিক উত্তরে। যেন প্রাসাদ।

হেনরি ফোর্ড বলল, 'আপনাকে দুটোর সময় স্টুডিওতে নিয়ে যাব। ওখানে রডরিক মার্শাল থাকবেন।'

'আমি রেডি থাকব।'

দু-ঘণ্টা পরে রডরিক মার্শালের অফিসে ঢুকল র‍্যাচেল। পরিচালকের বয়স চল্লিশ/বিয়াল্লিশ, ছোটখাটো গড়ন, তবে শক্তির অফুরন্ত আধার যেন।

'আপনি নিজেই খুশি হয়ে যাবেন এসেছেন বলে,' বললেন রডরিক, 'আমি আপনাকে বড় তারকা বানিয়ে দেব। কাল স্ক্রিন টেস্ট শুট করব। আমার এক সহকারী আপনাকে কিছু ড্রেস দেখাবে। যেটা ভালো লাগে পরবেন। আমাদের হিট ছবি 'এন্ড অব এ ড্রিম'-এর একটি দৃশ্যের টেস্ট সিন করবেন আপনি। কাল সকাল সাতটায় আপনার মেকআপ নেয়া হবে। এসব নিশ্চয় আপনার জন্য নতুন কিছু নয়, তাই না?'

নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল র‍্যাচেল, 'না।'

'আপনি একা এসেছেন, র‍্যাচেল?'

'হ্যাঁ।'

'আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনারে যেতে আপত্তি নেই তো?'

একটু ভেবে জবাব দিল র‍্যাচেল, 'না, নেই।'

'আমি রাত আটটায় আপনাকে তুলে নেব।'

ডিনারটা বেশ সুস্বাদু ছিল। ডিনার শেষে রডরিক মার্শাল বললেন, 'আপনি যদি জানেন কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায়—সময়টা উপভোগ করতে পারবেন। এল.এ-তে বিশ্বের সেরা হট ক্লাবগুলো আছে।'

তিনি র‍্যাচেলকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন বার, রেস্টুরেন্ট, সানসেট বুলেভার্ডের হোটেলসহ নানান জায়গায়। হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্কের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে পড়ল র‍্যাচেল। ডেস্কের পাশে, ফ্রস্টেড কাচের জানালার পেছনে নুড মডেলের লাইন ছবি আঁকা হচ্ছে।

'দারুণ না?'

'অসাধারণ,' বলল র‍্যাচেল।

ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল র‍্যাচেল। রডরিক মার্শাল ওকে হোটেলে পৌঁছে দিলেন। 'ভালোভাবে ঘুমাও। কাল থেকে তোমার জীবনযাত্রা আমূল বদলে যাবে।'

সকাল সাতটায় মেকআপ রুমে চলে এল র‍্যাচেল। মেকআপ ম্যান বব ভ্যান ডুসেন র‍্যাচেলকে একনজর দেখেই বলল, 'আপনার খুববেশি মেকআপের দরকার নেই। প্রকৃতিই যতটুকু মেকআপ করার দরকার করে দিয়েছে।'

'ধন্যবাদ।'

রেডি হবার পরে এক মহিলা র‍্যাচেলকে তার পছন্দের একটি পোশাক পরতে দিল। এক সহকারী পরিচালক র‍্যাচেলকে নিয়ে এল প্রকাণ্ড সাউন্ডস্টেজে। ওখানে রডরিক মার্শাল তাঁর ক্রুদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

পরিচালক র‍্যাচেলের ওপর নজর বুলিয়ে বললেন, 'পারফেক্ট, আমরা দুটো পার্ট নিয়ে টেস্ট করব। তুমি এ চেয়ারে বসবে। আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। ঘাবড়ানোর কিছু নেই।'

'আচ্ছা। আর দ্বিতীয় পার্ট?'

'শর্ট টেস্ট সিন।'

র‍্যাচেল বসল চেয়ারে। ক্যামেরাম্যান ফোকাস ঠিক করল। রডরিক মার্শাল ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি রেডি তো?'

'জি।'

'গুড। জাস্ট রিলাক্স। তুমি খুব ভালো করবে। ক্যামেরা। অ্যাকশন। গুডমর্নিং।'

'গুডমর্নিং।'

‘শুনেছি তুমি একজন মডেল।’

হাসল র‍্যাচেল, ‘জি।’

‘শুরুটা কীভাবে করলে?’

‘আমার তখন পনেরো বছর বয়স। এক মডেল এজেন্সির মালিক আমাকে আমার সঙ্গে একটি রেস্টুরেন্টে দেখে। সে মা'র সঙ্গে কথা বলে। তার কয়েকদিন পরে দেখি আমি মডেল বনে গেছি।’

ইন্টারভ্যু চলল পনেরো মিনিট। র‍্যাচেল প্রতিটি প্রশ্নের বুদ্ধিদীপ্ত জবাব দিয়ে গেল।

‘কাট! চমৎকার!’ রডরিক মার্শাল র‍্যাচেলকে শর্ট-টেস্ট সিনের একটি পাণ্ডুলিপি ধরিয়ে দিলেন। ‘আমরা এখন একটা ব্রেক নেব। এটা পড়ো। রেডি হবার পরে আমাকে বলবে। আমরা শুট করব। তুমি পারবে র‍্যাচেল।’

র‍্যাচেল স্ক্রিপ্ট পড়ল। এক স্ত্রী তার স্বামীর কাছে ডিভোর্স চাইছে। সে দ্বিতীয়বার পড়ল।

‘আমি রেডি।’

সুদর্শন সহ-অভিনেতা কেভিন ওয়েবস্টারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল র‍্যাচেলের।

‘অলরাইট,’ বললেন রডরিক মার্শাল, ‘লেটস শুট ইট। ক্যামেরা, অ্যাকশন।’

র‍্যাচেল তাকাল কেভিন ওয়েবস্টারের দিকে। ‘আমি আজ সকালে ডিভোর্স লইয়ারের সঙ্গে কথা বলেছি, ক্লিফ।’

‘জানি। আগে আমার সঙ্গে তোমার কথা বলা উচিত ছিল না?’

‘আমি এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলেছি। গতবছরই বলেছি। আমাদের সংসার আর সংসার নেই। তুমি আমার কথা শুনছ না, জেফ।’

‘কাট,’ বললেন রডরিক, ‘র‍্যাচেল, ওর নাম ক্লিফ।’

বিব্রত হল র‍্যাচেল, ‘আমি দুঃখিত।’

‘আবার শুরু করো। টেক টু।’

*দৃশ্যটা তো আসলে জেফ আর আমাকে নিয়েই, ভাবল র‍্যাচেল। আমাদের দাম্পত্যজীবন বলে কিছু নেই। কীভাবে থাকে? দুজনে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছি। একে অন্যের সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়। দুজনের সঙ্গেই আকর্ষণীয় লোকদের পরিচয় হয়। কিন্তু কারো সঙ্গেই আমরা জড়াতে পারি না।*

‘র‍্যাচেল!’

‘সরি!’

শুরু হল দৃশ্য গ্রহণ।

টেস্ট শেষ হবার পরে র‍্যাচেল দুটি সিদ্ধান্ত নেয় : হলিউড তার জায়গা নয়।

এবং সে ডিভোর্স চায়...

এখন রিওতে, হোটেলরুমে শুয়ে অসুস্থ এবং ক্লান্ত র‍্যাচেল ভাবছে, *আমি একটা ভুল করেছি। জেফকে আমার ডিভোর্স দেয়া মোটেই উচিত হয়নি।*

মঙ্গলবার স্কুলশেষে কামালকে নিয়ে থেরাপিস্টের কাছে গেল ডানা। কামালকে থেরাপি দেবে। নকল হাতটা দেখতে অবিকল আসল হাতের মতো। তবে নতুন হাতের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কষ্ট হল কামালের, শারীরিক এবং মানসিক উভয়ভাবেই। তবে থেরাপিস্ট আশাবাদ ব্যক্ত করল দুই-তিনমাসের মধ্যে কামাল নতুন এ-ব্যাপারটির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। যদিও কাজটা কঠিন হবে বলে সতর্ক করে দিল থেরাপিস্ট।

'আমরা মানিয়ে নিতে পারব,' তাকে আশ্বস্ত করল ডানা।

ডানা পরদিন সকালে কামালকে নিয়ে স্কুল যাবে, দেখল কৃত্রিম হাতখানা ছাড়াই রেডি হয়ে বসে আছে ছেলেটা।

অবাক গলায় জানতে চাইল ডানা, 'তোমার হাত কই, কামাল?'

বাম হাত দেখাল কামাল, 'এই তো।'

'তোমার নকল হাতের কথা বলছি। কোথায় ওটা?'

'ওটা পরতে ভাল্লাগে না আমার। আমি কোনো হাতটাত গায়ে লাগতে পারব না।'

'কিন্তু কাজটা তো তোমাকে করতেই হবে, ডার্লিং। এতে তোমাকে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'আমার কারো সাহায্যের দরকার নেই।'

কামালকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ডিটেকটিভ আব্রামসের অফিসে গেল ডানা। সে সিনিসি কেসের নতুন কোনো তথ্য দিতে পারল না। এরপর ডিটেকটিভ ফিনিক্স উইলসনের অফিসে ঢুকল ডানা।



'গুড মর্নিং, ডিটেকটিভ উইলসন।'

'হঠাৎ আমার অফিসে যে!'

'গ্যারি উইনথ্রপ মার্ডারের ব্যাপারে নতুন কোনো তথ্য আছে?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নাক চুলকাল ডিটেকটিভ উইলসন, 'না, নেই। তবে একটা ব্যাপারে খটকা লেগেছে আমার।'

'কী ব্যাপার?'

'ছবি চোররা নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে না। এ লোকগুলো গ্যারি উইনথ্রপকে ঠাণ্ডামাথায় কেন খুন করল বুঝতে পারছি না।' বিরতি দিল সে, 'এ

কেসের ব্যাপারে আপনার বিশেষ কৌতূহল আছে নাকি?'

'না,' মিথ্যা বলল ডানা, 'একদমই নেই। স্রেফ কৌতূহল।'

FRA হেডকোয়ার্টার্সে জেনারেল বুস্টার মিটিং শেষে মেজর জ্যাক স্টোনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইভান্স মেয়েছেলেটার খবর কী?'

'উনি নানান জনকে জেরা করছেন। তবে এতে কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। উনি কোনো ক্লু খুঁজে পাচ্ছেন না।'

'তার নাক-গলানোর অভ্যাসটা পছন্দ হচ্ছে না আমার। কিক ইট আপ টু আ কোড থ্রি।'

'কবে থেকে শুরু করতে চান?'

'গতকাল থেকে।'

ডানা পরবর্তী ব্রডকাস্ট নিয়ে প্রস্তুতির মাঝখানে, ম্যাট বেকার ঢুকল ওর অফিসে। ধপ করে বসে পড়ল একটি চেয়ারে।

'তোমার একটা ফোন এসেছিল।'

হালকা গলায় বলল ডানা, 'ফ্যানরা আমাকে তেমন পাচ্ছে না, তাই না?'

'ফোনটা এসেছে FRA থেকে। তারা চাইছে না তুমি টেলর উইনথ্রপকে নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাও। নাথিং অফিশিয়াল। বলল এটা ফ্রেন্ডলি সাজেশন। মনে হচ্ছে ওরা চাইছে তুমি নিজের চরকায় তেল দাও।'

'তাই, না?' ম্যাটের চোখে চোখ রাখল ডানা। 'কিন্তু আমি তদন্ত থেকে সরছি না। ঘটনার শুরু অ্যাসপেন্ডে, ওখানে আগুনে পুড়ে মারা যান টেলর দম্পতি। আমি আগে ওখানে যাব। যদি কিছু পেয়ে যাই 'ক্রাইম লাইন'-এর জন্য ওটা মস্ত সুখবর হবে।'

'কদ্দিন লাগবে?'

'এক বা দু-দিন।'

'ঠিক আছে যাও।'

## এগারো

নড়াচড়া করতে কষ্ট হচ্ছে র‍্যাচেলের। ফ্লোরিডার বাড়িতে ও। এক রুম থেকে আরেক রুমে যেতে জান ছুটে যাবার জোগাড়। মনে পড়ে না শেষ কবে এত ক্লান্তি লেগেছে। বোধহয় ফ্লুতে ধরেছে আমাকে। ডাক্তার দেখানো দরকার। *একটা হটবাথ নিলে হয়তো রিলাক্স ফিল করব...*

গরম পানির বাথটাবে নেমে পড়ল র‍্যাচেল। বুকে হাত ঘষতে গিয়ে থমকে গেল। একটা ডেলা যেন ঠেকল আঙুলে।

প্রথমে শকড হল র‍্যাচেল। তারপর ব্যাপারটা অস্বীকার করতে চাইল মন। *এটা কিছু না। এটা ক্যান্সার নয়। আমি ধূমপান করি না, নিয়মিত ব্যায়াম করি। যত্ন নিই শরীরের। আমার পরিবারের কারো কখনো ক্যান্সার হয়নি। আমি চমৎকার আছি। আমি ডাক্তার দেখাব। আমি জানি এটা ক্যান্সার নয়।*

টাব থেকে নেমে পড়ল র‍্যাচেল। শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছল গা। তারপর ফোন করল।

'বেটি রিচম্যান মডেল এজেন্সি।'

'আমি বেটি রিচম্যানের সঙ্গে কথা বলব। দয়া করে বলুন র‍্যাচেল স্টিভেন্স ফোন করেছে।'

একটু পরে বেটি রিচম্যানের কণ্ঠ শোনা গেল, 'র‍্যাচেল! এতদিন পরে তুমি! তুমি ঠিক আছ তো?'

'অবশ্যই। একথা জিজ্ঞেস করলে কেন?'

'তুমি রিও'র শুটিং শেষ না করেই চলে এসেছ। আমি ভাবলাম হয়তো—'

হেসে উঠল র‍্যাচেল। 'না, না। আমি আসলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, বেটি। আবার শীঘ্রি কাজে যোগ দিতে চাই।'

'ভালো খবর। সবাই তোমাকে বুক করার জন্য মুখিয়ে আছে।'

'বেশ। আমি রেডি। এজেন্ডা কী?'

'এক মিনিট ধরো।'

এক মিনিট পরে লাইনে ফিরল বেটি। 'আগামী শুটিং আরুবায়। আগামী হপ্তায়। প্রচুর সময় পাবে। ওরা তোমাকে চাইছে।'

'আরুবা ভালোবাসি আমি। ওটা আমার জন্য বুক করে ফেলো।'
'ধরে নাও হয়ে গেছে। আমি বিস্তারিত পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

পরদিন বেলা দুটোয় ডা. গ্রাহাম এলগিনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল র‍্যাচেল।
'গুড আফটারনুন, ড. এলগিন।'
'আপনার জন্য কী করতে পারি?'
'আমার ডান বুকে ছোট একটা পিণ্ডের স্পর্শ পাচ্ছি, আর—'
'ডাক্তার দেখিয়েছেন?'
'না। আমি জানি ওটা কী। মাইক্রোসার্জারি করে পিণ্ডটা তুলে ফেলতে চাই।' হাসল সে, 'আমি একজন মডেল। কাজেই আমার বুকে কোনো দাগ থাকা চলবে না। তবে ছোটখাটো দাগ থাকলে তা মেকআপ দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে। আমি আগামী হপ্তায় আরুবা যাচ্ছি। কাল বা পরশু কি অপারেশন করা সম্ভব?'
ডা. এলগিন লক্ষ করছে র‍্যাচেলকে। তাকে অস্বাভাবিক শান্ত মনে হচ্ছে। 'আগে আপনাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তারপর বায়োপসি করব। তবে হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে এক হপ্তার মধ্যে অপারেশন করা সম্ভব।'
উদ্ভাসিত দেখাল র‍্যাচেলের চেহারা, 'চমৎকার।'
চেয়ার ছাড়ল ডা. এলগিন, 'পাশের ঘরে চলুন, নার্সকে বলে দিচ্ছি আপনার জন্য হাসপাতাল গাউন নিয়ে আসতে।'
পনেরো মিনিট পর। ডা. এলগিন র‍্যাচেলের বুকের লাম্প পরীক্ষা করে দেখছে।
'আপনাকে তো বললামই, ডাক্তার, এটা সিস্ট ছাড়া কিছু নয়।'
'তবু নিশ্চিত হবার জন্য আপনার একটা বায়োপসি করব। এখানেই করা যাবে।'
ডা. এলগিন র‍্যাচেলের বুকে সরু একটা সুঁই ঢুকিয়ে দিল টিস্যুর জন্য। র‍্যাচেল ব্যথা পেলেও মুখ কোঁচকাল না।
'শেষ। লাগেনি তো?'
'না। কত তাড়াতাড়ি...?'
'ল্যাবে এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল সকালের মধ্যে প্রাথমিক সাইটলজি রিপোর্ট পেয়ে যাব।'
হাসল র‍্যাচেল, 'বেশ। আমি বাড়ি যাচ্ছি আরুবায় যাওয়ার জন্য জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করার জন্য।'

র‍্যাচেল ঘরে ঢুকে প্রথমেই দুটো সুটকেস বের করে বিছানায় রাখল। তারপর ক্লজিট খুলে আরুবা যাবার জন্য পোশাক বাছাই করতে লাগল।

র‍্যাচেলের কাজের বুয়া জিনেট রোডস বেডরুমে ঢুকল, 'মিস স্টিভেন্স, আপনি আবার বাইরে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এবারে কোথায় চলেছেন?'

'আরুবা।'

'কোথায়?'

'এটা ক্যারিবিয়ান সাগরের অপূর্ব সুন্দর একটি দ্বীপ। ভেনেজুয়েলার উত্তরে। ওটা একটা স্বর্গ। চমৎকার সাগর-সৈকত, দারুণ দারুণ হোটেল এবং মজার মজার খাবার।'

'বাহ্, চমৎকার।'

'ভালো কথা, জেনেট, আমি বাইরে থাকাকালীন তুমি হপ্তায় তিনদিন এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে।'

'অবশ্যই।'

পরদিন সকাল ন'টায় বাজল ফোন।

'মিস ইভান্স?'

'বলছি।'

'ডা. এলগিন বলছি।'

'হ্যালো, ডক্টর। আপনি অপারেশনের দিন-তারিখ ঠিক করেছেন?'

'মিস স্টিভেন্স, আমি সাইটোলজি রিপোর্ট মাত্র হাতে পেলাম। আপনি অফিসে আসুন। কথা বলব—'

'না, রিপোর্টটা আমি এক্ষুনি শুনতে চাই, ডক্টর।'

সামান্য ইতস্তত করে এলগিন বলল, 'এ-ধরনের বিষয় নিয়ে ফোনে কথা বলতে আমি পছন্দ করি না। তবু যখন জানতে চাইছেন বলি—প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে আপনার ক্যান্সার হয়েছে।'



জেফ স্পোর্টস কলাম লিখছে, ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল ও। 'হ্যালো!'

'জেফ...' কাঁদছে মেয়েটা।

'র‍্যাচেল! কী হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?'

'আ-আমার ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে।'

'ওহ্, মাই গড। কতটা সিরিয়াস?'

'এখনো জানি না। আমার ম্যামোগ্রাম করতে হবে, জেফ। আমি একা যেতে পারব না। জানি বেশি চাওয়া হয়ে যাচ্ছে, তবু তুমি কি একবার আসতে পারবে?'

'র‍্যাচেল, আমি...'

'মাত্র একটা দিনের জন্য...' আবার ভেসে এল ফোঁপানির শব্দ।

'র‍্যাচেল...' জেফের বুক ভেঙে গেল কষ্টে। 'আমি চেষ্টা করব। তোমাকে পরে ফোন করে জানাচ্ছি।'

কান্নার দমকে আর কথাই বলতে পারল না র‍্যাচেল।

প্রডাকশন মিটিং থেকে ফিরে ডানা বলল, 'অলিভিয়া, কাল সকালে আমার জন্য অ্যাসপেনের একটা রিজার্ভেশন করে রেখো। হোটেলে উঠব। আমার ভাড়া গাড়িও লাগবে।'

'আচ্ছা, মি. কনরস আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'ধন্যবাদ,' অফিসে ঢুকল ডানা। জেফ জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। 'হাই, ডার্লিং।'

ঘুরল জেফ, 'হাই, ডানা।'

ওর মুখখানা শুকনো। ডানা উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'প্রশ্নটা দুটো পার্টের,' ভারী গলায় বলল জেফ, 'হ্যাঁ অথবা না।'

'বসো,' বলল ডানা। জেফের বিপরীতে বসল, 'কী ব্যাপার?'

গভীর দম নিল জেফ, 'র‍্যাচেলের ক্যান্সার হয়েছে।'

ছোটখাটো একটা ধাক্কা খেল ডানা, 'আ-আমি দুঃখিত। গুরুতর কোনো সমস্যা নয় তো?'

'আজ সকালে ফোন করেছে ও। ওরা আমাকে জানাবে ব্যাপারটা কতটুকু সিরিয়াস। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে র‍্যাচেল। চাইছে আমি যেন ফ্লোরিডায় যাই। তবে তোমার সঙ্গে কথা না বলে ওকে কথা দিতে পারি না আমি।'

ডানা হেঁটে গেল জেফের কাছে। ওকে জড়িয়ে ধরল, 'অবশ্যই তুমি যাবে।' লাঞ্চের কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েটিকে ওর খুব ভালো লেগে গিয়েছিল।

'আমি দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে আসব।'

ম্যাট বেকারের সঙ্গে দেখা করল জেফ।

'খুব জরুরি একটা কাজে কটা দিন আমার ছুটি দরকার, ম্যাট।'

'কী হয়েছে, জেফ?'

'র‍্যাচেলের ক্যান্সার হয়েছে। ওর কথা তো তুমি জানই। আমার সাবেক স্ত্রী।'

'আয়্যাম সরি।'

'ওর মরাল সাপোর্ট দরকার। আমি আজ বিকেলেই ফ্লোরিডা যাব।'

'চলে যাও। আমি মরি ফাগস্টিনকে তোমার জায়গায় বসিয়ে দেব। কী হল জানিয়ো।'

'জানাব। ধন্যবাদ, ম্যাট।'

দুই ঘণ্টা পরে জেফ বিমানে উড়াল দিল মিয়ামির পথে।

ডানার সমস্যা হল কামালকে নিয়ে। *বিশ্বস্ত কারো কাছে ওকে রেখে যেতে হবে আমার। নইলে অ্যাসপেন যাওয়া হবে না। কিন্তু ওর দায়িত্ব নেবে কে?*

পামেলা হাডসনকে ফোন করল ডানা। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, পামেলা। কদিনের জন্য শহর ছাড়ছি আমি। কামালকে কার কাছে রেখে যাব বুঝতে পারছি না। আপনার সন্ধানে ভালো কোনো হাউজকিপার আছে?'

সামান্যক্ষণ নীরবতা। 'আছে একজন। তার নাম মেরি নোয়ান ডালি। বছরকয়েক আগে আমাদের বাসায় কাজ করেছে। খুব ভালো মহিলা। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি আগে। তারপর আপনাকে ফোন করছি।'

'ধন্যবাদ,' বলল ডানা।

এক ঘণ্টা পরে অলিভিয়া বলল, 'ডানা, মেরি ডালি নামে একজন চাইছেন আপনাকে।'

ফোন তুলল ডানা, 'মিসেস ডালি?'

'জি,' মহিলার কণ্ঠে আইরিশ টান, 'মিসেস হাডসন বললেন আপনার ছেলের দেখাশোনার জন্য হাউজকিপার খুঁজছেন।'

'হ্যাঁ,' বলল ডানা। 'আমি কদিনের জন্য শহরের বাইরে যাব। কাল সকালে—ধরুন—সাতটার দিকে আমার বাসায় আসতে পারবেন? তাহলে কথা বলা যেত।'

'পারব।'

মিসেস ডালিকে ঠিকানা দিল ডানা।

'আমি যথাসময়ে পৌঁছে যাব, মিস ইভান্স।'

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাতটায় ডানার বাসায় চলে এল মিসেস ডালি। মহিলার বয়স পঞ্চাশ বা তারও বেশি, মোটাসোটা, মুখে উজ্জ্বল হাসি। সে ডানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস ইভান্স। আমি সময় পেলেই টিভিতে আপনার খবর দেখি।'

'ধন্যবাদ।'

'এ বাড়ির খোকাবাবুটি কোথায়?'

ডানা ডাকল, 'কামাল।'

কামাল বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। মিসেস ডালির দিকে তাকিয়ে মুখ

বাঁকাল।

হাসল মিসেস ডালি, 'তুমিই তাহলে, কামাল? কামাল নামে কারো সঙ্গে আমার আগে পরিচয় হয়নি। তোমাকে তো খুদে শয়তানের মতো লাগছে।' সে হেঁটে গেল কামালের দিকে। 'তোমার যখন যা খেতে মন চাইবে আমাকে বলবে। আমি খুব ভালো রাঁধতে পারি। আমার সঙ্গ তোমার খারাপ লাগবে না, কামাল।'

*আমিও আশা করি,* নীরবে প্রার্থনা করল ডানা। 'মিসেস ডালি, আমি কদিনের জন্য বাইরে যচ্ছি। কামালের সঙ্গে আপনি থাকতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব, মিস ইভান্স।'

'বেশ,' খুশি হলো ডানা। 'আমাদের অ্যাপার্টমেন্টটি ছোট। আপনাকে কষ্ট করে—'

হাসল মিসেস ডালি, 'ও নিয়ে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমি কাউচে শুতে পারব।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ডানা। ঘড়ি দেখল। 'আমি কামালকে স্কুলে দিয়ে আসব। আমাদের সঙ্গে চলুন। আপনি ওকে পোনে দুটোর সময় তুলে নিয়ে আসতে পারবেন।'

কামাল ফিরল ডানার দিকে, 'তুমি তো ফিরে আসছ, ডানা, না?'

ডানা ওকে জড়িয়ে ধরল, 'অবশ্যই, ডার্লিং।'

'কবে?'

'কদিনের মধ্যে।' *কিছু প্রশ্নের জবাব নিয়ে।*

ডানা স্টুডিওতে ঢুকে দেখে তার ডেস্কে রঙিন কাগজে মোড়ানো ছোট একটি প্যাকেট। সে ওটা খুলল। ভেতরে চমৎকার দেখতে সোনার কলম। কার্ডে লেখা: 'প্রিয় ডানা, তোমার যাত্রা শুভ হোক।' নিচে সই করা—দ্য গ্যাং।

ডানা কলমটি রেখে দিল নিজের পার্সে।

ডানা যখন প্লেনে চড়ছে, ওইসময় শ্রমিকের পোশাক-পরা এক লোক হোয়ার্টনদের প্রাক্তন অ্যাপার্টমেন্টের বেল বাজাল। দরজা খুলে গেল। নতুন ভাড়াটে লোকটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। তারপর বন্ধ করে দিল দরজা। লোকটা ডানার অ্যাপার্টমেন্টে পা বাড়াল। বেল টিপল।

দরজা খুলে দিল মিসেস ডালি, 'কাকে চাই?'

'মিস ইভান্স তার টিভিসেট সারানোর জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'বেশ, এসো ভেতরে।'

লোকটা ভেতরে ঢুকল। টিভি নিয়ে শুরু করে দিল কাজ।

# বারো

মিয়ামি ইন্টারন্যাশনাল এয়াপোর্টে জেফকে নিয়ে যেতে হাজির হল র‍্যাচেল স্টিভেন্স।

*মাই গড, ও কত সুন্দর,* ভাবছে জেফ। *দেখে মনেই হচ্ছে না ও অসুস্থ।*

র‍্যাচেল দুহাতে আলিঙ্গন করল জেফকে। 'ওহ্, জেফ? তুমি এসেছ। কী যে খুশি হয়েছি আমি!'

'তোমাকে দারুণ লাগছে,' বলল জেফ। ওরা অপেক্ষারত একটি লিমুজিনের দিকে পা বাড়াল।

বাড়ি ফেরার পথে জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল, 'ডানা কেমন আছে?'

'ভালোই।'

'ওর মতো মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তুমি কি জানো, আগামী হপ্তায় আরুবায় আমার শুটিং আছে?'

'আরুবা?'

'হ্যাঁ,' বলে চলল র‍্যাচেল। 'তুমি কি জানো কেন এ-কাজটা আমি নিয়েছি? কারণ ওখানে আমরা হানিমুন করেছিলাম। যেহোটেলে আমরা ছিলাম ওটার নাম যেন কী?'

'ওরানজেস্টাড।'

'হোটেলটা খুব সুন্দর ছিল, না? আর যেপাহাড়ে চড়েছিলাম ওটার নাম?'

'হুইবার্গ।'

হাসল র‍্যাচেল। নরম গলায় বলল, 'তুমি কিছুই ভুলে যাওনি দেখছি।'

'মানুষ তাদের হানিমুনের কথা খুব কমই ভোলে, র‍্যাচেল।'

জেফের হাতে হাত রাখল র‍্যাচেল, 'ওটা একটা স্বর্গ ছিল, না? অমন ধবধবে সাদা সৈকত জীবনেও দেখিনি আমি।'

হাসল জেফ, 'গায়ে রোদ লাগাতে ভয় পাচ্ছিলে তুমি। মমির মতো সারা গা পোশাকে মুড়ে রেখেছিলে।'

একমুহূর্ত নীরবতা। 'আমার খুব আফসোস হয়, জানো!'

ওর দিকে তাকাল জেফ, 'কী নিয়ে?'

'আমাদের— থাক, বাদ দাও এসব কথা।' জেফের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল র‍্যাচেল, 'তোমার সঙ্গে আরুবায় খুব সুন্দর সময় কেটেছে আমার।'

জেফ বলল, 'হ্যাঁ, মজা করার অনেক উপকরণ ছিল ওখানে। মাছ ধরা, উইন্ডসার্ফিং, টেনিস, গলফ...'

'আমরা ওরকম মজা আর করতে পারিনি।'

হেসে উঠল জেফ, 'না, পারিনি।'

'সকালে ম্যামোগ্রাম হবে আমার। একা যেতে ভয় লাগছে। তুমি থাকবে সঙ্গে?'

'অবশ্যই, র‍্যাচেল...'

র‍্যাচেলের বাড়ি পৌঁছে গেল জেফ। সুপ্রশস্ত লিভিংরুমে চলে এল ব্যাগট্যাগ নিয়ে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে প্রশংসিত গলায় বলল, 'চমৎকার, খুবই চমৎকার।'

জেফকে জড়িয়ে ধরল র‍্যাচেল, 'ধন্যবাদ, জেফ।'

জেফ টের পেল কাঁপছে র‍্যাচেল।

মিয়ামির টাওয়ার ইমাজিং-এ র‍্যাচেলের ম্যামোগ্রাম পরীক্ষা করা হল। জেফ ওয়েটিংরুমে বসে থাকল। একজন নার্স এসে র‍্যাচেলকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে ওর গায়ে চাপানো হল হাসপাতালের গাউন। তারপর এক্সামিনেশন রুমে নিয়ে গেল এক্সরে'র জন্য।

'এক্সরে করতে পনেরো মিনিট লাগবে, মিস স্টিভেন্স। আপনি রেডি তো?'

'হ্যাঁ। রেজাল্ট পাব কখন?'

'কাল। আপনার অনকোলজিস্ট রেজাল্ট জানিয়ে দেবে।'

অনকোলজিস্টের নাম স্কট ইয়ং। জেফ এবং র‍্যাচেল তার অফিসে ঢুকল।

ডাক্তার র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার জন্য দুঃসংবাদ আছে, মিস স্টিভেন্স।'

র‍্যাচেল জেফের হাত খামচে ধরল।

'আপনার বায়োপসি এবং ম্যামোগ্রাম রেজাল্ট বলছে আপনার শরীরে বেশ ভালোভাবে জেঁকে বসেছে ক্যান্সার।'

মুখ সাদা হয়ে গেল র‍্যাচেলের।

ডাক্তার বলে চলল, 'আপনার মাসটেকটমি করতে হবে।'

'না!' আর্তনাদ করে উঠল র‍্যাচেল, 'অন্য কোনো উপায় আছে কি?'

'দুঃখিত,' মৃদু গলায় বলল ডাক্তার, 'রোগটা গভীরে চলে গেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল র‍্যাচেল। তারপর বলল, 'এ মুহূর্তে এটা করতে পারব না। আগামী হপ্তায় আরুবায় আমার কটা সেশন আছে। এরপরে ওটা

করতে পারব।'

জেফ ডাক্তারের চেহারায় উদ্বেগ লক্ষ করে প্রশ্ন করল, 'আপনার পরামর্শ কী, ড. ইয়ং?'

জেফের দিকে ফিরল ডাক্তার। 'যত দ্রুত সম্ভব মাসটেকটমি করাতে হবে।'

র‍্যাচেলের দিকে তাকাল জেফ। কান্না চাপার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কথা বলার সময় কেঁপে উঠল গলা, 'আমি আরেকজন ডাক্তার দেখাব।'

'অবশ্যই।'

ডা. অ্যারন ক্যামেরন বললেন, 'ডা. ইয়ং-এর মতো একই কথা বলতে হচ্ছে আমাকে—আপনার মাসটেকটমি দরকার।'

র‍্যাচেল কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল, 'ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

ডা. ইয়ং ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

'আপনার কথাই ঠিক,' বলল র‍্যাচেল, 'আমি—' চুপ হয়ে গেল ও। অনেকক্ষণ পরে ভঙ্গ করল নীরবতা। 'ঠিক আছে, আপনি যদি মনে করেন—এটা খুব প্রয়োজনীয় হয়—'

'আপনাকে কম ব্যথা দেয়ার চেষ্টা করব,' বলল ডা. ইয়ং, 'তবে অপারেশনের আগে একজন প্লাস্টিক সার্জনের সঙ্গে কথা বলব আপনার ব্রেস্টের রিকনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে। কৃত্রিম বুক লাগানো আজকাল কোনো ব্যাপারই না।'

জেফ ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, কান্নায় ভেঙে পড়ল র‍্যাচেল।

ওয়াশিংটন ডিসি থেকে কলোরাডোর অ্যাসপেনে সরাসরি কোনো ফ্লাইট নেই। ডানা ডেল্টা এয়ারলাইনসের বিমানে চেপে ডেনভার এল, সেখান থেকে ইউনাইটেড এক্সপ্রেস-এর উড়োজাহাজে চাপল। যাত্রাপথে সে সারাক্ষণ র‍্যাচেলের কথা ভাবল। জেফ র‍্যাচেলকে সঙ্গ দিতে গিয়েছে বলে অখুশি হয়নি ডানা। ওর একই সঙ্গে কামালের জন্যও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। *আমি আসার আগে যদি মিসেস চলে যায়?*

লাউডস্পিকারে ভেসে এল ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের কণ্ঠ। 'আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে অ্যাসপেনে অবতরণ করছি। আপনার সিট বেল্ট বেঁধে নিন।'

এলিয়ট ক্রমওয়েল ম্যাট বেকারের অফিসে ঢুকলেন।

'শুনলাম ডানা আজ রাতে খবর পড়ছে না।'

'জি। ও অ্যাসপেনে গেছে।'

'টেলর উইনথ্রপ নিয়ে তদন্ত করতে?'

'ইয়াহ্।'

'ও কী করছে জানিয়ো আমাকে।'

'আচ্ছা,' বলল ম্যাট। চলে গেলেন এলিয়ট। ম্যাট ভাবছে, ইদানীং এলিয়ট ডানার প্রতি একটু বেশিই কৌতূহল দেখাচ্ছেন।

প্লেন থেকে নেমে কার-রেন্টাল কাউন্টারে চলল ডানা। টার্মিনালের ভেতরে ডা. কার্লরামসে কাউন্টারের পেছনে বসা ক্লার্ককে বলছিল, 'আমি তো একসপ্তাহ আগে গাড়ি রিজার্ভ করেছি।'

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে ক্লার্ক বলল, 'আমি জানি, ড. রামাস। কিন্তু একটা ভজকট হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে কোনো সিঙ্গল কার আমাদের কাছে নেই। বাইরে এয়ারপোর্ট বাস আছে। অথবা আপনাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিই—'

'দরকার নেই,' ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল ডা. রামাস।

এয়ারপোর্ট লবিতে ঢুকল ডানা, চলে এল রেন্টাল ডেস্কে। 'আমার কেটি রিজার্ভেশন আছে। ডানা ইভান্স নামে।'

হাসল ক্লার্ক। 'জি, মিস ইভান্স।' সে একটা ফর্ম দিল সই করার জন্য, সেইসঙ্গে চাবির গোছা। 'গাড়িটি সাদা রঙের লেসাস, পার্কিং স্পেস ওয়ালে আছে।'

'ধন্যবাদ। আচ্ছা, লিটল নেল হোটেলে কীভাবে যাব বলুন তো?'

'শহরের ঠিক মাঝখানে হোটেলটা। ৬৭৫ ইস্ট ডুরান্ট এভিন্যু। সুন্দর হোটেল। ভালো লাগবে আপনার।'

'ধন্যবাদ,' বলল ডানা। বেরিয়ে গেল চাবি নিয়ে।

লিটল নেল হোটেল অভিজাত শ্যালে ঢঙে তৈরি, অ্যাসপেন পাহাড়ের কোলে বসে আছে ছবির মতো। লবিতে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত প্রকাণ্ড ফায়ারপ্লেস। শীতকালে সারাক্ষণ ওতে আগুন জ্বলে। বড় জানালা দিয়ে তাকালেই চোখে পড়ে মাথায় বরফের মুকুট ঢাকা পর্বতমালা। স্কির পোশাক পরে হোটেল বোর্ডারদের কেউ কাউচ কেউবা বৃহদাকারের চেয়ার দখল করে রেখেছে। রিল্যাক্স করছে। ডানা চারপাশে চোখ বুলিয়ে ভাবল, *জেফের জায়গাটা খুব পছন্দ হত। একদিন হয়তো আমরা একসঙ্গে এখানে আসব...*



সইটই শেষ করে ডানা ডেস্কের ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল, 'টেলর উইনথ্রপের বাড়িটি কোথায় জানেন?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ক্লার্ক। 'টেলর উইনথ্রপের বাড়ি? ও বাড়ির তো এখন চিহ্নমাত্র নেই। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

ডানা বলল, 'জানি আমি। আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলাম—'

'ওখানে ছাই ছাড়া কিছু নেই। তবু যদি ওটাই দেখতে চান, কোনোনড্রাম

ক্রিক ভ্যালিতে চলে যান। এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে।'

'ধন্যবাদ,' বলল ডানা, 'আমার ব্যাগগুলো কি রুমে পৌঁছে দেয়া যাবে?'

'নিশ্চয়, মিস ইভান্স।'

ডানা তার গাড়ির দিকে পা বাড়াল।

কোনানড্রাম ক্রিক ভ্যালিতে টেলর উইনথ্রপের পুড়ে যাওয়া বাড়ির চারপাশ ঘিরে রেখেছে ন্যাশনাল ফরেস্ট-এর বনভূমি। বাড়িটি একতলা ছিল। বাড়ির সামনে বড়সড় একটি পুকুর। একটি খাঁড়িও আছে। এখানকার দৃশ্য ভারি মনোহর। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে দগদগে ঘা'র মতো দাঁড়িয়ে পোড়া বাড়িটি।

ডানা জমিনে হাঁটছে। কল্পনা করার চেষ্টা করছে একসময় এখানে কী ছিল। একতলা বাড়িটি নিশ্চয় বিশাল ছিল। বাড়ির অনেক দরজা এবং জানালাও ছিল। অথচ উইনথ্রপ দম্পতি ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। *ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলব আমি।*

ডানা ফায়ারস্টেশনের অফিসে ঢুকল। ত্রিশ/বত্রিশ বছর বয়সের লম্বা, সুগঠিত এক যুবক ওকে দেখে এগিয়ে এল।

'আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি, ম্যাম?'

ডানা বলল, 'কাগজে পড়েছি টেলর উইনথ্রপের বাড়িটি আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। দেখার খুব কৌতূহল জাগছিল। তাই এদিকে আসা।'

'জি। বছরখানেক আগের ঘটনা ওটা। শহরের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা।'

'কখন ঘটেছে ঘটনা?'

'মাঝরাতে। তিনটার দিকে আমরা ফোনটা পাই। সোয়া তিনটার মধ্যে অকুস্থলে পৌঁছে যায় আমাদের ট্রাক। কিন্তু ততক্ষণে যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে। মশালের মতো জ্বলছিল বাড়িটি। আমরা জানতাম না ভেতরে কেউ আছেন। আগুন নেভানোর পরে আমরা অগ্নিদগ্ধ দুটি লাশ আবিষ্কার করি।'

'আগুন লাগার কারণ কী ছিল?'

'বৈদ্যুতিক গোলযোগ।'

'কী ধরনের বৈদ্যুতিক গোলযোগ?'

'ঠিক জানি না। তবে দুর্ঘটনার আগের দিন একজন ইলেকট্রিশিয়ান ডেকে পাঠানো হয়।'

'কিন্তু সমস্যাটা কী ছিল আপনি জানেন না?'

'সম্ভবত ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমে কোনো সমস্যা।'

নিরাসক্ত স্বরে প্রশ্ন করল ডানা, 'যে লোক অ্যালার্ম ঠিক করতে গিয়েছিল তার নাম কী?'

'বলতে পারব না। পুলিশ হয়তো জানে।'

'ধন্যবাদ।'

ডানার দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাল সে, 'আপনি এত খোঁজখবর নিচ্ছেন কেন?'

ডানা বলল, 'আমি এ এলাকার স্কি-রিসর্ট ফায়ার নিয়ে একটা আর্টিকল লিখছি।'

অ্যাসপেন পুলিশ থানা ডানার হোটেল থেকে এক ডজন ব্লক দূরে। লাল ইটের একটি একতলা ভবন।

ডেস্কে বসা কর্মকর্তা ডানাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি নিশ্চয় টিভির বিখ্যাত সেই ডানা ইভান্স?'

'জি।'

'আমি ক্যাপ্টেন টার্নার। আপনার জন্য কী করতে পারি, মিস ইভান্স?'

'আমি টেলর উইনথ্রপ এবং তাঁর স্ত্রীর আগুনে পুড়ে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তদন্ত করতে এসেছি।'

'মাই গড, ওরকম ট্র্যাজিক ঘটনা খুব কমই দেখেছি আমি। এখানকার অনেকেই ঘটনাটার কথা এখনো ভুলতে পারেনি।'

'তা বুঝতে পারছি।' বলল ডানা, 'আচ্ছা শুনলাম কী নাকি বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আগুনের উৎপত্তি?'

'জি।'

'কেউ ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়ে দেয়নি তো? অন্তর্ঘাত?'

ভুরু কোঁচকাল ক্যাপ্টেন টার্নার। 'অন্তর্ঘাত? না, না। ইলেকট্রিক ফেইলিওরের কারণে ওটা ঘটেছে।'

'আগুন লাগার আগের দিন যে ইলেকট্রিশিয়ান ও-বাড়িতে গিয়েছিল আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তার নামটা বলা যাবে কি?'

'ফাইলে ওর নাম আছে। দেখব?'

'দেখলে ভালো হয়।'

ক্যাপ্টেন টার্নার ফোন তুলে কয়েক সেকেন্ড কথা বলল, তারপর ফিরল ডানার দিকে। 'অ্যাসপেনে এই প্রথম?'

'হ্যাঁ।'

'দারুণ জায়গা। স্কি জানেন?'

'না।' *তবে জেফ পারে। আমরা যখন এখানে আসব...*

এক ক্লার্ক এসে ক্যাপ্টেন টার্নারকে একটুকরো কাগজ দিয়ে গেল। ডানাকে টুকরোটা দিল সে। ওতে লেখা *আল লারসন ইলেকট্রিকাল কোম্পানি। বিলকেলি।*

'ওটা রাস্তার ওপারে।'

'অনেক ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন টার্নার।'

'মাই প্লেজার।'

ডানা বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসেছে, রাস্তার পারে দাঁড়ানো এক লোক ঘুরে দাঁড়িয়ে সেলফোনে কথা বলতে লাগল।

আল লারসন ইলেকট্রিকাল কোম্পানি সিমেন্টের তৈরি ছোটখাটো, ধূসর একটি ভবন। ফায়ার ডিপার্টমেন্টের যুবকের মতো দেখতে এক লোক ডেস্কে বসে ছিল। ডানাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। 'মর্নিং।'

'মর্নিং' বলল ডানা। 'আমি বিল কেলির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল লোকটা, 'আমিও চাই।'

'মানে?'

'কেলির কথা বলছি। এক বছর ধরে তার কোনো খবর নেই।'

'কোনো খবর নেই?'

'না। স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছে সে। এমনকি বেতনও নিয়ে যায়নি।'

ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল ডানা, 'ঠিক কবে সে চলে গেছে মনে আছে?'

'অবশ্যই। আগুন লাগার দিন সকালে। ওই যে উইনথ্রপ দম্পতি যে আগুন পুড়ে মরে গেলেন।'

গা শিরশির করে উঠল ডানার। 'আচ্ছা, আপনি তাহলে জানেন না মি. কেলি কোথায় গেছে?'

'নাহ্। বললাম না স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে।'

দক্ষিণ আমেরিকার প্রত্যন্ত দ্বীপটির আকাশ সারা সকাল জেটপ্লেনের আবির্ভাবে ব্যস্ত থাকল। এবারে মিটিং শুরু হল। সশস্ত্র প্রহরাধীন নতুন একটি ভবনে কুড়িজন লোক বসেছে। তাদের মিটিং শেষ হবার পরপর ভবনটি ধ্বংস করে ফেলা হবে। ঘরে ঢুকল মিটিঙের মূল বক্তা।

'স্বাগতম। এখানে পরিচিত মুখের পাশাপাশি নতুন কিছু বন্ধুদের দেখে আমি খুশি। কাজ শুরু করার আগে বলে রাখি আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে। আমাদের মাঝে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে, সে আমাদের পরিচয় ফাঁস করে দিতে চায়। বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় এখনো আমরা জানি না। তবে শীঘ্রি তার মুখোশ খুলে দেয়া হবে এবং বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ংকর পরিণাম তাকে ভোগ করতে হবে। আমাদের সামনে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল।

'এবার আমাদের ডাক শুরু করা যাক। আজ ষোলোটি প্যাকেজ এসেছে। দুই বিলিয়ন দিয়ে শুরু করছি। প্রথম ডাকটি কে ডাকবেন? হ্যাঁ, দুই বিলিয়ন ডলার। কেউ কি তিন বিলিয়ন ডাকবেন?'

# তেরো

হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে সতর্ক হয়ে উঠল ডানা। সবকিছু আছে আগের মতোই, তবু কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটে গেছে বলে মনে হচ্ছে ওর। ওর জিনিসপত্রে কেউ হাত দিয়েছে?

ফোন তুলল ডানা। বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করল।

জবাব দিল মিসেস ডালি, 'ইভান্সদের বাড়ি।'

*যাক বাবা, মহিলা আছে তাহলে এখনো।* 'মিসেস ডালি?'

'মিসেস ইভান্স!'

'গুড ইভনিং। কামাল কেমন আছে?'

'ভালো। খুব দুষ্টু, তবে ওকে সামলে রাখতে পারছি। আমার বাচ্চাগুলোও এরকম ছিল।'

'তাহলে সবকিছু... ঠিক আছে?'

'জি।'

ডানা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, 'ওকে ফোনটা দিন।'

'দিচ্ছি,' ডানা শুনল মিসেস ডালি ডাকছে, 'কামাল, তোমার মার ফোন।'

একটু পরে ফোনে শোনা গেল কামালের কণ্ঠ, 'হাই, ডানা।'

'হাই, কামাল। কেমন আছ তুমি?'

'ভালোই।'

'স্কুল কেমন চলছে?'

'কোনো সমস্যা নেই।'

'মিসেস ডালির সঙ্গে কোনো সমস্যা নেই তো?'

'না।' বিরতি, 'তুমি কবে আসবে, ডানা?'

'কাল। ডিনার করেছ?'

'হ্যাঁ। রান্না ভালোই।'

ডানার ইচ্ছে করল জিজ্ঞেস করে : তুমি সত্যি কামাল তো? ওর পরিবর্তনে রোমাঞ্চ বোধ করছে ডানা।

'ঠিক আছে, ডার্লিং। কাল দেখা হবে। গুডনাইট।'

‘গুডনাইট, ডানা।’

**ডানা শুতে যাবে, বেজে উঠল সেলফোন। কানে ফোন ঠেকাল ডানা, ‘হ্যালো।’**

‘ডানা?’

আনন্দের ঢেউ আছড়ে পড়ল বুকে। ‘জেফ! ওহ্ জেফ?’

‘তোমাকে সাংঘাতিক মিস করছি বলার জন্য ফোন করলাম।’

‘তোমাকেও আমি খুব মিস করছি। তুমি কি এখনো ফ্লোরিডায়?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওখানকার খবর কী?’

‘ভালো না।’ জেফের কণ্ঠে ইতস্ততা। ‘খুবই খারাপ অবস্থা। কাল র‍্যাচেলের মাসটেকটেমি হবে।’

‘ওহ্, নো!’

‘ও সাংঘাতিক ভেঙে পড়েছে।’

‘শুনে কী যে খারাপ লাগছে!’

‘বুঝতে পারছি। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য পাগল হয়ে আছি আমি। তোমাকে কি কখনো বলেছি তোমার জন্য কীরকম উন্মাদ আমি?’

‘আমিও তোমার জন্য উন্মাদিনী, ডার্লিং।’

‘তোমার কিছু লাগবে, ডানা।’

*তোমাকে লাগবে।* ‘না।’

‘কামাল কেমন আছে?’

‘ভালোই। ওর জন্য নতুন একজন হাউজকিপার রেখেছি। মহিলাকে ওর পছন্দ হয়েছে।’

‘এটা তো ভালো খবর। তোমাদের সঙ্গে যে কবে আবার দেখা হবে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।’

‘আমিও না।’

‘শরীরের যত্ন নিও।’

‘নেব। র‍্যাচেলের জন্য খুব খারাপ লাগছে।’

‘তোমার কথা বলব ওকে। গুডনাইট, বেবি।’

‘গুডনাইট।’

ডানা সুটকেস খুলে জেফের একটি শার্ট বের করল। শার্টটি জেফের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে এসেছে ও। নাইটগাউনের নিচে শার্টটি পরল ডানা। *গুডনাইট, ডার্লিং।*

**পরদিন সকালে ডানা ফিরে এল ওয়াশিংটনে। অফিসে যাবার আগে ঢুঁ মারল**

বাড়িতে। দরজা খুলে দিল মিসেস ডালি।

'আসুন, মিস ইভান্স। আপনার ছেলেটা তো আপনি কখন আসবেন বলে বলে আমার কানের পোকা নাড়িয়ে দিয়েছে।' হাসিমুখে বলল সে।

'ও আপনাকে বেশি ভোগায়নি তো?'

'আরে না। নতুন হাতটাও নিয়মিত পরছে সে।'

অবাক হল ডানা, 'পরছে নাকি?'

'হ্যাঁ। নতুন হাত লাগিয়ে ও তো স্কুলে যায়।'

'বাহ্, চমৎকার। শুনে খুব খুশি হয়েছি,' ঘড়ি দেখল ডানা।

'আমাকে এখুনি অফিসে দৌড়াতে হবে। বিকেলে একবার এসে দেখা করে যাব কামালের সঙ্গে।'

'আপনি এসেছেন শুনলে ও খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে। ছেলেটা আপনাকে সাংঘাতিক মিস করে। আপনি চলে যান। আপনার ব্যাগট্যাগ আমি গুছিয়ে রাখছি।'

'ধন্যবাদ, মিসেস ডালি।'

অ্যাসপেনে কী ঘটেছে ম্যাট বেকারকে বিস্তারিত বর্ণনা দিল ডানা। অবিশ্বাসের সুরে বলল ম্যাট, 'আগুন লাগার পরপর ইলেকট্রিশিয়ান স্রেফ গায়েব হয়ে গেল?'

'বেতনও নেয়নি।'

'আগুন লাগার আগের দিন সে উইনথ্রপদের বাড়ি গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

মাথা নাড়ল ম্যাট, 'এ যেন এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের গল্প। শুধু রহস্য আর রহস্য!'

'ম্যাট, উইনথ্রপ দম্পতির মৃত্যুর কিছুদিন পরে ফ্রান্সে মারা যান পল উইনথ্রপ। আমি ওখানে যাব। অটোমোবাইল অ্যাক্সিডেন্টের কোনো সাক্ষী পাই কিনা দেখব।'

'ঠিক আছে,' বলল ম্যাট, 'এলিয়ট ক্রমওয়েল তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন। বলেছেন নিজের প্রতি খেয়াল রাখতে।'



কামাল স্কুল থেকে ফিরে দেখে তার জন্য অপেক্ষা করছে ডানা। কামাল নতুন হাত লাগিয়েছে। ওর আচরণেও সংহত একটা ভাব চলে এসেছে।

'তুমি এসেছ,' ডানাকে জড়িয়ে ধরল কামাল।

'হ্যালো, ডার্লিং। তোমাকে খুব মিস করেছি আমি। স্কুল কেমন চলছে?'

'খারাপ না! তোমার ভ্রমণ কেমন হল?'

'চমৎকার। তোমার জন্য একটা জিনিস নিয়ে এসেছি।' কামাল হাতে বোনা

একটি আমেরিকান স্কুলব্যাগ এবং চামড়ার একজোড়া মোকাসিন জুতো দিল। দুটো জিনিসই অ্যাসপেন থেকে কিনেছে ডানা। 'কামাল, আমাকে আবার ক'টা দিনের জন্য বাইরে যেতে হবে।'

কামাল স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আচ্ছা।'

'তোমার জন্য চমৎকার একটি উপহার নিয়ে আসব।'

ডানা এবং কামাল খেতে বসেছে। মিসেস ডালি পরিবেশন করছে খাবার। সে আইরিশ স্ট্র রেঁধেছে।

'দারুণ হয়েছে,' মন্তব্য করল ডানা।

'ধন্যবাদ,' বলল মিসেস ডালি।

'বলেছিলাম না উনি খুব ভালো রান্না করেন,' বলল কামাল।

ওদেরকে টিভিপর্দায় দেখছে সে একটি আর্মচেয়ারে বসে, হাতে স্কচের গ্লাস। মনে হচ্ছে সে নিজেও যেন ওদের সঙ্গে ডিনার করছে।

'স্কুলের গল্প বলো,' বলল ডানা।

'নতুন শিক্ষকদের আমার পছন্দ হয়েছে।'

'খুব ভালো কথা।'

'এখানকার ছেলেগুলোও ভালো। ভদ্র। একটি মেয়ে আছে। খুব সুন্দরী। আমাকে বোধহয় পছন্দ করে। ওর নাম লিজি।'

'তুমি ওকে পছন্দ করো, ডার্লিং?'

'হ্যাঁ।'

ডিনার শেষ করে কামাল তার ঘরে গেল ঘুমাতে। ডানা ঢুকল কিচেনে। বাসন ধুচ্ছে মিসেস ডালি।

'কামাল খুব শান্ত হয়ে গেছে... আমার খুব ভাল্লাগছে।' বলল ডানা।

'আপনি বরং আমার একটা উপকারই করেছেন,' হাসল মিসেস ডালি। 'কামালকে পেয়ে মনে হচ্ছে আমি আমার বাচ্চাদের পেয়ে গেছি। কামালের সঙ্গে আমার খুব ভালো সময় কাটে।'

'আমি আনন্দিত।'

ডানা মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল। জেফ তখনো ফোন করল না দেখে বিছানায় গেল। শুয়ে শুয়ে ভাবল : জেফ এখন কী করেছে? র‍্যাচেলের সঙ্গে প্রেম করছে? ছি, এসব ভাবছে কেন সে? নিজেকে চোখ রাঙাল ডানা।

ডানার পাশের অ্যাপার্টমেন্টের লোকটি রিপোর্ট করল, 'সব ঠিক আছে।'

বেজে উঠল ডানার সেলফোন।

'জেফ, ডার্লিং। কোথায় তুমি?'

'ফ্লোরিডার ডক্টরস হসপিটালে। মাসটেকটোমি হয়ে গেছে। অনকলোজিস্ট এখনো পরীক্ষা করছেন।'

'ওহ্, জেফ! আশা করি রোগটা বেশিদূর ছড়ায়নি।'

'আমিও আশা করছি। র‍্যাচেল চাইছে আরো কটা দিন যেন ওর সঙ্গে থেকে যাই। তাই তোমাকে ফোন করলাম। তুমি—'

'কোনো সমস্যা নেই। অবশ্যই থাকবে।'

'আমি ম্যাটকে ফোন করব। তোমার খবর কী বলো?'

অ্যাসপেনের বৃত্তান্ত ইচ্ছে করে চেপে গেল ডানা। বেচারা এমনিতেই বহু চাপের মধ্যে আছে। 'নাহ্, তেমন কোনো খবর নেই।'

'কামালকে আমার ভালোবাসা দিও। তুমিও নিও।'

রিসিভার রেখে দিল জেফ। এক নার্স এগিয়ে এল তার কাছে।

'মি. কনরস? ড. ইয়ং আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'অপারেশন ভালোভাবেই হয়েছে,' বলল ডা. ইয়ং। 'তবে পেশেন্টের প্রচুর ইমোশনাল সাপোর্ট দরকার। তাকে রেডিয়েশন ট্রিটমেন্ট দিতে হবে যাতে ক্যান্সার আর ছড়িয়ে পড়তে না পারে। খুব যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসা এটা।'

জেফ চুপচাপ বসে রইল।

'রোগিনির দেখাশোনার জন্য কেউ আছেন?'

'আমি আছি,' কথাটা বলেই বুঝতে পারল জেফ, ও ছাড়া র‍্যাচেলের সত্যি অন্য কেউ নেই।

এয়ারফ্রান্সের বিমানে চেপে নীস-এ চলে এল ডানা। নীস এয়ারপোর্টের ব্যস্ত টার্মিনাল ধরে পা বাড়াল কার-রেন্টাল অফিসে।

'আমার নাম ডানা ইভান্স। আমার একটি—'

মুখ তুলে চাইল ক্লার্ক। 'আহ্? মিস ইভান্স। আপনার গাড়ি রেডি আছে। একটি ফর্ম এগিয়ে দিল সে। 'এখানে সই করুন।'

ডানা সই করে বলল, 'দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি ম্যাপ লাগবে আমার। আপনি কি—'

'অবশ্যই মাদমোয়াজেল,' কাউন্টারের পেছন থেকে একটি ম্যাপ বের করে দিল ক্লার্ক। 'ভোয়ালা,' ডানা ম্যাপ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

WTN-এর এক্সিকিউটিভ টাওয়ার। এলিয়ট ক্রমওয়েল জিজ্ঞেস করলেন, 'ডানা কোথায় ম্যাট?'

'ফ্রান্সে।'

'ওর কাজের কোনো অগ্রগতি হচ্ছে?'

'এখনই বলা মুশকিল।'

'ওকে নিয়ে চিন্তিত আমি। খুব বেশি দৌড়াদৌড়ি করছে মেয়েটা। শেষে না বিপদে পড়ে যায়।' বললেন ক্রমওয়েল।

নীসের আবহাওয়া শীতল এবং চনমনে। ডানা ভাবল পল উইনথ্রপের মৃত্যুর সময় এখানকার আবাহওয়া কীরকম ছিল? ভাড়া-করা সিত্রোতে উঠে পড়ল ও। এগোল গ্রান্ড কর্নিশ অভিমুখে। দুপাশে ছবির মতো সাজানো গ্রাম।

অ্যাক্সিডেন্টটি ঘটেছে বিউসোলেইলের ঠিক উত্তরে, রোকব্রুন-ক্যাপমার্টিনের হাইওয়েতে। ভূমধ্যসাগরের দিকে মুখ ফেরানো এটি একটি রিসর্ট।

গাঁয়ের দিকে এগোচ্ছে, গতি কমাল ডানা। সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক। কে জানে এসব বাঁকের কোন্‌টাতে আছড়ে পড়ে গিয়েছিলেন পল উইনথ্রপ। এখানে তিনি কী করছিলেন? কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন? নাকি কার রেস-এ অংশ নিয়েছিলেন? কেন এসেছিলেন তিনি—ছুটিতে নাকি ব্যবসার কাজে?

রোকব্রুন-ক্যাপমার্টিন মধ্যযুগীয় গ্রাম। এখানে আছে একটি প্রাসাদ, চার্চ, ঐতিহাসিক গুহা এবং বিলাসবহুল ভিলা। ডানা গাড়ি নিয়ে গাঁয়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায় চলে এল। পার্ক করল। থানা খুঁজছে। এক লোককে একটি দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ডানা।

'মাফ করবেন, পুলিশ থানাটা কোথায় বলতে পারবেন?'

লোকটা দেখিয়ে দিল থানা কোথায়।

সাদা দেয়ালের পুরোনো একটি ভবনে থানা। জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে পলেস্তারা। ইউনিফর্ম এক পুলিশম্যান বসে আছে ডেস্কে। ডানাকে দেখে মুখ তুলে চাইল সে।

'Bonjour, madame.'

'Bonjour.'

'Comment Puis—Je Vous aider?'

'আপনি ইংরেজি জানেন?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাল সে, 'জি।'

'এখানকার চার্জে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

বিমূঢ় হয়ে একমুহূর্ত ডানার দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। তারপর ওর

কথার অর্থ যেন বুঝতে পারল। হাসি ফুটল মুখে।

'অ, কমান্ডার ফ্রেজিয়ার oui। এক সেকেন্ড।' সে ফোন তুলে কথা বলল। তারপর মাথা দুলিয়ে ফিরল ডানার দিকে। করিডোরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'La Premiere Porte।'

'ধন্যবাদ।' করিডোরে পা বাড়াল ডানা। প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকল ভেতরে।

কমান্ডার ফ্রেজিয়ারের অফিসকক্ষটি ছোট তবে ছিমছাম। কমান্ডান্ট ছোটখাটো গড়নের, চটপটে, বাদামি চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ডানাকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

'গুড আফটারনুন, কমান্ডান্ট।'

Bonjour, madmoaiselle, আমি আপনার কী উপকারে আসতে পারি?'

'আমি ডানা ইভান্স। ওয়াশিংটনের WTN টিভি চ্যানেলে কাজ করি। আমি উইনথ্রপ পরিবারের ওপর একটি স্টোরি করছি। এ এলাকাতেই তো পল উইনথ্রপ অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন, না?'

'Oui, ভয়ংকর। গ্রান্ড কর্নিশে সাবধানে গাড়ি চালানো উচিত। খুবই বিপজ্জনক জায়গা।'

'পল উইনথ্রপ নাকি কার রেসে অংশ নিতে গিয়ে মারা গেছেন—"

'Non। ওইদিন কোনো রেস ছিল না।'

'ছিল না?'

'না, মাদমোয়াজেল, অ্যাক্সিডেন্টের দিন আমি স্বয়ং ডিউটিতে ছিলাম।'

'আচ্ছা। মি. উইনথ্রপ কি গাড়িতে একাই ছিলেন?'

'Oui (জি)।'

'কমান্ডান্ট ফ্রেজিয়ার, লাশের অটোপসি হয়নি?'

'Oui। অবশ্যই হয়েছে।'

'পল উইনথ্রপের রক্তে কি অ্যালকোহল পাওয়া গেছে?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ফ্রেজিয়ার, 'না।'

'মাদক?'

'না।'

'সেদিন আবহাওয়া কেমন ছিল?'

'বৃষ্টি হচ্ছিল।'

শেষ প্রশ্নটা করল ডানা কোনো আশা ছাড়াই। 'দুর্ঘটনার কোনো সাক্ষী ছিল কি?'

'ছিল।'

ডানার হার্টবিট দ্রুততর হয়ে উঠল, 'ছিল?'

'একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। সে উইনথ্রপের পেছনে গাড়ি চালাচ্ছিল। সে

অ্যাক্সিডেন্ট হতে দেখে।'

উত্তেজনা বোধ করল ডানা, 'প্রত্যক্ষদর্শীর নামটা বলা যাবে কি? তার সঙ্গে একটু কথা বলতাম।'

মাথা ঝাঁকাল কমান্ডান্ট, 'কোনো সমস্যা নেই।' সে হাঁক ছাড়ল। 'আলেকজান্ডার,' দৌড়ে এল তার সহকারী। ফ্রেজিয়ার তাকে ফরাসি ভাষায় একটা নির্দেশ দিল। চলে গেল সহকারী।

কমান্ডান্ট ফিরল ডানার দিকে। 'খুব দুর্ভাগা একটা পরিবার।' একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'আপনি কি এখানে একা এসেছেন, মাদমোয়াজেল?'

'না। আমার স্বামী এবং সন্তানরাও এসেছে।'.অম্লানবদনে বলল ডানা।

মুখ বাঁকাল কমান্ডান্ট, 'Dommage।'

মুচকে হাসল ডানা। প্লেনে আসার সময় ওর পাশে বসা এক সুদর্শন ফরাসি ওর সঙ্গে খাতির জমাতে চেয়ে জানতে চেয়েছিল ডানা একা নাকি। ওর বাচ্চা এবং স্বামী আছে শুনে সেও হতাশ হয়েছে।

কমান্ডান্ট ফ্রেজিয়ারের সহকারী একতাড়া কাগজ নিয়ে ফিরে এল। কাগজগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল ফ্রেজিয়ার। তাকাল ডানার দিকে।

'অ্যাক্সিডেন্টের প্রত্যক্ষদর্শী র‍্যালফ বেনজামিন নামে এক আমেরিকান টুরিস্ট। তার বক্তব্য অনুসারে, সে পল উইনথ্রপের পেছনে গাড়ি চালাচ্ছিল। হঠাৎ কোত্থেকে একটা কুকুর ছুটে আসে উইনথ্রপের গাড়ি লক্ষ্য করে। জানোয়ারটাকে বাঁচাতে হুইল ঘোরান পল, ভারসাম্য হারিয়ে ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার কিনার থেকে ছিটকে সাগরে পড়ে যায় তাঁর গাড়ি। করোনারের রিপোর্ট বলছে তাৎক্ষণিকভাবে মারা যান উইনথ্রপ।'

'মি. বেনজামিনের ঠিকানা আছে আপনার কাছে?' বুকে আশা বেঁধে জানতে চাইল ডানা।

'উই,' কাগজে আবার চোখ বুলাল ফ্রেজিয়ার, 'সে আমেরিকায় থাকে, উটাহ্র রিচফিল্ডে। 421 টার্ক স্ট্রিট।' ঠিকানাটি লিখে কাগজটি দিল ডানাকে।

উত্তেজনা চেপে রাখতে রীতিমতো কসরত করতে হল ডানাকে। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'Avec Plaisir (ইটস মাই প্লেজার)।' সে ডানার শূন্য অনামিকার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার পক্ষ থেকে আপনার স্বামী এবং সন্তানদের হ্যালো বলবেন, মাদাম।'

ম্যাটকে ফোন করল ডানা।

'ম্যাট,' উত্তেজিত গলায় বলল ডানা, 'পল উইনথ্রপের অ্যাক্সিডেন্টের একজন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গেছে। আমি তার ইন্টারভিউ করতে যাচ্ছি।'

'চমৎকার! কোথায় সে?'

'উটাহ্‌র রিচফিল্ডে। আমি কাজটা সেরে ওয়াশিংটন ফিরছি।'

'ঠিক আছে। ও, ভালো কথা, জেফ ফোন করেছিল।'

'কী বলল?'

'তুমি তো জানো সে তার সাবেক স্ত্রীর সঙ্গে ফ্লোরিডায় আছে।'

'জানি। ভদ্রমহিলা খুব অসুস্থ।'

'জেফকে যদি ওখানে বেশিদিন থাকতে হয় ওকে ছুটি নিয়ে নিতে বলব।'

'আশা করি ও শীঘ্রি ফিরে আসবে।'

'হয়তো। গুডলাক উইথ দা উইটনেস।'

'থ্যাংকস, ম্যাট।'

ডানা এরপর কামালকে ফোন করল। ফোন ধরল মিসেস ডালি। 'মিস ইভান্সের বাড়ি।'

'গুড ইভনিং, মিসেস ডালি। সব ঠিক আছে তো?' দম বন্ধ করে জানতে চাইল ডানা।

'আপনার ছেলে রান্নাঘরে আমাকে রান্নায় সাহায্য করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে,' হাসল মিসেস ডালি, 'তবে সে ভালোই আছে।'

'শুনে খুশি হলাম,' *মহিলা এক মিরাক্‌ল,* ভাবল ডানা।

'আপনি কি এখনই বাড়ি ফিরছেন? আমি তাহলে ডিনার রেডি করে রাখি—'

'আমার আরেকটু কাজ আছে।' বলল ডানা। 'দুইদিন পরে বাড়ি ফিরব। কামালকে একটু দেবেন?'

'সে ঘুমাচ্ছে। জাগাব?'

'না, না। দরকার নেই।' ঘড়ি দেখল ডানা। ওয়াশিংটনে এখন চারটা বাজে। 'ও দিনে ঘুমায় নাকি?'

মিসেস ডালির দরাজ গলার হাসি ভেসে এল ইথারে। 'হ্যাঁ। আজ অনেক ঝক্কি গেছে বেচারার ওপর দিয়ে। খেটে পড়ছে, খেলছে।'

'ওকে আমার ভালোবাসা জানাবেন। শীঘ্রি দেখা হবে।'

*আমার আরেকটু কাজ আছে। দুইদিন পরে বাড়ি ফিরব। কামালকে একটু দেবেন?*

*সে ঘুমাচ্ছে। জাগাব?*

*না, না। দরকার নেই। ও দিনে ঘুমায় নাকি?*

*হ্যাঁ, আজ অনেক ঝক্কি গেছে বেচারার ওপর দিয়ে। খেটে পড়ছে, খেলছে।*

*ওকে আমার ভালোবাসা জানাবেন। শীঘ্রি দেখা হবে।'*

শেষ হয়ে গেল টেপ।

উটাহ্‌র রিচফিল্ড মনরো পর্বতমালার মাঝখানে একটি মনোরম শহর। ডানা একটি পেট্রলপাম্পে থেমে কমান্ডান্ট ফ্রেজিয়ারের দেয়া ঠিকানার বাড়িটি কোথায় জেনে নিল।

র‍্যালফ বেনজামিনের বাড়িটি একতলা। ঝড়ঝাপটা খেয়েও টিকে থাকা একসারি বাড়ির মধ্যে তার বাড়িটাও।

ভাড়া-করা গাড়ি পার্ক করল ডানা। হেঁটে এল ফ্রন্ট ডোরে, বাজাল ডোরবেল। খুলে গেল দরজা। সাদা চুলের অ্যাপ্রন গায়ে মধ্যবয়স্কা এক মহিলা আবির্ভূত হল দোরগোড়ায়। 'কাকে চাই?'

'র‍্যালফ বেনজামিন সাহেব আছেন বাসায়?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

ডানাকে কৌতূহল নিয়ে দেখল মহিলা। 'তার সঙ্গে আপনার দেখা করার কথা?'

'না—ঠিক তা নয়। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একটু দেখা করে যাই।'

'আসুন।'

'ধন্যবাদ,' ভেতরে ঢুকল ডানা। মহিলা ওকে লিভিংরুমে নিয়ে এল।

'র‍্যালফ, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।'

একটি রকিং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল র‍্যালফ বেনজামিন, এগোল ডানার দিকে। 'হ্যালো? আমি কি আপনাকে চিনি?'

স্তম্ভিত ডানা দেখল মানুষটা অন্ধ।

## চৌদ্দ

ডানা এবং ম্যাট বেকার WTN-এর কনফারেন্স রুমে।

'র‍্যালফ বেনজামিন তার ছেলেকে দেখার জন্য ফ্রান্সে গিয়েছিল।' বলল ডানা। 'একদিন হঠাৎ হোটেলরুম থেকে তার ব্রিফকেসটা গায়েব হয়ে যায়। পরদিন আবার সন্ধান মেলে ওটার। তবে পাসপোর্ট পাওয়া যায়নি। ম্যাট, যে লোক ওই পাসপোর্ট চুরি করেছে সে বেনজামিনের পরিচয়ে পুলিশকে অ্যাক্সিডেন্টের পরিচয় দেয়। ওই লোকটাই ছিল পল উইনথ্রপের খুনি।'

অনেকক্ষণ চুপ হয়ে রইল ম্যাট বেকার। তারপর বলল, 'এখন পুলিশে খবর দেয়া দরকার, ডানা। তোমার কথা যদি সত্যি হয়, আমরা এমন কাউকে খুঁজছি যে ঠাণ্ডা মাথায় ছ'জন মানুষকে হত্যা করেছে। আমি চাই না সাত নাম্বার মানুষটি তুমি হও। এলিয়ট তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। বলেছেন অনেক গভীরে চলে যাচ্ছ তুমি।'

'এখনই এর মধ্যে পুলিশ নিয়ে আসা ঠিক হবে না,' আপত্তি জানাল ডানা, 'পুরো ব্যাপারটাই তো অনুমান-নির্ভর। আমাদের হাতে কোনো প্রমাণ নেই। জানি না খুনী কে, তার মোটিভই বা কী।'

'ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। খুব বেশি বিপদের দিকে এগোচ্ছ তুমি। আমি চাই না তোমার কিছু হয়ে যাক।'

'আমিও চাই না,' বলল ডানা।

'এরপরে কী করছ?'

'দেখব জুলি উইনথ্রপের আসলে কী হয়েছিল।'

'অপারেশন সফল হয়েছে।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল র‍্যাচেল। হাসপাতালের জীবাণুমুক্ত ধবধবে সাদা বিছানায় শুয়ে আছে সে। ঝাপসা দেখছে জেফকে। 'ওটা কেটে ফেলা হয়েছে?'

'র‍্যাচেল—'

'আমি আর কিছুই অনুভব করতে পারছি না,' অশ্রু ঠেকানোর চেষ্টা করছে র‍্যাচেল। 'আমি আর নারী থাকতে পারলাম না। কোনো পুরুষ আমাকে আর

ভালোবাসবে না।'

ওর কাঁপা হাত নিজের মুঠিতে পুরে নিল জেফ, 'তুমি ভুল ভাবছ। তোমার বুকের মোহে পড়ে আমি তোমাকে ভালোবাসিনি, র‍্যাচেল। তোমাকে ভালোবেসেছি তুমি চমৎকার, উষ্ণ এবং আন্তরিক একজন মানুষ বলে।'

র‍্যাচেল চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল মুখে। 'আমরা পরস্পরকে সত্যি ভালোবাসি, জেফ, বাসি না?'

'অবশ্যই।'

'যদি এমন হত...' নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত হয়ে গেল র‍্যাচেলের।

'এসব নিয়ে পরে কথা হবে।'

জেফের হাত শক্ত করে চেপে ধরল র‍্যাচেল। 'আমি একা থাকতে পারব না, জেফ। এসব শেষ হবার আগে অন্তত না। প্লিজ, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।'

'র‍্যাচেল, আমাকে—'

'না, যেয়ো না। তুমি চলে গেলে জানি না আমার কী হবে।'

এক নার্স ঢুকল হাসপাতাল রুমে, 'আপনার ভিজিটিং টাইম শেষ, মি. কনরস।'

জেফের হাত ছাড়তে চাইল না র‍্যাচেল, 'যেয়ো না।'

'আবার আসব আমি।'

সেদিন সন্ধ্যার পরে ডানার সেলফোন বেজে উঠল। পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে ফোন তুলল ডানা। 'ডানা,' জেফ ফোন করেছে।

জেফের কণ্ঠ শিহরণ জাগাল ডানার শরীরে। 'হ্যালো, কেমন আছ, ডার্লিং?'

'ভালো।'

'র‍্যাচেল?'

'অপারেশন ভালোই হয়েছে। তবে র‍্যাচেল ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে।'

'জেফ—মেয়েদের একটি বক্ষ না থাকলে খুব বেশি কিছু এসে যায় না—'

'কিন্তু র‍্যাচেলের যায়। সে সাধারণ কোনো মেয়ে নয়। পনেরো বছর বয়স থেকে চেহারা এবং ফিগারের জন্য প্রশংসা শুনে আসছে র‍্যাচেল। সে বিশ্বের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া মডেলদের একজন। এখন সে ভাবছে তার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। নিজেকে সৃষ্টিছাড়া জীব মনে হচ্ছে র‍্যাচেলের। তার বদ্ধমূল ধারণা, দুনিয়ায় বেঁচে থেকে আর লাভ নেই।'

'তুমি কী করবে?'

'ওর সঙ্গে আরো কটা দিন থাকব। ও মানসিকভাবে একটু সুস্থ হয়ে উঠুক। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। টেস্টের রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছেন

তিনি। তাঁরা র‍্যাচেলকে কেমোথেরাপি দেয়ার চিন্তাভাবনা করছেন।'

চুপ করে রইল ডানা। কীই বা বলার আছে তার!

'তোমাকে খুব মিস করছি,' বলল জেফ।

'আমিও। তোমার জন্য ক্রিসমাসের উপহার কিনে রেখেছি।'

'রেখে দিও।'

'আছে আমার কাছে।'

'তোমার সফর কি শেষ?'

'না, এখনো বাকি আছে।'

'সেলফোন অন করে রেখো,' বলল জেফ, 'তোমাকে মাঝে মাঝে দু-একটা অশ্লীল জোকস শোনাব।'

হাসল ডানা, 'প্রমিজ?'

'প্রমিজ, নিজের যত্ন নিও, ডার্লিং।'

'তুমিও নিও।' কথোপকথন শেষ।

ডানা ফোন বন্ধ করে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। ভাবছে জেফ এবং র‍্যাচেলের কথা। তারপর রান্নাঘরে ঢুকল ও।

মিসেস ডালি কামালকে বলছে, 'আরেকটু প্যানকেক দেব, ডারলিং?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

ডানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখল। অল্পসময়ের মধ্যেই মিসেস ডালি কামালের মন জয় করে নিয়েছে। অনেকখানি বদলে গেছে ছেলেটা। সে এখন হাসিখুশি, স্বতঃস্ফূর্ত। ঈর্ষার সূক্ষ্ম কাঁটা খোঁচা মারল ডানার বুকে। *হয়তো ওর জন্য আমি ভুল মানুষ।* টিভি স্টুডিওতে ওর দীর্ঘদিন এবং রাতগুলোর কথা মনে পড়ল। *হয়তো মিসেস ডালির মতো কেউ ওকে দত্তক নিলে ভালো হতো।* মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা বের করে দিতে চাইল ডানা। *আমার কী হল? কামাল আমাকে ভালোবাসে।*

ডানা টেবিলের এককোণায় বসল, 'নতুন স্কুল ভাল্লাগছে?'

'হুঁ।'

ডানা কামালের একটা হাত ধরল, 'কামাল, আমাকে আবারো ক'টা দিনের জন্য বাইরে যেতে হবে।'

উদাস গলায় কামাল বলল, 'আচ্ছা।'

ঈর্ষার কাঁটাটা আবার খোঁচা দিল ডানাকে।

'এবার কোথায় যাবেন, মিস ইভান্স?' জিজ্ঞেস করল মিসেস ডালি।

'আলাস্কা।'

'গ্রিজলি ভালুক থেকে সাবধান,' বলল মিসেস ডালি।

ওয়াশিংটন থেকে আলাস্কার জুনাডতে পৌঁছুতে নয় ঘণ্টা লাগল। মাঝখানে যাত্রাবিরতি হল সিয়াটেল। কার কাউন্টারে চলে এল ডানা।

'আমার নাম ডানা ইভান্স। আমি—'

'জি, মিস ইভান্স। আপনার জন্য চমৎকার একটি ল্যান্ডরোভার রেডি করে রেখেছি। দশ নম্বর স্টলে আছে ওটা। এখানে সই করুন।'

ক্লার্ক ডানাকে গাড়ির চাবি দিল। ডানা ভবনের পেছনে চলে এল। নাম্বার দেয়া স্টলে সারবাঁধা ডজনখানেক গাড়ি। ডানা দশ নম্বর স্টলে ঢুকল। এক লোক গাড়ির পেছনে হাঁটু মুড়ে কাজ করছিল। সাদা রঙের ল্যান্ডরোভার। ডানাকে দেখে মুখ তুলে চাইল।

'টেইলপাইপটার স্ক্রু টাইট করে দিলাম, মিস। এখন আপনি রওনা হতে পারবেন,' সিধে হল সে।

'ধন্যবাদ,' বলল ডানা।

লোকটা দেখল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল ডানা।

একটি সরকারি ভবনের বেযমেন্টে এক লোক কম্পিউটারে ডিজিটাল ম্যাপে চোখ বুলাচ্ছিল। দেখল সাদা ল্যান্ডরোভার ডানদিকে মোড় নিয়েছে।

'সাবজেক্ট স্টার হিল-এ যাচ্ছে।'

জুনাউ ডানার কাছে যেন একটি সারপ্রাইজ। প্রথমদর্শনে মনে হয়েছিল এটি একটি বড় শহর। কিন্তু সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তা আলাস্কার রাজধানী শহরটিকে একটি ছোট মফস্বল শহরের আবহ এনে দিয়েছে, সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে বরফযুগের বুনো সৌন্দর্য।

ওয়াটারফ্রন্টের ইন-এ চলে এল ডানা। এটি শহরের মাঝখানে একটি চালু হোটেল। একসময় বেশ্যালয় ছিল।

'স্কি করার উপযুক্ত সময়ে এসেছেন আপনি,' হোস্টেল ডেস্কের লোকটি বলল ডানাকে। 'এখন স্কি খুব জমে উঠেছে। আপনি কি স্কি নিয়ে এসেছেন?'

'না, আমি—'

'পাশেই স্কির দোকান আছে। আপনার যেমন স্কি দরকার ওখানে পাবেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল ডানা। সে মালপত্র রুমে রেখে স্কিশপ-এ গেল।



দোকানের ক্লার্ক মহা বাচাল। ডানা দোকানে ঢুকতেই বকবক শুরু করে দিল, 'হাই, আমি চাড ডোনোহো। আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন,' সে কতগুলো স্কির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এ স্কিগুলো দিয়ে আপনি ইচ্ছেমতো লাফাতে ঝাঁপাতে পারবেন। এগুলো হল ফ্রি রাইডার্স স্কি।' আরেকটি সেকশন দেখাল হাত তুলে। 'ওগুলো সলোমন এক্স-ক্রিম। ওই স্কিগুলোর বিপুল চাহিদা।

গতবছর খদ্দেররা হন্যে হয়ে খুঁজেও পায়নি। আমরা সাপ্লাই দিতে পারিনি।' ডানার চেহারায় অধৈর্য ফুটে উঠতে দেখে সে দ্রুত আরেক সারি স্কি দেখাল। 'আপনি চাইলে ভোকাল ভার্টিগো জি থার্টি কিংবা অ্যাটমিক ১০২০-ও দিতে পারি।' আশা নিয়ে তাকাল ডানার দিকে। 'আপনি কোন্‌টা—?'

'আমি কিছু তথ্য জানতে এসেছি।'

লোকটার চেহারায় হতাশা ফুটল, 'তথ্য?'

'হ্যাঁ। জুলি উইনথ্রপ কি এখান থেকে স্কি ভাড়া করেছিলেন?'

ডানাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে লক্ষ করল দোকানদার, 'জি, তিনি ভোলান্ট টাই পাওয়ার স্কি ব্যবহার করতেন। ইগলক্রেস্টে স্কি করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।'

'মিস উইনথ্রপ স্কিয়ার হিসেবে ভালো ছিলেন?'

'ভালো! তিনি ছিলেন সবার সেরা। স্কি করে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন।'

'এখানে কি তিনি একা এসেছিলেন?'

'জি।' ডানে-বামে মাথা নাড়ল দোকানি। 'ইগলক্রেস্টকে তিনি নিজের হাতের তালুর মতোই চিনতেন। প্রতিবছর এখানে স্কি করতে আসতেন। অথচ সেই তিনি কিনা অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হলেন। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না?'

ধীরে ধীরে বলল ডানা, 'হয়।'

ওয়াটারফ্রন্টের ইন হোটেল থেকে দুই ব্লক দূরে পুলিশ থানা।

ডানা ছোট একটি রিসেপশন অফিসে ঢুকল। আলাস্কার পতাকা ঝুলছে। সেইসঙ্গে জুনাউ'র ফ্ল্যাগও আছে। মেঝেতে নীল কার্পেট, একটি নীল কাউচ এবং নীল চেয়ার—আসবাব বলতে এই।

ইউনিফর্ম পরা অফিসার জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'জুলি উইনথ্রপের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু তথ্য দরকার আমার।'

কপাল কোঁচকাল কর্মকর্তা, 'আপনাকে ব্রুস বাউলারের সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথা বলতে হবে। সে সী-ডগ রেসকিউ প্রধান। দোতলায় তাঁর অফিস আছে। তবে এ-মুহূর্তে সে অফিসে নেই।'

'তাকে কোথায় পাব জানেন?'

ঘড়ি দেখল অফিসার। 'হোয়ার্ফের হ্যাঙারে পাবেন। এখান থেকে দু-ব্লক দূরে, মেরিন ওয়েতে ওটা।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

হোয়ার্ফের হ্যাঙার একটি বৃহদায়তনের রেস্টুরেন্ট। দুপুরের ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড়ে পূর্ণ রেস্টুরেন্ট।

রেস্টুরেন্টের মালিক এক মহিলা। সে বলল, 'দুঃখিত, এ মুহূর্তে কোনো টেবিল খালি নেই। আপনাকে মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করতে হবে—'

'আমি মি. ব্রুস বাউলারকে খুঁজছি। আপনি কি—'

মাথা দোলাল মহিলা, 'ব্রুস? ওই তো ওই টেবিলে বসে আছে।'

তাকাল ডানা। চল্লিশোর্ধ্ব হাসিখুশি চেহারার একটি মানুষ একটি টেবিল দখল করে আছে। একা।

'ধন্যবাদ,' ডানা এগিয়ে গেল টেবিলে। 'মি. বাউলার?'

মুখ তুলল সে, 'জি।'

'আমি ডানা ইভান্স। আপনার সাহায্য দরকার আমার।'

হাসল সে, 'আপনি সৌভাগ্যবতী। একটাই রুম খালি আছে। আমি জুডিকে বলে দিচ্ছি।'

ডানা বিস্মিত, 'মাফ করবেন।'

'আপনি ঘর ভাড়া চাইছেন না?'

'না। আমি জুলি উইনথ্রপের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

'অ,' বিব্রত দেখাল লোকটিকে, 'দুঃখিত, প্লিজ, বসুন। জুডি এবং আমি শহরের বাইরে একটি ছোট সরাইখানা চালাই। ভেবেছি আপনি ঘর ভাড়া করতে চাইছেন। লাঞ্চ করেছেন?'

'না। আমি—'

'জয়েন মি।' মিষ্টি হাসল ব্রুস বাউলার।

'ধন্যবাদ,' বলল ডানা।

খাবারের অর্ডার দিল ডানা। ব্রুস বাউলার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জুলি উইনথ্রপ সম্পর্কে কী জানতে চান?'

'তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে। ওটা কি সত্যি অ্যাক্সিডেন্ট ছিল নাকি অন্য কিছু?'

ভুরু কোঁচকাল ব্রুস বাউলার, 'আপনি কি বলতে চাইছেন উনি আত্মহত্যা করেছেন?'

'না, আমি বলতে চাইছি... কেউ তাকে হত্যা করেনি তো?'

চোখ পিটপিট করল ব্রুস, 'জুলিকে কেউ হত্যা করেছে? না। ওটা অ্যাক্সিডেন্টই ছিল।'

'কী ঘটেছিল বলবেন কি?'

'অবশ্যই,' কীভাবে শুরু করবে ভেবে নিল ব্রুস, 'আমাদের এখানে তিন ধরনের ঢাল আছে। যারা স্কি মাত্র শিখছে তাদের জন্য মুসফেজ, ডলি ভারডেন এবং সোরডাফ...আরো কঠিন ঢাল হল স্লুইস বক্স, মাদার লোড এবং সানডান্স...আরো শক্ত ঢালের মধ্যে হয়েছে ইনসেন, স্লুস শুটে, থ্যাংটেন...তবে

সবচেয়ে বিপজ্জনক হল স্টিপ শ্যুট।'

'আর জুলি উইনথ্রপ স্কি করছিলেন...'

'স্টিপ শ্যুট-এ।'

'তার মানে তিনি দক্ষ স্কিয়ার ছিলেন?'

'অবশ্যই,' বলল ব্রুস বাউলার। একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'তবে একটা ব্যাপারে আমার মনে এখনো খটকা লেগে আছে।'

'কী সেটা?'

'আমাদের এখানে প্রতি বৃহস্পতিবার বেলা চারটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত নাইট-স্কি করা হয়। অনেকেই রাতের বেলা স্কি করতে পছন্দ করে। ওই রাতেও অনেকে স্কি করছিলেন। আমরা জুলিকে খুঁজছিলাম। তাঁর লাশ খুঁজে পাই স্টিপ শ্যুট-এর নিচে। একটা গাছের গায়ে বাড়ি খেয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে তাঁর।'

ডানা এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজল। যেন গাছে বাড়ি খেয়ে মৃত্যুর যন্ত্রণা কেমন ছিল উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। 'উনি—উনি কি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটার সময় একা ছিলেন?'

'হ্যাঁ। স্কিয়াররা সাধারণত যুগলবন্দি হয়ে স্কি করতে বেরোয়। তবে খুব ভালো স্কিয়াররা একা একা বেরোতে পছন্দ করেন। আমরা বাউন্ডারি করে দিয়েছি। এর বাইরে কেউ স্কি করতে গেলে নিজের ঝুঁকিতে কাজটা করেন। জুলি উইনথ্রপ বাউন্ডারির বাইরে স্কি করছিলেন। একটি বন্ধ ট্রেইলে। তাই তাঁর লাশ খুঁজে পেতে আমাদের সময় লেগেছিল।'

'মি. বাউলার, স্কিয়ার-এর নিখোঁজ সংবাদ পেলে আপনারা কী করেন?'

'মিসিং রিপোর্ট পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাস্টার্ড সার্চ শুরু করে দিই।'

'বাস্টার্ড সার্চ?'

'আমরা বন্ধুদেরকে ফোন করে খোঁজ নিই স্কিয়ার তাদের সঙ্গে আছে কিনা। বারটারগুলোতে ফোন করি। এটা হল চটজলদি সার্চ। অনেক স্কিয়ারকে পাওয়া যায় মাতাল হয়ে বসে আছে বার-এ।'

'আর যারা সত্যি সত্যি হারিয়ে যায়?'

'হারানো স্কিয়ারের শারীরিক বর্ণনা দিই, বলি স্কিতে তার দক্ষতা কতটুকু ছিল। জানতে চাই তাকে শেষ কোথায় দেখা গেছে। জিজ্ঞেস করি তার সঙ্গে ক্যামেরা ছিল কিনা।'

'কেন?'

'ক্যামেরা থাকলে সে কোথায় গেছে তার একটা আন্দাজ করতে পারি। শহরে ফেরার জন্য স্কিয়ার কী-ধরনের যানবাহন ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিল তাও চেক করে দেখি। তাকে আশপাশে না-পেলে বুঝতে পারি স্কিয়ার স্কি-এরিয়ার বাউন্ডারির বাইরে চলে গেছে। তখন আলাস্কা স্টেট ট্রিপারদের খবর দিই

সার্চ করার জন্য। তারা হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দেয়। প্রতি সার্চপার্টিতে চারজন করে লোক থাকে, তাদের সঙ্গে যোগ দেয় সিভিল এয়ার পেট্রল।'

'এ তো অনেক লোকজন নিয়ে এলাহি কাণ্ড।'

'তাতো বটেই। এখানে ছয়শো ত্রিশ একর জায়গা জুড়ে স্কি-এরিয়া। প্রতি বছরে কমপক্ষে চল্লিশটি সার্চ করতে হয়। বেশিরভাগ সময় নিখোঁজ স্কিয়ারদের খুঁজে পাওয়া যায়।' জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা, স্লেট পাথরের মতো আকাশ দেখল ব্রুস বাউলার। ফিরল ডানার দিকে। 'লিফট বন্ধ হবার পরে স্কি-পেট্রল প্রতিবার একবার টহল দেয়।'

ডানা বলল, 'জুলি উইনথ্রপ নাকি ইগলক্রেস্টের চুড়োয় স্কি করেছিলেন?'

মাথা ঝাঁকাল ব্রুস বাউলার। 'জি। তবে ওখানকার কোনো গ্যারান্টি নেই। যখন-তখন মেঘে ঢেকে যায় চুড়ো। আপনি দিক হারিয়ে ফেলতে পারেন। অথবা পা ফস্কেও পড়ে যেতে পারেন। বেচারি মিস উইনথ্রপের ভাগ্যটাই ছিল খারাপ।'

'আপনারা তাঁর লাশ খুঁজে পেলেন কীভাবে?'

'মে ডে খুঁজে পেয়েছিল লাশ।'

'মে ডে?'

'আমাদের ডগ-স্কোয়াডের দলনেতা কুকুর। স্কি পেট্রল ল্যাব্রাডর এবং শেফার্ড জাতের কুকুর নিয়ে কাজ করে। কুকুরগুলো দারুণ কাজের। বাতাসে গন্ধ শুঁকে বের করে ফেলতে পারে হারানো স্কিয়ারদের। আমরা দুর্ঘটনা এলাকায় একটি বোম্বারডিয়ার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এবং যখন—'

'বোম্বারডিয়ার?'

'আমাদের স্নো মেসিন। আমরা জুলি উইনথ্রপের লাশ নিয়ে আসি স্ট্রোকস লিটারে করে। অ্যাম্বুলেন্স ক্রুরা EKG মনিটরে তার লাশ চেক করেছে। ছবি তুলেছে। তারপর মর্টিশিয়ানকে খবর দিয়েছে। ওরা লাশ নিয়ে যায় কোর্টলেট রিজিওনাল হাসপাতালে।'

'তাহলে কেউ জানে না কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হল?'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্রুস বাউলার। 'শুধু দেখেছি গাছের নিচে তার লাশ পড়ে আছে। দৃশ্যটা মোটেই প্রীতিকর ছিল না।'

ব্রুস বাউলারকে জিজ্ঞেস করল ডানা, 'আমাকে একবার ইগলক্রেস্টের চুড়োয় নিয়ে যাওয়া যাবে?'

'কেন নয়? লাঞ্চ শেষ করুন। আমি নিজে আপনাকে নিয়ে যাব।'

গাড়ি নিয়ে ওরা চলে এল পাহাড়ের কোলে একটি দোতলা কুটিরে।

ব্রুস বাউলার ডানাকে বলল, 'এখান থেকে আমরা সার্চ-অ্যান্ড-রেসকিউ প্ল্যান করি। এখানে স্কি-রেন্টাল ইকুইপমেন্ট আছে। স্কি ইন্সট্রাক্টরও আছেন। যার

প্রয়োজন হয় ইন্সট্রাক্টরের সাহায্য নেয়। আমরা চেয়ার-লিফটে পাহাড়চুড়োয় উঠব।'

চেয়ার-লিফটে চড়ে বসল দুজনে। লিফট চলল ইগলক্রেস্টের চুড়ো অভিমুখে। ডানা কেঁপে উঠল শীতে।

'আপনাকে আগেই সাবধান করে দেয়া উচিত ছিল। এরকম আবহাওয়ায় পোপিলেনের পোশাক পরা দরকার। পোশাকের নিচে লম্বা আন্ডারওয়্যার পরতে হবে আপনাকে।'

ডানা শীতে হিহি করতে করতে বলল, 'আ-আমার মনে থাকবে।'

'এ চেয়ার লিফটে চড়ে পাহাড়চুড়োয় উঠতেন জুলি উইনথ্রপ। তার সঙ্গে ব্যাকআপও ছিল।'

'ব্যাকআপ?'

'হ্যাঁ। ব্যাকআপে থাকে অ্যাভালান্স বেলচা, বীকন, পঞ্চাশ গজ মতো ট্রান্সমিট করতে পারে এবং একটি প্রোব পোল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'অবশ্য গাছের গায়ে আছড়ে পড়লে এসব কিছুই কাজে লাগবে না আপনার।'

চুড়োর কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। পৌঁছে গেল প্লাটফর্মে। নিঃশব্দে নেমে পড়ল চেয়ার থেকে। এক লোক স্বাগত জানাল ওদেরকে।

'এখানে যে, ব্রুস? কেউ নিখোঁজ হয়েছে?'

'না, আমার এক বন্ধুকে নিসর্গ দেখাতে নিয়ে এসেছি। ইনি মিস ইভান্স।'

হ্যালো বিনিময় করল দুজনে। ডানা চোখ বুলাল চারপাশে। একটা কুটির আছে, ভারী মেঘের আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়েছে। *স্কি করার আগে জুলি উইনথ্রপ কি ওই কুটিরে গিয়েছিল? কেউ কি তাকে অনুসরণ করছিল! এমন কেউ যে ওকে খুন করার প্ল্যান করছিল?*

ডানার দিকে ফিরল ব্রুস বাউলার। 'পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া এটা—টারমিগান। এরপর থেকে শুরু হয়েছে ঢাল।'

ডানা চারপাশে নজর বুলাল। নিচে, যতদূর চোখ যায় নিষ্কম্প ঢাল। শিউরে উঠল ও।

'আপনার নিশ্চয় শীত করছে, মিস ইভান্স। চলুন, নিচে যাই।'

'তাই ভালো।'



ডানা ওর হোটেলের ঘরে মাত্র ঢুকেছে, দরজায় নক হল। দরজা খুলল ও। লম্বা চওড়া, শুকনো চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন।

'মিস ইভান্স?'

'হ্যাঁ।'

'হাই, আমি নিকোলাস ভার্দুন। জুনাউ এম্পায়ার নিউজপেপার থেকে

এসেছি।'

'বলুন?'

'শুনলাম আপনি জুলি উইনথ্রপের মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করছেন। আমরা এর ওপর একটা গল্প লিখতে চাই।'

সতর্ক হয়ে গেল ডানা। 'আপনি ভুল শুনেছেন। আমি কোনো তদন্ত করতে আসিনি।'

সন্দেহ নিয়ে ওকে দেখল লোকটা, 'কিন্তু শুনলাম যে—'

'আমরা সারাবিশ্বের স্কিয়িং-এর ওপর রিপোর্ট করছি। এখানে স্রেফ একটা স্টপ ওভার ছিল।'

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা, 'ও আচ্ছা। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

চলে গেল লোকটা। *লোকটা কী করে জানল আমি এখানে কী করতে এসেছি?* ডানা জুনাউ এম্পায়ারে ফোন করল।

'হ্যালো, আপনাদের একজন সাংবাদিক, নিকোলাস ভার্দুনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই...' কয়েক সেকেন্ড শুনল ও, 'এ নামে আপনাদের কোনো রিপোর্টার নেই বলছেন? আচ্ছা ধন্যবাদ।'

জিনিসপত্র গোছাতে দশ মিনিট সময় নিল ডানা। *এখান থেকে ভাগতে হবে আমাকে। অন্য কোথাও গিয়ে উঠব।* হঠাৎ ব্রুস বাউলারের কথা মনে পড়ে গেল। কজি লগ নামে তার না একটা সরাইখানা আছে শহরের বাইরে? রুমও খালি আছে বলেছিল। নিচে নেমে এল ডানা। ঘর ভাড়া চুকিয়ে দিল। কোজি লগ-এর রাস্তা বাতলে দিল ক্লার্ক, ছোট একটি ম্যাপও দিল।

সরকারি ভবনের বেযমেন্টে কম্পিউটারের সামনে বসা লোকটি ডিজিটাল ম্যাপের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'সাবজেক্ট শহর ছেড়ে পশ্চিমে যাচ্ছে।'

কোজি লগ বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট ইন একতলা পরিচ্ছন্ন একটি লগ হাউজ বা কাঠের বাড়ি। জুনাউ থেকে আধঘণ্টার রাস্তা। প্রথমদর্শনেই সরাইখানাটি পছন্দ হয়ে গেল ডানার। ফ্রন্ট ডোরবেল বাজাল ডানা। ত্রিশোর্ধ্ব স্বতঃস্ফূর্ত, আকর্ষণীয়া এক মহিলা খুলল দরজা।

'হ্যালো, ক্যান আই হেল্প ইউ?'

'জি। আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। বললেন আপনাদের এখানে নাকি একটি ঘর খালি আছে।'

'জি। আমি জুডি বাউলার।'

'ডানা ইভান্স।'

'ভেতরে আসুন।'

ভেতরে পা রাখল ডানা। তাকাল চারপাশে। সরাইখানাটিতে বড় এবং আরামদায়ক একটি লিভিংরুম আছে, পাথরের ফায়ারপ্লেসসহ। রয়েছে একটি ডাইনিংরুম। ওখানে বোর্ডাররা খাচ্ছে। দুটি বেডরুম, বাথরুমসহ।

'আমি নিজেই রান্না করি,' বলল জুডি বাউলার, 'আর রাঁধুনি হিসেবে আমার খ্যাতিও আছে।'

উষ্ণ হাসি উপহার দিল ডানা, 'আমি আপনার হাতের রান্না খাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি।'

জুডি বাউলার ডানাকে তার ঘর দেখিয়ে দিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নিজের বাড়ির মতো। ডানা সুটকেস খুলতে লাগল।

এখানে এক দম্পতি ভাড়াটে আছে। তাদের সঙ্গে সৌজন্যের খাতিরে টুকটাক কথা বলল। তারা কেউই চিনতে পারল না ডানাকে।

লাঞ্চ খেয়ে গাড়ি নিয়ে শহরে ফিরল ডানা। স্কি হাউজ-এর বার-এ ঢুকল। একটি ড্রিংকের অর্ডার দিল। 'চমৎকার আবহাওয়া,' সোনালি চুলের বারটেন্ডারকে বলল ডানা।

'ইয়াহ্, স্কি করার উপযোগী আবহাওয়া।'

'আপনি স্কি করেন?'

হাসল তরুণ। 'সময় পেলেই বেরিয়ে পড়ি।'

'আমার জন্য স্কি খুব বিপজ্জনক,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডানা। 'আমার এক বান্ধবী কয়েক মাস আগে এখানে স্কি করতে এসে খুন হয়ে গেছে।'

একটা গ্লাস মুছছিল বারটেন্ডার, নামিয়ে রাখল টেবিলে। 'খুন হয়েছে?'

'হুঁ। জুলি উইনথ্রপ।'

মুখে মেঘল ঘনাল তরুণের। 'উনি মাঝে মাঝে আসতেন এখানে। চমৎকার মহিলা।'

সামনে ঝুঁকল ডানা, 'শুনলাম ওটা নাকি অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না।'

বিস্ফারিত হয়ে গেল বারটেন্ডারের চোখ, 'মানে?'

'শুনেছি ওকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন?' অবিশ্বাসের সুর তরুণের কণ্ঠে, 'উঁহুঁ, ওটা অ্যাক্সিডেন্টই ছিল।'

কুড়ি মিনিট পরে। প্রসপেক্টর হোটেলের বারটেন্ডারের সঙ্গে কথা বলছে ডানা।

'চমৎকার আবাহওয়া।'

'স্কি করার জন্য চমৎকার,' সায় দিল বারটেন্ডার।

মাথা নাড়ল ডানা, 'আমার জন্য বিপজ্জনক। আমার এক বান্ধবী এখানে স্কি করতে এসে খুন হয়ে গেছে। আপনি হয়তো তার নাম শুনে থাকবেন। জুলি উইনথ্রপ।'

'ওহ্, চিনতাম তো ওঁকে। খুব সরল এবং ভালো মানুষ ছিলেন।'

সামনে ঝুঁকল ডানা। 'শুনলাম সে নাকি দুর্ঘটনায় মারা যায়নি?'

বারটেন্ডারের চেহারা বদলে গেল। গলা নামাল সে, 'আমি জানি উনি দুর্ঘটনায় মারা যাননি।'

ডানার কলজে ধড়াশ ধড়াশ লাফাতে লাগল, 'আপনি ঠিক জানেন?'

'অবশ্যই,' বারটেন্ডারও ঝুঁকে এল, 'ওই হারামজাদা মার্শিয়ানগুলো...

ডানা টারমিগান মাউন্টেন-এর চুড়োয় স্কি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শীতল বাতাস হিংস্র কামড় বসাচ্ছে গায়ে। নিচের উপত্যকায় তাকাল ও। ফিরে যাবে কি যাবে না ভাবছে। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ ওকে ধাক্কা মারল। ঢাল বেয়ে ডিগবাজি খেতে খতে পড়তে লাগল ডানা, শরীরটা সোজা যাচ্ছে একটা বড় গাছের দিকে। গাছের গায়ে ধাক্কা লাগার ঠিক আগমুহূর্তে জেগে গেল ও আর্তচিৎকার দিয়ে।

বিছানায় উঠে বসল ডানা। কাঁপছে। একটু আগে দেখা স্বপ্নের মতোই কি জুলি উইনথ্রপের ভাগ্যে ঘটেছিল? কেউ তাকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর কোলে?

অধৈর্য হয়ে উঠেছেন এলিয়ট ক্রমওয়েল।

'ম্যাট, জেফ কনরস ফিরবে কবে? ওকে আমাদের দরকার।'

'শীঘ্রি। ও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।'

'আর ডানা?'

'ও আলাস্কায় আছে, এলিয়ট। কেন?'

'ও যেন তাড়াতাড়ি ফেরে। ওকে ছাড়া আমাদের সান্ধ্যকালীন খবরের রেটিং দ্রুত নেমে যাচ্ছে নিচে।'

ম্যাট বেকার তার মালিকের দিকে তাকিয়ে ভাবল এলিয়ট ক্রমওয়েলের উদ্বেগের সত্যি সত্যি কারণ কি এটা!

পরদিন সকালে ডানা এয়ারপোর্টে চলে এল।

ফ্লাইটের অপেক্ষায় বসে আছে ডানা, লক্ষ করল এক লোক বারবার তাকাচ্ছে ওর দিকে। পরনে গাঢ় ধূসর সুট। কার সঙ্গে যেন মিল আছে চেহারায়। চকিতে মনে পড়ে গেল ডানার। এরকম একজনকে সে অ্যাসপেন বিমানবন্দরে দেখেছে। তারও পরনে ধূসর সুট ছিল। দুজনেই ষণ্ডা চেহারার। এ লোকটা কটমট করে তাকাচ্ছে ডানার দিকে। ডানার শরীর শিরশির করে উঠল।

ডানা প্লেনে চড়েছে, ধূসর সুট সেলফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলল। তারপর ত্যাগ করল বিমানবন্দর।

## পনেরো

ডানা বাড়ি ফিরে দেখল ছোট্ট তবে ভারি সুন্দর একটি ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে ঘর সাজিয়েছে মিসেস ডালি।

'কামাল এসব কিছু করেছে,' গর্বের সুরে ঘোষণা করল মিসেস ডালি।

পাশের বাড়ির ভাড়াটে টিভি পর্দায় দেখছে সব।

ডানা মহিলার গালে চুম্বন করল। 'আই লাভ ইউ, মিসেস ডালি।'

লজ্জায় রাঙা হল মহিলা।

ডানা জিজ্ঞেস করল, 'কামাল কোথায়?'

'ওর ঘরে। আপনার জন্য দুটি ম্যাসেজ আছে, মিস ইভান্স। মিসেস হাডসন আপনাকে ফোন করেছিলেন। নাম্বারটা আপনার ড্রেসারে রেখে দিয়েছি। আর আপনার মা ফোন করেছিলেন।'

'ধন্যবাদ।'

ডানা স্টাডিতে ঢুকল, কামাল কম্পিউটারের সামনে।

তাকাল সে, 'আরে, তুমি চলে এসেছ!'

'হ্যাঁ, ফিরে এসেছি।'

'তোমার কথা যে কী মনে পড়ছিল! ভাবছিলাম ক্রিসমাসটা না মিস করে ফ্যালো।'

ওকে জড়িয়ে ধরল ডানা, 'সারা দুনিয়া একদিকে, ক্রিসমাস আরেকদিকে। কেমন কাটল তোমার দিন?'

'র‍্যাড।'

র‍্যাড মানে ভালো। 'মিসেস ডালিকে পছন্দ হয়েছে?'

মাথা দোলাল কামাল, 'হুঁ। শি ইজ কুল।'

হাসল ডানা। 'জানি। আমাকে কয়েকটা ফোন করতে হবে। আসছি।'

আগে মাকে ফোন করল ডানা। ওয়েস্টপোর্ট থেকে ফেরার পরে আর যোগাযোগ করা হয়নি। *মা ওরকম একটা লোককে বিয়ে করল কীভাবে?* রিং হল অনেকক্ষণ। তারপর ভেসে এল মা'র রেকর্ড-করা কণ্ঠ।

'আমরা এখন বাসায় নেই। আপনি ম্যাসেজ রেখে দিন, পরে আপনাকে

ফোন করব। টোনের জন্য অপেক্ষা করুন।'

অপেক্ষা করল ডানা। 'মেরি ক্রিসমাস, মা,' ফোন রেখে দিল ও।

এরপরে পামেলা।

'ডানা, তুমি ফিরেছ?' উত্তেজিত গলা পামেলার। তিনি ওকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন, হয়তো উত্তেজনার চোটেই। কিংবা স্নেহের আধিক্যেও হতে পারে। 'খবরে শুনলাম জেফও শহরের বাইরে। কাল আমি আর রজার ক্রিসমাস ডিনার পার্টি দিচ্ছি। তুমি কামালকে নিয়ে চলে এসো। বোলো না যে কাজ আছে।'

'না,' বলল ডানা, 'কাজ নেই। আমরা আসছি। ধন্যবাদ, পামেলা।'

'চমৎকার। পাঁচটার মধ্যে চলে এসো।' বিরতি দিলেন তিনি, 'কাজ কদ্দূর এগোল?'

'জানি না,' সত্যিকথাই বলল ডানা। 'কোথায় যে চলেছি নিজেও জানি না।'

'কয়েকদিনের জন্য সবকিছু ভুলে বিশ্রাম নাও। কাল তোমাদের দুজনকেই কিন্তু দেখতে চাই।'

হাডসনদের বাড়িতে হাজির হয়ে গেল ডানা এবং কামাল। দোরগোড়ায় ওদেরকে স্বাগত জানাল সিজার। ডানাকে দেখে খুশিতে উদ্ভাসিত হল তার চেহারা।

'আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম, মিস ইভান্স।' কামালের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, 'এবং মাস্টার কামাল।'

'হাই, সিজার,' বলল কামাল।

ডানা সিজারের হাতে ঝকমকে কাগজে মোড়ানো একটি প্যাকেট দিল।

'মেরি ক্রিসমাস, সিজার।'

'আমি যে কী বলব—' কথা জড়িয়ে গেল সিজারের, 'আমি—আপনার মনে অনেক দয়া, মিস ইভান্স।'

ভদ্র দানবটি উপহার পেয়ে রীতিমতো অপ্রস্তুত। তার লাজুক চেহারাটা উপভোগই করল ডানা। আরো দুটো প্যাকেট দিল সিজারকে।

'এগুলো মি. এবং মিসেস হাডসনের জন্য।'

'জি, মিস ইভান্স। আমি এগুলো ক্রিসমাস ট্রির নিচে রেখে দিচ্ছি। মি. এবং মিসেস হাডসন ড্রইংরুমে আছেন।' সিজার ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

পামেলা বললেন, 'তোমরা এসে পড়েছ! তোমরা এসেছ বলে আমরা খুব খুশি।'

'আমরাও,' বলল ডানা।

পামেলা কামালের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডানা, কামাল—বাহ্, চমৎকার লাগছে তো!'

হাসল ডানা, 'তাই, না? সবটাই আমার বসের কৃতিত্ব। নতুন হাত লাগানোর পরে কামালের জীবনস্টাইলটাই বদলে গেছে।'

রজার মাথা দোলালেন, 'অভিনন্দন, কামাল।'

'ধন্যবাদ, মি. হাডসন।'

রজার হাডসন ডানাকে বললেন, 'অন্যান্য অতিথিরা আসার আগেই তোমার সঙ্গে একটা কাজের কথা সেরে ফেলি। মনে আছে বলেছিলাম, টেলর উইনথ্রপ তাঁর বন্ধুদেরকে বলেছিলেন তিনি পাবলিক লাইফ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন এবং তারপর রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত করা হয়।'

'জি। প্রেসিডেন্ট বোধহয় তাঁকে চাপ দিয়ে—'

'আমিও তাই ভেবেছি। তবে সত্য হল এটাই—উইনথ্রপই বরং প্রেসিডেন্টকে চাপ দেন তাঁকে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত করার জন্য। প্রশ্ন হল, কেন?'

অন্যান্য অতিথিরা হাজির হতে লাগলেন। মোট বারোজন। ডিনার টি চমৎকার জমল।

ডেসার্ট শেষে সবাই ড্রইংরুমে গেলেন। ফায়ারপ্লেসের সামনে বিশাল একটি ক্রিসমাস ট্রি। সবার জন্যই উপহার আছে। তবে সবচেয়ে বেশি উপহার পেল কামাল : কম্পিউটার গেম, রোলার-ব্লেড, সোয়েটার, গ্লাভস এবং ভিডিও টেপ।

সময় কেটে যেতে লাগল দ্রুত। আন্তরিক এ পরিবেশ ডানার গত কয়েকদিনের ক্লান্তি যেন দূর করে দিল। *ইস্, যদি জেফ এখন থাকত এখানে।*

ডানা ইভান্স অ্যাংকর-ডেস্কে বসে আছে, একটু পরেই শুরু হবে এগারোটার খবর। তার পাশে রিচার্ড মেলটন, জেফের চেয়ারে মাউরি ফালস্টিন।

রিচার্ড মেলটন ডানাকে বলল, 'তোমাকে খুব মিস করছিলাম।'

হাসল ডানা, 'ধন্যবাদ, রিচার্ড। আমিও তোমাদেরকে মিস করছিলাম।'

'অনেকদিন বাইরে থেকে এলে, সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'শুনলাম তুমি নাকি বড়সড় একটা গল্পের পেছনে ছুটছ? কী ব্যাপার বলা যাবে?'

'বলার মতো কোনো ব্যাপার না, রিচার্ড।'

'তুমি বাইরে গিয়েছ বলে ক্রমওয়েল গজগজ করছিলেন। সে তো লোকের চাকরি খেতে ওস্তাদ।' বকবক করেই চলেছে রিচার্ড।' আমি চাই না তোমার চাকরি চলে যাক। নতুন অ্যাংকর নিয়ে কাজ করতে পারব না আমি।'

'পাঁচ-চার-তিন-দুই...' আনাসতাসিয়া ম্যান ডানার দিকে আঙুল তুলল। ক্যামেরায় জ্বলে উঠল লাল আলো।

ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল, 'WTN-এর রাত এগারোটার খবরে আছেন ডানা ইভান্স এবং রিচার্ড মেলটন।'

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসি উপহার দিল ডানা। 'গুড ইভনিং। আমি ডানা ইভান্স।'

'এবং আমি রিচার্ড মেলটন।'

শুরু হয়ে গেল খবর।

খবর শেষ হলে রিচার্ড মেলটন তাকাল ডানার দিকে।

'পরে দেখা হচ্ছে?'

'আজ রাতে আর নয়, রিচার্ড। আমার কাজ আছে।'

চেয়ার ছাড়ল রিচার্ড। 'ঠিক আছে।' ডানার মনে হল রিচার্ড জেফের কথা জানতে চাইছে। কিন্তু বদলে বলল, 'কাল দেখা হবে।' সিধে হল ডানা, 'গুডনাইট, এভরিবডি।'

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে নিজের অফিসে ঢুকল ডানা। কম্পিউটার নিয়ে বসল। ঢুকল ইন্টারনেটে। টেলর উইনথ্রপকে নিয়ে অসংখ্য লেখার রাজ্যে সাঁতার শুরু করল আবার। একটি ওয়েবসাইটে মার্সেল ফ্যালকন নামে এক সরকারি কর্মকর্তা ওর নজর কাড়ল। ভদ্রলোক NATO'র রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আর্টিকেলে লিখেছে, মার্সেল ফ্যালকন একটি বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আলোচনার মাঝপথে ফ্যালকন তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে অবসরে চলে যান। *সরকারি নেগোসিয়েশনের মাঝপথে? কী ঘটেছিল?*

অন্য ওয়েবসাইটে চেষ্টা করল ডানা, কিন্তু মার্সেল ফ্যালকনের ওপরে আর কোনো তথ্য পেল না। *অদ্ভুত তো!* বিষয়টি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল ডানা।

কাজ শেষ হতে হতে রাত দুটো বেজে গেল। এখন ইউরোপে ফোন করা যাবে না। বাসায় ফিরল ডানা। মিসেস ডালি ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।

'দুঃখিত, দেরি হয়ে গেল,' বলল ডানা, 'আমি—'

'সমস্যা নেই। আপনার খবর দেখলাম। বরাবরের মতোই ভালো লেগেছে, মিস ইভান্স।'

'ধন্যবাদ, কামাল কী করছে?'

'দুষ্টু শয়তানটা ঘুমাচ্ছে।'

হাসল ডানা। 'ভালো। ধন্যবাদ, মিসেস ডালি। আপনি যদি কাল একটু দেরিতে আসতে চান।'

'না, না। আমি সকাল সকালই চলে আসব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে কামালকে নিয়ে স্কুলে যাবেন।'

নিজের বাসায় চলে গেল মিসেস ডালি। মহিলাটি একটি রত্ন, কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবল ডানা। ওর সেলফোন বেজে উঠল, 'হ্যালো।'

'মেরি ক্রিসমাস, ডিয়ারেস্ট।' জেফের কণ্ঠ সুখের জোয়ার বইয়ে দিল ডানার শরীরে। 'ফোন দিতে দেরি করে ফেললাম?'

'আরে না। র‍্যাচেলের কী খবর বলো।'

'ও বাড়ি ফিরেছে। এখানে একজন নার্স আছে। কিন্তু র‍্যাচেল নার্স রাখতে চাইছে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রশ্নটি করল ডানা, 'তবে?'

'টেস্ট রেজাল্ট বলছে ছড়িয়ে পড়েছে ক্যান্সার। র‍্যাচেল আমাকে এখুনি ছাড়তে চাইছে না।'

'আচ্ছা। স্বার্থপরের মতো হয়তো শোনাবে কথাটা, তবু বলি ওকে দেখাশোনার জন্য অন্য কেউ—'

'ওর আর কেউ নেই, ডার্লিং। ও বড্ড একা। আতঙ্কে ভুগছে। জানি না আমি চলে গেলে বেচারির কী হবে। এদিকে ডাক্তার দ্রুত কেমোথেরাপি দিতে বলেছেন।'

'কদ্দিন লাগবে?'

'চার মাস ধরে চলবে।'

*চার মাস!*

'ম্যাট আমাকে ছুটি নিতে বলেছে। আমার খুব খারাপ লাগছে, হানি।'

মানে কী এ-কথার? চাকরিটার জন্য খারাপ লাগছে ওর? র‍্যাচেলের জন্য! *নাকি আমাদের এই বিচ্ছেদের জন্য?* আমি এত স্বার্থপরের মতো চিন্তা করছি কেন? নিজেকে প্রশ্ন করল ডানা। *মহিলা হয়তো মারা যাচ্ছে।*

'আমারও খারাপ লাগছে,' বলল ডানা, 'আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জেফ ফোন নামিয়ে দেখল র‍্যাচেল এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। পরনে নাইটগাউন এবং রোব। ওকে ভারি সুন্দর লাগছে, যেন আলোর মতো স্বচ্ছ।

'ডানার সঙ্গে কথা বললে?'

'হ্যাঁ', বলল জেফ।

ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল র‍্যাচেল। 'বেচারির জন্য মায়া হয় আমার। জানি আমার কারণে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে অনেকদিন ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছ। কিন্তু—কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি চলতে পারব না, জেফ। তোমাকে আমার দরকার, জেফ। তোমাকে আমি এক্ষুনি চাই।'

ডানা পরদিন একটু তাড়াতাড়িই চলে এল অফিসে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইন্টারনেট নিয়ে। দুটি বিষয় নজর কাড়ল ওর। আলাদাভাবে ও দুটোর কোনো মূল্য নেই, কিন্তু একত্রিত করার পরে ওটা সৃষ্টি করল একটি রহস্য।

প্রথম আইটেমে লেখা ইতালীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ভিনসেন্ট মানসিনো আকস্মিকভাবে মার্কিন প্রতিনিধি টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি চলাকালীন রিজাইন দেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তাঁর সহকারী ইভো ভেল।'

দ্বিতীয় আইটেম বলছে : ব্রাসেলসে নাটোর বিশেষ উপদেষ্টা টেলর উইনথ্রপ চাকরি ছেড়ে ওয়াশিংটনে নিজের বাড়িতে ফিরে গেছেন।

মার্সেল ফ্যালকন অবসর নিয়েছিলেন, ভিনসেন্ট মানসিনোও তাই। টেলর উইনথ্রপ হঠাৎ করেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। পরস্পরের সঙ্গে কি কোনো সম্পর্ক ছিল?

নাকি বিষয়টি কাকতালীয়?

আশ্চর্য তো!

ডানা ডোমিনিক রোমানোকে ফোন করল। সে রোমে ইটালিয়া ওয়ান নেটওয়ার্কে কাজ করে।

'ডানা! এতদিন পরে যে! কী খবর তোমার?'

'আমি রোমে আসছি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'আচ্ছা! কী ব্যাপার বলো তো?'

ইতস্তত করল ডানা, 'তোমার সঙ্গে দেখা হলে বলি?'

'কবে আসছ?'

'শনিবার।'

'তোমার জন্য পাস্তা রেডি করে রাখব।'

ডানা এরপর জাঁ সমভিলকে ফোন করল। সে ব্রাসেলসে ন্যাটোর প্রেস হেডকোয়ার্টার্সে কাজ করে।

'জাঁ? আমি ডানা ইভান্স।'

'ডানা! সেই সারায়েভোর পরে তোমার আর দেখাই নেই। সে একটা সময় গেছে আমাদের। তুমি আবার ওখানে যাচ্ছ নাকি?'

মুখ বাঁকাল ডানা, 'না।'

'তোমার জন্য কী করতে পারি, চেরি?'

'আমি কয়েকদিনের মধ্যে ব্রাসেলস আসছি। তুমি থাকবে?'

'তোমার জন্য? নিশ্চয়। বিশেষ কোনো ব্যাপার নাকি?'

'নাহ্,' দ্রুত বলল ডানা।

'আচ্ছা। স্রেফ শহর ঘুরতে, অ্যাঁ?' ডানার কথা যে জাঁ বিশ্বাস করেনি গলার স্বর শুনেই বোঝা গেল।

'অনেকটা সেরকমই।' বলল ডানা।

হেসে উঠল জাঁ। 'আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। অ ভোয়া (বিদায়)।

'অ ভোয়া।'

'ম্যাট বেকার আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

'ওঁকে বলো আমি এক্ষুনি আসছি, অলিভিয়া।'

আরো দুটো ফোন সেরে ডানা ম্যাটের অফিসে ঢুকল। কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথায় চলে এল ম্যাট।

'গতরাতে একটা গল্প শুনেছি। আমরা যা খুঁজছি তাতে ক্লু হিসেবে এটা কাজে লাগতে পারে।'

হার্টবিট বেড়ে গেল ডানার। 'কীরকম?'

'এক লোক—' ডেস্ক থেকে একখণ্ড কাগজ বের করল ম্যাট—'নাম ডিয়েটর জান্ডা, ডুসেলডর্ফের বাসিন্দা। টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে এ লোকের ব্যবসা ছিল।'

কান খাড়া করে শুনছে ডানা।

'পুরো গল্পটা আমি জানি না তবে, যেটুকু শুনেছি তাতে মনে হয়েছে দুজনের মধ্যে কোনো কারণে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। জান্ডার উইনথ্রপকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। তুমি বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারো।'

'অবশ্যই দেখব, ম্যাট।'

আরো কিছুক্ষণ কথা বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ডানা। ভাবছে কী করা যায়। জ্যাক স্টোন এবং FRA-এর কথা মনে পড়ল। হয়তো জ্যাকের কাছে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য থাকতে পারে। ডানা জ্যাক স্টোনের সেলফোনে ফোন করল।

'জ্যাক স্টোন,' সাড়া দিল মেজর।

'আমি ডানা ইভান্স।'

'হ্যালো, মিস ইভান্স। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি ডুসেলডর্ফের বাসিন্দা জনৈক জান্ডারকে খুঁজছি।'

'ডিয়েটর জান্ডার?'

'জি, জি। আপনি চেনেন তাকে?'

'আমরা ওর পরিচয় জানি।'

ডানা লক্ষ করল জ্যাক 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছে। 'ওর সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয়া যাবে?'

'এর সঙ্গে কি টেলর উইনথ্রপ জড়িত?'

'হ্যাঁ।'

'টেলর উইনথ্রপ এবং ডিয়েটর জান্ডার একসঙ্গে ব্যবসা করতেন। স্টক ম্যানিপুলেট করার অভিযোগে জান্ডারকে জেলে পাঠানো হয়। সে জেলে থাকাকালীন তার ঘরবাড়ি আগুন লেগে পুড়ে যায়। মারা যায় তার স্ত্রী এবং তিন সন্তান। এ ঘটনার জন্য টেলর উইনথ্রপকে দায়ী করে জান্ডার।'

*এবং টেলর উইনথ্রপ ও তার স্ত্রী মারা গেছেন অগ্নিদগ্ধ হয়ে।* ডানা জিজ্ঞেস করল, 'জান্ডার কি এখনো জেলে?'

'না। শুনেছি গতবছর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে সে। আর কিছু?'

'না। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

'বিষয়টি যেন শুধু আমাদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।'

'তা আমি জানি।'

ডানা সিদ্ধান্ত নিল ডুসেলডর্ফ যাবে।

অলিভিয়া বলল, 'মিসেস হাডসন তিন নম্বর লাইনে আছেন।'

ফোন তুলল ডানা, 'হ্যালো।'

'হ্যালো, ডানা। হঠাৎ করেই বিরক্ত করছি তোমাকে। আমাদের এক বন্ধু এসেছে। তার সম্মানে আগামী বুধবার ছোটখাটো একটি পার্টির আয়োজন করছি। জানি জেফ এখন শহরে নেই। তবে তোমরা আসলে খুব খুশি হব। তুমি ফ্রি আছ তো?'

'দুঃখিত, আমি আসতে পারব না। আজ রাতেই ডুসেলডর্ফ যাচ্ছি।'

'ওহ্, আয়্যাম সরি।'

'আর, পামেলা—'

'বলো?'

'জেফ আরো কটা দিন বাইরে থাকবে।'

নীরবতা। 'আশা করি সব ঠিক আছে।'

'হ্যাঁ।' *সব ঠিক থাকতেই হবে।*

# ষোলো

ডালেস এয়ারপোর্ট। সাঁঝবেলা। ডানা লুফতহানসার বিমানে চেপে ডুসেলডর্ফ চলেছে। সে স্তেফান মুয়েলারকে ফোন করেছে। মুয়েলার কাবেল নেটওয়ার্কে কাজ করে। জানিয়েছে আসছে ও।

ডানা তার পাশের আসনের যাত্রীর দিকে তাকাল। লোকটার বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ, হালকা-পাতলা গড়ন, একচোখে পট্টি বাঁধা, ঠোঁটভর্তি গোঁফ।

'গুড ইভনিং,' বলল ডানা।

'অ, আপনি আমেরিকান?'

'জি।'

'অনেক আমেরিকানই ডুসেলডর্ফে ঘুরতে যায়। সুন্দর শহর।'

'আমিও তেমনটিই শুনেছি।'

'এবারই প্রথম যাচ্ছেন?'

'জি।'

'খুবই ভালো লাগবে আপনার। রাইন নদী দুভাগে ভাগ করে রেখেছে শহরটি। পুরানো অংশটি নদীর ডান তীরে—'

*স্তেফান মুয়েলার আমাকে ডিয়েটর জানডারের ব্যাপরে আরো তথ্য দিতে পারবে।*

'—এবং আধুনিক অংশটি বাম তীরে। দুটি অংশকে একত্রিত করে রেখেছে পাঁচটি সেতু।' হারম্যান ফ্রেডরিক ডানার দিকে একটু এল। 'আপনি কি একা?—'

'কী? না, আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

হারম্যান ফ্রেডরিকের মুখ থেকে মুছে গেল হাসি।

ডুসেলডর্ফ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের বাইরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি। ডানা একটি ট্যাক্সি নিয়ে চলল শহরের প্রাণকেন্দ্রে, ব্রিডেনবাখার হফ হোটেলের উদ্দেশে। হোটেলটি প্রাচীন। লবিটি বেশ অলংকৃত।

হোটেল ক্লার্ক বলল, 'আপনাকে আমরা আশা করছিলাম, মিস ইভান্স। ডুসেলডর্ফে স্বাগতম।'

'ধন্যবাদ,' হোটেল রেজিস্টারে সই করল ডানা।

ক্লার্ক ফোন তুলে জার্মান ভাষায় কী যেন বলল। তারপর ফোন রেখে ঘুরল ডানার দিকে। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ফ্রাউলিন। আপনার ঘর এখনো পুরোপুরি গোছানো শেষ হয়নি। আপনি আমাদের অতিথি হিসেবে কিছু খান। মেইডের ঘর গোছানো শেষ হলেই আপনাকে আপনার রুমে নিয়ে যাব।'

মাথা দোলাল ডানা, 'আচ্ছা।'

'আমার সঙ্গে ডাইনিং সেলুনে চলুন।'

ওপরতলায় ডানার ঘরে, দুই ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট একটি দেয়ালঘড়ির মধ্যে ক্যামেরা বসিয়ে দিল।

ত্রিশ মিনিট পরে নিজের ঘরে ঢুকল ডানা। ব্যাগ-ট্যাগগুলো খুলল। প্রথমেই ফোন করল কাবেল নেটওয়ার্কে।

'আমি পৌঁছে গেছি, স্তেফান।' বলল ডানা।

'ডানা! আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না সত্যি তুমি এসেছ! ডিনারে কী করছ?'

'ডিনারটা তোমার সঙ্গে করতে চাই।'

'বেশ। ইম সিফচেনে যাব আমরা। রাত আটটায়?'

'আচ্ছা।'

ডানা রেডি হয়ে বেরুচ্ছে, বেজে উঠল সেলফোন। দ্রুত পার্স খুলে ফোন বের করল।

'হ্যালো!'

'হ্যালো, ডার্লিং, কেমন আছ?'

'ভালো আছি, জেফ।'

'কোথায় তুমি?'

'জার্মানিতে। ডুসেলডর্ফে। অবশেষে একটা উপসংহারে বোধহয় পৌঁছুতে চলেছি।'

'ডানা, বি কেয়ারফুল। গড, তোমার সঙ্গে যদি থাকতে পারতাম আমি!'

'র‍্যাচেল কেমন আছে?'

'কেমোথেরাপি ওকে শেষ করে দিচ্ছে।'

'ও কী—?' বাক্যটা শেষ করল না ডানা।

'এখনই বলা মুশকিল। কেমোথেরাপিতে কাজ হলে ওর সুস্থ হয়ে ওঠার চান্স আছে।'

'জেফ, ওকে আমার হয়ে গভীর সমবেদনা জানিয়ো।'

'জানাব। তোমার জন্য কী করতে পারি আমি?'

'ধন্যবাদ। কিছু করতে হবে না।'

'কাল আবার তোমাকে ফোন করব। তোমাকে শুধু এটুকু জানাতে চাই আমি তোমাকে ভালোবাসি, সুইটহার্ট।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, জেফ। গুডবাই।'

'গুডবাই।'

র‍্যাচেল বেরিয়ে এল বেডরুম থেকে। পরনে রোব, পায়ে চপ্পল। মাথার চুল মুড়ে রেখেছে টার্কিশ তোয়ালেয়।

'ডানা কেমন আছে?'

'ভালো। ও তোমাকে গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।'

'ও তোমাকে খুব ভালোবাসে।'

'আমিও ওকে খুব ভালোবাসি।'

র‍্যাচেল ওর গা ঘেঁষল, 'তুমি আর আমিও তো প্রেমে পড়েছিলাম, জেফ। তারপর কী হল?'

কাঁধ ঝাঁকাল জেফ, 'এই তো জীবন।'

'আমি আমার মডেলিং ক্যারিয়ার নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম,' কান্না ঠেকাতে চাইছে র‍্যাচেল, 'তবে আমি আর কোনোদিন মডেলিং করতে পারব না, তাই না?'

র‍্যাচেলের কাঁধে হাত রাখল জেফ। 'র‍্যাচেল, সব ঠিক হয়ে যাবে। কেমোথেরাপিতে কাজ হবে।'

'জানি আমি। ডার্লিং, তুমি আমার সঙ্গে আছ বলে কী যে ভালো লাগছে আমার। আমি একা একা এসবের মুখোমুখিই হতে পারতাম না। তুমি না থাকলে আমার যে কী হতো ভাবতেই পারছি না।'

এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই জেফের। তাই সে চুপ করে রইল।

ইম সিফচেন ডুসেলডর্ফের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্ট। স্টেফান মুয়েলার ভেতরে ঢুকে ডানাকে দেখে দাঁত বের করে হাসল।

'ডানা! মাইন গট! (মাই গড) সারায়েভোর পরে এই প্রথম তোমাকে দেখলাম।'



'মনে হচ্ছে সারাজীবন দ্যাখনি, না?'

'তুমি এখানে কী করছ? উৎসবে এসেছ?'

'না। একজন তার বন্ধুর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলল।'

ওয়েটার এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। ওরা ড্রিংকের অর্ডার দিল।

'কার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলেছে?'

'ডিয়েটর জান্ডার। নামটা শুনেছ?'

মাথা দোলাল মুয়েলার। 'সবাই তার নাম জানে। একখানা চরিত্র বটে। লোকটা কোটিপতি। কিন্তু শেয়ার কেলেঙ্ককারিতে জড়িয়ে পড়ে শেষে জেলের ঘানিও খাটতে হয়েছে। কুড়ি বছরের সাজা হওয়ার কথা ছিল লোকটার। কিন্তু ওপরমহলের সঙ্গে বোধহয় যোগসাজশ ছিল। তিনবছরের মাথায় বেরিয়ে এসেছে জেল থেকে। নিজেকে সে নির্দোষ বলে দাবি করেছিল।'

ডানা জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কি নির্দোষ ছিল?'

'কী জানি! বিচার চলাকালীন আদালতে সে বলেছিল টেলর উইনথ্রপ তাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নাকি মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিয়েছেন। ডিয়েটর জান্ডার বলেছে, টেলর উইনথ্রপ নাকি তাকে বিলিয়ন ডলারের একটি জিংক-খনির অংশীদার হওয়ার প্রস্তাব দেন। উইনথ্রপ জান্ডারকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। জান্ডার কয়েক মিলিয়ন ডলারের স্টক বিক্রি করে। পরে দেখা যায় খনিটা ভুয়া।'

'ভুয়া?'

'খনিতে কোনো জিঙ্কই ছিল না। উইনথ্রপ টাকাটা নিজের কাছে রেখে দেন। গ্যাঁড়াকলে পড়ে যায় জান্ডার।'

'জুরিরা জান্ডারের গল্প বিশ্বাস করেননি?'

'টেলর উইনথ্রপ ছাড়া অন্য কাউকে অভিযুক্ত করলে হয়তো বিশ্বাস করতেন। কিন্তু উইনথ্রপের ইমেজ সবার কাছে ছিল দেবতার মতো।' কৌতূহল নিয়ে ডানাকে দেখল মুয়েলার। 'এ ব্যাপারে তোমার আগ্রহ কেন?'

ডানা অস্পষ্ট গলায় জবাব দিল, 'বললাম না আমার এক বন্ধু জান্ডার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে বলেছে।'

স্তেফান মুয়েলার ডানাকে তার হোটেলে পৌঁছে দিল। যাওয়ার সময় বলল, 'তুমি কি জানো, মার্গারেট স্টিফ নামে এক মহিলা টেডি বিয়ারের আবিষ্কর্তী? আদুরে নাদুসনুদুস প্রাণিটি সারাবিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।'

ওকে একথা বলার কারণ খুঁজে পেল না ডানা।

'আমাদের এখানে, জার্মানিতে, সত্যিকারের ভল্লুক আছে, ডানা। এবং তারা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ডিয়েটর জান্ডারের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়, সাবধানে থাকবে। দেখতে সে টেডি বিয়ারের মতো, আসলে সেটা নয়। সে হল সত্যিকারের ভল্লুক।'



জান্ডার ইলেকট্রনিক ইন্টারন্যাশনাল ডুসেলডর্ফের বাইরের শিল্প-এলাকায় বিশাল এক ভবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। ব্যস্ত লবিতে তিনজন রিসেপশনিস্টের একজনের দিকে এগিয়ে গেল ডানা।

'মি. জান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'জি, আমি ডানা ইভান্স।'

রিসেপশনিস্ট ফোনে কথা বলে ফিরল ডানার দিকে, 'ফ্রাউলিন, কবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন?'

'বেশ কয়েকদিন আগে,' জবাব দিল ডানা।

'কিন্তু ওনার সেক্রেটারির কাছে রেকর্ড নেই,' আবার ফোনে কথা বলল মেয়েটি। তারপর রেখে দিল রিসিভার। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া মি. জান্ডারের সঙ্গে দেখা করা যাবে না।'

রিসেপশনিস্ট ডেস্কের এক ম্যাসেঞ্জারকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কোম্পানির কয়েকজন কর্মকর্তাকে দরজার দিকে এগোতে দেখে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল ডানা। উঠে পড়ল এলিভেটরে। এলিভেটর চলতে শুরু করেছে, ডানা বলল, 'ওহ্, ডিয়ার, মি. জান্ডার কত তলায় বসেন আমি ভুলে গেছি।'

এক মহিলা বলল, 'চারতলায়।'

'ধন্যবাদ,' বলল ডানা। সে চারতলায় নেমে পড়ল। এগিয়ে গেল রিসেপশন ডেস্কে। ডেস্কে বসা তরুণীকে বলল, 'আমি ডিয়েটর জান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার নাম ডানা ইভান্স।'

ভুরু কুঁচকে গেল তরুণীর, 'কিন্তু আপনার তো কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই, ফ্রাউলিন।'

ডানা সামনে ঝুঁকে এল, শান্ত গলায় বলল, 'মি. জান্ডারকে বলুন তিনি যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি না হন তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় টেলিভিশনে আমি তার এবং তার পরিবার সম্পর্কে কেচ্ছাকাহিনী ছড়িয়ে দেব।'

সেক্রেটারি থতমত খেয়ে গেল, 'এক মিনিট।' সে ডেস্ক ছেড়ে উঠল, 'PRIVATE' লেখা একটি দরজা ঠেলে ঢুকল ভেতরে।

ডানা রিসেপশন অফিসে চোখ বুলাল। সারা পৃথিবীতে জান্ডার ইলেকট্রনিক্স-এর ফ্যাক্টরি যে ছড়িয়ে রয়েছে তার প্রমাণ হিসেবে অসংখ্য ছবি ঝুলছে দেয়ালে। কোম্পানির বাহু রয়েছে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালি...

এক মিনিট পরেই চলে এল সেক্রেটারি। 'মি. জান্ডার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলেছেন।' তেতো গলায় বলল সে, 'তবে বেশিক্ষণ সময় দিতে পারবেন না।'

'ধন্যবাদ,' বলল ডানা।

ডানাকে সুসজ্জিত, বিশাল একটি অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। 'ইনি ফ্রাউলিন ইভান্স।'

প্রকাণ্ড ডেস্কের পেছনে বসে আছে ডিয়েটর জান্ডার, বয়স ষাটের কোঠায়,

সরল মুখ, নরম বাদামি চোখ। স্তেফানের বলা টেডি বিয়ারের কথা মনে পড়ে গেল ডানার।

ডানার দিকে তাকাল সে। 'আপনাকে আমি চিনি। সারায়েভোতে করেসপন্ডেন্ট ছিলেন।'

'জি।'

'আমার সঙ্গে আপনার কী দরকার বুঝতে পারছি না। আপনি আমার সেক্রেটারির কাছে আমার পরিবার নিয়ে কথা বলেছেন।'

'আমি কি বসতে পারি?'

'বসুন।'

'টেলর উইনথ্রপ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

চোখ সরু হয়ে এল জান্ডারের, 'তার বিষয়ে কী কথা?'

'আমি একটি তদন্ত করছি, মি. জান্ডার। আমার ধারণা টেলর উইনথ্রপ এবং তার পরিবার খুন হয়েছেন।'

শীতল দৃষ্টি ফুটল ডিয়েটর জান্ডারের চোখে, 'আপনি চলে যান, ফ্রাউলিন।'

'আপনি তাঁর সঙ্গে ব্যবসা করতেন,' বলল ডানা, 'এবং—'

'চলে যান!'

'হের জান্ডার, আমার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলাটাই আপনার জন্য ভালো। নয়তো টিভিতে আপনার সাক্ষাৎকার নেব আমি। সেটা আপনার জন্য নিশ্চয় সুখকর হবে না। আমি কোনো চালাকি করতে চাই না। আমি শুধু গল্পটা শুনতে চাই।'

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইল ডিয়েটর জান্ডার। কথা বলার সময় বিকৃত শোনাল কণ্ঠ। 'টেলর উইনথ্রপ ছিল মহাধূর্ত এক লোক। সে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে। আমি যখন জেল খাটছি, ফ্রাউলিন, ওই সময় আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা মারা যায়। আমি যদি বাড়িতে থাকতাম...ওদেরকে রক্ষা করতে পারতাম।' যন্ত্রণাকাতর দেখাল চেহারা। 'এটা সত্যি যে লোকটাকে আমি ঘৃণা করতাম। কিন্তু টেলর উইনথ্রপকে খুন? না,' টেডি-বিয়ার হাসি দিল জান্ডার। 'এখন আপনি যেতে পারেন, মিস ইভান্স।'



ম্যাট বেকারকে ফোন করল ডানা। 'ম্যাট, আমি ডুসেলডর্ফে। ডিয়েটর জান্ডার টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে ব্যবসা করত। তার অভিযোগ, উইনথ্রপ তাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেয়। জেলে থাকাকালীন জান্ডারের স্ত্রী এবং সন্তান আগুনে পুড়ে মারা যায়।'

অবাক হলো ম্যাট, 'তারা আগুনে পুড়ে মরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'টেলর এবং ম্যাডেলিনও তো একইভাবে মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'জান্ডারই হয়তো প্রতিশোধ নিতে উইনথ্রপ বংশ ধ্বংস করেছে।'

'তবে এর কোনো প্রমাণ নেই। আমার আরো দুটো কাজ বাকি রয়ে গেছে। কাল সকালে রোমে যাচ্ছি।' বলল ডানা। 'দু-একদিনের মধ্যে ফিরব।'

FRA হেডকোয়ার্টার্সে তিনজন লোক দেয়ালজোড়া টিভিপর্দায় ডানাকে দেখছে। হোটেলরুমে বসে ফোনে কথা বলছে ডানা।

'আমার আরো দুটো কাজ বাকি রয়ে গেছে,' বলল ও, 'কাল সকালে রোমে যাচ্ছি... দু-একদিনের মধ্যে ফিরব।'

লোকগুলো দেখল রিসিভার নামিয়ে রেখে সিধে হলে ডানা, ঢুকল বাথরুমে। বাথরুমের মেডিকেল কেবিনেটে লুকিয়ে রাখা পিপহোল ক্যামেরা সচল হল। ডানা পোশাক খুলছে। ব্লাউজ এবং ব্রা খুলল।

'আহ্, মালটার বুকদুটো দেখেছ!'

'দারুণ!'

'দাঁড়াও। দাঁড়াও। ও স্কার্ট আর প্যান্টি খুলছে।'

'উহ্, পাছা কী! এরকম জিনিসই আমার চাই।'

ওরা দেখল শাওয়ারে ঢুকেছে ডানা, বন্ধ করে দিল শাওয়ারের দরজা। বাষ্পে আবছা হয়ে গেল শাওয়ার ডোর।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একজন, 'আজকের মতো অধিবেশন এখানেই শেষ।'

র‍্যাচেলের কাছে কেমোথেরাপি চিকিৎসা নরকযন্ত্রণার শামিল। টানা চারঘণ্টা চলে যন্ত্রণাদায়ক এ ট্রিটমেন্ট।

ড. ইয়ং জেফকে বলল, 'সময়টা ওর জন্য খুবই কঠিন। আর বমি-বমি লাগবে, মুখ শুকিয়ে যাবে, পড়ে যাবে মাথায় চুল। একজন নারীর জন্য সবচেয়ে খারাপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হল এটা।'

'ঠিক।'

পরদিন বিকেলে জেফ র‍্যাচেলকে বলল, 'জামাকাপড় পরে নাও। চলো একটু ঘুরে আসি।'

'জেফ, আমি—'

'কোনো তর্ক নয়।'

ত্রিশ মিনিট পরে র‍্যাচেলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জেফ।

ঢুকল একটি পরচুলার দোকানে। র‍্যাচেলকে নানারঙের পরচুলা পরাল। হাসছে র‍্যাচেল, 'পরচুলাগুলো খুব সুন্দর। আমাকে কোন্‌টিতে বেশি মানাবে—

লম্বাটিতে না ছোটটিতে?’

‘দুটোই আমার পছন্দ,’ বলল জেফ, ‘বেশিদিন এগুলো পরতে ভালো না লাগলে আবার এখানে আসব আমরা। তুমি কালো অথবা লাল যেটা খুশি পরচুলা বেছে নেবে।’ তার গলা নরম শোনাল, ‘তবে তুমি যেমন আছ তেমনটি দেখতেই আমার ভালো লাগে।’

অশ্রুসজল হল র‍্যাচেলের চোখ।

## সতেরো

প্রতিটি নগরীর নিজস্ব একটি ছন্দ রয়েছে। আর রোমের সঙ্গে পৃথিবীর আর কোনো শহরের মিল নেই। এ যেন শতাব্দী প্রাচীন বিজয়গৌরবের আধুনিক মেট্রোপলিসের সূতিকাগার। এ শহর পা ফেলে হিসাব করে, কারণ তার কোনো তাড়া নেই।

বারো বছর বয়সে একবার রোমে এসেছিল ডানা, বাবা-মা'র সঙ্গে। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে পা দিয়ে শৈশবস্মৃতি মনে পড়ে গেল ওর। মনে পড়ল রোমে আসার প্রথম দিনটির কথা, কলোসিয়াম দেখার রোমাঞ্চ-জাগানো সেই স্মৃতি। কলোসিয়ামে খ্রিস্টানদের ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে ঠেলে ফেলে দেয়া হত শোনার পরে এক হপ্তা ঘুমাতে পারেনি ডানা।

বাবা-মা ডানাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ভ্যাটিকান এবং স্প্যানিশ স্টেপসে ট্রেভরি ফাউন্টেনে লিরা ছুড়ে ফেলে দিয়ে কিশোরী মেয়েটি নীরবে প্রার্থনা করেছিল তার বাবা-মা যেন আর ঝগড়া না করেন। বাবা হঠাৎ চলে যাবার পরে ডানার মনে হয়েছিল ঝর্না তার কথা শোনেনি, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

ডানা টার্মে ডি কারাকাল্লায় উপভোগ করেছিল মঞ্চনাটক 'ওথেলো'। সে সন্ধ্যার কথা কোনোদিন বিস্মৃত হবে না সে।

ডানা ভায়া ভেনোটাতে স্বাদ নিয়েছিল বিখ্যাত আইসক্রিম ডোনির। ঘুরে বেড়িয়েছে ট্রাসটেভারের জনাকীর্ণ রাস্তায়। রোম ভালো লাগে ডানার, পছন্দ করে এ শহরের বাসিন্দাদের। *কে জানত এতদিন পরে আমাকে আসতে হবে একজন সিরিয়াল কিলারের খোঁজে?*

পিয়াজ্জা নাভোনার কাছে হোটেল সিসেরোনিতে উঠল ডানা।

'Buon giorno,' হোটেল ম্যানেজার স্বাগত জানাল ডানাকে। 'আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা আনন্দিত, মিস ইভান্স। আপনি কি এখানে দুইদিনের জন্য এসেছেন?'

ইতস্তত করল ডানা, 'আমি এখনো ঠিক জানি না।'

হাসল ম্যানেজার, 'নো প্রবলেম। আপনার জন্য চমৎকার একটি সুইট রেখে

দিয়েছি আমরা। আরো কিছু প্রয়োজন হলে জানাবেন।'

*ইটালি ভারি বন্ধুবৎসল দেশ,* ভাবল ডানা। সাবেক পড়শি ডরোথি এবং হাওয়ার্ড হোয়ার্টনের কথা মনে পড়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিল ওদের সঙ্গে দেখা করবে। সে ইটালিয়ানো রিপ্রিসটিনো কর্পোরেশনে ফোন করল।

'হাওয়ার্ড হোয়ার্টানের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই, প্লিজ।'

'নামের বানানটা বলবেন?'

বলল ডানা।

'ধন্যবাদ। এক মিনিট।'

এক মিনিটের জায়গায় কেটে গেল পাঁচ মিনিট। মহিলার কণ্ঠ ভেসে এল আবার।

'দুঃখিত, আমাদের এখানে হাওয়ার্ড হোয়ার্টন নামে কেউ কাজ করে না।'

ডানা ইটালিয়ান ওয়ান টেলিভিশনের অ্যাংকরম্যান ডোমিনিক রোমানোকে ফোন করল।

'ডানা বলছি। আমি এখন এখানে, ডোমিনিক।'

'ডানা! তোমার গলা শুনে খুব ভাল্লাগছে। কখন দেখা হচ্ছে?'

'তুমিই বলো।'

'কোথায় উঠেছ?'

'হোটেল সিসেরোনিতে।'

'একটা ট্যাক্সি নিয়ে তুলায় চলে এসো। আমি আধঘণ্টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাচ্ছি।'

ভায়া দেল্লালুপায় রোমের অন্যতম বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট তুলা। ডানা এসে দেখল রোমানো তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'Buon giorho। বোমা ছাড়া তোমাকে দেখতে ভালো লাগছে।'

'তোমাকেও ডেমিনিক।'

'আচ্ছা, রোমায় কী করছ?'

'এক লোকের খোঁজে এসেছি।'

'সৌভাগ্যবানটির নাম?'

'ভিনসেন্ট মানসিনো।'

চেহারা থেকে হাসিখুশি ভাবটা উধাও হয়ে গেল ডেমিনিক রোমানোর। 'একে তোমার কী দরকার?'

'একটা তদন্তের কাজে দরকার। মানসিনো সম্পর্কে কী জানো?'

কথা বলার আগে কিছুক্ষণ চিন্তা করল রোমানো। 'মানসিনো ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড হলো মাফিয়া। হঠাৎ করেই তিনি খুব বড় একটি

পদ ছেড়ে দেন। কেন কেউ জানে না।' কৌতূহল নিয়ে ডানার দিকে তাকাল সে। 'ওর ব্যাপারে তোমার আগ্রহের কারণ কী?'

প্রশ্নটি এড়িয়ে গেল ডানা। 'শুনেছি মানসিনো মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেয়ার আগে টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে সরকারি একটি বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে নাকি কথা বলছিলেন।'

'হুঁ। উইনথ্রপ আরেকজনের সঙ্গে আলোচনার সমাপ্তি টানেন।'

'টেলর উইনথ্রপ রোমে কতদিন ছিলেন?'

একটু ভেবে জবাব দিল রোমানো। 'মাস দুই। মানসিনোর সঙ্গে একত্রে মদ খেতেন উইনথ্রপ। মানসিনো সম্পর্কে একটা গুজব শোনা যায়।'

'কী সেটা?'

'মানসিনোর একটিমাত্র সন্তান ছিল। একটি মেয়ে। পিয়া। মেয়েটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলে মানসিনোর স্ত্রী নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হন।'

'অদৃশ্য হয়ে যায় মানে কী? তাকে কেউ অপহরণ করেছিল?'

'না। সে হঠাৎ করেই—' চেষ্টা করেও যুৎসই শব্দটি খুঁজে পেল না রোমানো—'গায়েব হয়ে যায়। কেউ জানে না তার কী হয়েছে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, 'পিয়া খুব সুন্দরী ছিল।'

'আর মানসিনোর স্ত্রীর কী হল?'

'শোনা যায় তাকে পাগলাগারদে পাঠানো হয়েছে।'

'কোথায় জানো?'

'না।' ওয়েটার চলে এল টেবিলে। 'এ রেস্টুরেন্টের খাবারগুলো আমার পরিচিত।' বলল রোমানো, 'তোমার জন্য অর্ডার দেব?'

'দাও।'

রোমানো ওয়েটারের দিকে ফিরল, 'প্রাইমা, পাস্তা ফাজিওলি, ডোপো।'

'গ্রাজি।' বলে চলে গেল ওয়েটার।

খাবারগুলো খুবই সুস্বাদু। ওরা খাওয়ার সময় হালকা রসিকতা করল, অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলল। তবে খাওয়ার সময় রোমানো বলল, 'ডানা, মানসিনো থেকে দূরে থেকো। তাকে জেরা করার মতো লোক নয় সে।'

'কিন্তু যদি সে—'

'ওর কথা ভুলে যাও।'

'ধন্যবাদ, ডোমিনিক। তোমার পরামর্শ মনে থাকবে আমার।'



ভায়া সারদেগনায়, একটি আধুনিক ভবনে ভিনসেন্ট মানসিনোর অফিস। মার্বেল লবির ডেস্কে সশস্ত্র একজন গার্ড বসে আছে।

ডানাকে দেখে সে তাকাল। 'Buona giorno, Posso aiutarla, signorina?'

'আমার নাম ডানা ইভান্স। ভিনসেন্ট মানসিনোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'না।'

'তাহলে আমি অপারগ।'

'বলুন টেলর উইনথ্রপের বিষয়ে কথা বলতে চাই।'

গার্ড ডানার আগাপাশতলা একবার দেখে নিয়ে ফোন তুলে কথা বলল। তারপর রেখে দিল রিসিভার। দাঁড়িয়ে থাকল ডানা।

ফোন বেজে উঠল। গার্ড রিসিভার ঠেকাল কানে। শুনল। ফিরল ডানার দিকে। 'দোতলায় চলে যান। ওখানে একজন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'ধন্যবাদ।'

'Prego।'

ভিনসেন্ট মানসিনোর অফিস ছোট, গোছানোও নয়। এরকম সাদামাটা অফিস মোটেই আশা করেনি ডানা। জীর্ণ, পুরানো একটি টেবিলে বসে আছেন মানসিনো। তাঁর বয়স ষাটের কোঠায়, উচ্চতা মাঝারিই হবে, চওড়া বুক, পাতলা ঠোঁট, মাথার চুল সব পেকে সাদা, নাকখানা বাজপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো। তাঁর মতো শীতল চোখ জীবনে দেখেনি ডানা। ডেস্কে সোনার ফ্রেমে বাঁধাই করা অপূর্ব সুন্দরী এক কিশোরীর ছবি।

ডানা অফিসে ঢুকেছে, জলদগম্ভীর কণ্ঠে মানসিনো বলে উঠলেন, 'আপনি টেলর উইনথ্রপ সম্পর্কে কথা বলতে এসেছেন?'

'জি। আমি বলতে—'

'এ বিষয় নিয়ে কথা বলার কিছু নেই, সিনোরিনা। তিনি আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। তিনি, তার স্ত্রী এবং সন্তান সবাই নরকের আগুনে পুড়ছে।'

'আমি কি বসতে পারি, মি. মানসিনো?'

'না', বলতে গিয়েও শেষমুহূর্তে জবান সামলে নিলেন মানসিনো। 'Scusi। মাঝে মাঝে রেগে গেলে আমার মাথায় ঠিক থাকে না। Prego, Si accomodi। বসুন, প্লিজ।'

ডানা মানসিনোর সামনে, একটি চেয়ারে বসল। 'আপনি এবং টেলর উইনথ্রপ আপনাদের দু-দেশের মধ্যকার একটি বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে কথা বলছিলেন।'

'জি।'

'আপনারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে ওঠেন?'

'অল্প সময়ের জন্য।'

ডেস্কের ছবিটির দিকে এক ঝলক তাকাল ডানা। 'আপনার মেয়ে?'

জবাব দিলেন না মানসিনো।

'খুব সুন্দর মেয়ে।'

'হ্যাঁ, ও খুব সুন্দরী ছিল দেখতে।'

বিস্মিত হয়ে মানসিনোর দিকে তাকাল, 'আপনার মেয়ে বেঁচে নেই?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে কথা বলতে লাগলেন মানসিনো। আবেগে তাঁর কণ্ঠ থরথর করে কাঁপছে। 'আমি আপনার আমেরিকান বন্ধু টেলর উইনথ্রপকে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমার বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। বিনিময়ে সে আমাকে কী দিয়েছে জানেন? আমার সুন্দরী কুমারী মেয়েটিকে সে গর্ভবতী করে ছেড়েছে। তখন আমার মেয়ের বয়স মাত্র ষোলো। মেয়ে তার সর্বনাশের কথা আমাকে বলতে ভয় পেয়েছে। জানত ওকে খুন করে ফেলব। তাই সে... সে গর্ভপাত ঘটায়।' বিকৃত হয়ে উঠল মানসিনোর চেহারা। 'মানুষজন এ ঘটনা জেনে যাবে এ ভয়ে ছিল উইনথ্রপ। তাই আমার পিয়াকে সে ডাক্তারের কাছে পাঠায়নি। না। সে... সে একটা কসাইর কাছে পাঠিয়েছিল আমার মেয়েকে।' চোখে জল মানসিনোর। 'কসাইটা তার জরায়ু ছিঁড়ে ফেলে। আমার ষোলো বছরের মেয়ে, সিনোরিনা...' কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তাঁর। 'টেলর উইনথ্রপ আমার মেয়েকে শুধু ধ্বংসই করেনি, আমার নাতি এবং নাতির সন্তানদেরকেও হত্যা করেছে। সে মানসিনো-পরিবারের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধ্বংস করে দিয়েছে।' নিজেকে শান্ত করার জন্য গভীর দম নিলেন তিনি। 'পাপের শাস্তিও সে পেয়েছে। গোটা পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে।'

বাক্যহারা ডানা বসে রইল চুপচাপ।

'আমার মেয়ে কনভেন্টে আছে, সিনোরিনা। তবে ওকে কোনোদিন দেখার সুযোগ আমার হবে না। হ্যাঁ, টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে আমার একটা চুক্তি করতে হয়েছে।' ইস্পাতের মতো ধূসর শীতল দৃষ্টি যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল ডানাকে। 'শয়তানের সঙ্গে চুক্তি।'

*তাহলে দুজনকে পেলাম যারা টেলর উইনথ্রপকে ঘৃণা করে, ভাবল ডানা। এখন মার্সেল ফ্যালকনের সঙ্গে কথা বলব।*

KLM-এর বিমানে বেলজিয়াম যাচ্ছে ডানা। তার পাশের সিটে আকর্ষণীয় চেহারার এক লোক বসেছে। সেধে আলাপ জমাতে চাইল ডানার সঙ্গে। 'গুডমর্নিং। আমি ডেভিড হেনস।' তাঁর ইংরেজি উচ্চারণে বৃটিশ টান।

'ডানা ইভান্স।'

ডানাকে চিনতে পারার কোনো লক্ষণ ফুটল না তার চেহারায়, 'বিমানভ্রমণের জন্য চমৎকার একটি দিন, তাই না?'

'হ্যাঁ।' সায় দিল ডানা।

ওকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ করছে লোকটা, 'কাজে ব্রাসেলস যাচ্ছেন?'

'কাজ এবং আনন্দ উপভোগ দুটোর জন্যই।'

'ওখানে আপনার বন্ধুবান্ধব আছে?'

'আছে কয়েকজন।'

'আমি ব্রাসেলস খুব ভালো চিনি।' একটু বিরতি দিয়ে সে যোগ করল, 'আপনাকে চেনা-চেনা লাগছে।'

হাসল ডানা, 'আমার চেহারাটাই এরকম।'

ব্রাসেলস বিমানবন্দরে অবতরণ করল বিমান। ডানা প্লেন থেকে নেমে এল। টার্মিনালের ভেতরে দাঁড়ানো এক লোক সেলফোনে কাকে যেন জানিয়ে দিল ডানার উপস্থিতির কথা।

ডেভিড হেনস জিজ্ঞেস করল, 'আপনার গাড়ি আছে?'

'না, তবে আমি—'

'আমার গাড়ি আছে,' অদূরে অপেক্ষমাণ একটি লিমুজিন এবং তার ড্রাইভারের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'আপনাকে আপনার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।' ডানাকে নিয়ে গাড়িতে চড়ল হেনস। শোফারকে নির্দেশ দিতেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে। 'এই প্রথম ব্রাসেলসে?'

'জি।'

ওরা বিশাল একটি শপিং আর্কেডের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, হেনস বলল, 'শপিং করতে চাইলে এখানে চলে আসবেন। এটার নাম গ্যালারি-সেন্ট-হিউবার্ট।'

'খুব সুন্দর।'

হেনস বলল, 'আজ সন্ধ্যায় আপনার যদি কোনো কাজ না থাকে তাহলে আমি—'

'দুঃখিত,' বলল ডানা, 'কাজ আছে আমার।'

এলিয়ট ক্রমওয়েলের অফিসে তলব পড়েছে ম্যাটের।

'আমাদের দুজন প্রধান সংবাদপাঠক দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত, ম্যাট। জেফ ফিরছে কবে?'

'আমি বলতে পারব না, এলিয়ট। সে তার সাবেক স্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত। জানেনই তো ওর সাবেক স্ত্রীর ক্যান্সার হয়েছে। জেফকে আমি ছুটি নিতে বলেছি।'

'আচ্ছা। আর ডানা ব্রাসেলস থেকে ফিরছে কবে?'

ম্যাট এলিয়ট ক্রমওয়েলের দিকে তাকিয়ে ভাবল *আমি তো একে কখনো বলিনি ডানা ব্রাসেলসে গেছে। তাহলে জানল কী করে?*

# আঠারো

নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটোর সদর দপ্তরের ছাদে বেলজিয়ামের পতাকা শোভা পাচ্ছে। ডানা ভেবেছিল ন্যাটোতে যেহেতু একসময় কাজ করতেন টেলর উইনথ্রপ কাজেই তার আকস্মিক অবসর সম্পর্কে এখান থেকে তথ্য পাওয়া যাবে। এরপর বাড়ি ফিরতে পারবে ডানা। সে রু ফেস চ্যাপলিয়েসে, ন্যাটোর প্রেস হেডকোয়ার্টার্সের প্রেসরুমে গেল জাঁ সমভিলের সঙ্গে দেখা করতে।

ডানাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জাঁ। 'ডানা!'

'হ্যালো জাঁ।'

'ব্রাসেলসে যে তুমি!'

'একটা স্টোরি করছি,' বলল ডানা। 'কিছু ইনফরমেশন দরকার।'

'ন্যাটোর যে-কোনো ইনফরমেশন আমি তোমাকে দিতে পারব।'

'আসলে', সতর্কতার সঙ্গে বলল ডানা, 'আমি টেলর উইনথ্রপ সম্পর্কে জানতে চাইছি। উনি তো একসময় ন্যাটোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন।'

'হ্যাঁ। চমৎকার কাজ দেখিয়ে গেছেন তিনি। হি ওয়াজ আ গ্রেট ম্যান। অথচ অমন মানুষটার কী করুণ পরিণতি!' ডানার দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাল জাঁ। 'তুমি কী জানতে চাইছ?'

সাবধানে শব্দ বাছাই করল ডানা, 'উনি ব্রাসেলসের চাকরিটা হঠাৎ করেই ছেড়ে দেন। কারণ কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল জাঁ সমভিল, 'কারণ খুব সোজা। কাজ শেষ হয়ে গেছে, চলে গেছেন।'

হতাশা অনুভব করল ডানা। 'উইনথ্রপ এখানে কাজ করার সময় কোনো...অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছিল কি? তাঁকে নিয়ে কোনো স্ক্যান্ডাল?'

বিস্মিত জাঁ সমভিল, 'অবশ্যই না! কেউ কি তোমাকে বলেছে টেলর উইনথ্রপ ন্যাটোতে স্ক্যান্ডালে জড়িয়েছেন?'

'না,' দ্রুত বলল ডানা, 'আমি শুনেছি উনি একটা... একটা বিবাদে জড়িয়ে

পড়েছিলেন।'

ভুরু কোঁচকাল সমভিল, 'ব্যক্তিগত বিবাদ?'

'হ্যাঁ।'

ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে বলল সমভিল, 'আমি এরকম কিছু শুনিনি। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।'

'তাহলে আমার জন্য খুব ভালো হয়।'

পরদিন জাঁ সমভিলকে ফোন করল ডানা।

'টেলর উইনথ্রপ সম্পর্কে কিছু পেলে?'

'দুঃখিত, ডানা। চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তেমন কিছু পাইনি।'

ডানা যা আশঙ্কা করেছিল সে জবাবটাই দিল সমভিল। 'তবু কষ্ট করেছ বলে ধন্যবাদ,' ভয়ানক নিরাশ বোধ করল ডানা।

'নো প্রবলেম। তোমার কাজে লাগতে পারলাম না এই যা।'

'জাঁ, কাগজে পড়েছি ন্যাটোতে ফরাসি রাষ্ট্রদূত মার্সেল ফ্যালকন নাকি হঠাৎ করেই রিজাইন দিয়ে দেশে ফিরে যান। ব্যাপারটা তোমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না?'

'মাঝপথে কাজ ছেড়ে চলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক বৈকি।'

'কিন্তু তিনি রিজাইন দিয়েছিলেন কেন?'

'এর মধ্যে রহস্যের কিছু নেই। তাঁর ছেলে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। তিনি তখন দেশে ফিরে আসেন।'

'অ্যাক্সিডেন্ট? দোষী লোকটাকে পুলিশ ধরতে পেরেছে?'

'হ্যাঁ। অ্যাক্সিডেন্টের পরপরই সে ধরা পড়ে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়।'

আরেকটি কানা গলি, 'ও আচ্ছা।'

'লোকটা পেশায় শোফার, নাম অ্যান্টোনিও পার্সিকো। সে টেলর উইনথ্রপের শোফার ছিল।'

মেরুদণ্ড বেয়ে বরফজল নামল ডানার, 'আচ্ছা, পার্সিকো এখন কোথায়?'

'সেন্ট গাইলস প্রিজনে, এই ব্রাসেলসেই।' সমভিল ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে যোগ করল, 'দুঃখিত, আমি তোমার কোনো কাজে আসতে পারলাম না।'

ওয়াশিংটন থেকে ফ্যাক্স করে পাঠানো একটি সংবাদের অংশবিশেষ পড়ছে ডানা।

*জাতিসংঘে নিয়োজিত ফরাসি রাষ্ট্রদূতের পুত্র গ্যাব্রিয়েল ফ্যালকনকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগে রাষ্ট্রদূত টেলর উইনথ্রপের শোফার অ্যান্টোনিও পার্সিকোকে আজ বেলজিয়াম আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে।*

ব্রাসেলস শহরের প্রায় কেন্দ্রবিন্দুতে সেন্ট গাইলস প্রিজন। সাদা একটি ভবন, অনেকটা প্রাসাদের মতো দেখতে। ডানা ফোন করে অ্যান্টিনো পার্সিকোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চেয়ে নিয়েছে। ডানা কারাগারে ঢুকল। তাকে ওয়ার্ডেনের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো।

'আপনি পার্সিকোর সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন?'

'জি।'

'বেশ।'

ওকে সংক্ষিপ্ত সার্চ করা হল। তারপর এক গার্ড ডানাকে নিয়ে ইন্টারভ্যু রুমে চলে এল। ওখানে অপেক্ষা করছিল অ্যান্টোনিও পার্সিকো। সে বেঁটে এবং বিষণ্ণ চেহারার, বড়বড় বিস্ফারিত সবুজ চোখ, মুখখানা একটু পরপর ভেংচাচ্ছে। মুদ্রাদোষ।

ডানা ঘরে ঢুকতেই বলে উঠল পার্সিকো, 'থ্যাংক গড। অবশেষে কেউ একজন এল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যান।'

ডানা বলল, 'আ-আমি আপনাকে বের করে নিয়ে যেতে আসিনি।'

চোখ সরু হয়ে গেল পার্সিকোর। 'তাহলে কেন এসেছেন? ওরা বলেছিল আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।'

'আমি এসেছি গ্যাব্রিয়েল ফ্যালকনের মৃত্যু নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে।'

গলা চড়ল পার্সিকোর, 'আমার ও-ব্যাপারে কিছু বলার নেই। আমি নির্দোষ।'

'কিন্তু আপনি তো দোষ স্বীকার করেছেন।'

'মিথ্যা বলেছিলাম।'

ডানা জিজ্ঞেস করল, 'কেন আপনি...?'

অ্যান্টোনিও পার্সিকো ডানার চোখে চোখ রেখে বিকৃত গলায় বলল, 'আমাকে মিথ্যা বলার জন্য টাকা দেয়া হয়েছিল। টেলর উইনথ্রপ ওকে খুন করেছেন।' দীর্ঘ নীরবতা।

'ঘটনাটা খুলে বলুন।'

মুখ ভেংচানো বেড়ে গেল। 'শুক্রবার রাতে ঐ ঘটনা ঘটে। মি. উইনথ্রপের স্ত্রী সাপ্তাহিক ছুটিতে তখন লন্ডনে।' বিবর্ণ শোনাল কণ্ঠ। 'মি. উইনথ্রপ একা ছিলেন। তিনি অ্যানসিয়েল বেলজিক নামে একটি নাইটক্লাবে যান। আমি তাঁকে ক্লাবে পৌঁছে দেয়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তিনি বলেন নিজেই গাড়ি নিয়ে যাবেন।'

থামল পার্সিকো, স্মৃতিচারণ করছে।

'তারপর কী হল?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

'মি. উইনথ্রপ অনেক দেরিতে বাড়ি ফেরেন, ভয়ানক মাতাল হয়ে। বলেন একটি ছেলে তাঁর গাড়ির নিচে চাপা পড়েছে। কিন্তু তিনি গাড়ি থামাননি। গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হয় কেউ হয়তো অ্যাক্সিডেন্টের দৃশ্যটা দেখে ফেলেছে। সে লাইসেন্স নাম্বার টুকে নিয়ে পুলিশকে দেবে। পুলিশ তাঁকে ধরবে। আর এরকম ঘটলে নাকি তাঁর রাশান প্ল্যানটা বরবাদ হয়ে যাবে।'

ভুরু কোঁচকাল ডানা। 'রাশান প্ল্যান?'

'হ্যাঁ। উনি তাই বলছিলেন।'

'রাশান প্ল্যানটা কী জিনিস?'

শ্রাগ করল পার্সিকো। 'আমি জানি না। তিনি ফোনে কারো সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁকে উন্মাদের মতো লাগছিল।' মাথা নাড়ল সে। 'তিনি ফোনে বারবার বলছিলেন, 'রাশান প্ল্যান কাজে লাগাতেই হবে। আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। এখন বিরতি দেয়ার প্রশ্নই নেই।'

'উনি কী নিয়ে কথা বলছিলেন সে-ব্যাপারে আপনার কোনো আইডিয়াই নেই?'

'না।'

'উনি আর কিছু বলেছেন?'

একমুহূর্ত ভাবল পার্সিকো। 'তিনি বলছিলেন, সব খাপে খাপে মিলে গেছে।' ডানার দিকে তাকাল সে। 'তবে তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

ডানা প্রতিটি শব্দ গিলছে, 'মি. পার্সিকো, আপনি অ্যাকসিডেন্টের দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিলেন কেন?'

চোয়াল শক্ত হল পার্সিকোর। 'আপনাকে আগেই বলেছি। আমাকে টাকা দেয়া হয়েছিল। টেলর উইনথ্রপ বলেছিলেন আমি যদি বলি ওই সময় আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম তাহলে তিনি আমাকে এক মিলিয়ন ডলার দেবেন এবং আমি জেলে থাকাকালীন আমার পরিবারের ভরণপোষণের সমস্ত দায়দায়িত্ব নেবেন। বলেছিলেন আমাকে যেন বেশিদিন সাজা পেতে না হয় সে-ব্যবস্থাও করবেন। দাঁতে দাঁত ঘঁষল সে। 'বোকার মতো আমি তাঁর কথায় রাজি হয়ে যাই!' ঠোঁট কামড়াল। 'লোকটা মারা গেছে। আর সারাটা জীবন জেলে পচে মরতে হবে আমাকে।' তীব্র হতাশা তার চেহারায়।

ডানা দাঁড়িয়ে রইল, যা শুনেছে হজম করার চেষ্টা করছে। অবশেষে জিজ্ঞেস করল, 'একথা আর কাউকে বলেননি?'

'অবশ্যই,' জবাব দিল পার্সিকো, 'টেলর উইনথ্রপ মারা গেছেন শোনার পর

আমি পুলিশকে সব কথা বলে দিই।'

'তারপর?'

'কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি।'

'মি. পার্সিকো, একটা খুব জরুরি প্রশ্ন করছি। ভেবেচিন্তে জবাব দেবেন। আপনি কি মার্সেল ফ্যালকনকে কখনো বলেছিলেন তাঁর ছেলের মৃত্যুর জন্য টেলর উইনথ্রপ দায়ী?'

'অবশ্যই। আমি ভেবেছিলাম উনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

'আপনার কথা শুনে মার্সেল ফ্যালকন কী বলেছিলেন?'

'বলেছিলেন, তার পরিবারের সবাই যেন তার মতো জাহান্নামে যায়।'

ডানা ভাবল, *মাই গড, এ দলে এখন তিনজন।*

*প্যারিসে যাব আমি। মার্সেল ফ্যালকনের সঙ্গে কথা বলব।*

প্যারিসের জাদু সবাই অনুভব করতে পারে না। এ হল আলোর শহর, প্রেমিকদের নগরী। এখানে এসে জেফের জন্য ডানার মন কেমন করতে লাগল।

ডানা রিলেসে, হোটেল নাজা আথেনিতে বসে মেট্রো সিক্স টিভি চ্যানেলের জাঁ পল হিউবার্টের সঙ্গে কথা বলছে।

'মার্সেল ফ্যালকন? সবাই তার সম্পর্কে জানে।'

'তুমি কী জানো?'

'ফ্যালকন বিশাল একটি ওষুধ কোম্পানির মালিক। কয়েক বছর আগে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তিনি ছোট কোম্পানিগুলোর ব্যবসা খেয়ে ফেলছেন। তবে রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকার কারণে তাঁকে কেউ কিছু বলতে পারেনি। তাঁকে ন্যাটোর রাষ্ট্রদূতও করা হয়।'

'কিন্তু তিনি চাকরি ছেড়ে দেন,' বলল ডানা, 'কেন?'

'সেটা একটা করুণ ঘটনা। ব্রাসেলসে এক মাতাল ড্রাইভারের গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায় তাঁর ছেলে। ফ্যালকন শোক সামলাতে না-পেরে ন্যাটো ছেড়ে প্যারিসে চলে আসেন। তাঁর স্ত্রী নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হন। তিনি বর্তমানে কান-এ একটি স্যানাটারিয়ামে আছেন।' জাঁ পল ডানার দিকে তাকাল, উদ্বেগ নিয়ে যোগ করল, 'ডানা, তুমি ফ্যালকনের ওপরে যদি কোনো স্টোরি করতে চাও তাহলে খুব সাবধানে। লোকটা সাংঘাতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ।'



মার্সেল ফ্যালকনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পুরো একটা দিন লেগে গেল ডানার।

তাঁর অফিসে ঢোকার পরে ফ্যালকন বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছি, মাদমোয়াজেল, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব সংবাদ আপনি ব্রডকাস্ট করেছেন তা এককথায় অনবদ্য।'

'ধন্যবাদ।'

মার্সেল ফ্যালকনের শালপ্রাংশু দেহ, তীক্ষ্ণ নীল চোখ। ' বসুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি আপনার ছেলের ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

'অ আচ্ছা,' তাঁর চেহারা বিষণ্ন দেখাল, 'গ্যাব্রিয়েল চমৎকার ছেলে ছিল।'

ডানা বলল, 'যে লোক তাকে গাড়ি চাপা দেয়—'

'শোফার।'

ফ্যালকনের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। পার্সিকো ডানাকে বলেছে সে ফ্যালকনকে জানিয়ে দিয়েছিল তাঁর ছেলের হত্যাকারী কে। অথচ মার্সেল ফ্যালকন এমন আচরণ করছেন যেন সত্যিটা জানেন না তিনি।

'মি. ফ্যালকন, আপনি ন্যাটোতে থাকাকালীন টেলর উইনথ্রপও ওখানে কাজ করতেন', ডানা ফ্যালকনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, সামান্যতম পরিবর্তনও ফুটে ওঠে কিনা লক্ষ করছে। কিন্তু তাঁর চেহারায় কোনো ভাব ফুটল না।

'হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।' নিরাসক্ত গলা ফ্যালকনের। ব্যস, এই! অবাক হল ডানা। *হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। উনি কী লুকাচ্ছেন?*

'মি. ফ্যালকন, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই যদি—'

'উনি ছুটি কাটাতে গেছেন।'

ফ্যালকন এরপর ডানার প্রশ্নগুলো হয় সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন অথবা ভান করলেন জবাব জানেন না। এর পেছনে নিশ্চয় গূঢ় কোনো কারণ আছে, সিদ্ধান্তে পৌঁছাল ডানা।

হোটেল প্লাজা আথেনির কক্ষ থেকে ম্যাটকে ফোন করল ডানা।

'ডানা, বাড়ি ফিরছ কবে?'

'আর শুধু একটা কাজ বাকি আছে, ম্যাট। ব্রাসেলসে টেলর উইনথ্রপের শোফার আমাকে বলেছে উইনথ্রপ নাকি কীসব রাশান প্ল্যান নিয়ে কথা বলেছিলেন। বিষয়টি কী জানার চেষ্টা করছি। মস্কোতে তার কোনো সহযোগীর সঙ্গে কথা বলব।'

'ঠিক আছে। কিন্তু ক্রমওয়েল তোমাকে তাড়াতাড়ি স্টুডিওতে ফিরে আসতে বলেছেন। মস্কোতে আমাদের সংবাদদাতা টিম ড্রিউ আছে। ওকে তোমার কথা বলে দেব। সে তোমার কাজে লাগতে পারে।'

'ধন্যবাদ। আমি রাশিয়ায় দু-একদিনের আগে যাচ্ছি না।'

'ডানা!'

'বলুন!'

'নেভার মাইন্ড। গুডবাই।'

*ধন্যবাদ। আমি রাশিয়ায় দু-একদিনের আগে যাচ্ছি না।*

*'ডানা!'*

*'বলুন!'*

*'নেভার মাইন্ড। গুডবাই।'*

শেষ হয়ে গেল টেপ।

বাড়িতে ফোন করল ডানা।

'গুড ইভনিং, মিসেস ডালি, নাকি গুড আফটারনুন বলব?'

'মিস ইভান্স! কেমন আছেন আপনি?'

'ভালো। আপনাদের খবর কী?'

'খুব ভালো।'

'কামাল কোনো ঝামেলা করছে না তো?'

'একদমই না। ও আপনাকে খুব মিস করছে।'

'আমিও ওকে মিস করছি। ওকে দেয়া যাবে?'

'সে ঘুমাচ্ছে। জাগাব?'

আশ্চর্য হয় ডানা। 'ঘুমাচ্ছে? সেদিন ফোন করলাম। সেদিনও বললেন ও ঘুমাচ্ছে।'

'ও স্কুল থেকে খুব ক্লান্ত হয়ে ফেরে। আমিই বলেছি ঘুমাতে।'

'অ আচ্ছা... ওকে আমার ভালোবাসা জানাবেন। আমি কাল আবার ফোন করব। বলবেন ওর জন্য রাশিয়া থেকে ভাল্লুক নিয়ে আসব।'

'ভাল্লুক? বাহ্, বেশ! ও খুব খুশি হবে।'



ডানা রজার হাডসনকে ফোন করল।

'রজার, আমার একটা উপকার করতে হবে।'

'বলো।'

'আমি মস্কো যাচ্ছি। ওখানকার আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এডোয়ার্ড হার্ডির সঙ্গে কথা বলব। ওঁর সঙ্গে তো আপনার বেশ খাতির।'

'তা একটু জানাশোনা আছে।'

'আমি এখন প্যারিসে। আপনি কি দয়া করে মি. হার্ডিকে একটা ফ্যাক্স পাঠিয়ে বলতে পারবেন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই?'

'তারচেয়ে বরং আমি তাঁকে ফোন করে তোমার কথা বলে দেব।'

'বাহ্, তাহলে তো আরো ভালো। ধন্যবাদ, রজার।'

আজ নিউ ইয়ার্স ইভ। ডানার আজ কোনো কাজ নেই। তবু সে ওভারকোট পরে বেরুল। ডোরম্যান জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জন্য ট্যাক্সি ডেকে দেব, মিস ইভান্স!'

'না, ধন্যবাদ।' ওর যাবার কোনো জায়গা নেই। জাঁ পল হিউবার্ট গেছে তার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে।

ডানা রাস্তায় হেঁটে বেড়াল। জেফ এবং র‍্যাচেলের কথা ভাবতে না-চাইলেও বারবার মনে পড়ল ওদেরকে। ছোট একটি গির্জার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল ডানা। দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়ল ভেতরে। শান্তি লাগল মনে। ডানা কিছুক্ষণ প্রার্থনা করল।

এখন মাঝরাত। এখনো রাস্তায় হাঁটছে ডানা। মানুষজনের হৈহল্লা বিস্ফোরণের মতো বাজছে কানে। জেফ কী করছে ভাবছে। র‍্যাচেলের সঙ্গে প্রেম করছে? জেফ ডানাকে আজ সারাদিনে একবারও ফোন করেনি। কী করে সে ডানার কথা ভুলে গেল?

ডানা জানে না সে যখন হোটেল থেকে বেরুচ্ছে, পার্স থেকে পড়ে গিয়েছিল সেলফোন। ওটা অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলেছে। কিন্তু ধরার কেউ নেই।

ভোররাতে হোটেলে ফিরল ডানা। জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। প্রথমে ওর বাবা ওকে ত্যাগ করেছে, এখন জেফ। ওকে সবাই ছেড়ে চলে যায়। ওর কি দায় পড়েছে সবার জন্য ভাবতে? ডানা সিদ্ধান্ত নিল সে আর কারো জন্য মন খারাপ করবে না। কিন্তু মন যে মানে না।

ডানা কাঁদতে লাগল।

## উনিশ

সাবেনা এয়ারলাইন্সের বিমান মস্কো পৌঁছাতে সাড়ে তিনঘণ্টা সময় নিল। বেশিরভাগ যাত্রীর পরনে গরম পরিচ্ছদ, ব্যাগে ফার কোট, হ্যাট এবং স্কার্ফ।

*আমার আরো গরম পোশাক নেয়া উচিত ছিল,* ভাবল ডানা। *অবশ্য মস্কোতে দু-একদিনের বেশি থাকবও না।*

অ্যান্টোনিও পার্সিকোর কথাগুলো কানে বাজছে ডানার।

*তাঁকে উন্মাদের মতো লাগছিল। তিনি ফোনে বারবার বলছিলেন, 'রাশান প্ল্যান কাজে লাগাতেই হবে। আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। এখন বিরতি দেয়ার প্রশ্নই নেই।*

*কী বিশেষ প্ল্যান নিয়ে কাজ করছিলেন উইনথ্রপ? খাপে খাপ কী মিলে গিয়েছিল?*

ডানা অবাক হয়ে লক্ষ করল রাশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট শেরেমেটিএভোতে গিজগিজ করছে পুলিশ। *পাগল ছাড়া রাশিয়ায় কেউ শীতে বেড়াতে আসে?* ভাবল ও।

ব্যাগেজ কাউন্টারে পৌঁছল ডানা। লক্ষ করল এক লোক ওর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। ধক করে উঠল বুক। *ওরা জেনে গেছে আমি এখানে আসছি। কিন্তু জানল কী করে?*

লোকটা পা বাড়াল ডানার দিকে। 'ডানা ইভান্স?' তার কণ্ঠে স্লোভাক টান।

'জি...'

চওড়া হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'আমি আপনার বিরাট ভক্ত। আমি সবসময় আপনাকে টিভিতে দেখি।'

স্বস্তি অনুভব করল ডানা। 'ও, আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

'আমাকে কি একটি অটোগ্রাফ দেয়া যাবে?'

'অবশ্যই।'

একখণ্ড কাগজ দিল সে ডানাকে। 'আমার কাছে কলম নেই।'

'আমার কাছে আছে।' ডানা তার নতুন সোনার কলম বের করে অটোগ্রাফ

দিল।

'স্পাসিবা! স্পাসিবা!'

ডানা কলম পার্সে ঢুকাচ্ছে, কে যেন পেছন থেকে ধাক্কা দিল। কলমটা ছিটকে পড়ে গেল কংক্রিটের মেঝেতে। ডানা ঝুঁকে তুলে নিল কলম। কলমের মসৃণ গায়ে চিড় ধরেছে।

আশা করি এটুকু মেরামত করা যাবে, ভাবল ডানা। সে ফাটলটা ভালোভাবে পরখ করার জন্য চোখের সামনে তুলে ধরল। এবং তাজ্জব বনে গেল। ফাটলের ভেতরে সরু একটি তার দেখা যাচ্ছে। সাবধানে তারটা টেনে বের করল ডানা। তারটি একটি মাইক্রোট্রান্সমিটারের সঙ্গে যুক্ত। ডানা অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল ওদিকে। *এ জিনিসের কারণেই ওরা তাহলে জানতে পারছে আমি কোথায় যাই। কিন্তু আমার কলমের মধ্যে মাইক্রোট্রান্সমিটার ফিট করল কে এবং কেন?* কার্ডটির কথা মনে পড়ে গেল।

*প্রিয় ডানা, যাত্রা শুভ হোক। দ্য গ্যাং।*

ক্রুদ্ধ ডানা মাইক্রোট্রান্সমিটারটি ছুড়ে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর জুতো দিয়ে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলল।

একটি নির্জন ল্যাবরেটরি রুমে, একটি ম্যাপের সিগনাল মার্কার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল পর্দা থেকে।

'ওহ্, শিট!'

'ডানা?'

ঘুরল ডানা। WTN-এর মস্কো সংবাদদাতা দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি টিম ড্রিউ। দেরি হবার জন্য দুঃখিত। ট্রাফিক জ্যামে আটকে গেছিলাম।'

টিম ড্রিউ'র বয়স চল্লিশ/বিয়াল্লিশ, লম্বা, লাল চুল মাথায়, মুখে উষ্ণ আন্তরিক হাসি। 'আমার গাড়ি বাইরে আছে। ম্যাট বলেছে আপনি এখানে কদিন থাকছেন।'

'হুঁ।'

ডানার লাগেজ নিয়ে এক্সিটের দিকে পা বাড়াল টিম ড্রিউ।

মস্কোর রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। গোটা শহর বরফে মোড়ানো। ড. জিভাগো ছায়াছবির কথা মনে পড়ে গেল ডানার।

'দারুণ সুন্দর!' চেঁচিয়ে উঠল ডানা, 'আপনি কতদিন আছেন এখানে?'

'দুই বছর।'

'ভালো লাগে এ শহর?'

'একটু ভীতিকর শহর মস্কো,' বলল ড্রিউ, 'আপনার জন্য সেভাস্টেপল হোটেলে রুম বরাদ্দ করা হয়েছে।'

'কেমন ওটা?'

'ভালোই।'

রাস্তার প্রতিটি মানুষের গায়ে ফারকোট, ভারী সুয়েটার এবং ওভারকোট। ড্রিউ ডানাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি গরম জামাকাপড় না কিনলে জমে বরফ হয়ে যাবেন।'

'আমার সমস্যা হবে না। আমি কাল অথবা পরশু চলে যাব।'

ওদের সামনে রেডস্কোয়ার এবং ক্রেমলিন। মস্কোভা নদীর বাম তীরে, পাহাড়ের চুড়োয় ক্রেমলিন। নিসর্গ এদিকে খুবই সুন্দর। কিন্তু মন দিয়ে উপভোগ করতে পারছে না ডানা। মনে পড়ে যাচ্ছে অ্যান্টোনিও পার্সিকোর কথা। ও যদি মিথ্যা বলে থাকে? টেলর উইনথ্রপকে নিয়ে যদি গল্প বানিয়ে থাকে? রাশান প্ল্যানটাও হয়তো মিথ্যা।

'ওটা রেডস্কোয়ারের পুবদিকের দেয়াল। পশ্চিমদিকের দেয়ালে রয়েছে কুটাফিয়া টাওয়ার। ওদিক দিয়ে দর্শনার্থীরা প্রবেশ করে।' ধারাভাষ্য দিয়ে চলেছে টিম ড্রিউ।

*কিন্তু টেলর উইনথ্রপ রাশিয়ায় আসার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন কেন? স্রেফ রাষ্ট্রদূত হওয়ার জন্য? উঁহু, তা নয়।*

টিম ড্রিউ বলছে, 'এ জায়গায় রুশীদের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। আইভান দ্য টেরিবল এবং স্টালিনের হেডকোয়ার্টার্স ছিল এখানে, লেনিন এবং ক্রুশ্চেভেরও।'

প্রকাণ্ড একটি হোটেলের সামনে থামল গাড়ি। 'এসে পড়েছি,' ঘোষণা করল টিম ড্রিউ।

'ধন্যবাদ, টিম,' গাড়ি থেকে নামল ডানা। সাথে সাথে হাড়কাঁপানো শীতল হাওয়ার ধাক্কা ওকে যেন জমিয়ে দিল।

'ভেতরে যান,' বলল টিম, 'আমি আপনার ব্যাগট্যাগগুলো নিয়ে আসছি। ভালো কথা, সন্ধ্যায় কাজ না থাকলে চলুন না একসঙ্গে ডিনার করি।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'একটি প্রাইভেট ক্লাব আছে। ওদের রান্নাটা খুব ভালো। আপনার ভালোই লাগবে।'

'বেশ।'

সেভাস্টোপল হোটেলের লবি সুবৃহৎ এবং সুসজ্জিত, লোকে লোকারণ্য। রিসেপশন ডেস্কের পেছনে অনেকগুলো মানুষ ব্যস্ত। ডানা তাদের একজনের

দিকে এগিয়ে গেল।

মুখ তুলে চাইল সে, 'দা? "জি?)'

'আমি ডানা ইভান্স। আমার নামে একটি রিজার্ভেশন আছে।'

লোকটা এক মুহূর্ত দেখল ডানাকে। তারপর নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল, 'অ. হ্যাঁ, মিস ইভান্স।' সে ডানাকে একখানা রিজার্ভেশন কার্ড দিল। 'এটা একটু পূরণ করে দিন। আর আপনার পাসপোর্টটি একটু লাগবে।'

ডানা রেজিস্ট্রেশন কার্ড পূরণ করছে, ক্লার্ক লবির এককোণায় দাঁড়ানো এক লোকের উদ্দেশে মাথা নাড়ল। ডানা রেজিস্ট্রেশন কার্ডটি ফিরিয়ে দিল ক্লার্ককে।

'আপনাকে আমাদের লোক পৌঁছে দেবে রুমে।'

'ধন্যবাদ।'

ঘরটা পছন্দ হল না ডানার। আসবাবগুলো পুরোনো, বিবর্ণ এবং কেমন সোঁদা একটা গন্ধও আসছে।

অসংখ্য ভাঁজঅলা একটি ইউনিফর্ম-পরা এক হস্তিনী ঢুকল ডানার ঘরে তার ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে। ডানা মহিলাকে বকশিশ দিল। মহিলা ঘোঁতঘোঁত করে রাশান ভাষায় ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল। ডানা ফোন তুলে ২৫২-২৪৫১-এ ডায়াল করল।

'আমেরিকান অ্যামব্যাসি?'

'অ্যামবাসাডর হার্ডি'র অফিসে লাইন দিন প্লিজ।'

'এক মিনিট।'

'অ্যামবাসাডর হার্ডির অফিস।'

'হ্যালো। আমি ডানা ইভান্স। আমি কি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'কারণটা কি জানানো যাবে?'

'এটা—এটা ব্যক্তিগত একটি ব্যাপার।'

'এক মিনিট, প্লিজ।'

ত্রিশ সেকেন্ড পরে লাইনে এলেন অ্যামবাসাডর হার্ডি।

'মিস ইভান্স?'

'জি।'

'মস্কোতে স্বাগতম।'

'ধন্যবাদ।'

'রজার হাডসন আমাকে ফোনে বলেছেন আপনি আসবেন। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আপনার সঙ্গে একটু দেখা করা যায়?'

'নিশ্চয়। আমি—এক মিনিট ধরুন,' সংক্ষিপ্ত বিরতি শেষে আবার শোনা

গেল রাষ্ট্রদূতের কণ্ঠ, 'কাল সকালে আসুন। দশটার দিকে।'

'আসব। অনেক ধন্যবাদ।'

ডানা জানালা দিয়ে গরম-পোশাক-পরা লোকগুলোর দিকে তাকাল। *টিম ঠিকই বলেছে আমার কিছু গরম কাপড় কেনা উচিত।*

GUM ডিপার্টমেন্ট স্টোর ডানার হোটেল থেকে বেশিদূরে নয়, এখানে রয়েছে জামাকাপড় থেকে হার্ডওয়্যার সবকিছুরই বিপুল সম্ভার।

ডানা মহিলাদের সেকশনে গেল, এখানে প্রচুর ভারী কোট আছে। সে লাল উলের একটি কোট বেছে নিল, সেইসঙ্গে ম্যাচ-করা লাল স্কার্ফ। তারপর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

হোটেলরুমে ঢুকেছে ডানা, বাজতে শুরু করল সেলফোন। জেফ।

'হ্যালো, ডার্লিং, আমি তোমাকে নববর্ষে বহুবার ফোন করেছি। কিন্তু তুমি তো ফোনই ধরলে না! তোমার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করব বুঝতে পারছিলাম না।'

'আমি দুঃখিত, জেফ।' *যাক্, ও তাহলে ভোলেনি আমাকে?*

'কোথায় তুমি?'

'মস্কো।'

'সব ঠিক আছে তো, হানি?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। র‍্যাচেলের খবর কী বলো।'

'এত তাড়াতাড়ি বলা মুশকিল। কাল ওকে নতুন একটা থেরাপি দেয়া হবে। কয়েকদিনের মধ্যে রেজাল্ট পেয়ে যাব।'

'আশা করি এ থেরাপিতে কাজ হবে।' বলল ডানা।

'ওখানে অনেক ঠাণ্ডা পড়েছে?'

হেসে উঠল ডানা, 'বললে বিশ্বাস করবে না। আমি জমে বরফ হয়ে গেছি।'

'ওখানে থাকলে তোমাকে আমি গলিয়ে ফেলতাম।'

আরো মিনিট-পাঁচেক কথা বলল দুজনে। ডানা শুনল র‍্যাচেল ডাকছে জেফকে।

জেফ বলল, 'এখন ছাড়ি, ডার্লিং। র‍্যাচেল ডাকছে আমাকে। আমাকে বোধহয় ওর দরকার।'

*তোমাকে আমারো দরকার,* মনে মনে বলল ডানা, 'আই লাভ ইউ।'

'আই লাভ ইউ।'

১৯-২৩ নভিনস্কি বুলভারে আমেরিকান অ্যামব্যাসি, প্রাচীন একটি ভবন। রুশ

গার্ডরা সেন্ট্রি বুথ-এ পাহারা দিচ্ছে। মানুষের লম্বা লাইন। ডানা লাইনে পাশ কাটাল, গার্ডকে নিজের নাম বলল। রুস্টারে চোখ বুলাল গার্ড। তারপর ভেতরে যাবার অনুমতি দিল ডানাকে।

লবিতে, বুলেটপ্রুফ কাচের সিকিউরিটি বুথ-এ দাঁড়িয়ে আছে এক আমেরিকান মেরিন। ইউনিফর্ম পরিহিতা এক আমেরিকান মহিলা গার্ড ডানার পার্স খুলে পরীক্ষা করল।

'ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ,' ডানা ডেস্কে গেল, 'ডানা ইভান্স।'

ডেস্কের লোকটি বলল, 'অ্যামবাসাডর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, মিস ইভান্স। আমার সঙ্গে আসুন, প্লিজ।'

মার্বেলের সিঁড়ি মাড়িয়ে লম্বা একটি হলওয়ের মাথায় রিসেপশন অফিসে চলে এল লোকটি ডানাকে নিয়ে। ভেতরে ঢুকল ডানা।

বছর-চল্লিশের সুদর্শনা এক মহিলা হেসে বলল, 'মিস ইভান্স, দিস ইজ আ প্লেজার। আমি লি হপকিন্স। অ্যামবাসাডরের সেক্রেটারি। আপনি ভেতরে যেতে পারেন।'

ডানা ভেতরের অফিসে ঢুকল। রাষ্ট্রদূত এডোয়ার্ড হার্ডি ডানাকে দেখে চেয়ার ছাড়লেন।

'গুডমর্নিং, মিস ইভান্স।'

'গুডমর্নিং,' বলল ডানা, 'আমাকে সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

রাষ্ট্রদূত বেশ লম্বা, লাল টকটকে মুখ, চেহারা দেখলে মনে হয় ইনি একজন ঝানু রাজনীতিবিদ।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। কিছু খাবেন?'

'নো, থ্যাংকস।'

'প্লিজ, বসুন।'

বসল ডানা।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মিস ইভান্স?'

'আমি টেলর উইনথ্রপ সম্পর্কে কিছু কথা শুনতে চাই। আমি তাঁর পরিবার নিয়ে একটি স্টোরি করছি।'

হার্ডি বললেন, 'কিন্তু ওই পরিবার সম্পর্কে তো বহু গল্প বলা হয়েছে। নতুন কিছু বলার মতো নেই।'

ডানা বলল, 'আমি আসলে আপনার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সম্পর্কে জানতে চাই। উনি কেমন মানুষ ছিলেন, কারা তাঁর বন্ধু ছিল, তাঁর কোনো শত্রু ছিল কিনা...'

'শত্রু?' বিস্মিত দেখাল রাষ্ট্রদূতকে, 'না। সবাই ভালোবাসত টেলরকে। তাঁর

মতো চমৎকার অ্যামবাসাডর আমরা আর পাইনি।'

'আপনি কি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি বছরখানেক তাঁর ডেপুটি চিফ অব মিশন ছিলাম।'

'উনি কি কোনো ধরনের বিজনেস বা গভর্নমেন্ট ডিল করছিলেন?'

হার্ডি একমুহূর্ত ভেবে জবাব দিলেন, 'আমি ঠিক জানি না।'

ডানা জানতে চাইল, 'এখন যারা অ্যামব্যাসিতে কাজ করছেন তাঁদের কেউ কি টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে কাজ করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছেন। আমার সেক্রেটারি লি টেলরেরও সেক্রেটারি ছিল।'

'আমি কি তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। আপনাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে এরকম কয়েকজন মানুষের একটা তালিকা আপনাকে দেব।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়। ধন্যবাদ।'

সিধে হলেন রাষ্ট্রদূত। 'সাবধানে থাকবেন, মিস ইভান্স। এখানকার রাস্তাঘাটে ছিনতাই-রাহাজানি ক্রমে বেড়েই চলেছে।'

'শুনেছি একথা।'

'ট্যাপের পানি পান করবেন না। এমনকি রাশানরাও ওই পানি স্পর্শ করে না। খাবার খাবেন বেছে বেছে, নইলে অহেতুক খাবার দিয়ে ওরা আপনার টেবিল ভরিয়ে রাখবে। শপিং-এ গেলে আরবাটে যাবেন। কেনাকাটার জন্য ওটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা। ওই দোকানে সবকিছু পাবেন। আর এখানকার ট্যাক্সিতেও চড়বেন বুঝেসুঝে। পুরানো ট্যাক্সি নেবেন। নতুন ট্যাক্সিতে ড্রাইভারের ছদ্মবেশে থাকে ছিনতাইকারী।'

'ধন্যবাদ,' হাসল ডানা, 'আপনার পরামর্শ মনে থাকবে আমার।'

পাঁচ মিনিট পরে ডানা রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারি লি হপকিন্সের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। দরজা বন্ধ করে ছোট একটি ঘরে বসে কথা বলছে ওরা।

'অ্যামবাসাডর উইনথ্রপের সঙ্গে কতদিন কাজ করেছেন আপনি?'

'দেড় বছর। আপনি কী জানতে চান?'

'এখানে থাকাকালীন উইনথ্রপের কোনো শত্রু সৃষ্টি হয়েছিল কি?'

বিস্মিত দেখাল লি হপকিন্সকে। 'শত্রু?'

'জি। এ-ধরনের চাকরিতে, আপনার নিশ্চয় অনেককে মুখের ওপর 'না' বলে দিতে হয় এবং সেটা তারা পছন্দ নাও করতে পারে। অ্যামবাসাডর উইনথ্রপের পক্ষে নিশ্চয় সকলকে খুশি করা সম্ভব ছিল না?'

মাথা নাড়ল লি হপকিন্স। 'আমি জানি না আপনি কিসের ইঙ্গিত করছেন, মিস ইভান্স, তবে টেলর উইনথ্রপ সম্পর্কে যদি আজেবাজে কথা লেখার উদ্দেশ্য

আপনার থাকে, তাহলে বলব ভুল মানুষের কাছে এসেছেন। তাঁর মতো উদার এবং বিবেচক মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি।'

*আবার শুরু হল সেই প্রশংসা।*

পরবর্তী দু-ঘণ্টায় আরো জনাপাঁচেক লোকের সঙ্গে কথা বলল ডানা। এরা সবাই টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে কাজ করেছে। তারা যা বলল তার সারমর্ম হল

*তিনি একজন প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন...*

*তিনি মানুষজন খুব পছন্দ করতেন...*

*তিনি নিজ থেকে আমাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন...*

*শত্রু? না টেলর উইনথ্রপ...*

*আমি বেহুদা সময় নষ্ট করছি,* ভাবল ডানা। সে আবার অ্যামবাসাডর হার্ডির ঘরে ঢুকল।

'যা দরকার ছিল পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলেন হার্ডি।

ইতস্তত করল ডানা, 'না, ঠিক তা পাইনি।'

সামনে ঝুঁকে এলেন হার্ডি, 'আর পাবেন বলেও মনে হয় না, মিস ইভান্স। যদি টেলর উইনথ্রপ সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু খোঁজ করেন, কখনোই তা পাবেন না। এখানকার সবাই আপনার ওপর অসন্তুষ্ট। তারা মানুষটিকে ভালোবাসত। আমিও। যে কঙ্কালের অস্তিত্ব নেই তা খুঁড়তে যাবেন না। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে এখন যেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল ডানা, 'চলে যাব আমি।'

কিন্তু মস্কো ছাড়ার কোনো ইচ্ছেই ওর নেই।

ক্রেমলিন এবং মানেঝ স্কোয়ারের ঠিক বিপরীতে ভিআইপি ন্যাশনাল ক্লাব। এতে রয়েছে একটি প্রাইভেট রেস্টুরেন্ট এবং ক্যাসিনো। ডানার জন্য এখানে অপেক্ষা করছিল টিম ড্রিউ।

'স্বাগতম,' বলল সে, 'আশা করি জায়গাটা উপভোগ করবেন। এটা মস্কোর হাই-সোসাইটির হোমড়াচোমড়াদের আড্ডার প্রিয় জায়গা। এ রেস্টুরেন্টে বোমা পড়লে, আমার ধারণা, সরকার বেকার হয়ে যাবে।'

ডিনারটি চমৎকার হল। বিলিনি এবং ক্যাভিয়ার দিয়ে শুরু হল, সঙ্গে থাকল বরশ্‌ট, ওয়ালনাট সস মেশানো জর্জিয়ান স্টার্জন, বিফ স্ট্রগানফ এবং স্লুকোম রাইস ও ডেসার্টে ভাঘুস্কি চিজ কার্টলেট।

'খাবারটা খুব সুস্বাদু,' বলল ডানা, 'শুনেছি রাশিয়ায় ভালো খাবার পাওয়া যায় না।'

'ঠিকই শুনেছেন,' বলল টম ড্রিউ, 'তবে এটা রাশিয়া নয়। এ হল বিশেষ

ক্ষুদ্র মরূদ্যান।'

'এখানকার জীবনযাত্রা কীরকম?' জানতে চাইল ডানা।

একটু ভেবে জবাব দিল ড্রিউ, 'এখানে থাকা যেন বিস্ফোরণের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা অগ্নিগিরির সঙ্গে বসবাস। কখন বিস্ফোরণ ঘটবে কেউ জানে না। ক্ষমতাশালীরা দেশের কোটি কোটি টাকা মেরে খাচ্ছে এবং জনসাধারণ না-খেয়ে আছে। ঈশ্বর জানে এখন কী ঘটবে। এটা হল গল্পের একদিক। তবে এ দেশের সংস্কৃতি এককথায় অবিশ্বাস্য। এদের রয়েছে বলশয় থিয়েটার, বিখ্যাত হার্মিটেজ, পুশকিন মিউজিয়াম, রাশান ব্যালে, মস্কো সার্কাস—এ তালিকার যেন শেষ নেই। সারা পৃথিবীর প্রকাশকরা যত বই প্রকাশ করে, রাশিয়া একা তা প্রকাশ করে। মার্কিন নাগরিকরা গড়ে বছরে যে-পরিমাণ বই পড়ে তার তিনগুণ বেশি বই পড়ে রুশরা।'

'হয়তো তারা ভুল বই পড়ছে,' মন্তব্য করল ডানা।

'হয়তো। এখন রুশরা ক্যাপিটালিজম এবং কম্যুনিজমের মাঝখানে ঝুলে রয়েছে। এবং কোনোটাই কাজ করছে না। এদের সেবার মান খারাপ, মূল্যস্ফীতি প্রচণ্ড এবং ভয়াবহ দুর্নীতি গ্রাস করেছে গোটা দেশ।' ডানার দিকে তাকাল টিম, 'আমি বোধহয় খুব বেশি বকবক করছি।'

'না, ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে কি টেলর উইনথ্রপের পরিচয় ছিল?'

'তাঁর বারকয়েক ইন্টারভ্যু নিয়েছিলাম।'

'তিনি কি কখনো বড়সড় কোনো প্রজেক্টে জড়িত ছিলেন?'

'নানান প্রজেক্টের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।'

'আমি আসলে জানতে চাইছি উনি এখানে ভিন্নরকম কোনো প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা। বিরাট কিছু।'

'মনে পড়ছে না। তবে আপনি তাঁর রুশবন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন।'

'আচ্ছা,' বলল ডানা, 'তাই করব আমি।'

বিল নিয়ে এল ওয়েটার। টিম বিল চুকিয়ে দিল। ডানাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সঙ্গে অস্ত্র রাখেন?'

অবাক হলো ডানা, 'না তো! কেন?'

'এ হল মস্কো। এখানে পদেপদে বিপদ।' সে কী যেন ভাবল। 'চলুন, আপনাকে একটা দোকানে নিয়ে যাই।'

ওরা একটা ট্যাক্সিতে উঠল। টম ড্রিউ ড্রাইভারকে ঠিকানা বলল। পনেরো মিনিট পরে একটি বন্দুকের দোকানের সামনে থামল ট্যাক্সি। ওরা নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে।

ডানা দোকানে একনজর ঝুলিয়ে বলল, 'আমি বন্দুকটন্দুক কিনব না।'

টিম ড্রিউ বলল, 'জানি। তবু চলুন। একটু দেখে আসি।' দোকানের কাউন্টার বোঝাই নানান ধরনের অস্ত্র।

ডানা চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে যে-কেউ চাইলেই অস্ত্র কিনতে পারে?'

'পকেটে টাকা থাকলেই হল,' বলল টিম ড্রিউ।

কাউন্টারের পেছনের লোকটা রুশভাষায় বিড়বিড় করে কী যেন বলল। টিম জানাল সে কী চায়।

'দা,' কাউন্টার থেকে সে ছোট, কালো রঙের সিলিন্ডার টাইপের একটি জিনিস তুলে নিল।

'কী এটা?' প্রশ্ন করল ডানা।

'এটা আপনার জন্য। এ হল পিপার-স্প্রে। মরিচের গুঁড়ো ছিটানো যন্ত্র।' টিম ড্রিউ অস্ত্রটি হাতে নিল। 'শুধু এই বোতামটা ধরে চাপ দেবেন, মন্দ লোকদের চোখে মরিচের গুঁড়ো ঢুকে যাবার পরে তারা কীরকম নাচানাচি শুরু করে দেয় দেখবেন।'

ডানা বলল, 'আমার মনে হয় না—'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। এটা নিন,' ডানার হাতে জোর করে জিনিসটা তুলে দিল ড্রিউ। তারপর টাকা মিটিয়ে বেরিয়ে এল।

'মস্কো নাইটক্লাবে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল টিম ড্রিউ।

'আপত্তি নেই।'

'তাহলে চলুন।'

ভেরস্কায়া স্ট্রিটে নাইট ফ্লাইট ক্লাবে আলোয় ঝলমল করছে। ধাঁধিয়ে যায় চোখ। সুন্দর সুন্দর পোশাক পরা রুশরা খাচ্ছে, পান করছে, নাচছে।

'এদের দেখে মনে হয় এদেশে কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা নেই,' মন্তব্য করল ডানা।

'না। ওরা ভিখিরিদের ক্লাবের ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেয় না।'

রাত দুটোর দিকে নিজের হোটেলে ফিরল ক্লান্ত ডানা। সারাটা দিন আজ বেশ ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। হলওয়েতে বসা এক মহিলা হোটেল-বোর্ডাররা কোথায় যায় না যায় তার বিবরণ লিখে রাখছিল খাতায়।

ডানা ঢুকল নিজের ঘরে। জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। চাঁদনী রাতে তুষারপাতের দৃশ্যটি মনে করিয়ে দিল ভিউকার্ডের কথা।

*আগামীকাল,* ভাবল ডানা, 'জানতে পারব এখানে আসার উদ্দেশ্য সফল হল কিনা।'

মাথার ওপরে জেটবিমান এমন গর্জন তুলে উড়ে গেল, মুহূর্তের জন্য মনে হল ওটা বুঝি এ ভবনের গায়ে আছড়ে পড়তে যাচ্ছে। টেবিল থেকে দ্রুত উঠে পড়ল লোকটি, বিনোকিউলার নিয়ে দাঁড়াল জানালায়। প্লেনটি আধমাইল দূরের ছোট বিমানবন্দরে অবতরণ করছে। রানওয়ে ছাড়া, যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। এখন শীতকাল। আর এটা সাইবেরিয়া।

'তো,' বলল সে তার সহকারীকে, 'চাইনিজরা প্রথমে এসে পড়েছে, 'অথচ আমি শুনেছি আমাদের বন্ধু লিংওং আর ফিরছে না। আমার গত মিটিং থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয়েছিল তাকে। ব্যাপারটি নিশ্চয় তার জন্য সুখকর ছিল না।'

এমন সময় আরেকটি জেট উড়ে এল মাথার ওপর। ওটা অবতরণ করার পরে উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিনোকিউলার চোখে ঠেকাল লোকটি। দেখল কয়েকজন কেবিন থেকে নেমে টারমাকে এগুচ্ছে। তাদের হাতে মেশিন পিস্তল। এবং এগুলো তারা লুকোবার চেষ্টাও করছে না।

'ফিলিস্তিনিরা এসে পড়েছে।'

আরেকটি বিমান গর্জন করল মাথার ওপরে। *এখনো বারোজন বাকি*, ভাবল সে। *কাল যখন আমরা আলোচনা শুরু করব, ইতিহাসের বৃহত্তম নিলাম হবে ওটা।*

সহকারীর দিকে ফিরল সে, 'মেমো নাও।'

CONFIDENTIAL MEMO TO ALL OPERATION PERSONEL DESTROY IMMEDIATELY AFTER READING.

CONTINUE CLOSE SURVEILLANCE ON SUBJECT TARGET. REPORT ACTIVITIES AND STAND BY FOR HER POSSIBLE ELIMINATION.

# কুড়ি

ঘুম থেকে উঠে টিম ড্রিউকে ফোন করল ডানা।

'অ্যামবাসাডর হার্ডি আর কিছু বলেছেন তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল টিম। ইচ্ছে করেই 'তুমি' সম্বোধন করল।

'না। আমার মনে হয় আমি ওঁকে রাগিয়ে দিয়েছি। টিম, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'ঠিক আছে। ট্যাক্সি নিয়ে বয়োরস্কি ক্লাবে চলে এসো। এটা ট্রিটলিনি প্রয়েজ স্ট্রিটে।'

'কোথায়? আমি কখনো—'

'ট্যাক্সি ড্রাইভার চিনবে।'

'আচ্ছা।'

হোটেলের বাইরে পা দিতেই হিম ঠাণ্ডার ঝাপটায় কেঁপে উঠল ডানা। নতুন লাল উলেন কোটটা পরেছে বলে রক্ষা। নইলে শীতে নির্ঘাত জমে যেত। রাস্তার ওপারের একটি ভবনের সাইনবোর্ডে আজকের তাপমাত্রা ফুটে আছে -২৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মাই গড! ভাবল ও, ফারেনহাইটে মাইনাস কুড়ির নিচে।

হোটেলের বাইরে ঝকঝকে নতুন একটি ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। ডানা ওদিকে পা বাড়িয়েও আবার পিছিয়ে গেল। একজন যাত্রী উঠল ওটাতে। পরের ট্যাক্সিটি পুরোনো। ডানা ওটাতে চড়ল। রিয়ারভিউ মিররে ডানার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ড্রাইভার।

ডানা বলল, 'আমি ওয়ান-কোয়ার্টার টিট—' ইতস্তত করল—রিলনি—গম্ভীর দম নিল—'প্রয়েজ—'

অধৈর্য গলায় বলল ড্রাইভার, 'আপনি বয়োরস্কি ক্লাবে যাবেন?'

'দা।'

ড্রাইভার ছেড়ে দিল ট্যাক্সি। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি। এমন ঠাণ্ডাতেও ফুটপাতে পথচারীর অভাব নেই। শহরটা যেন মুড়ে রয়েছে ধূসর বিষণ্ণতার চাদরে। এ শুধু আবহাওয়ার জন্যই নয়, মনে মনে বলল ডানা।

বয়োরস্কি ক্লাব আধুনিক এবং আরামদায়ক। চামড়ার চেয়ার এবং কাউচ আছে। টিম ড্রিউ জানালার পাশে একটি চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিল ডানার জন্য।

'আসতে পারলে তাহলে।'

একটা চেয়ার দখল করল ডানা, 'ভাগ্যিস ক্যাব ড্রাইভার ইংরেজি বোঝে।'

'তুমি সৌভাগ্যবতী। অনেকে রুশভাষাও ঠিকমতো বলতে পারে না। এরা এসেছে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। রাশিয়া কত বড় দেশ জানো?'

'কত বড়?'

'দুটো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান। রাশিয়ার রয়েছে তেরোটি টাইম-জোন, চোদ্দটি দেশের সঙ্গে এর সীমান্ত আছে।'

'বাব্বাহ্,' বলল ডানা, 'টিম, টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে কাজ করেছে এমন কোনো রুশের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'রাশান সরকারের প্রায় প্রতিটি সংস্থার লোক এর মধ্যে পড়বে।'

ডানা বলল, 'তা জানি। আমি চাইছি যেসব রাশানের সঙ্গে উইনথ্রপ ঘনিষ্ঠ ছিলেন এমন কারো সঙ্গে কথা বলব। যেমন প্রেসিডেন্ট—'

'র‍্যাঙ্কটা একটু নিচে নামাতে হবে,' বলল টিম ড্রিউ। 'সাশা শাডোনফের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একটু বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল।'

'সাশা শাডোনফ কে?'

'ব্যুরো ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের কমিসার। উইনথ্রপের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল তাঁর।' ডানার চোখে চোখ রাখল সে, 'তুমি আসলে কী চাইছ, ডানা?'

'আমি জানি না,' সত্যি কথাটাই বলল ডানা, 'আমি জানি না।'

লাল ইটের ভবন ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ওজারনাইয়া স্ট্রিটে। পুরো একটি ব্লক দখল করে রেখেছে ভবনটি। মেইন এন্ট্রান্সের ভেতরে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম পরা দুই পুলিশ। তিন নম্বর পুলিশটি ডেস্কের পেছনে।

ডেস্কে এগিয়ে গেল ডানা। তাকাল গার্ড।

'দবরি জিন' (সুপ্রভাত) বলল ডানা।

'দাস্তাভুইতে, নে—'

তাকে বাধা দিল ডানা। 'এক্সকিউজ মি। আমি কমিশনার শাদানোফের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি ডানা ইভান্স। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন নেটওয়ার্কের সঙ্গে

আছি।'

গার্ড টেবিলে রাখা কাগজে নজর বুলিয়ে মাথা নাড়ল, 'আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'না—তবে—'

'তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। আপনি আমেরিকান?'

'জি।'

গার্ড ডেস্কের কয়েকটি ফর্ম ঘেঁটে একটি এগিয়ে দিল ডানাকে। 'এটা ফিলআপ করুন, প্লিজ।'

'করছি,' বলল ডানা, 'আজ বিকেলে কমিসারের সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

চোখ পিটপিট করল গার্ড, 'ইয়া নে পোনিমাইড (ঠিক বুঝলাম না)। আপনারা, আমেরিকানরা সবসময় তাড়ায় থাকেন। আপনি কোন্ হোটেলে উঠেছেন?'

'সেভাস্তোপোল। আমি মাত্র কয়েক মিনিট—'

'আপনাকে আমরা পরে জানাচ্ছি। দবরি জিন।'

'কিন্তু—' লোকটার চেহারা দেখে থমকে গেল ডানা, 'দবরি জিন।'

ডানা হোটেলরুমে সারাটা বিকেল বসে রইল ফোনের অপেক্ষায়। ছ'টার সময় সে টিম ড্রিউকে ফোন করল।

'শাডানোফের সঙ্গে দেখা হয়েছে?' জানতে চাইল সে।

'নাহ্। ওরা আমাকে জানাবে বলেছে।'

'হাল ছেড়ো না, ডানা। তুমি অন্যগ্রহের ব্যুরোক্রেসির সঙ্গে কাজ করছ।'

পরদিন সকালে ডানা ব্যুরো ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট-এর ভবনে গেল আবার। সেই একই গার্ড বসে আছে ডেস্কে।

'দবরি জিন।' বলল ডানা।

পাথর মুখ করে ডানার দিকে তাকাল সে, 'দবরি জিন।'

'কমিসার শ্যাডোনোফ গতকাল আমার ম্যাসেজ পেয়েছেন?'

'আপনার নাম?'

'ডানা ইভান্স।'

'গতকাল আপনি ম্যাসেজ রেখে গিয়েছিলেন?'

'জি,' নিরুত্তাপ গলা ডানার, 'আপনার কাছে।'

মাথা ঝাঁকাল গার্ড। 'তাহলে উনি পেয়েছেন। তাঁর কাছে সব ম্যাসেজই

যায়।'

'আমি কি কমিসার শাডানোফের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

গভীর দম নিল ডানা, 'না।'

কাঁধ ঝাঁকাল গার্ড। 'ইজ ভিনিতে, নিয়েত।'

'আমি কখন—'

'আপনার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করা হবে।'

হোটেলে ফেরার পথে ডানা দেতস্কি মির নামে শিশুদের একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে ঢুকল। একটি সেকশন বোঝাই প্রচুর খেলনা। এক কিনারে শেলফ-বোঝাই কম্পিউটার গেমস। *কামালের এসব খেলনা পছন্দ হবে,* ভাবল ডানা। একটা খেলনা কিনল সে। দাম দেখে চোখ উঠে গেল কপালে।

দাম চুকিয়ে ফিরল হোটেলে। ফোনের জন্য অপেক্ষা করছে। ছ'টার সময় ফোনের আশা ছেড়ে দিল। নিচে, ডিনারে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, বেজে উঠল ফোন। দ্রুত ফোন তুলল ডানা।

'ডানা?' টিম ড্রিউ।

'বলো, টিম।'

'কাজ হল?'

'এখনো হয়নি।'

'যাকগে, মস্কো যখন আছ কিছু জিনিস মিস করা উচিত হবে না। আজ রাতে ব্যালে আছে। যাবে?'

'যাব।'

'তোমাকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তুলে নিচ্ছি।'



ক্রেমলিনের ভেতরে, ছয় হাজার আসন বিশিষ্ট প্যালেস অব কংগ্রেস-এ অনুষ্ঠিত হল ব্যালে। যেন জাদু দেখল ডানা। কোত্থেকে সময় কেটে গেল টেরই পেল না।

ব্যালে শেষে গাড়িতে উঠল ওরা। টিম ড্রিউ বলল, 'আমার অ্যাপার্টমেন্টে যাবে? একটু বিশ্রাম নেবে।'

ডানা তাকাল টিমের দিকে। টিম আকর্ষণীয়, বুদ্ধিমান এবং রসিক। কিন্তু এ জেফ নয়। ডানা বলল, 'ধন্যবাদ, টিম। বাট নো।'

'ওহ্,' পরিষ্কার হতাশা তার কণ্ঠে, 'কাল এসো!'

'জানি না যেতে পারব কিনা,' বলল ডানা। *কারণ আমি একজনকে প্রচণ্ড*

ভালোবাসি।

পরদিন সকালে ডানা আবার গেল ব্যুরো ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট-এর অফিসে। সেই একই গার্ডকে দেখল যথারীতি।

'দবরে জিন।'

'দবরে জিন।'

'আমি ডানা ইভান্স। কমিসারের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। সম্ভব না হলে তাঁর সহকারীর সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে আপনার?'

'না। আমি—'

ডানাকে একখণ্ড কাগজ দিল সে, 'এটা পূরণ করুন...'

হোটেলরুমে ফিরল ডানা। বাজছে সেল ফোন, ঝিলিক দিল ডানার বুকের রক্ত।

'ডানা...'

'জেফ!'

অনেক কিছু বলার ছিল ওদের। কিন্তু মাঝখানে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল র‍্যাচেল ভৌতিক একটা ছায়া হয়ে। কিছুই বলতে পারল না ওরা।

পরদিন সকাল আটটায় অপ্রত্যাশিতভাবে কমিসার শাডানোফের অফিস থেকে ফোন এল। গম্ভীর কণ্ঠে একটি পুরুষকণ্ঠ জানতে চাইল, 'ডানা ইভান্স?'

'জি।'

'আমি ইয়েলিক কারবাভা, কমিসার শাডানোফের সহকারী। আপনি কমিসারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন?'

'জি!' ভাবল সহকারী এখুনি জিজ্ঞেস করবে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কিনা। বদলে বলল, 'ঠিক একঘণ্টা পরে ব্যুরো ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্টে চলে আসুন।'

'আচ্ছা। আপনাকে অনেক ধন্য—' কেটে গেল লাইন।



এক ঘণ্টা পরে প্রকাণ্ড ইটের ভবনটির লবিতে চলে এল ডানা। সেই একই গার্ডকে দেখতে পেল ডেস্কে।

মুখ তুলে চাইল সে, 'দবরি জিন?'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ডানা। 'দবরি জিন। আমি ডানা ইভান্স।

কমিসার শাডানোফের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'আমি দুঃখিত। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া—'

বহু কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করল ডানা। 'আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে ওকে দেখল গার্ড। 'দা?' ফোন তুলে কিছুক্ষণ কথা বলল সে। তারপর ফিরল ডানার দিকে। 'তিন তলা।' যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা বলল সে, 'আপনার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন।'

কমিসার শাডানোফের অফিসকক্ষটি প্রকাণ্ড এবং প্রাচীন। যেন ১৯২০ সালের আসবাব দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘর। অফিসে বসে আছেন দুজন মানুষ। ডানাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন দুজনে। বয়সীজন বললেন, 'আমি কমিসার শাডানোফ।'

শাডানোফ পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। বেঁটে, গাট্টাগোট্টা শরীর, চুল ধূসর, গোলাকার মুখ, বাদামি অস্থির একজোড়া চোখ, সারাক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। যেন কিছু খুঁজছেন। বাদামি রঙের সুট পরনে তার। তাতে অসংখ্য ভাঁজ। পায়ের কালো জুতোজোড়ার দশাও তেমনি। দ্বিতীয়জনের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'এ আমার ভাই বরিস শানাডোফ।'

হাসলেন বরিস শানাডোফ। 'কেমন আছেন, মিস ইভান্স?'

ভাইয়ের সঙ্গে চেহারায় কোনো মিলই নেই বরিসের। বড়ভাইয়ের চেয়ে বয়সে কমপক্ষে দশবছর ছোট তিনি। খাড়া নাক, দৃঢ় চিবুক। পরনে হালকা নীল আরমানি সুট, গলায় ধূসর হারমিস টাই।

সাশা শাডানোফ গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'বরিস আমেরিকা থেকে এসেছে। সে আপনাদের রাজধানী শহর ওয়াশিংটন ডিসিতে রুশ অ্যামব্যাসিতে কাজ করে।'

'আমি আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত, মিস ইভান্স,' বললেন বরিস।

'ধন্যবাদ।'

'আপনার জন্য কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন সাশা, 'কোনো ঝামেলায় পড়েছেন?'

'না, কোনো ঝামেলায় পড়িনি।' বলল ডানা, 'আমি টেলর উইনথ্রপের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

বিস্মিত দেখাল কমিসারকে, 'টেলর উইনথ্রপকে নিয়ে কী বলবেন?'

'শুনেছি আপনি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। মাঝে মাঝে সামাজিক অনুষ্ঠানেও দুজনের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে।'

সাশা মাথা ঝাঁকালেন। 'দা।'

'তার ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত অভিমত জানতে চাই।'

'কী বলব? উনি চমৎকার একজন রাষ্ট্রদূত ছিলেন।'

'উনি নাকি এখানে খুব জনপ্রিয় ছিলেন এবং—'

বাধা দিলেন বরিস, 'জি। মস্কোর প্রায় সব পার্টিতেই টেলর উইনথ্রপ সবসময় হাজির—'

সাশা খেঁকিয়ে উঠলেন ভাইকে লক্ষ করে, 'দোভোলনো!' তিনি ঘুরলেন ডানার দিকে। 'অ্যামবাসাডর উইনথ্রপ মাঝে মাঝে দূতাবাসের পার্টিতে যেতেন। মানুষজনের সঙ্গ পছন্দ করতেন তিনি। রুশরাও তাঁকে পছন্দ করত।'

আবার কথা বলে উঠলেন বরিস শাডানোফ। 'উনি আমাকে বলেছিলেন উনি যদি পারতেন—'

ধমকে উঠলেন সাশা, 'মোলচাট!' ফিরলেন ডানার দিকে।

'যা বললাম, মিস ইভান্স। চমৎকার একজন রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি।'

ডানা তাকাল বরিসের দিকে। ভদ্রলোক কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু ভাইয়ের ডরে বলতে পারছেন না। সে কমিসারের দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'এখানে থাকাকালীন অ্যামাবাসাডর উইনথ্রপ কি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন?'

ভুরু কোঁচকালেন সাশা। 'ঝামেলা? নাহ্।' তিনি ডানার দিকে তাকাচ্ছেন না।

*লোকটা মিথ্যা বলছে,* ডানা বলল, 'কমিসার, এমন কোনো কারণ কি থাকতে পারে যে জন্য কেউ টেলর উইনথ্রপ এবং তার পরিবারকে হত্যার চেষ্টা করেছে?'

বিস্ফারিত হল সাশার চোখ, 'হত্যা? উইনথ্রপদের? নিয়েত, নিয়েত নো! না!'

'আপনার এমন কিছুই কি মনে পড়ছে না?'

বরিস বলে উঠলেন, 'সত্যি বলতে কী—'

তাকে বাধা দিলেন বরিস শাডানোফ, 'কোনো কারণ নেই। উনি খুব ভালো অ্যামবাসাডর ছিলেন।' রুপোর কেস থেকে একটি সিগারেট নিলেন তিনি। বরিস দ্রুত তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন।

'আর কিছু জানতে চান আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন সাশা।

ডানা ওদের দিকে তাকাল। *এরা কিছু একটা লুকাচ্ছেন। এ যেন গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে হাঁটা যেখান থেকে বেরুবার রাস্তা নেই।*

'না,' সে বরিসের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'যদি বলার মতো কিছু মনে পড়ে যায়, আমাকে ফোন করতে পারেন। আমি কাল সকাল পর্যন্ত সেভাস্তোপেল হোটেলে আছি।'

বরিস জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি বাড়ি যাচ্ছেন?'

'জি। কাল বিকেলে আমার ফ্লাইট।'

'আমি—' বরিস কিছু বলতে গিয়েও বড়ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন।

'বিদায়,' বলল ডানা।

'প্রসচায়েতে।'

'প্রসচায়েতে।'

ডানা হোটেলে ফিরে ফোন করল ম্যাট বেকারকে।

'এখানে কিছু একটা ঘটছে, ম্যাট। তবে ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে আরো কিছুদিন এখানে থাকা উচিত আমার। হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য পেয়েও যেতে পারি। সে যাকগে, কাল ফিরছি আমি।'

*এখানে কিছু একটা ঘটছে, ম্যাট। তবে ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে আরো কিছুদিন এখানে থাকা উচিত আমার। হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য পেয়েও যেতে পারি। সে যাকগে, কাল ফিরছি আমি।*

শেষ হয়ে গেল টেপ।

শেরেমেতিয়েভো এয়ারপোর্ট। প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছে ডানা। সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিটি ফিরে এসেছে আবার। মনে হচ্ছে কেউ ওকে লক্ষ করছে। ভিড়ের ওপর নজর বুলাল। কিন্তু সন্দেহভাজন কাউকে চোখে পড়ল না। *কেউ একজন আছে ওখানে।* ভাবনাটা শরীরে কাঁটা দিল ডানার।

# একুশ

মিসেস ডালি কামালকে নিয়ে ডালেস এয়ারপোর্টে এসেছে ডানাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। কামালকে এ ক'দিন যে কী মিস করেছে ডানা। সে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে।

কামাল বলল, 'ডানা, তুমি বাড়ি ফিরেছ। আমার যে কী ভাল্লাগছে! আমার জন্য রাশান ভল্লুক এনেছ তো?'

'এনেছিলাম, কিন্তু ওটা পালিয়ে গেছে।'

খিলখিল করে হাসল কামাল, 'তুমি এখন থেকে বাড়ি থাকবে তো?'

আন্তরিক গলায় বলল ডানা, 'অবশ্যই থাকব।'

হাসল মিসেস ডালি, 'শুনে খুশি হলাম, মিস ইভান্স। আপনি এসেছেন। আমরা খুবই খুশি।'

'আমিও।' বলল ডানা।

বাড়ি ফেরার পথে জিজ্ঞেস করল ডানা, 'নতুন হাত নিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো, কামাল?'

'নাহ্।'

'বাহ্, খুব ভালো। স্কুল কেমন চলছে?'

'ভালোই।'

'কারো সঙ্গে মারামারি করোনি তো?'

'না।'

'খুব ভালো কথা, ডার্লিং।' ডানা ওকে লক্ষ্য করছে। অনেকটাই বদলে গেছে কামাল। বাধ্যগত ছেলেতে পরিণত হচ্ছে। ওকে এখন হাসিখুশি লাগছে।

বাড়ি ফিরে ডানা বলল, 'আমি একটু স্টুডিওতে যাব। তবে ফিরে এসে একসঙ্গে ডিনার করব। ম্যাকডোনাল্ডসে যাব।' *যেখানে জেফের সঙ্গে প্রায়ই যেতাম।*

WTN-এর প্রকাণ্ড ভবনে ঢুকল ডানা। মনে হল বহুদিন পরে আবার এখানে

এসেছে ও। ম্যাটের অফিসে যাওয়ার পথে অন্তত আধডজন সহকর্মী ওকে শুভেচ্ছা জানাল।

ম্যাট ডানাকে দেখেই মন্তব্য করল, 'তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ। তাই আরো সুন্দর লাগছে দেখতে।'

'ধন্যবাদ, ম্যাট।'

'বসো।'

বসল ডানা।

'ঘুমাবার তেমন সুযোগ পাওনি বোধহয়?'

'তেমন একটা না।'

'জানো, তুমি যাবার পরে আমাদের রেটিং পড়ে গেছে।'

'শুনে উল্লাস বোধ করতে পারছি না।'

'তুমি এসব বাদ দিয়ে চলে এসেছ শুনলে খুশি হবেন এলিয়ট। তোমাকে নিয়ে উনি দুশ্চিন্তা করছিলেন।' ম্যাট নিজে যে ডানার জন্য সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় ছিল তা আর বলল না।

ওরা আধঘণ্টা গল্প করল।

ডানা নিজের অফিসে ঢুকেছে, অলিভিয়া বলল, 'ওয়েলকাম ব্যাক। মনে হচ্ছিল—' বেজে উঠল ফোন। সে ফোন তুলল, 'মিস ইভান্সের অফিস... একটু ধরুন, প্লিজ,' তাকাল ডানার দিকে।

'পামেলা হাডসন এক নম্বর লাইনে আছেন।'

'ধরছি আমি,' অফিসে ঢুকে ফোন তুলে নিল ডানা। 'পামেলা।'

'ডানা, তুমি ফিরে এসেছ! তোমাকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলাম আমরা। রাশিয়ায় ভ্রমণ আজকাল নিরাপদ নয়।'

'জানি আমি,' হেসে উঠল ডানা, 'আমার এক বন্ধু আমাকে গুঁড়ো মরিচ ছিটানোর যন্ত্র কিনে দিয়েছে।'

'তোমাকে বড্ড মিস করছিলাম। তুমি আজ বিকেলে আমাদের এখানে একটু চা খেতে এলে আমি এবং রজার খুব খুশি হবো। আসতে পারবে?'

'পারব।'

'তিনটার দিকে?'

'আচ্ছা।'

সকালের বাকি সময়টুকু কেটে গেল সান্ধ্য-সংবাদের আয়োজনে।

তিনটার সময় সিজার দোরগোড়ায় অভ্যর্থনা জানাল ডানাকে। 'মিস ইভান্স!' মুখ ভরা হাসি সিজারের, 'আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। ওয়েলকাম হোম।'

'ধন্যবাদ, সিজার। কেমন ছিলে তুমি?'

'খুব ভালো। ধন্যবাদ।'

'মি. এবং মিসেস হাডসন কি—?'

'জি আছেন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। দিন, আপনার কোটটি আমাকে দিন।

ডানা ঢুকল ড্রইংরুমে। ওকে দেখে সমস্বরে চেঁচালেন রজার এবং পামেলা, 'ডানা!'

পামেলা হাডসন আলিঙ্গন করলেন ওকে, 'রানি ফিরে এসেছে।'

রজার হাডসন বললেন, 'তোমাকে ক্লান্ত লাগছে। বসো।'

এক চাকরানি ট্রেতে চা, বিস্কিট, কেক এবং পেস্ট্রি নিয়ে এল। পামেলা চা ঢেলে দিলেন।

রজার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তারপর, কী ঘটছে বলো তো?'

'ঘটনা হল আমি যে-তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। কোথাও পৌঁছুতে পারিনি। তাই প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছি।' বুকভরে শ্বাস নিল ডানা, 'ডিয়েটর জান্ডার নামে এক লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, টেলর উইনথ্রপ তাঁকে ফাঁসিয়ে দিয়ে জেলে ঢুকিয়েছেন। জান্ডার জেলে থাকাকালীন তাঁর পরিবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। তাদের মৃত্যুর জন্য জান্ডার উইনথ্রপকে দায়ী করেছেন।'

পামেলা বললেন, 'উইনথ্রপ পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য তাহলে ওই লোকের একটা মোটিভ থাকতে পারে।'

'পারে। তবে আরো আছে,' বলল ডানা, 'ফ্রান্সে মার্শেল ফ্যালকন নামে এক লোকের সঙ্গে কথা বলেছি। তার একমাত্র ছেলে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়। টেলর উইনথ্রপের শোফারের ঘাড়ে দোষ চাপে। তবে শোফার বলছে সেদিন সে গাড়ি চালায়নি, চালিয়েছেন টেলর উইনথ্রপ।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রজার বললেন, 'ফ্যালকন ব্রাসেলসে ন্যাটো কমিশনে কাজ করতেন।'

'ঠিক। শোফার ফ্যালকনকে বলেছে টেলর তাঁর ছেলেকে খুন করেছেন।'

'ইন্টারেস্টিং!'

'খুব। ভিনসেন্ট মানসিনোর নাম শুনেছেন?'

একটু ভেবে জবাব দিলেন রজার হাডসন, 'না।'

'সে মাফিয়া। টেলর উইনথ্রপ তার কন্যাকে গর্ভবতী করে এক হাতুড়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণাকাতর গর্ভপাত ঘটায়। মেয়েটি এখন কনভেন্টে আছে, মা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সানিটেরিয়ামে।'

'মাই গড!'

'ঘটনা হল তিনজনেরই প্রতিশোধ নেয়ার শক্তিশালী মোটিভ বা কারণ

রয়েছে।' হতাশ ভঙ্গিতে নিশ্বাস ছাড়ল ডানা, 'কিন্তু আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারছি না।'

রজার ডানার দিকে তাকালেন, 'টেলর উইনথ্রপ তাহলে এসব ভয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়ে বেড়িয়েছেন।'

'এতে কোনো সন্দেহই নেই, রজার। আমি এ লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলেছি। খুনের পেছনে যেই থাকুক, অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে সে কাজগুলো করেছে। কোনো ক্লু নেই—একেবারেই কিছু নেই। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের ধরন আলাদা, নির্দিষ্ট কোনো প্যাটার্ন এতে অনুসরণ করা হয়নি। প্রতিটি কাজ করা হয়েছে সূক্ষ্মভাবে, সতর্কতার সঙ্গে। ধরা পড়ে যাবার কোনো আলামত রেখে যাওয়া হয়নি। হত্যাকাণ্ডগুলোর কোনো সাক্ষীও নেই।'

পামেলা চিন্তিত গলায় বললেন, 'কথাটা হয়তো অবাস্তব শোনাবে, তবে এরকম কি হতে পারে যে তারা সবাই একত্রিত হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে?'

মাথা নাড়ল ডানা। 'ষড়যন্ত্রে কেউ সহযোগিতা করেছে বলে মনে হয় না। কারণ যেসব লোকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তারা প্রত্যেকেই যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং একাই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ক্ষমতা রাখেন। এদের মধ্যে কেউ একজন অপরাধী।'

'কিন্তু কোন্‌জন?'

ডানা হঠাৎ ঘড়ি দেখল, 'মাফ করবেন, কামালকে বলেছি ওকে আজ ম্যাকডোনাল্ডসে ডিনার খাওয়াব। কাজেই আমাকে এখন ছাড়তে হবে।'

'অবশ্যই, ডার্লিং', বললেন পামেলা। 'আসার জন্য ধন্যবাদ।'

চেয়ার ছাড়ল ডানা, 'চায়ের দাওয়াতের জন্য আপনাদেরও ধন্যবাদ।'

সোমবার সকালে কামালকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার পথে ডানা লক্ষ করল বারবার হাই তুলছে ছেলেটা। ও জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে তোমার ঘুম হয়নি?'

'হুঁ।' আবার হাই তুলল কামাল।

'তুমি স্কুলে কী করো?'

'বিশ্রী ইতিহাস আর বিরক্তিকর ইংরেজি ক্লাসের পরে কী করি?'

'হ্যাঁ।'

'সকার খেলি।'

'তুমি খুব বেশি পরিশ্রম নিশ্চয় করছ না, কামাল?'

'নাহ্‌।'

রোগা শরীরটা ভালো করে একবার পরখ করল ডানা। কামালের শরীর থেকে সমস্ত শক্তি যেন কেউ শুষে নিয়েছে। সে অস্বাভাবিক রকমের শান্ত হয়ে

গেছে। ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার। ভিটামিন খেলে হয়তো শক্তি ফিরে পাবে। ঘড়ি দেখল ডানা। সন্ধ্যার খবরের মিটিং শুরু হতে আর আধঘণ্টা বাকি।

সকালটা ফুরিয়ে গেল দ্রুত। নিজের পৃথিবীতে ফিরে এসে ভালো লাগছে ডানার। অফিসে ঢুকে দেখল ডেস্কে মুখবন্ধ খাম। খুলল ডানা। ভেতরে একটি চিরকুট।

'মিস ইভান্স, আপনি যে-খবর চান তা আমার কাছে আছে। মস্কোয়, সয়ুজ হোটেলে আপনার নামে একটি রুম রিজার্ভ করেছি আমি। জলদি আসুন। কাউকে এ চিঠির কথা বলবেন না।'

চিঠির নিচে কারো সই নেই। চিঠিটি আবার পড়ল ডানা। *আপনি যে-খবর চান তা আমার কাছে আছে*। অবিশ্বাস্য!

নিশ্চয় কেউ চালাকি করেছে ডানার সঙ্গে। ডানা যে-প্রশ্নের জবাব খুঁজছে তা রাশিয়ায় থাকাকালীন এ পত্রপ্রেরক ওকে জানায়নি কেন? কমিসার সাশা শাডানোফ এবং তার ভাই বরিসের কথা মনে পড়ে গেল। বরিস কী যেন বলতে চেয়েছিলেন ডানাকে। সাশা বারবার বাধা দিচ্ছিলেন ভাইকে। নিজের ডেস্কে বসল ডানা। এ চিঠি তার টেবিলে এল কী করে? কেউ কি ওর ওপর নজর রাখছে?

*আমি এটার কথা ভুলে যাব*, সিদ্ধান্ত নিল ডানা। পার্সে গুঁজে রাখল খাম। *বাড়ি ফিরেই ছিঁড়ে ফেলব এ চিঠি।*

সন্ধ্যাটা কামালের সঙ্গে কাটাল ডানা। মস্কো থেকে নিয়ে আসা নতুন কম্পিউটার-গেমের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাল না কামাল। ন'টা না-বাজতেই তার চোখ বুজে এল ঘুমে।

'আমার ঘুম আসছে, ডানা। আমি ঘুমাতে যাই।'

'ঠিক আছে, ডার্লিং।' ডানা ওকে স্টাডিরুমে চলে যেতে দেখল। *ও অনেক বদলে গেছে। অন্যরকম লাগছে ওকে। যাক, এখন থেকে আমরা একসঙ্গে থাকব। কোনোকিছু যদি ওকে বিব্রত করেও থাকে, কারণটা খুঁজে দেখব আমি।* এখন স্টুডিওতে যাবার সময় হয়ে গেছে।



পাশের বাড়ির ভাড়াটে টিভিসেটের দিকে তাকিয়ে কথা বলল টেপরেকর্ডারে।

'সাবজেক্ট খবর পড়ার জন্য টিভি স্টুডিওতে গেছে। ছেলেটি ঘুমাচ্ছে। হাউজকিপার বসে বসে উল বুনছে।'

'উই আর লাইভ!' জ্বলে উঠল ক্যামেরার লাল আলো।

ভেসে এল ঘোষকের কণ্ঠ, 'গুড ইভনিং। WTN-এর রাতের খবর শুরু করছি। আমাদের সঙ্গে আছেন ডানা ইভান্স এবং রিচার্ড মেলটন।'

ডানা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'গুড ইভনিং, আমি ডানা ইভান্স।' তার পাশে বসা রিচার্ড মেলটন বলল, 'এবং আমি রিচার্ড মেলটন।'

শুরু করল ডানা, 'মালয়েশিয়ার করুণ একটি ঘটনা দিয়ে আমাদের রাতের খবর শুরু করছি...'

*এটাই আমার জায়গা,* ভাবছে ডানা। *বুনোহাঁসের পেছনে ছোটাছুটি আমার কাজ নয়।*

সান্ধ্যখবর শেষে বাড়ি ফিরল ডানা। কামাল ঘুমিয়ে গেছে। মিসেস ডালিকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিছানায় গেল ডানা। কিন্তু ঘুম আসছে না। বারবার সকালের চিঠিটির কথা মনে পড়ছে।

*এটা একটা ফাঁদ। মস্কো ফিরে যাওয়াটা আমার জন্য বোকামি হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ব্যাপারটা সত্যি হয়? কিন্তু জেনেশুনে কে ঝামেলায় জড়াতে চায়? এবং কেন? চিঠিটি হয়তো বরিস সাডানোফই পাঠিয়েছেন। উনি কি সত্যি কিছু জানেন!*

সে রাতটা জেগেই কাটল ডানার।

সকালে রজার হাডসনকে ফোন করল ডানা। চিঠির কথা জানাল তাঁকে।

'মাই গড, আমি জানি না কী বলব,' উত্তেজিত শোনাল কণ্ঠ। 'এর মানে উইনথ্রপদের ব্যাপারে আসল সত্য জানা যাবে।'

'হ্যাঁ।'

'ডানা, কাজটা বিপজ্জনকও হতে পারে। আমার ঠিক ভালো ঠেকছে না।'

'না-গেলে আসল সত্য জানতে পারব না।'

ইতস্তত করলেন তিনি, 'তাও বটে।'

'আমি সাবধানে থাকব। তবে যেতে আমাকে হবেই।'

'যোগাযোগ রেখো।'

'রাখব।'

ডানা করনিশ ট্রাভেল এজেন্সি থেকে মস্কোর রাউন্ড ট্রিপ টিকেট কিনল। তারপর ম্যাটকে একটি ম্যাসেজ পাঠিয়ে দিল কী ঘটেছে জানিয়ে দিয়ে।

বাসায় ফিরে মিসেস ডালিকে বলল, 'আমাকে কদিনের জন্য আবার বাইরে যেতে হচ্ছে। কামালের দিকে খেয়াল রেখো।'

'ওকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না, মিস ইভান্স। আমরা ঠিক থাকব।'

পাশের বাড়ির ভাড়াটে টিভিসেটের সামনে থেকে উঠে পড়ল। দ্রুত একটি ফোন করল।

এরোফ্লাত-এর বিমানে মস্কো যাচ্ছে ডানা। ভাবছে, *হয়তো মস্ত কোনো ভুল করেছি আমি। এটা ফাঁদও হতে পারে। কিন্তু জবাবটা যদি মস্কোতেই থাকে, আমি ওটা খুঁজে বের করবই।*

পরদিন সকালে শেরেমেতিয়েভো দুই এয়ারপোর্টে অবতরণ করল বিমান। ডানা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে রীতিমতো তুষারঝড় হচ্ছে। ভ্রমণকারীরা ট্যাক্সির জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা বাতাস কামড় বসাতে চাইছে ডানার শরীরে। তবে গরম কোটের জন্য খুব বেশি সুবিধে করতে পারছে না। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ডানার পালা এল, এক মোটকু ওকে পাশ কাটিয়ে আগে বাড়তে চাইল।

'নিয়েত!' দৃঢ়গলায় আপত্তি জানাল ডানা, 'এটা আমার ক্যাব।' সে ঢুকে পড়ল ট্যাক্সিতে।

ড্রাইভার বলল, 'দা?' (কোথায় যাবেন?)

'সোয়ুজ হোটেল।'

ভাঙা ইংরেজিতে বলল ড্রাইভার, 'আপনি সত্যি ওখানে যেতে চাইছেন?'

অবাক ডানা, 'মানে?'

'হোটেলটা খুব একটা ভালো নয়।'

সতর্ক হয়ে উঠল ডানা। কিন্তু এখন তো ট্যাক্সি থেকে নামাও যাবে না। ড্রাইভার ওর জবাবের অপেক্ষা করছে। 'হ্যাঁ। আ-আমি ওখানেই যাব।'

কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার, স্টার্ট দিল ইঞ্জিন, চলল বরফঢাকা রাস্তায়।

সোয়ুজ হোটেল লেভোবেরেঝনাইয়া স্ট্রিটে। মস্কোর উপকণ্ঠে। এদিকে শ্রমিকশ্রেণীর লোকের বাস। পুরোনো একটা ভবন। চেহারা সুবিধে দেখে ভালো লাগল না ডানার।

'আমি কি আপনার জন্য অপেক্ষা করব?' জানতে চাইল ড্রাইভার।

একটু ইতস্তত করে জবাব দিল ডানা, 'না।' সে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে। ছোট, জীর্ণ লবিতে ঢুকল। হিমঠাণ্ডা ভেতরে। এক বৃদ্ধা ডেস্কে বসে পত্রিকা পড়ছে। ডানাকে লবিতে ঢুকতে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। ডানা হেঁটে এল ডেস্কে।

'দা?'

'আমার একটা রিজার্ভেশন আছে। ডানা ইভান্স নামে', দম চেপে রেখে বলল ও।

আস্তে মাথা দোলাল বৃদ্ধা, 'ডানা ইভান্স, জি।' র‍্যাক থেকে একটা চাবি নিল। '৪০২ নাম্বার রুম, চারতলা।' চাবিটি দিল সে ডানাকে। 'কোথায় নাম সই করতে হবে?'

মাথা নাড়ল মহিলা। 'কোথাও সই করতে হবে না। টাকাটা দিলেই চলবে।'

সন্দেহ জাগল ডানার। এ কেমন হোটেল যেখানে রেজিস্টার বইতে নাম লিখতে হয় না! কোথাও মস্ত একটা ভজকট আছে।

মহিলা বলল, 'একদিনের ভাড়া পাঁচশো রুবল।'

'আমার টাকা ভাঙাতে হবে,' বলল ডানা, 'পরে আসছি।'

'না, এখনই দিন। আমরা ডলার নিই।'

'ঠিক আছে।' ডানা পার্স খুলে একতাড়া নোট বের করল। চারটা একশো ডলারের নোট আলাদা করে দিল মহিলাকে।

'এলিভেটর কোন্‌দিকে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমাদের কোনো এলিভেটর নেই।'

'অ,' পোর্টার পাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। ডানা ব্যাগহাতে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

যা আশঙ্কা করেছিল তারচেয়েও বাজে রুম। ছোট, জীর্ণ, পর্দাগুলো ছেঁড়া, বিছানাও পাতা নেই। ডানা খাটের এককোণে বসল। নোংরা জানালা দিয়ে নিচের ব্যস্ত রাস্তার দিকে তাকাল।

*আমি মস্ত একটা বোকা,* ভাবল ডানা, *এখানে হয়তো দিনের-পর-দিন অপেক্ষা করব কিন্তু কিছুই—*

দরজায় মৃদু টোকা দিল কেউ। ডানা গভীর শ্বাস নিয়ে সিধে হল। ওকে এক্ষুনি রহস্যের সমাধান করতে হবে নতুবা প্রমাণ করতে হবে কোনো রহস্যই নেই। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ডানা। খুলল। হলওয়েতে কেউ নেই। মেঝেতে একটি খাম পড়ে আছে। ডানা তুলে নিল খাম। ঘরে চলে এল। ভেতরে একখণ্ড কাগজে লেখা : VDNKU, রাত নটা।

ডানা হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওদিকে। ব্যাপারটার মাজেজা বুঝতে চাইছে। সুটকেস খুলে গাইডবুক বের করল। আছে VDNKU শব্দটি আছে। লেখা USSR, Economic achievements exhibition, সঙ্গে একটি ঠিকানা।

রাত আটটায় ডানা হাত তুলে একটা ট্যাক্সিকে থামাল। VDNKU পার্কে যাবে?' উচ্চারণটা ঠিক হলো কিনা নিশ্চিত নয় ও।

তাকাল ড্রাইভার, 'VDNKU? এখন সব বন্ধ।'

'অ।'

'আপনি যাবেন ওখানে?'

'হ্যাঁ।' ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল ডানা।

ড্রাইভার কাঁধ ঝাঁকাল, ছেড়ে দিল গাড়ি।

বিশালাকারের পার্কটি মস্কোর উত্তর-পুবে। ডানা ট্যাক্সি থেকে নামল। আমেরিকান ডলার বের করল পার্স খুলে।' এতে চলবে—?'

'দা।' ডলার নিয়ে চলে গেল ড্রাইভার।

ডানা তাকাল চারপাশে। কেউ নেই। গাইডবুকে ও পড়েছে একসময় পার্কটির বেশ জৌলুশ ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পরে টাকার অভাবে পার্কটি রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দিনদিন জৌলুশ হারিয়ে ফেলেছে এ পার্ক। এখানে লোকজন তেমন আসেও না।

হুহু ঠাণ্ডা বাতাসের চাবুক উপেক্ষা করে একটি বেঞ্চির দিকে পা বাড়াল ডানা। বসল। অপেক্ষা করছে বরিসের জন্য। মনে পড়ল জোন সিনিসির জন্যও সে চিড়িয়াখানায় অপেক্ষা করছিল। বরিসও যদি—?'

পেছন থেকে একটা কণ্ঠ চমকে দিল ডানাকে, 'হোরোশি ভেচার্নি।'

ঘুরল ডানা। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ। বরিস নয়, হাজির হয়েছেন কমিসার সাশা শাডানোফ। 'কমিসার। আমি ভাবিনি—'

'আমার সঙ্গে আসুন,' সংক্ষেপে বললেন তিনি। সাশা দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। ডানা একটু দ্বিধায় ভুগল, তারপর পিছু নিল কমিসারের। তিনি পার্কের ক্ষুদ্রাকৃতির, ভাঙাচোরা চেহারার একটি ক্যাফেতে ঢুকলেন। বসলেন পেছনের দিকে। ক্যাফেতে তারা ছাড়া এক দম্পতি আছে শুধু। ডানা সাশার সামনে বসল।

তেল-ঝোল মাখানো অ্যাপ্রন-পরা এক ওয়েট্রেস হাজির হলো। 'দা?'

'Dva cofe, Pozthalooysta', বললেন সাশা। ফিরলেন ডানার দিকে। 'আপনি সত্যি আসবেন ধারণা করিনি। কিন্তু আপনি খুব একগুঁয়ে। একগুঁয়েমি মাঝে মাঝে বিপদ ডেকে আনে।'

'আপনি চিঠিতে লিখেছেন আমি যা জানতে চাই তা জানাবেন।'

'হ্যাঁ।'

চলে এল কফি। সাশা কফির কাপে চুমুক দিলেন, অল্পক্ষণ বিরতি দিলেন। 'আপনি জানতে চান উইনথ্রপ এবং তার পরিবার খুন হয়েছেন কিনা।'

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল ডানার। 'খুন হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ,' ভৌতিক ফিসফিসানির মতো শোনালো কণ্ঠ।

শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা জল নামল ডানার, 'আপনি জানেন ওদেরকে কে খুন করেছে?'

'জানি।'

**বুক ভরে দম নিল ডানা, 'কে?'**

একটা হাত তুলে ওকে থামার ইঙ্গিত দিলেন সাশা। 'বলব আপনাকে। তবে তার আগে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল ডানা, 'কী কাজ?'

'আমাকে রাশিয়া থেকে বের করে নিয়ে যাবেন। এখানে আমি আর নিরাপদ নই।'

'আপনি এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেনে উঠে পড়লেই পারেন। বিদেশভ্রমণ কারো জন্য নিষিদ্ধ নয় বলেই তো জানি।'

'ডিয়ার মিস ইভান্স, আপনি আসলে সরল, খুবই সরল। সত্যি যে রাশিয়ায় এখন কমিউনিজমের পুরোনো দিনের মতো নয়। কিন্তু আমি আপনার পরামর্শমতো যদি চেষ্টা করতে যাই, এয়ারপোর্টের ধারেকাছে আসার আগেই ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। দেয়ালের এখনো নাক-চোখ আছে। আমি ভয়ানক বিপদে আছি। আপনার সাহায্য দরকার।'

কথাগুলো হজম করতে সময় লাগল। ডানা বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব।'

'আমাকে সাহায্য করতেই হবে। রাস্তা একটা খুঁজে বের করুন। আমার জীবন বিপদাপন্ন।'

ডানা একটু চিন্তা করে বলল, 'আমেরিকান অ্যামবাসাডরের সঙ্গে কথা বলতে পারি—'

'না!' তীক্ষ্ণ শোনাল সাশার কণ্ঠ।

'কিন্তু ওটাই একমাত্র উপায়—'

'আপনার দূতাবাসে বিশ্বাসঘাতক আছে। আপনার রাষ্ট্রদূত আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না।'

হতাশবোধ করল ডানা। রাশিয়ায় একজন প্রথমসারির কমিসারকে এদেশের বাইরে নিয়ে যাবার কোনো রাস্তাই দেখতে পাচ্ছে না ও। *এ দেশ থেকে একটা বেড়ালও বের করে নিয়ে যাবার উপায় নেই।* আরেকটা কথা মনে হল ডানার। পুরো ব্যাপারটাই ভুয়া হতে পারে। সাশার কাছে হয়তো কোনো তথ্যই নেই। তিনি ডানাকে রাশিয়া থেকে কেটে পড়ার একটা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন।



সম্ভবত বেহুদাই মস্কো এসেছে ডানা।

ডানা বলল, 'আমার মনে হয় না আমি আপনার কোনো উপকারে আসব, কমিসার শাডানোফ।' চেয়ার ছাড়ল ও।

'দাঁড়ান! দাঁড়ান! আপনি প্রমাণ চান? আপনাকে আমি প্রমাণ দেখাব।'

'কীরকম প্রমাণ?'

জবাব দিতে অনেকটা সময় নিলেন সাশা। ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি

আমাকে এমন একটা কাজ করতে বাধ্য করছেন যেটা করার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না।' সিধে হলেন তিনি। 'চলুন আমার সঙ্গে।'

ত্রিশ মিনিট পরে ডানা সাশার সঙ্গে ব্যুরো ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট-এর অফিসে ঢুকল।

'আপনাকে এখন যা বলব এজন্য আমার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে,' বললেন সাশা। 'কিন্তু এ ছাড়া আমার কোনো উপায়ও নেই।' অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন তিনি। 'কারণ এখানে থাকলে আমি খুন হয়ে যাব।'

দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত বড় একটি সেফের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কমিসার। কম্বিনেশন মিলিয়ে খুললেন সেফ। বের করলেন মোটা একখানা বই। ফিরে এলেন নিজের ডেস্কে। বইয়ের প্রচ্ছদে লাল কালিতে লেখা Klassifitsirovann'gy।

'এটা অত্যন্ত গোপন তথ্য,' ডানাকে বললেন সাশা। খুললেন বই।

তিনি পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছেন, ডানা দেখছে। প্রতিটি পৃষ্ঠায় বম্বার প্লেন, স্পেস লঞ্চ ভেহিকল, অ্যান্টি-ব্যালিস্টিক মিসাইল, ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, অটোমেটিক অস্ত্র, ট্যাঙ্ক এবং সাবমেরিনের রঙিন ছবি।

'এগুলো হল রাশিয়ার কমপ্লিট আর্সেনাল,' বলল সাশা।

'এ মুহূর্তে রাশিয়ার এক হাজারেরও বেশি ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল আছে, অ্যাটমিক ওয়ারেহেড রয়েছে দু-হাজারেরও অধিক, এবং সত্তরটি স্ট্রাটেজিক বোম্বার।' পৃষ্ঠা উল্টে ছবি দেখাতে লাগলেন তিনি। ডানা দেখছে।

'রাশান মিলিটারি বর্তমানে মস্ত সমস্যায় আছে, মিস ইভান্স। আমরা নিদারুণ অর্থনৈতিক দৈন্যে ভুগছি। সৈন্যদের বেতন দিতে পারছি না, কারো মধ্যে নৈতিকতার বালাই নেই। আমাদের ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ, মিলিটারিকে তাই অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে হচ্ছে।'

ডানা বলল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'রাশিয়া যখন সত্যিকারের সুপারপাওয়ার ছিল, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি অস্ত্র তৈরি করেছি। সেসব অস্ত্র এখন বেকার বসে আছে। ডজন ডজন দেশ ওগুলোর জন্য ক্ষুধার্ত। এসব অস্ত্রের দাম বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার।'

ডানা ধৈর্য নিয়ে বলল, 'কমিসার, আমি সমস্যাটা বুঝতে পারছি, কিন্তু—'

'এটা সমস্যা নয়।'

বিস্মিত হল ডানা, 'নয়! তাহলে?'

সাশা সাবধানে শব্দ বাছাই করলেন, 'ক্রাসনোয়ারস্ক-২৬-এর নাম শুনেছেন?'

মাথা নাড়ল ডানা, 'না।'

'না-শোনারই কথা। কারণ কোনো ম্যাপে এর অস্তিত্ব নেই, ওখানে যারা

বাস করে তাদের কথাও কেউ জানেনা।'

'কাদের কথা বলছেন আপনি?'

'সময় হলে জানতে পারবেন। কাল আপনাকে ওখানে নিয়ে যাব। কাল দুপুরে ওই একই ক্যাফেতে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।' ডানার বাহুতে হাত রাখলেন তিনি, চাপ দিলেন জোরে। 'এ কথা কাউকে বলা যাবে না।' ব্যথা লাগছে ডানার।

'বুঝতে পেরেছেন?'

'জি।'

'Orobopeno। তবে ওই কথাই রইল।'

পরদিন দুপুরে VDNKU পার্কের কোনার ছোট ক্যাফেতে হাজির হয়ে গেল ডানা। সেই একই বুথে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। আধঘণ্টা চলে গেল তবু দেখা নেই সাশা শাডানোফের। *কী হল লোকটার?* উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবল ডানা।

'দবরি জেন,' বুথে দাঁড়িয়ে আছেন সাশা। 'চলুন। শপিং-এ যাব।'

'শপিং?' অবাক ডানা।

'আসুন!'

ডানা সাশার পেছন পেছন পার্কে ঢুকল। 'শপিং কিসের জন্য?'

'আপনার জন্য।'

'কিন্তু আমার—'

সাশা হাত তুলে ট্যাক্সি থামালেন। ডানাকে নিয়ে উঠে পড়লেন গাড়িতে। ট্যাক্সিতে বসে কেউ কোনো কথা বললেন না। একটি শপিং মলের সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। ওরা নেমে পড়ল। ভাড়া মিটিয়ে দিলেন সাশা।

'এখানে,' বললেন তিনি। ডানাকে নিয়ে এগোলেন মল অভিমুখে।

আধডজন স্টোর পার হল ওরা। একটি দোকানের সামনে ব্রেক কষলেন সাশা। এখানে জানালার ডিসপ্লেতে খোলামেলা, সেক্সি ড্রেস।

'আসুন,' ডানাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলে সাশা।

ডানা সংক্ষিপ্ত পোশাকগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কী করছি আমরা?'

'আপনার জামাকাপড় পাল্টাতে হবে।'

এগিয়ে এল এক সেলসলেডি। রুশভাষায় তাকে কী যেন বললেন কমিসার। মাথা ঝাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মহিলা। একটু পরেই ফিরে এল হাতে একটি হট পিংক মিনিস্কার্ট এবং অত্যন্ত লো-কাটের ব্লাউস নিয়ে।

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন সাশা। 'দা।' ডানার দিকে ফিরলেন। 'এগুলো পরে ফেলুন।'

আপত্তি জানাল ডানা, 'না! আমি জীবনেও এরকম পোশাক পরব না।'

'আপনাকে পরতেই হবে,' সাশার কণ্ঠ কঠিন।

'কেন?'

'দেখতেই পাবেন।'

ডানা ভাবল, *এ লোকটা আসলে সেক্স ম্যানিয়াক। কেন যে মরতে এখানে এসেছিলাম!*

সাশা লক্ষ করছেন ওকে, 'পরে ফেলুন।'

গভীর দম নিল ডানা, 'আচ্ছা।' সে ক্ষুদ্র ড্রেসিংরুমে ঢুকে পোশাকগুলো পরে নিল। বেরিয়ে এসে আয়নায় নিজেকে দেখে আঁতকে উঠল। 'আমাকে বেশ্যাদের মতো লাগছে।'

'এখনো লাগছে না,' সাশা বললেন, 'আপনার মুখে কিছু মেকআপ চড়াতে হবে।'

'কমিসার—'

'আসুন।'

ডানার নিজের পোশাকগুলো একটা পেপারব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল। পরে নিল উলেন কোট। অর্ধনগ্ন শরীর ঢেকে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মন দিয়ে হাঁটা ধরল আবার। পথচারীরা তীর্যকদৃষ্টিতে দেখছে ডানাকে, কারো কারো ঠোঁটে অশ্লীল হাসি। এক শ্রমিক ওকে চোখ মারল। অপমানিত বোধ করল ডানা।

'আসুন!'

একটি বিউটি সেলুনে চলে এসেছেন সাশা। ভেতরে ঢুকলেন। একমুহূর্ত ইতস্তত করে তাঁকে অনুসরণ করল ডানা। কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালেন সাশা, 'Ano Tyomnyj।'

বিউটিশিয়ান তাঁকে লাল টকটকে লিপস্টিক আর রুজের জার দেখাল।

'Savirshennstva,' বললেন কমিসার, ফিরলেন ডানার দিকে। 'এগুলো মুখে মেখে নিন। বেশি করে।'

যথেষ্ট হয়েছে। ডানা বলল, 'নো, থ্যাংকস। আমি জানি না আমাকে নিয়ে কী খেলায় আপনি মেতে উঠেছেন, কমিসার। তবে এ-খেলায় আমি অংশ নিতে আগ্রহী নই। আমি—'

ডানার চোখে চোখ রাখলেন সাশা, 'আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি এটা কোনো খেলা নয়, মিস ইভান্স। ক্রাসনোইয়ারস্ক-২৬ একটি নিষিদ্ধ নগরী। ওখানে স্বল্প যে কজন মানুষের প্রবেশাধিকার রয়েছে, আমি তাদের একজন। ওরা আমাদের মতো বহিরাগতদের খুব কমই পতিতা নিয়ে ওখানে ঢুকবার সুযোগ দেয়। আপনাকে পতিতা সাজিয়ে নিয়ে গেলেই একমাত্র ওখানে ঢুকতে পারবেন। গার্ডদের ভোদকাও ঘুস দিতে হবে। আপনি যাবেন কি যাবেন না বলুন?'

*নিষিদ্ধ নগরী? গার্ড? ঠিক আছে এর শেষ দেখে ছাড়বে ডানা।* অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হল সে। 'আচ্ছা। যাব।'

# বাইশ

শেরেমেতেয়েভো দুই বিমানবন্দরের প্রাইভেট এরিয়ায় একটি সামরিক বিমান দাঁড়িয়ে ছিল। ডানা অবাক হয়ে গেল দেখে যাত্রী বলতে শুধু সে আর সাশা শাডানোফ।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

নিরুত্তাপ হাসি সাশার ঠোঁটে। 'সাইবেরিয়া।'

*সাইবেরিয়া,* পেটে কেউ খামচে ধরল ডানার। 'ওহ্।'

সাইবেরিয়া পৌঁছুতে চারঘণ্টা লাগল। ডানা সাশার সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল কিসের মুখোমুখি হতে চলেছে সে-ব্যাপারে ইঙ্গিত পেতে। কিন্তু নিজের আসনে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন সাশা।

একটি ছোট এয়ারপোর্টে অবতরণ করল বিমান। একটি লাডা ২১১০ সেডান টারমাকে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। ডানা চারপাশে চোখে বুলাল। চোখ-ধাঁধানো বরফ ছাড়া কিছু নেই।

'যেখানে যাচ্ছি—জায়গাটা কি এখান থেকে অনেক দূরে?' জানতে চাইল ডানা।

'না। কাছেই। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

*সতর্ক থাকতে হবে কেন?*

একটি ছোট রেলস্টেশনের সামনে এসে থামল গাড়ি। প্লাটফর্মে ইউনিফর্ম-পরা জনা-ছয় গার্ড।

ডানা এবং সাশা গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে পা বাড়াল। গার্ডরা দৃষ্টি দিয়ে যেন গিলে খেতে চাইল সংক্ষিপ্ত পোশাকের ডানাকে। একজন ডানাকে দেখিয়ে মন্তব্য করল, 'Ti Vezeuchi!'

'Kakaya Krasivaya Zneushina?'

দাঁত বের করে হাসলেন সাশা, রুশভাষায় কী যেন বলতেই হাসিতে ফেটে পড়ল গার্ডের দল।

ডানাকে নিয়ে ট্রেনে চড়লেন সাশা। তুন্দ্রার বরফে ঢাকা পাণ্ডববর্জিত এ

এলাকায় ট্রেন যাচ্ছে কোথায়? ভাবল সাশা। ট্রেনের ভেতরটা জমে যেন বরফ হয়ে আছে।

চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। কিছুক্ষণ পরে পাহাড় কেটে তৈরি-করা উজ্জ্বল আলোকিত একটি টানেলে ঢুকল ট্রেন। দুপাশেই পাহাড়, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। পুরো ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুতুড়ে একটা স্বপ্ন মনে হচ্ছে ডানার।

সে কমিসারের দিকে ফিরল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি দয়া করে বলবেন কি?'

ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ট্রেন, 'এই তো চলে এসেছি।'

ট্রেন থেকে নামল ওরা। শ'গজ দূরে অদ্ভুত আকারের সিমেন্টের একটি ভবনের দিকে পা বাড়াল। ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ংকরদর্শন দুটো কাঁটাতারের বেড়া। ওখানে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র সৈন্য। ডানাকে নিয়ে সাশা এগোলেন গেটের দিকে, সৈন্যরা সেলুট দিল। সাশা ফিসফিস করলেন, 'আমাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খাও। মুখে যেন হাসি থাকে।'

*জেফ শুনলে যে কী বলবে!* ডানা ভাবল। সে সাশাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল গালে, ফাঁকা গলায় হেসে উঠল।

খুলে গেল গেট। ভেতরে ঢুকল দুজনে। হাতে হাত ধরে। সৈন্যরা ঈর্ষা নিয়ে দেখল কমিসার সাডানোফ অপূর্ব সুন্দরী এক বেশ্যাকে নিয়ে হাঁটছেন। ডানা অবাকচোখে দেখল ওরা একটি এলিভেটর স্টেশনে ঢুকেছে। ওরা এলিভেটরের ক্যাবে ঢুকতেই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

এলিভেটর নামছে, ডানা প্রশ্ন করল, 'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'পাহাড়ের নিচে,' গতি বাড়ছে এলিভেটরের।

'পাহাড়ের কত নিচে?' নার্ভাস গলা ডানার।

জবাব দিলেন কমিসার, 'ছয়শো ফুট।'

অবিশ্বাস ফুটল ডানার চোখে, 'আমরা পাহাড়ের ছয়শো ফুট নিচে যাচ্ছি! কেন? ওখানে আছেটা কী?'

'নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

কিছুক্ষণ পরে এলিভেটরের গতি মন্থর হয়ে এল। অবশেষে থেমে গেল। স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল দরজা।

কমিসার বললেন, 'চলে এসেছি, মিস ইভান্স।'

এলিভেটর থেকে নামল দুজনে। কুড়ি কদম এগিয়েছে, থমকে গেল ডানা। একটি আধুনিক শহরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে ও। এখানে দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট এবং থিয়েটার আছে। ফুটপাত দিয়ে হাঁটছে নারী-পুরুষ। ডানা লক্ষ করল এদের কারো গায়ে ওভারকোট নেই। ওর গরম লাগছে। ঘুরল সাশার দিকে।

'আমরা এখন পাহাড়ের নিচে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু—' সামনের অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখছে ডানা। 'আমি বুঝতে পারছি না। এটা কী জায়গা?'

'আপনাকে আগেই বলেছি এর নাম ক্রাসনোয়ারস্ক-২৬।'

'এটা কি বম্ব শেল্টার?'

'অনেকটা সেরকম,' রহস্যময় ভঙ্গিতে জবাব দিলেন সাশা।

আধুনিক ভবনগুলোতে চোখ বুলাল ডানা, 'কমিসার, জায়গাটা ঠিক কোথায়?'

কঠিন চোখে ওর দিকে তাকালেন কমিসার, 'আমি যা বলি তার বেশি জানতে চাইবেন না।'

ডানার অস্বস্তি লাগছে।

'প্লুটোনিয়াম সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'তেমন কিছু জানি না।'

'প্লুটোনিয়াম হল নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডের ফুয়েল বা জ্বালানি, আণবিক অস্ত্রের প্রধান উপাদান। আর এশহরটি তৈরি করা হয়েছে প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের জন্য। এখানে একলাখ বিজ্ঞানী এবং টেকনিশিয়ান বাস করেন এবং কাজ করছেন, মিস ইভান্স। শুরুতে তাদের পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো খাবার, পোশাক এবং থাকার জায়গা দেয়া হয়েছে। তবে এখানে একটি বিধিনিষেধ আছে।'

'কী?'

'এ শহর কেউ ত্যাগ করতে পারবেন না।'

'তার মানে—'

'তাঁদের বাইরে যাবার অনুমতি নেই। বহির্বিশ্বের সঙ্গে এদের কোনোরকম সম্পর্ক থাকে না।'

উষ্ণ রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো লোকজনের দিকে তাকিয়ে ডানা ভাবল, *এ বাস্তব নয়,* 'ওরা প্লুটোনিয়াম বানায় কোথায়?'

'চলুন দেখাচ্ছি,' একটি ট্রাম আসছিল। 'আসুন,' সাশা ডানাকে নিয়ে উঠে পড়লেন ওতে। ব্যস্ত মেইন রাস্তা পার হয়ে, শেষমাথায় স্বল্পালোকিত সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ল ট্রাম। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল টানেল। থেমে গেল ট্রাম। প্রকাণ্ড, আলোকিত একটি ল্যাবরেটরির সামনে ওরা।

'নামুন,' বললেন সাশা।

ডানা কমিসারের সঙ্গে নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। অবাকচোখে তাকাচ্ছে চারপাশে। বিশাল গুহায় দানবাকৃতির তিনটি রিয়্যাক্টর। দুটি নীরব, তিন নম্বরটি চলছে। ওটাকে ঘিরে ব্যস্ত কয়েকজন টেকনিশিয়ান।

সাশা বললেন, 'এ ঘরের যন্ত্রগুলো যে-পরিমাণ প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করে

তা দিয়ে তিনদিন অন্তর একটি করে আণবিক বোমা তৈরি করা সম্ভব।' চালু রিয়্যাক্টরটি দেখিয়ে যোগ করলেন, 'ওটা প্রতিবছর আধটন প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করছে। এ দিয়ে একশো বোমা তৈরি করা সম্ভব। পাশের ঘরে যে-পরিমাণ প্লুটোনিয়াম মজুত আছে, দেখলে আত্মা উড়ে যাবে।'

ডানা জিজ্ঞেস করল, 'কমিসার, এত প্লুটোনিয়াম থাকলে আবার নতুন করে উৎপাদনের দরকার কী?'

কমিসার শুকনো গলায় জবাব দিলেন, 'আমেরিকানরা এ পরিস্থিতির নাম দিয়েছে ক্যাচ টোয়েন্টি টু। রিয়্যাক্টর বন্ধ করা সম্ভব নয়, কারণ প্লুটোনিয়াম ওপরের শহরের বৈদ্যুতিক শক্তি যোগায়। রিয়্যাক্টর বন্ধ করে দিলে আলো থাকবে না, তাপ থাকবে না, জমে বরফ হয়ে মরে যাবে শহরের প্রতিটি মানুষ।'

'ভয়ংকর ব্যাপার,' বলল ডানা, 'যদি—'

'আপনাকে বলেছি রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। এখানে যেসব বিজ্ঞানী এবং টেকনিশিয়ান কাজ করছেন তাঁরা বহুদিন ধরে বেতন পান না। তাঁদের শুরুতে সুন্দর সুন্দর বাড়ি দেয়া হয়েছিল। মেরামতের অভাবে ওগুলোর এখন জীর্ণদশা। এখানকার মানুষজন চরম হতাশায় ভুগছে। এখানে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের প্লুটোনিয়াম মজুত আছে অথচ যারা এসব উৎপাদন করছে তাদের কিছু নেই।'

ডানা ধরা গলায় প্রশ্ন করল, 'ওরা অন্য দেশে প্লুটোনিয়াম বিক্রি করতে পারেন না?'

মাথা ঝাঁকালেন সাশা। 'টেলর উইনথ্রপ রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হবার আগে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে এ-শহরের কথা জানিয়েছিল। তাকে একটি চুক্তিতে আসার অনুরোধ করা হয়। তিনি কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলেন। এরা সবাই সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। উইনথ্রপ একটি চুক্তিতে আসতে আগ্রহী ছিলেন। তবে কাজটা ছিল জটিল। তবে উইনথ্রপ রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত হয়ে আসার পরে তিনি এবং তাঁর পার্টনার মিলে কয়েকজন বিদ্রোহী বিজ্ঞানীর সঙ্গে আঁতাত করে বিভিন্ন দেশে প্লুটোনিয়াম পাচার শুরু করেন। এসব দেশের মধ্যে ছিল লিবিয়া, ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া এবং চীন।'

*উইনথ্রপ রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যাতে পুরো অপারেশনটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন,* ভাবল ডানা।

বলে চলেছেন কমিসার, 'কাজটা ছিল সহজ। কারণ টেনিসবল আকারের প্লুটোনিয়ামের একটা পিণ্ড দিয়ে একটি আণবিক বোমা তৈরি করা সম্ভব, মিস ইভান্স। টেলর উইনথ্রপ এবং তাঁর পার্টনার কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছিলেন। অত্যন্ত কৌশলে পুরো বিষয়টি সামাল দিচ্ছেলেন বলে কেউ কোনোরকম সন্দেহ করতে পারেনি।' তাঁর গলা তেতো শোনাল, 'রাশিয়া হয়ে উঠেছে ক্যান্ডির

দোকান—তবে ক্যান্ডির বদলে এখান থেকে আপনি কিনতে পারবেন আণবিক বোমা, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধবিমান এবং মিসাইল সিস্টেম।'

যা শুনেছে হজম করার চেষ্টা করল ডানা, 'টেলর উইনথ্রপ খুন হয়ে গেলেন কেন?'

'তিনি লোভী হয়ে উঠেছিলেন। ব্যবসাটা একাই করতে চেয়েছিলেন। পার্টনার যখন ব্যাপারটা জানতে পারল উইনথ্রপ কী করছেন, সে উইনথ্রপকে খুন করে।'

'কিন্তু—কিন্তু তাই বলে গোটা পরিবার ধ্বংস করে দিতে হবে?'

'টেলর উইনথ্রপ এবং তাঁর স্ত্রী আগুনে পুড়ে মরার পরে তাঁদের ছেলে পল পার্টনারকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে। পার্টনার তখন পলকেও খুন করে। উইনথ্রপের বাকি দুই সন্তান প্লুটোনিয়ামের ব্যাপারটা জেনে ফেলতে পারে এই ভয়ে তাদেরকেও হত্যার নির্দেশ দেয় পার্টনার। তাদের মৃত্যু দুর্ঘটনার মতো সাজানো হয়। একজন মারা যায় স্কি করতে গিয়ে, অপরজন বাড়িতে, ডাকাতের হাতে।'

আতঙ্কিত ডানা তাকাল সাশার দিকে, 'কিন্তু টেলর উইনথ্রপের পার্টনারটা কে?'

মাথা নাড়লেন কমিসার, 'আপনাকে যথেষ্ট বলে ফেলেছি, মিস ইভান্স। আমাকে রাশিয়া থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন, তারপর পার্টনারের নাম বলব।' ঘড়ি দেখলেন তিনি, 'চলুন, ফেরার সময় হয়েছে।'

ডানা শেষবারের মতো রিয়্যাক্টরের দিকে তাকাল। এ জিনিস কখনো বন্ধ করা হবে না, চব্বিশঘণ্টা এ ভয়ংকর প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করে চলেছে। 'আমেরিকান সরকার ক্রাসনোয়ারস্ক-২৬ এর কথা জানে না?'

মাথা দোলালেন কমিসার। 'জানে। তারা এ নিয়ে ভয়েও আছে। আপনাদের স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমাদের সঙ্গে মিলে প্রাণপণ চেষ্টা করছে এই রিয়্যাক্টরগুলো কীভাবে কম শক্তিহীন করে তোলা যায়।'

এলিভেটরে চড়ে কমিসার শাডানোফ জিজ্ঞেস করলেন, 'FRA-এর সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে?'

ডানা সাবধানে জবাব দিল, 'অল্পস্বল্প।'

'তারাও এর সঙ্গে জড়িত।'

'কী!' সঙ্গে সঙ্গে ডানা বুঝতে পারল জেনারেল বুস্টার কেন তাকে এসব থেকে দূরে সরে থাকার হুমকি দিয়েছিলেন।

ওপরে চলে এল ওরা। নেমে পড়ল এলিভেটর থেকে। কমিসার বললেন, 'আমার এখানে একটি বাসা আছে। ওখানে যাব।'

রাস্তায় হাঁটছে ওরা, ডানা লক্ষ করল এক মহিলা, তার মতো খোলামেলা

ড্রেস পরা, এক লোকের বাহুলগ্না হয়ে প্রায় ঝুলে ঝুলে চলেছে।

'ওই মহিলা—' ইঙ্গিত করল ডানা।

'আপনাকে বললাম না এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ বাইরে থেকে পতিতা নিয়ে আসার সুযোগ পায়। তবে সেটা শুধু দিনের বেলায়। রাতে বাইরের কেউ এখানে থাকতে পারে না। মাটির নিচে কী ঘটছে তা যেন বহিরাগতরা কেউ জানতে না পারে।'

হাঁটতে হাঁটতে ডানা লক্ষ করল বেশিরভাগ দোকান খালি। টাকা নেই, জিনিসপত্র কেনার লোকও নেই। ডানার নজর কাড়ল উঁচু একটি বিল্ডিং। ভবনের মাথায় ঘড়ির বদলে বড়সড় এটি যন্ত্র।

'কী ওটা?' জানতে চাইল ডানা।

'গিগার কাউন্টার, রিয়্যাক্টরে কোনো সমস্যা হলে ওটা বেজে ওঠে,' ব্যাখ্যা করলেন সাশা। পাশের একটি রাস্তায় মোড় নিলেন। এদিকে প্রচুর অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। 'আমার অ্যাপার্টমেন্টটি এখানে। আমরা ওখানে কিছুক্ষণ সময় কাটাব যাতে কেউ কিছু সন্দেহ করতে না পারে। FSB সবাইকে চেক করে।'

'FSB?'

'কেজিবি। শুধু নামটা বদলেছে। আর সবই ঠিক আছে।'

অ্যাপার্টমেন্টটি বেশ বড়সড়। দেখলেই বোঝা যায় একসময় বেশ বিলাসবহুল ছিল। কিন্তু এখন দৈন্য প্রকটভাবে চোখে লাগছে। পর্দাগুলো ছিঁড়ে গেছে, কার্পেটের অবস্থাও তথৈবচ, আসবাবগুলো পালিশ করা দরকার।

বসল ডানা। FRA সম্পর্কে কমিসার যা বলেছেন তা নিয়ে ভাবছে। জেফ বলেছিল এজেন্সিটা একটা কভার-আপ। FRA-এর আসল কাজ বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ওপর নজর রাখা। টেলর উইনথ্রপ একদা FRA-প্রধান ছিলেন, ভিক্টর বুস্টার তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন। এই লোকটি প্রথম থেকেই অপছন্দ করে আসছেন ডানাকে। জ্যাকস্টোন ওকে বুস্টারের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিল।

FRA স্পাইরা ছড়িয়ে আছে সবখানে। নিজেকে হঠাৎ নগ্ন মনে হলো ডানার।

সাশা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন ভদকা দরকার। আপনি আমাকে এদেশ থেকে কীভাবে বের করে নিয়ে যাবেন ভেবেছেন কিছু?'

'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে বলল ডানা, 'আমি এখন জানি কাজটা কীভাবে করব। তবে আমাকে একটু সময় দিতে হবে।'

মস্কোতে নামল বিমান। দুটি গাড়ি অপেক্ষা করছিল বিমানবন্দরে। সাশা ডানাকে একটুকরো কাগজ দিলেন।

'আমি চিয়াকা অ্যাপার্টমেন্টে এক বন্ধুর সঙ্গে আছি। কেউ জানে না আমি ওখানে থাকছি। এটা একটা সেফহাউস। এতে ওখানকার ঠিকানা লেখা আছে। আমি নিজের বাসায় ফিরতে পারব না। আজ রাত আটটায় চলে আসুন। আপনার প্ল্যানটা আমার জানা দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল ডানা, 'ঠিক আছে। আমি এখন একটি ফোন করব।'

সয়ুজ হোটেলের লবিতে ওকে ঢুকতে দেখে ডেস্কের বসা মহিলা ওর দিকে ট্যারাচোখে তাকিয়ে থাকল। *ওকে দোষ দিতে পারি না আমি*, ভাবল ডানা। *যে একখানা পোশাক পরেছি আমি।*

ঘরে ঢুকে নিজের ড্রেস পরে নিল ডানা। তারপর ফোন করল। রিং হচ্ছে ওধারে। সিজারের কণ্ঠ যেন ডানার কানে মধুবর্ষণ করল।

'হাডসন নিবাস।'

'সিজার, মি. হাডসন আছেন কি?' দম চেপে রেখে জানতে চাইল ডানা।

'মিস ইভান্স! কেমন আছেন আপনি? জি, মি. হাডসন আছেন। একটু ধরুন, প্লিজ।'

স্বস্তির ঝিরঝিরে প্রশান্তি ছড়িয়ে গেল ডানার সারা গায়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাশাকে একমাত্র রজার হাডসনই নিয়ে যেতে পারবেন।

রজারের কণ্ঠ ভেসে এল ইথারে। 'ডানা?'

'রজার, ওহ্, থ্যাংক গড। আপনাকে পেলাম!'

'কেন কী হয়েছে? তুমি ঠিক আছ তো? কোথায় তুমি?'

'আমি মস্কোতে। টেলর উইনথ্রপ এবং তাঁর পরিবার কেন খুন হয়েছেন আমি এখন তা জানি।'

'কী! মাই গড। কীভাবে তুমি—'

'ফিরে এসে আপনাকে বলব, রজার। আমার একটা উপকার করতে হবে। এক গুরুত্বপূর্ণ রুশ-কর্মকর্তা আমেরিকা পালিয়ে যেতে চাইছেন। তাঁর নাম সাশা শাডানোফ। এখানে খুব বিপদে আছেন ভদ্রলোক। কী ঘটেছে, সমস্ত প্রশ্নের জবাব জানা আছে তাঁর। ওঁকে দ্রুত এদেশ থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। পারবেন?'

'ডানা, তোমার বা আমার কারো এর মধ্যে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। আমরা ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি।'

'কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। বিষয়টি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। কাজটা করতেই হবে।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, ডানা।'

'আপনাকে এর মধ্যে টেনে আনার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমাকে সাহায্য

করার আর কেউ নেই।'

'ড্যামিট। আমি—' থেমে গেলেন তিনি। 'ঠিক আছে। ওকে আমেরিকান অ্যামব্যাসিতে পাঠিয়ে দাও। ওখানে সে নিরাপদ থাকবে। এই ফাঁকে আমরা প্ল্যান করব কীভাবে তাকে আমেরিকায় নিয়ে আসা যায়।'

'কিন্তু উনি আমেরিকান অ্যামব্যাসিতে যেতে চাইছেন না। ওদেরকে তিনি বিশ্বাস করেন না।'

'এছাড়া উপায় নেই। আমি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলছি। বলব ভদ্রলোক যেন প্রটেকশন পান সেদিকে খেয়াল রাখতে। শাডানোফ এখন কোথায়?'

'উনি চিয়াকা অ্যাপার্টমেন্টে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওখানে এক বন্ধুর সঙ্গে আছেন। আমি তার ওখানে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, ডানা। ওকে নিয়ে সোজা আমেরিকান অ্যামব্যাসিতে চলে যাও। রাস্তায় কোথাও থামবে না।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ডানা, 'ধন্যবাদ, রজার। অনেক ধন্যবাদ।'

'সাবধানে থেকো, ডানা।'

'থাকব।'

'পরে কথা হবে।'

*ধন্যবাদ রজার। অনেক ধন্যবাদ।*

*সাবধানে থেকো, ডানা।*

*থাকব।*

*পরে কথা হবে।*

শেষ হয়ে গেল টেপ।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সার্ভিস এন্ট্রান্স দিয়ে সয়ুজ হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ডানা। ঢুকল একটা গলিতে। হিমশীতল বাতাস। কামড় বসাচ্ছে গায়ে। কোটের কলার কানের ওপর টেনে দিল ডানা। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া যেন হাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। ঠকঠক করে কাঁপছে ও। দুটো ব্লক পার হল ডানা। নিশ্চিন্ত হল ওকে কেউ অনুসরণ করছে না। ব্যস্ত রাস্তায় একটা ট্যাক্সি থামাল হাত তুলে। উঠে পড়ল। সাশার দেয়া ঠিকানা বলল ড্রাইভারকে। পনেরো মিনিট পরে সাধারণ চেহারার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে থেমে দাঁড়াল ট্যাক্সি।

'অপেক্ষা করব?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'না।' কমিসারের গাড়ি থাকতে পারে। ডানা পার্স থেকে ডলার বের করে ড্রাইভারের দিল। টাকা নিয়ে চলে গেল সে। ডানা ভবনের ভেতরে পা বাড়াল। হলওয়ে শূন্য। হাতের কাগজখানা দেখল ডানা। অ্যাপার্টমেন্ট 2BF। সে জীর্ণ

সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। উঠে এল দোতলায়। আশপাশে কেউ নেই। সামনে খাঁ খাঁ করছে লম্বা হলওয়ে।

ডানা আস্তে আস্তে হাঁটছে আর দরজার নাম্বারগুলো লক্ষ্য করছে। 5BF... 4BF... 3BF...2BF ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানো। আড়ষ্ট হয়ে উঠল ডানা। সাবধানে মৃদু ঠেলা দিল দরজায়। পা রাখল ভেতরে। অন্ধকার অ্যাপার্টমেন্ট।

'কমিসার....?' অপেক্ষা করছে ডানা। কোনো জবাব নেই।

'কমিসার শাডানোফ?' ভারী নীরবতা। সামনে একটি বেডরুম। ওদিকে এগুলো ডানা। 'কমিসার শাডানোফ...'

অন্ধকার বেডরুমে ঢুকেছে ডানা, কিসের সঙ্গে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। নরম, ভেজা কিছু একটার ওপর শুয়ে আছে ও। ঘিনঘিন করে উঠল গা। হাচড়েপাচড়ে উঠে বসল ডানা। হাত বাড়াতেই দেয়ালের ছোঁয়া পেল। সিধে হল ও। দেয়াল ধরে ধরে এগোতে লাগল। আঙুল পেয়ে গেল বাতির সুইচ। খুট শব্দে জ্বেলে দিল বাতি। আলোর বন্যায় ভাসল ঘর। ডানার হাতভর্তি রক্ত। মেঝেতে যে-জিনিসটির সঙ্গে পা বেঁধে হোঁচট খেয়েছে ওটা সাশা শাডানোফের লাশ। চিৎ হয়ে পড়ে আছেন তিনি। বুক রক্তে মাখামাখি। এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত নিখুঁতভাবে দু-ভাগ করে ফেলা হয়েছে গলা।

চিৎকার দিল ডানা। দেখল মধ্যবয়স্কা এক নারী রক্তাক্ত শরীর নিয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। মাথায় প্লাস্টিক ব্যাগ পেঁচানো। শরীরের সবগুলো রোম খাড়া হয়ে গেল ডানার। হেঁচকি তুলতে তুলতে সে ছুটল ভবনের সিঁড়িতে।

রাস্তার ধারে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে সে। হাতে সাইলেন্সার পেঁচানো AR-7 রাইফেল। রাইফেলে গুলি ভরল সে। সে একজন পেশাদার। এ অস্ত্র দিয়ে পঁয়ষট্টি গজ দূরের যে-কোনো বস্তু এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারে। আর এটা তো খুবই সহজ একটা কাজ। মহিলা যে-কোনো মুহূর্তে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসবে। রক্তাক্ত লাশদুটি দেখার পরে মহিলার দশা কী হবে ভেবে মুচকি হাসল সে। এবার ওই মহিলার পালা।

রাস্তার ওপাশের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের দরজা খুলে গেল। সে সাবধানে কাঁধে তুলল রাইফেল। টেলিস্কোপে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ডানাকে, দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। উন্মাদের মতো ডানে-বামে তাকাচ্ছে, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে কোন্‌দিকে যাবে। ডানার মুখখানা সযত্নে ধরল টেলিস্কোপ, সে ট্রিগার টিপে দিল।

ঠিক ওই মুহূর্তে একটি বাস এসে ঝট করে থামল বিল্ডিং-এর সামনে। বুলেট বাসের ছাদের কিয়দংশ উড়িয়ে দিল। নিচে অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল স্নাইপার। ভবনের দেয়ালে লেগে ঠিকরে গেছে গুলি, কিন্তু টার্গেটের কিছুই হয়নি। লোকজন দুদ্দাড় করে নামছে বাস থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে। স্নাইপার

জানে এখানে সে আর একমুহূর্তও নিরাপদ নয়। মহিলা রাস্তা ধরে ছুটছে। অসুবিধা নেই। অন্যরা তার ব্যবস্থা করবে।

নেকড়ের গর্জন তুলে আর্তনাদ ছাড়ছে বরফঠাণ্ডা বাতাস। কিন্তু ডানার যেন শীতের অনুভূতি বলে কিছু নেই। সে মহাআতঙ্কিত। একটা হোটেল দেখে সে একছুটে ঢুকে পড়ল।

'টেলিফোন?' লবির ডেস্কে বসা ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল ও।

ডানার রক্তমাখা হাত দেখে পিছিয়ে গেল লোকটা।

'টেলিফোন!' প্রায় চিৎকার করে উঠল ডানা।

ভয়ে ভয়ে লবির কিনারে ফোনবুথ হাত তুলে দেখাল ক্লার্ক। পার্স থেকে ফোনকার্ড বের করে কাঁপা আঙুলে অপারেটরকে ফোন করল ডানা।

'আমি আমেরিকায় একটা ফোন করতে চাই,' ওর হাত কাঁপছে, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে ঠকাঠক। ডানা অপারেটরকে রজার হাডসনের নাম্বার জানাল। অপেক্ষা করছে। যেন শতাব্দীকাল পরে সিজারের গলা শুনতে পেল ডানা।

'হাডসন নিবাস।'

'সিজার। মি. হাডসনকে ফোনটা দাও।' ডানার গলা প্রায় বুজে এল।

'মিস ইভান্স?'

'জলদি, সিজার, জলদি!'

এক মিনিট পরে রজার সাড়া দিলেন, 'ডানা?'

'রজার!' ডানার দু গাল বেয়ে ঝরছে অশ্রু। 'উনি-উনি মারা গেছেন। ওরা তাঁকে খু-খুন করেছে। তার বন্ধুকেও।'

'কী! মাই গড, ডানা। তুমি—তোমার লাগেনি তো?'

'না... তবে ওরা আমাকে খুন করতে চাইছে।'

'মনোযোগ দিয়ে শোনো। আজ মাঝরাতে এয়ার ঃফ্রান্সের একটি বিমান ছাড়বে আমেরিকার উদ্দেশে। আমি তোমার জন্য ওখানে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করছি। লক্ষ রেখো কেউ যেন তোমার পিছু নিতে না পারে। ট্যাক্সি নেবে না। সোজা হোটেল মেট্রোপল-এ চলে যাও। হোটেলটির এয়ারপোর্টে যাবার নিয়মিত বাস আছে। ওটার একটায় উঠে পড়বে। ভিড়ের সঙ্গে মিশে যাবে। আমি ওয়াশিংটন এয়ারপোর্টে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। ফর গডস শেক, সাবধানে থেকো!'

'থাকব, রজার। ধ-ধন্যবাদ।'

ফোন ছেড়ে দিল ডানা। কিছুক্ষণ নড়াচড়া করতে পারল না। আতঙ্কে অবশ শরীর। মন থেকে সাশা এবং তার বান্ধবীর রক্তাক্ত চেহারা কিছুতেই মুছতে পারছে না। গভীর একটা দম নিয়ে বুথ থেকে বেরিয়ে এল ডানা, পাশ কাটাল

সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে থাকা ক্লার্ককে, বেরিয়ে এল রক্তজমাট বাঁধা রাতে।

একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল পাশে। রাশান ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল ডানাকে।

'নিয়েত,' বলে হাঁটা দিল ডানা। আগে নিজের হোটেলে ফিরতে হবে।

ফোন রাখলেন রজার। পামেলা এসে দাঁড়ালেন দোরগোড়ায়।

'ডানা মস্কো থেকে দুবার ফোন করেছে। উইনথ্রপদের মৃত্যুরহস্য সে জেনে ফেলেছে।'

পামেলা বললেন, 'তাহলে ওকে এক্ষুনি সরিয়ে দিতে হয়।'

'চেষ্টা করেছিলাম। একজন স্নাইপার পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে যে-কারণেই হোক, ব্যর্থ হয়েছে।'

তীব্র রোষ নিয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন পামেলা, 'গর্দভ। ওদেরকে আবার ফোন করো। রজার...'

'বলো।'

'ওদেরকে বলবে ব্যাপারটা যেন অ্যাক্সিডেন্টের মতো ঘটায়।'

# তেইশ

ইংল্যান্ডের র‍্যাভেল হিল। এখানে FRA-এর হেডকোয়ার্টার্স। লাল টকটকে অক্ষরে সাইনবোর্ডে লেখা **প্রবেশ নিষেধ**। ভবনটিকে ঘিরে রেখেছে উঁচু লোহার বেড়া। সশস্ত্র প্রহরাধীন বেস-এর পেছনে অনেকগুলো স্যাটেলাইট ট্রাকিং ডিশ গোটা ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়া ইন্টারন্যাশনাল কেবল এবং মাইক্রোওয়েভ কম্যুনিকেশন মনিটরিং করে চলেছে। কম্পাউন্ডের মাঝখানে, একটি কংক্রিটের বাড়িতে চারজন লোক চোখ রেখেছে বড় একটি পর্দায়। পর্দায় ডানাকে দেখা যাচ্ছে। সে সয়ুজ হোটেলে, নিজের ঘরে ঢুকেছে।

'ও ফিরে এসেছে,' মন্তব্য করল একজন। ওরা দেখছে বাথরুমে ঢুকে দ্রুত হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলল ডানা। তারপর কাপড় খুলতে লাগল।

'হেই, আবার শুরু হল,' একজন হাসল দাঁত বের করে।

ডানার কাপড় খোলার দৃশ্য দেখছে ওরা।

'ইশ, বুকজোড়া যদি টিপতে পারতাম।'

আরেক লোক চট করে ঢুকে পড়ল ঘরে। 'গোরস্তানে না-গেলে ও সুযোগ পাবে না, চার্লি।'

'মানে?'

'মানে হল ওই মহিলা শীঘ্রি এক ভয়ংকর অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাচ্ছে।'

ডানার কাপড় পরা শেষ। ঘড়ি দেখল। মেট্রোপল-এর বাস ধরে এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার মতো যথেষ্ট সময় এখনো হাতে আছে। ওর মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছেই। ডানা দ্রুত নেমে এল নিচের লবিতে। সেই মুটকিকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

রাস্তায় নেমে এল ডানা। কী ভীষণ ঠাণ্ডা! বাতাস হুউউ করে আর্তনাদ ছেড়েই চলেছে। একটি ট্যাক্সি থামল ডানার সামনে।

'তাকসি?'

রজার ওকে ট্যাক্সি চড়তে নিষেধ করেছেন। হেঁটে সোজা হোটেল মেট্রোপলে যেতে বলেছেন।

'নিয়েত।'

বরফশীতল রাস্তায় হাঁটতে লাগল ডানা। লোকজন ওকে ঠেলা ধাক্কা মেরে ছুটছে। সবাই বাড়ি ফিরে আগুনের উষ্ণতা উপভোগের জন্য উন্মুখ। ডানা ব্যস্ত রাস্তার কিনারে এসে দাঁড়াল। এমন সময় প্রচণ্ড জোরে পেছন থেকে কেউ ধাক্কা মারল ওকে। ছিটকে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে পড়ল। সভয়ে দেখল দৈত্যের মতো একটা ট্রাক হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে ওর দিকে।

একেবারে শেষমুহূর্তে মুখ শুকিয়ে সাদা হয়ে যাওয়া ড্রাইভার বনবন করে হুইল ঘুরিয়ে ফেলল। ট্রাকটা ঠিক ডানার ওপর দিয়ে চলে গেল। একমুহূর্তের জন্য শুধুই আঁধার দেখল ডানা, কানে তালা লেগে গেল ইঞ্জিনের গর্জনে, সেইসঙ্গে প্রকাণ্ড টায়ারের গায়ে শিকলের ঝনঝন শব্দ বিস্ফোরণের মতো বাজল।

হঠাৎ আবার আকাশ দৃশ্যমান হয়ে উঠল। চলে গেছে ট্রাক। চাপা পড়েনি ডানা, হতবুদ্ধির মতো রাস্তায় উঠে বসল ও। লোকজন হাত বাড়িয়ে দিল ওকে খাড়া হতে সাহায্য করার জন্য। ডানা চারপাশে তাকাল কে তাকে ধাক্কা মেরেছে বোঝার জন্য। কিন্তু ভিড়ের যে-কেউ কাজটা করে থাকতে পারে। বারকয়েক বুক ভরে দম নিল ডানা নিজেকে শান্ত করার জন্য। ওকে ঘিরে থাকা লোকজন রুশ-ভাষায় চিৎকার চেঁচামেচি করছে। ভিড়টা ক্রমে চেপে আসছে দেখে আতঙ্ক বোধ করল।

'হোটেল মেট্রোপল।' বলল ডানা।

এগিয়ে এল কয়েকটি কিশোর, 'চলুন, আমরা আপনাকে নিয়ে যাব।'

হোটেল মেট্রোপল-এর লবিটি বেশ উষ্ণ, ট্যুরিস্ট এবং ব্যবসায়ীদের ভিড়ে সরগরম। রজার বলেছেন ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকতে। তিনি ডানার জন্য ওয়াশিংটনের এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করবেন।

ডানা বেলম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'এয়ারপোর্টে যাওয়ার বাস ছাড়বে কখন?'

'ত্রিশ মিনিট পরে, Gaspazha।'

'ধন্যবাদ।'

একটি চেয়ারে বসল ডানা, শ্বাস করছে ঘন ঘন। মন থেকে ভয়ংকর দৃশ্যটা মুছে ফেলার বৃথা চেষ্টা করল। ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেছে ওর। ওকে কে হত্যা করতে চাইছে এবং কেন? কামাল ঠিক আছে তো?

বেলম্যান এসে ডানাকে বলল, 'এয়ারপোর্টের বাস এসে গেছে।'

সবার আগে ডানা উঠল বাসে। পেছনের একটি আসন দখল করল। নজর বোলাতে লাগল যাত্রীদের ওপর। অন্তত আধডজন দেশের ট্যুরিস্ট আছে বাসে ইউরোপীয়, এশীয়, আফ্রিকান এবং কয়েকজন আমেরিকানও। আইলের ধারে বসা এক লোক স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডানার দিকে।

*লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে,* ভাবল ডানা। *ওই কি আমার পিছু নিয়েছে?* ডানার গা কাঁপতে লাগল।

একঘণ্টা পরে শেরেমেতিয়েভো এয়ারপোর্টে এসে থামল বাস। সবার শেষে নামল ডানা। দ্রুত ঢুকল টার্মিনাল বিল্ডিং-এ, চলে এল এয়ারফ্রান্স ডেস্কে।

'মে আই হেল্প ইউ?'

'ডানা ইভান্স নামে কোনো রিজার্ভেশন আছে কি?' দম বন্ধ করে রইল ডানা। *বলো হ্যাঁ, বলো হ্যাঁ, বলো হ্যাঁ...*

কাগজে চোখ বুলিয়ে জবাব দিল ক্লার্ক, 'জি। এই যে আপনার টিকেট। দাম আগেই চুকিয়ে দেয়া হয়েছে।'

*রজারের মঙ্গল করুন ঈশ্বর।* 'ধন্যবাদ।'

'আপনার ফ্লাইট নম্বর টু-টোয়েন্টি। একঘণ্টা দশ মিনিট পরে ছাড়বে প্লেন।'

'লাউঞ্জ আছে কি—' ডানা বলতে চাইছিল যেখানে অনেক লোক আছে, বলল, 'আমি একটু বিশ্রাম নিতাম।'

'করিডোরের শেষ মাথার পরে, ডানদিকে।'

'ধন্যবাদ।'

লাউঞ্জ লোকে লোকারণ্য। অস্বাভাবিক কিছুই মনে হচ্ছে না। ডানা একটি আসনে বসল। কিছুক্ষণ পরেই আমেরিকার উদ্দেশে উড়াল দেবে সে এবং আর জানের ভয় থাকবে না।

'এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট টু-টোয়েন্টি ইজ নাউ বোর্ডিং অ্যাট গো থ্রি ফর ওয়াশিংটন ডিসি। উইল অন প্যাসেঞ্জার প্লিজ হ্যাঙ দেয়ার পাসপোর্টস অ্যান্ড বোর্ডিং পাসেস রেডি?'

ডানা আসন ছাড়ল, পা বাড়াল তিন নম্বর গেটে। এরোফ্লেট কাউন্টারে দাঁড়ানো এক লোক লক্ষ করছিল ডানাকে, সে নিজের সেলফোনে কথা বলল।

'সাবজেক্ট বোর্ডিং গেটে যাচ্ছে।'

রজার হাডসন রিসিভার তুলে একটি নাম্বারে ফোন করলেন। 'সে এয়ারফ্রান্স ফ্লাইট টু-টোয়েন্টিতে আছে। ওর সঙ্গে এয়ারপোর্টে সাক্ষাৎ করব।'

'ওর জন্য কী ব্যবস্থা নেব, স্যার?'

'ওকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে।'

মেঘশূন্য আকাশে, মাটি থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে ওরা উড়ছে। প্লেনে কোনো আসন খালি নেই। ডানার পাশে বসেছে একজন আমেরিকান।

'গ্রেগরি প্রাইস,' নিজের পরিচয় দিল সে, 'কাঠ ব্যবসায়ী।' লোকটার বয়স

চল্লিশের কোঠায়। উজ্জ্বল ধূসর চোখ, লম্বা মুখ, ঠোঁটের ওপর ঘন মোচ। সে একটানা বকবক করেই যেতে লাগল। কিন্তু তার কথা শুনছে না ডানা। তার মনে পড়ে যাচ্ছে ক্রাসনোয়ারস্ক-২৬ নামে নিষিদ্ধ নগরীটির কথা।

এয়ারফ্রান্স ফ্লাইট ২২০ ডালেস বিমানবন্দরে অবতরণ করল। প্লেনের এক্সিট র‍্যাম্প দিয়ে যাত্রীরা বেরুচ্ছে, তাদেরকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে চারজন লোক।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'হাইপডারমিক এনেছ তো?'

'হুঁ।'

'রক ক্রিক পার্কে নিয়ে যাবে ওকে। বস্ ওকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারতে চান।'

'আচ্ছা।'

দরজায় ফিরে এল তাদের দৃষ্টি। উলের ভারী কাপড়, পার্কা, স্কার্ফ এবং মোজায় নিজেদেরকে মুড়ে নিয়ে যাত্রীরা নামছে প্লেন থেকে। অবশেষে আর যাত্রী বেরুল না।

একজন ভুরু কুঁচকে বলল, 'মেয়েটা নামছে না কেন দেখে আসি।'

প্লেনের র‍্যাম্প ধরে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। একজন ক্রু পরিষ্কার করছে আবর্জনা। আইল ধরে এগোল লোকটা। ভেতরে আর কোনো যাত্রী নেই। ল্যাভেটরি ডোর খুলে দেখল সে। খালি। একজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট নেমে যাচ্ছিল, দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা।

'ডানা ইভান্স কই?'

অবাক দেখাল ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টকে। 'ডানা ইভান্স? টিভি-উপস্থাপিকা?'

'হ্যাঁ।'

'সে এই ফ্লাইটে আসেনি। আমি তার অপেক্ষায় ছিলাম। এলে একটা অটোগ্রাফ নিতে পারতাম।'

গ্রেগরি প্রাইস ডানাকে বলছিল, 'কাঠের ব্যবসার মজাটা কী জানেন? আপনার প্রডাক্ট নিজে থেকেই বেড়ে ওঠে। জি, স্যার। আপনি শুধু বসে থাকবেন এবং দেখবেন প্রকৃতি মা আপনার জন্য টাকা বানাচ্ছে।'

লাউডস্পিকারে ভেসে এল একটি কণ্ঠ।

'আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে শিকাগোর ও'হেরার এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে চলেছি। দয়া করে আপনাদের সিটবেল্ট বেঁধে দিন। এবং যে-যার আসনে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে থাকুন।'

কয়েক ঘণ্টা আগের ঘটনা। ডানা শেরেমেতিয়েভো বিমানবন্দরের লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিল। মনে মনে বলছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। আর কোনো সমস্যা

হবে না। কিন্তু ওর ভেতর থেকে অস্থিরতা কিছুতেই যাচ্ছিল না। খুব জরুরি একটা কথা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছিল না। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট লাউডস্পিকারে যখন ঘোষণা করছিল এয়ারফ্রান্স ফ্লাইট ২২০ ওয়াশিংটনের উদ্দেশে উড়াল দেয়ার জন্য প্রস্তুত তখন অন্যান্য যাত্রীদের মতো ডানাও পাসপোর্ট এবং বোর্ডিংপাস হাতে নিয়ে গেটের দিকে পা বাড়িয়েছিল। গার্ডকে সে টিকেট দেখাচ্ছিল, হঠাৎ অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই কথাটি মনে পড়ে যায় তার। সাশা শাডানোফ বলেছিলেন কথাটা।

*কেউ জানে না আমি এখানে আছ। এটা একটা সেফ হাউস বলতে পারেন।*

সাশার গোপন আস্তানার কথা ডানা শুধু রজার হাডসনকেই বলেছিল। এর পরপরই খুন হয়ে যান সাশা। ডানার মনে পড়ে যায় সে রজার এবং পামেলাকেই শুধু তার প্রতিটি গন্তব্যের কথা বলেছে। ওরা সারাক্ষণ ডানার ওপর নজর রেখে চলছেন। আর এর একটাই কারণ থাকতে পারে

*রজার হাডসন ছিলেন টেলর উইনথ্রপের রহস্যময় পার্টনার।*

আমেরিকান এয়ারলাইন্সের বিমান শিকাগোর হেয়ার এয়ারপোর্টে অবতরণ করল। ডানা জানালা দিয়ে উঁকি দিল সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখতে। নাহ্, কিছু নেই। সব চুপচাপ। ভিড়ের মধ্যে মিশে থেকে ঢুকল টার্মিনালে। ওর জরুরি একটা ফোন করা দরকার। প্লেনে বসে হঠাৎই কথাটা মনে উদয় হয়েছে ডানার। এমনই উদ্বেগ বোধ করেছে, নিজের বিপদের কথাও ভুলে গেছে। ওর অবর্তমানে কামালের কিছু হয়নি তো? কামালকে রক্ষা করার জন্য কাউকে দরকার। জ্যাকস্টোনের কথা সবার আগে মাথায় এল। সে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। জ্যাকই পারে কামাল এবং ডানাকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে। ডানার দৃঢ়বিশ্বাস জ্যাক তার জন্য কাজটা করবে। শুরু থেকেই ওর প্রতি সহানুভূতিশীল দেখেছে জ্যাকস্টোনকে। *ও অবশ্যই ওদের একজন নয়।*

ডানা টার্মিনালের ফাঁকা অংশে চলে এল। পার্স খুঁজে বের করল জ্যাকস্টোনের প্রাইভেট নাম্বার। ফোন করল। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল মেজর।

'জ্যাকস্টোন।'

'ডানা ইভান্স। আমি ভয়ানক বিপদে আছি। সাহায্য দরকার।'

'কী হয়েছে?'

জ্যাকের কণ্ঠে উদ্বেগটুকু ধরতে পারল ডানা, 'এ মুহূর্তে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। আমার পেছনে লোক লেগেছে। তারা আমাকে মেরে ফেলতে চায়।'

'কারা?'

'জানি না। আমি আমার ছেলে কামালকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি। আপনি ওকে প্রটেক্ট করার ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

'দেখছি আমি। ও কি এখন বাড়িতে আছে?'

'জি।'

'আমি একজনকে ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার কী অবস্থা বলুন? বললেন কারা যেন আপনাকে হত্যা করতে চাইছে।'

'জি। ওরা—ওরা দুইবার আমাকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে।'

একমুহূর্ত নীরবতা। 'আমি দেখছি কী করা যায়। কোথায় আপনি?'

'ও'হেয়ার এয়ারপোর্টে, আমেরিকান এয়ারলাইন্সে। জানি না কখন এখান থেকে বেরুতে পারব।'

'যেখানে আছে সেখানেই থাকুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর কামালকে নিয়ে ভাববেন না।'

স্বস্তি অনুভব করল ডানা। 'ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।' সে ফোন রেখে দিল।

FRA অফিসে রিসিভার রাখল জ্যাকস্টোন। ইন্টারকম বাটন টিপে বলল, 'টার্গেট এইমাত্র ফোন করেছিল। সে ও'হেয়ার এয়ারপোর্টে আমেরিকান এয়ারলাইন্স টার্মিনালে আছে। ওকে মেরে ফেলো।'

'জি, স্যার।'

জ্যাকস্টোন একজন এইডকে জিজ্ঞেস করল, 'জেনারেল বুস্টার দূরপ্রাচ্য থেকে কখন ফিরছেন?'

'আজ বিকেলে, স্যার।'

'বেশ, কী ঘটছে উনি তা টের পাবার আগেই এখান থেকে কেটে পড়ো।'

# চব্বিশ

ডানার সেল ফোন বাজছে।

'জেফ!'

'হ্যালো, ডার্লিং।' ওর কণ্ঠ যেন গরম কম্বলের মতো ঘিরে থাকল ডানাকে, ওকে উষ্ণতা দিল।

'ওহ্, জেফ!' কাঁপছে ডানার গলা।

'কেমন আছ তুমি?'

*কেমন আছি আমি? জীবন নিয়ে পালাচ্ছি,* কিন্তু জেফকে কথাটা বলতে পারল না। ডানাকে সাহায্য করতে পারবে না জেফ। অন্তত এখন নয়। 'আ-আমি ভালো আছি, ডার্লিং।'

'তুমি এখন কোথায়, ওয়ার্ল্ড ট্রাভেলার?'

'শিকাগো। কাল ওয়াশিংটন ফিরব। র‍্যাচেল কেমন আছে?'

'মোটামুটি।'

'আই মিস ইউ।'

র‍্যাচেলের বেডরুমের দরজা খোলা। সে লিভিংরুমে চলে এল। জেফকে ডাকতে যাচ্ছে, জেফ ফোনে কথা বলছে দেখে থেমে গেল।

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তোমাকে আমি কতটা মিস করছি।' বলল জেফ।

'ওহ্, আই লাভ ইউ সো মাচ।' ডানার পাশে দাঁড়ানো একটা লোক স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ডানার বুক ধক করে উঠল। 'ডার্লিং আমার—আমার যদি কিছু হয়ে যায়—মনে রেখো আমি তোমাকে—'

আড়ষ্ট হয়ে গেল জেফ, 'তোমার যদি কিছু হয়ে যায় কথার মানে কী?'

'কিছু না। আ-আমি এখন বলতে পারব না। তবে আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ডানা, এমন কিছু কোরো না যাতে তুমি ঝামেলায় পড়ে যাও। তোমাকে আমার প্রয়োজন। আমি জীবনেও তোমার মতো আর কাউকে ভালোবাসিনি। আমি তোমাকে হারানোর শোক সইতে পারব না।'

র‍্যাচেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল সবই, তারপর নিঃশব্দে ফিরে গেল নিজের

বেডরুমে। বন্ধ করে দিল দরজা।

ডানার সঙ্গে আরো দশ মিনিট কথা বলল জেফ। ডানা কথা শেষ করল। ওর এখন ভালো লাগছে। *যাক ওকে অন্তত বিদায় তো বলতে পারলাম।* চোখ তুলে তাকাতে দেখতে পেল লোকটা এখনো ওর দিকে চেয়ে আছে। *এ জ্যাকস্টোনের লোক নয়। তার লোকের এত তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছুবার অবকাশ নেই। এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে।* ডানার বুকে আতংকের ঢেউ উঠল।

ডানার পাশের ঘরের প্রতিবেশী ডানার ঘরের দরজায় নক করল। দরজা খুলে দিল মিসেস ডালি।

'হ্যালো।'

'কামালকে নিয়ে বাড়িতেই থাকুন। ওকে আমাদের দরকার হবে।'

'ও নিয়ে ভাবতে হবে না।' দরজা বন্ধ করে দিল মিসেস ডালি। হাঁক ছাড়ল কামালের উদ্দেশ্যে, 'তোমার খালা রেডি, ডার্লিং।'

রান্নাঘরে ঢুকল মিসেস ডালি, স্টোভ থেকে জই দিয়ে তৈরি খাবারটা নামাল। তারপর কেবিনেটের নিচের ড্রয়ার খুলে Buspar নামে ড্রাগসের প্যাকেট বের করল। ড্রয়ারে ওই ড্রাগসের আরো খালি প্যাকেট আছে। এগুলো সবই কামালের খাবারের সঙ্গে গুলে দিয়েছে মিসেস ডালি। সে দুটো নতুন প্যাকেট খুলল, তারপর ইতস্তত করে এর সঙ্গে যোগ করল আরেকটা প্যাকেট। খাবারের বাটিতে সবগুলো প্যাকেটের পাউডার মেশাল, তারপর চিনি ঢালল। সেরিয়াল নিয়ে ঢুকল ডাইনিং রুমে। কামাল বেরিয়ে এল পড়ার ঘর থেকে।

'এই যে তোমার খানা, লাভ। গরমাগরম ওটমিল।'

'আমার খিদে পায়নি।'

'তবু খেতে হবে,' ধমকে উঠল মিসেস ডালি। ভয় পেয়ে গেল কামাল।

'তুমি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া না করলে রাগ করবেন মিস ইভান্স। তুমি কি চাও তিনি রাগ করুন?'

'না।'

'বেশ। তাহলে খেয়ে নাও।'

বসল কামাল। খাওয়া শুরু করল।

*ও টানা ছয়ঘণ্টা ঘুমাবে,* হিসেব করল মিসেস ডালি। *তারপর দেখা যাক ওরা ছেলেটাকে নিয়ে কী করে।*

ডানা হনহন করে এয়ারপোর্টে হাঁটছে। একটি ড্রেসের বড় দোকান দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

*ছদ্মবেশ নেব আমি। যাতে কেউ চিনতে না পারে।* সিদ্ধান্ত নিল ডানা। সে

দোকানে ঢুকল। তাকাল চারপাশে। কোনোকিছুই অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। খদ্দের কেনাকাটায় ব্যস্ত, দোকানি ব্যস্ত বিক্রিতে। দোকানের দরজায় চোখ যেতে শিরশির করে উঠল গা। কুৎসিত চেহারার দুটো লোক দরজার দুইপাশে দাঁড়িয়ে আছে। একজনের হাতে ওয়াকিটকি।

*ওরা শিকাগোতে আমার খোঁজ পেল কী করে?* ভাবছে ডানা। ভয়টা চেপে রাখার চেষ্টা করল ও। ফিরল দোকানির দিকে। 'এখান থেকে বেরুবার আর কোনো দরজা আছে?'

মাথা নাড়ল দোকানি, 'সরি, মিস। আরেকটা দরজা আছে তবে সেটা শুধুমাত্র দোকানের কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য।'

গলা শুকিয়ে গেল ডানার। লোকগুলোর দিকে তাকাল ফের। *পালাতেই হবে। পালাবার কোনো রাস্তা ওকে খুঁজে বের করতেই হবে।*

ডানা হঠাৎ খপ করে র‍্যাক থেকে একটা ড্রেস নিয়ে প্রবেশপথের দিকে জোর কদমে এগুলো।

'দাঁড়ান।' ডাকল দোকানি, 'আপনি—'

দরজার দিকে এগোচ্ছে ডানা, লোকদুটো ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে লাগল। ডানা দরজার বাইরে পা রেখেছে, ড্রেসের ট্যাগের সেনসর শব্দ করে উঠল। ছুটে বেরিয়ে এল স্টোরগার্ড। লোকদুটো পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে পিছিয়ে গেল।

'এক মিনিট, মিস,' বলল গার্ড। 'আমার সঙ্গে স্টোরে চলুন।'

'কেন?' খেঁকিয়ে উঠল ডানা।

'কেন? কারণ শপ লিফটিং দণ্ডনীয় অপরাধ,' ডানার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে চলল গার্ড। লোকদুটো নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল হতাশ চেহারা নিয়ে।

গার্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল ডানা, 'ঠিক আছে। স্বীকার করছি আমি দোকানের জিনিস চুরি করতে যাচ্ছিলাম। আমাকে জেলে নিয়ে চলুন।'

খদ্দেররা ভিড় করে এল কী ঘটছে দেখতে। ছুটে এল ম্যানেজার।

'কী হচ্ছে এখানে?'

'এই মহিলা একটা ড্রেস চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল।'

'আমি এখুনি পুলিশে ফোন—' ম্যানেজার ঘুরল, ডানাকে দেখামাত্র চিনে ফেলল। 'মাই গড! এ তো ডানা ইভান্স!'

ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

'এ তো ডানা ইভান্স...'

'প্রতিরাতে টিভিতে ওঁর খবর দেখি...'

'যুদ্ধের খবরের কথা মনে আছে...?'

ম্যানেজার বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত, মিস ইভান্স। নিশ্চয় কোনো ভুল হয়ে গেছে।'

'না, না,' দ্রুত বলল ডানা। 'আমি ড্রেস চুরি করছিলাম,' হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমাকে গ্রেফতার করতে পারেন।'

হাসল ম্যানেজার, 'এ তো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনি ড্রেসটি রেখে দিতে পারেন, মিস ইভান্স। আপনার ওটা পছন্দ হয়েছে বলে আমরা আনন্দিত।'

ডানা অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল ম্যানেজারের দিকে, 'আপনি আমাকে গ্রেফতার করছেন না?'

ম্যানেজারের মুখের হাসি বিস্তৃত হল, 'আমরা আপনাকে ড্রেসটি শুধু শুধু দিচ্ছি না। এর বিনিময়ে আমাদেরকে অটোগ্রাফ দেবেন। আমরা আপনার মস্ত ভক্ত।'

ভিড় থেকে এক মহিলা উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'আমিও!'

'আমি কি একটি অটোগ্রাফ পেতে পারি?'

মানুষের ভিড় বাড়ছেই।

'ওই যে! ডানা ইভান্স।'

'আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন, মিস ইভান্স?'

'আমি আর আমার স্বামী প্রতিরাতে আপনার সারায়েভোর খবর দেখতাম।'

'যুদ্ধটাকে আপনি জীবন্ত করে তুলেছিলেন।'

'আমাকেও একটি অটোগ্রাফ দেবেন, প্লিজ।'

ডানা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, একঝলক তাকাল বাইরে। লোকদুটো আগের জায়গা থেকে এক কদমও সরেনি।

ডানার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন, বাইরে যাই। তাজা বাতাসে গিয়ে দাঁড়াই। আপনারা সবাই আমার অটোগ্রাফ পাবেন।'

ডানা ম্যানেজারকে ড্রেসটি দিয়ে বলল, 'আপনি এটা রেখে দিন। ধন্যবাদ।' সে দরজায় পা বাড়াল। পেছন পেছন তার ভক্তরা। দরজা খুলে এতগুলো লোককে হুড়মুড়িয়ে নামতে দেখে ওরা দুইজন ভড়কে গেল। তারা পিছিয়ে গেল।

ডানা তার ভক্তদের দিকে তাকাল, 'আগে কে নেবেন?' সবাই কলম আর কাগজ বাড়িয়ে দিল একসঙ্গে।

লোকদুটো দাঁড়িয়ে আছে অস্বস্তি নিয়ে। কী করবে বুঝতে পারছে না। ডানা অটোগ্রাফ দিতে দিতে টার্মিনাল এক্সিটের দিকে হাঁটছে। জনতা তার সঙ্গে জোঁকের মতো সেঁটে আছে। এক্সিট থেকে বেরিয়ে এল ডানা। একটা ট্যাক্সি দেখতে পেল ফুটপাতে। একজন যাত্রী নামাচ্ছে।

ডানা ফিরল তার ভক্তদের দিকে। 'ধন্যবাদ, আমি এখন যাব।' সে লাফ মেরে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। একটু পরে মিশে গেল গাড়ির ভিড়ে।

**রজার হাডসনের সঙ্গে কথা বলছে জ্যাক স্টোন, 'মি. হাডসন, ও পালিয়ে গেছে, তবে—'**

'জাহান্নামে যাও। আমি ওসব কিচ্ছু শুনতে চাই না। আমি ওর লাশ চাই—এখুনি!'

'চিন্তা করবেন না, স্যার। ট্যাক্সির লাইসেন্স নাম্বার টুকে নিয়েছি আমরা। ও বেশিদূর যেতে পারবে না।'

'আবার যেন না শুনি ব্যর্থ হয়েছ।' ঠাশ করে রিসিভার রেখে দিলেন রজার হাডসন।

শিকাগোর কেন্দ্রস্থলের একটি দোকান কারসন পিরি স্কট অ্যান্ড কোম্পানি। মাছির মতো গিজগিজ করছে খদ্দের। স্কার্ফ কাউন্টারে এক ক্লার্ক ডানার জন্য একটি প্যাকেট রেডি করছিল।

'ক্যাশ দেবেন নাকি চার্জ?'

'ক্যাশ।' কোনো চিহ্ন রেখে যেতে চায় না ডানা।

ডানা প্যাকেট নিয়ে বেরুতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ে কেঁপে উঠল বুক। দরজার বাইরে দুজন লোক, ওয়াকিটকি হাতে। ডানা তাদের দিকে তাকাল, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল হঠাৎ। আবার দ্রুত ফিরে এল কাউন্টারে। ক্লার্ক জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু, মিস?'

'না, আমি—' ডানা চারপাশে চোখ বুলাল, 'এখান থেকে বেরুবার আর কোনো দরজা নেই?'

'জি, আছে। অনেকগুলো দরজাই আছে।'

*কিন্তু তাতে লাভ হবে না কোনো,* ভাবল ডানা। *সবগুলো দরজায় নিশ্চয় ওদের লোক আছে। এবার আর পালাবার উপায় নেই।*

ডানা দেখল সবুজ কোটপরা এক মহিলা একটি কাচের বাক্সে রাখা স্কার্ফের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দিকে এগিয়ে গেল ও।

'সুন্দর, তাই না?' বলল ডানা।

হাসল মহিলা, 'অবশ্যই।'

বাইরের লোকগুলো দেখছে মহিলার সঙ্গে কথা বলছে ডানা। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল তারা। প্রতিটি দরজায় পাহারা আছে।

ভেতরে ডানা বলছিল, 'আপনার গায়ের কোটটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমার পছন্দের রঙ সবুজ।'

'এটা তো একদম পুরোনো হয়ে গেছে। আপনার কোটটি খুব সুন্দর।' লোকদুটো লক্ষ করছে ওদেরকে।

'কী ঠাণ্ডারে বাবা,' বলল একজন, 'মহিলা কখন যে বেরুবে! ঝামেলা শেষ করে বাসায় ফিরতে চাই।'

তার সঙ্গী সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল, 'সে কোনোভাবেই—' থেমে গেল দেখে দুই মহিলা কোট বদল করছে। মুচকি হাসল সে, 'জেসাস দ্যাখো,

মেয়েটা কীভাবে পালাবার চেষ্টা করছে। মাথামোটা আর কাকে বলে?'

কাপড়ের র‍্যাকের পেছনে দুই নারী অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। লোকটা ওয়াকিটকিতে বলল, 'সাবজেক্ট তার লাল কোট ছেড়ে সবুজ কোট পরেছে... দাঁড়াও, দাঁড়াও। সে চারনম্বর দরজা দিয়ে বেরুচ্ছে। ওকে ওখান থেকে তুলে নাও।'

চার নম্বর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল দুজন। একটু পরে সে সেলুলার ফোনে বলল, 'ওকে পেয়েছি। গাড়ি নিয়ে এসো।'

ওরা দেখল দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে সে। পরনে সবুজ কোট। হাঁটা দিয়েছে রাস্তা ধরে। ওরা তার পাশ ঘেঁষে এল। সে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল, হাত তুলে ট্যাক্সি ডাকছে। ওরা তার হাত চেপে ধরল। 'ক্যাবের দরকার হবে না। তোমার জন্য চমৎকার গাড়ি রেখেছি আমরা।'

মহিলা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল, 'কারা তোমরা? কী বলছ?' এক লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে, 'তুমি ডানা ইভান্স নও!'

'অবশ্যই না!'

বোকার মতো পরস্পরের দিকে তাকাল লোকগুলো, ছেড়ে দিল মহিলাকে, দ্রুত ছুটল স্টোরে। একজন কথা বলল ওয়াকিটকিতে, 'ভুল টার্গেট। ভুল টার্গেট। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

ওরা যখন স্টোরে ঢুকল ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে ডানা।

এ যেন জীবন্ত দুঃস্বপ্ন দেখছে ডানা, বিরূপ এক পৃথিবীতে শত্রুবেষ্টিত হয়ে আছে সে যারা ওকে হত্যা করতে চাইছে। আতঙ্কের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে ডানা, ভয়ে প্রায় চলৎশক্তিহীন। ট্যাক্সি থেকে নেমে জোর কদমে হাঁটতে লাগল ডানা, কোথায় যাচ্ছে জানে না। একটা দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সাইনবোর্ডটি নজর কাড়ল Fantasy HEADQUARTERS FANCY DRESS FOR ALL OCCASIONS। কী মনে করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ডানা। দোকান বোঝাই নানান কস্টিউম, উইগ এবং মেকআপ।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

*হ্যাঁ, পারো। পুলিশে ডেকে বলো কেউ আমাকে হত্যা করতে চাইছে।*

'মিস?'

'আ-হ্যাঁ। সোনালি একটা উইগ লাগবে আমার।'

'এদিকে আসুন, প্লিজ।'

এক মিনিট পরে আয়নায় তাকাল সোনালি পরচুলা পরা ডানা।

'আপনাকে চেনাই যাচ্ছে না।'

*আমিও তাই চাই।*

দোকান থেকে বেরিয়ে এল ডানা, একটা ট্যাক্সি ডাকাল, 'ও'হেয়ার

এয়ারপোর্ট।' কামালের কাছে যাচ্ছে ও।

ফোন বাজছে। র‍্যাচেল তুলল রিসিভার, 'হ্যালো...ড.ইয়ং?... টেস্টের ফাইনাল রেজাল্ট কী?'

জেফ লক্ষ করল র‍্যাচেলের চেহারা হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

'ফোনেই কথাটা বলতে পারেন। এক মিনিট,' র‍্যাচেল জেফের দিকে তাকাল, বুক ভরে দম নিল তারপর ফোন নিয়ে ঢুকে গেল বেডরুমে। জেফ ওর গলা শুনতে পেল, অস্পষ্ট।

'বলুন, ডাক্তার।'

নীরবতা নেমে এল। তিন মিনিট র‍্যাচেল কোনো কথা বলল না, জেফ বেডরুমে যাবে ভাবছে, র‍্যাচেল বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ওর চেহারায় একটা আভা জ্বলজ্বল করছে। এভাবে র‍্যাচেলকে কখনো দেখেনি জেফ।

'কাজ হয়েছে!' উত্তেজনায় দম যেন প্রায় বন্ধ হয়ে এল র‍্যাচেলের।

'জেফ, নতুন থেরাপিতে কাজ হয়েছে। আমার জ্বর কমছে!'

জেফ বলল, 'থ্যাংক গড! দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল, র‍্যাচেল।'

'ডাক্তার আরো কিছুদিন আমাকে এখানে থাকতে বলেছেন, তবে সমস্যাটা কেটে গেছে।' উল্লসিত কণ্ঠ র‍্যাচেলের।

'চলো, আমরা সেলিব্রেট করি,' বলল জেফ, 'তুমি পুরোপুরি সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে—'

'না।'

'না, কী?'

'তোমাকে আমার আর দরকার হবে না, জেফ।'

'জানি আমি। আমি খুশি যে—'

'তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না। আমি চাই তুমি চলে যাও।'

অবাক জেফ, 'কেন?'

'ডিয়ার সুইট, জেফ। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু আমার তো এখন জ্বর কমে যাচ্ছে। আমি সুস্থ হয়ে উঠব। তার মানে আমি আবার ফিরে যেতে পারব কাজে। আমার জন্য তুমি অনেক করেছ, জেফ। কিন্তু এখন বিদায় নেয়ার সময়। আমি জানি ডানা তোমাকে মিস করছে। কাজেই তুমি চলে গেলেই ভালো হয়।'

জেফ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল র‍্যাচেলের দিকে। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে।'

জেফ বেডরুমে ঢুকল। জিনিসপত্র বাঁধাছাদা শুরু করল। কুড়ি মিনিট পরে জেফ সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, দেখল র‍্যাচেল কথা বলছে ফোনে।

আমি বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে এসেছি, বেটি। আমি কিছুদিনের মধ্যে

আবার ফিরে যেতে পারব কাজে...আমি জানি।'

জেফ দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে বিদায় বলার জন্য, র‍্যাচেল ওকে লক্ষ করে একবার হাত নাড়ল, তারপর আবার ফিরে গেল কথোপকথনে, 'আমার কী কী লাগবে বলছি তোমাকে...'

র‍্যাচেল দেখল জেফ বেরিয়ে গেল দরজা খুলে। হাত থেকে ফোনটা খসে পড়তে দিল ও। জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল তার জীবনের একমাত্র প্রেমিকপুরুষটি তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ডা. ইয়ং-এর কথাগুলো এখনো বাজছে ডানার কানে, 'মিস ইভান্স, আমি দুঃখিত। আপনার জন্য খারাপ খবর আছে। ট্রিটমেন্টে কাজ হয়নি...ক্যান্সার ভয়ানক ছড়িয়ে পড়েছে... চূড়ান্ত স্টেজে পৌঁছে গেছে... আপনার আয়ু আর বড়জোর এক কি দুই মাস...'

হলিউড পরিচালক রডরিক মার্শালের কথা মনে পড়ে যায় র‍্যাচেলের। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি এসেছ খুব খুশি হয়েছি। আমি তোমাকে বড় তারকা বানাব।' হঠাৎ ব্যথার লাল ঢেউটা র‍্যাচেলের শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আবার। র‍্যাচেল ভাবল : রডরিক মার্শাল আমার আজকের অভিনয় দেখে গর্ব করতে পারতেন।

ডানার বিমান ওয়াশিংটনের ডালেস এয়ারপোর্টে অবতরণ করল। যাত্রীরা তাদের লাগেজের জন্য অপেক্ষা করছে। ডানা রাস্তায় বেরিয়ে এল। চড়ল একটি ট্যাক্সিতে। আশপাশে সন্দেহভাজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওর নার্ভগুলো যেন চিৎকার ছাড়ছে। ডানা পার্স খুলে আয়নায় দেখল নিজেকে। সোনালি পরচুলায় ওর চেহারা সত্যি বদলে গেছে। ডানা বলে চেনা যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল কামাল। বন্ধ স্টাডির দরজার ফাঁক দিয়ে আসা মনুষ্যকণ্ঠে ঘুম ভেঙে গেছে ওর। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে।

'ছেলেটা ঘুমাচ্ছে,' মিসেস ডালির কণ্ঠ শুনল, 'আমি ওর খাবারে ড্রাগস মিশিয়ে দিয়েছি।'

একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, 'ওকে এখন জাগানো দরকার।'

দ্বিতীয় আরেকটি পুরুষকণ্ঠ বলল, 'ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে নিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।'

'কাজটা এখানেই সেরে ফেলতে পারেন,' বলছে মিসেস ডালি, 'তারপর লাশটা সরিয়ে ফেললেই হলো।'

হঠাৎ পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠল কামাল।

'ওকে কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ওকে জিম্মি করে ইভান্স মেয়েছেলেটাকে ধরব।'

বিছানায় উঠে বসল কামাল, কান পেতে শুনছে, ধকধক করছে বুকের

ভেতরটা।

'মহিলা কোথায়?'

'ঠিক জানি না। তবে জানি বাচ্চাটার জন্য সে বাড়ি ফিরবে।'

বিছানা থেকে লাফ মেরে নেমে পড়ল কামাল। দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড, ভয়ে জমে গেছে। যে-মহিলাকে সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত সেই মহিলাই কিনা তাকে খুন করতে চাইছে। *তবে আমাকে মারা এত সহজ না,* দাঁতে দাঁত পিষল কামাল। *সারায়েভোতে ওরা আমাকে হত্যা করতে পারেনি। তোমরাও পারবে না।* দ্রুত জামাকাপড় পরতে লাগল কামাল। চেয়ারে রাখা নকল হাতটা তুলতে গেছে, ফস্কে মেঝেতে পড়ে গেল ওটা। কামালের কানে বজ্রপাতের মতো শোনাল শব্দ। মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল সে। বাইরে লোকগুলো এখনো কথা বলছে। তারা বোধহয় শব্দটা শুনতে পায়নি। কামাল পরে নিল নকল হাত।

জানালা খুলে দিল কামাল। হিমশীতল হাওয়া চাবুক কষাল মুখে। ওর ওভারকোট পাশের রুমে। কামাল জানালার ওপর উঠে পড়ল। ওর পরনে পাতলা জ্যাকেট, ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে। মাটির সঙ্গে সংযুক্ত ফায়ারস্কেপে উঠে পড়ল ও, লিভিংরুমের জানালার পাশ দিয়ে এল সাবধানে, কুঁজো হয়ে। কেউ দেখল না ওকে।

মাটিতে নেমে পড়ল কামাল। ঘড়ি দেখল। পৌনে তিনটা বাজে। প্রায় অর্ধেকটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সে। ছুটতে শুরু করল কামাল।

'ছোকরাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলো।'

একজন স্টাডিরুমের দরজা খুলল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে সে যারপরনাই বিস্মিত, 'আরে, ছোড়া গেল কই!'

মিসেস ডালিসহ বাকি লোকগুলো ছুটে এল জানালায়। দেখল রাস্তা ধরে ছুটছে কামাল।

'ধরো ওকে!'

যেন ভূতে তাড়া করেছে, এমনভাবে জান বাজি রেখে ছুটছে কামাল। কিন্তু পাজোড়া ক্রমে দুর্বল ঠেকছে, ভারী হয়ে উঠছে। প্রতিবার নিশ্বাস নেয়ার সময় ছুরির খোঁচা খাচ্ছে বুকে। তিনটার আগে যদি স্কুলে পৌঁছাতে পারি তো বেঁচে গেলাম, ভাবছে কামাল। *অতগুলো ছেলেমেয়ের মাঝখানে আমাকে খুন করার সাহস ওদের নিশ্চয় হবে না।* কামালের স্কুলের গেট তিনটার সময় বন্ধ করে দেয়া হয়।

ট্রাফিক সিগনালে লাল বাতি জ্বলছে। লাল বাতি অগ্রাহ্য করে রাস্তায় নেমে পড়ল কামাল। গাড়ির ফাকফোকর দিয়ে ছুটল। গাড়ির হর্ন, ব্রেক কষার শব্দ কোনোকিছুই গ্রাহ্য করছে না। রাস্তার অপরপ্রান্তে চলে এল কামাল। ছুটতে

লাগল।

*মিস কেলি পুলিশে ফোন করবে। ওরা রক্ষা করবে ডানাকে।*

বেদম হাঁপিয়ে গেছে কামাল, বুকের মাঝটা যেন খামচে ধরেছে কেউ। ঘড়ি দেখল। ২ : ৫৫। মুখ তুলে চাইল। আর মাত্র দুটো ব্লক পরেই স্কুল।

*আমি বেঁচে গেলাম,* ভাবল কামাল। স্কুল নিশ্চয় এতক্ষণে ছুটি হয়ে যায়নি। এক মিনিট পরে স্কুলের সামনের গেটে চলে এল কামাল। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। গেট বন্ধ। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরল কামালের কাঁধ।

'আজ শনিবার, গর্দভ।'

'এখানে দাঁড়াও,' বলল ডানা। ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দুই ব্লক দূরে দাঁড়াল ট্যাক্সি। ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। ধীরেপায়ে হাঁটতে লাগল ডানা, শরীর আড়ষ্ট, প্রতিটি ইন্দ্রিয় সতর্ক, তীক্ষ্ণ নজর বুলাচ্ছে রাস্তায়, অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায় কিনা খুঁজছে। ওর ধারণা নিরাপদেই আছে কামাল। জ্যাকস্টোন ওকে আগলে রাখবে।

অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে পৌঁছাল ডানা, সামনের এন্ট্রান্স বাদ দিয়ে বিল্ডিঙের পেছনের গলিতে ঢুকল। শূন্য গলি। ডানা সার্ভিস-ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকল। নিঃশব্দে বাইতে লাগল সিঁড়ি। দোতলায় উঠে এল। হলঘর ধরে এগোল। থমকে গেল হঠাৎ। ওর অ্যাপার্টমেন্টের দরজা হাট করে খোলা। ভয়ের একটা ঢেউ যেন বয়ে গেল ডানার শরীরে। ছুটে গেল দরজায়, ঢুকে পড়ল ভেতরে। 'কামাল!'

কেউ নেই ঘরে। উন্মাদ হয়ে গেল ডানা। জ্যাকস্টোন কোথায়? কামাল কোথায়? রান্নাঘরে কেবিনেটের একটি ড্রয়ার পড়ে আছে মেঝেতে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ড্রয়ারের জিনিসপত্র। কতগুলো ছোট প্যাকেট চোখে পড়ল ডানার। কোনোটা খালি, কোনোটা ভর্তি। কৌতূহল নিয়ে একটা প্যাকেট তুলে নিল ডানা। লেবেলে লেখা Buspar 15mg ট্যাবলেট। প্যাকেটে লেখা NDL D087 D822-32।

কী এগুলো? মিসেস ডালি কি মাদক সেবন করে, নাকি কামালকে খাওয়ায়? এজন্যই কি কামালের আচার-আচরণ ইদানীং বদলে যেতে দেখছে ডানা? ডানা একটি প্যাকেট ফেলল তার কোটের পকেটে।

ভয়ে আধমরা ডানা বেরিয়ে এল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গলিতে ঢুকল, এগোল রাস্তা অভিমুখে। বাঁক নিয়েছে, লক্ষ করল না গাছের আড়ালে এক লোক ওয়াকিটকিতে তার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছে না।

ডানা ওয়াশিংটন ফার্মেসি নামে একটি ওষুধের দোকানে ঢুকে পড়ল। ফার্মাসিস্ট বলল, 'আরে, মিস ইভান্স। খবর কী?'

'কোকুইনা, এটা কী জিনিস বলো তো?' পকেট থেকে ছোট প্যাকেটটি বের

করল ডানা।

ফার্মাসিস্ট এক ঝলক নজর বুলিয়ে বলল, 'এটা হল বাসপার। অ্যান্টি-অ্যাংক্সাইটি এজেন্ট। পানিতে দ্রবণীয়।'

'এ দিয়ে কী হয়?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

'রিল্যাক্স করে তোলে শরীর। তবে ওভারডোজে ঝিমুনি আসে, আসে ক্লান্তি।'

ডানার মনে পড়ল কামালের কথা যখনই জিজ্ঞেস করেছে মিসেস ডালিকে প্রতিবার জবাব পেয়েছে ঘুমাচ্ছে কামাল।

তাহলে ব্যাপার এই! মাদক খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত কামালকে। পামেলা হাডসন মিসেস ডালিকে পাঠিয়েছেন। সবই ওদের পূর্বপরিকল্পিত।

*আর আমি কিনা ওই শয়তানিটার হাতে কামালকে তুলে দিয়েছি,* ভাবল ডানা। পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ফার্মাসিস্টের দিকে তাকাল ও, 'ধন্যবাদ, কোকুইনা।'

'ঠিক আছে, মিস ইভান্স।'

ডানা নেমে এল রাস্তায়। দুজন লোক এগিয়ে এল ওর দিকে।

'মিস ইভান্স এক মিনিট কি কথা বলা—'

ঘুরেই দৌড় দিল ডানা। লোকগুলোও পিছু নিল। ছুটতে ছুটতে রাস্তার মোড়ে চলে এল ডানা। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক সামলাচ্ছে এক পুলিশ কর্মকর্তা।'

ডানা ছুটে গেল তার দিকে।

'এ্যাই, ফিরে যান, মিস।'

ডানা ছুটে আসতে লাগল।

'লাল বাতি জ্বলছে দেখতে পাচ্ছেন না? ফিরে যান।'

লোকদুটো দাঁড়িয়ে পড়েছে মোড়ে। দেখছে ডানা কী করে।

'আপনি কালা নাকি?' চেঁচাল কর্মকর্তা।

'চুপ!' ঠাস করে ট্রাফিক পুলিশের গালে চড় কষাল ডানা। রাগে অগ্নিশর্মা লোকটা চেপে ধরল ডানার হাত।

'আপনাকে গ্রেফতার করা হল, ম্যাম।'

ট্রাফিক পুলিশ ফুটপাতে নিয়ে গেল ডানাকে। রেডিওতে কথা বলতে লাগল। রাস্তার লোকদুটো মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। কী করবে বুঝতে পারছে না।

ডানা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। শোনা গেল সাইরেনের আওয়াজ। কয়েক সেকেন্ড পরে পুলিশের একটি গাড়ি এসে থামল ওদের সামনে।

লোকদুটো অসহায় ভঙ্গিতে দেখল ডানাকে পেট্রলকারের পেছনের আসনে বসিয়ে চলে গেল পুলিশগুলো।

থানায় বসে ডানা বলল, 'আমি কি একটা ফোন করতে পারি?'

সার্জেন্ট বলল, 'পারেন।'

ডানাকে ফোন দিল সার্জেন্ট। ডানা ফোন করল।

এক ডজন ব্লক দূরে একটা লোক কামালের শার্টের কলার ধরে টানতে টানতে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা লিমুজিনের দিকে এগোল। লিমুজিনের ইঞ্জিন চলছে।

'প্লিজ! প্লিজ আমাকে ছেড়ে দিন,' অনুনয় করল কামাল।

'চুপ।'

'ইউনিফর্ম-পরা চার মেরিন-সেনা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওদের দেখে কামাল চেঁচাল, 'আমি তোমার সঙ্গে গলিতে যাব না।'

শার্টের কলার খামচে ধরে থাকা লোকটা হতভম্ব হয়ে গেল, 'কী!'

'আমাকে এই লোক জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে,' মেরিন-সেনাদের উদ্দেশ্য করে বলল কামাল, 'বলেছে এর সঙ্গে গলির মধ্যে গেলে আমাকে পাঁচ ডলার দেবে। কিন্তু আমি গলিতে যেতে চাই না।'

দাঁড়িয়ে পড়ল মেরিন, সেনারা। কটমট করে তাকাল লোকটার দিকে, 'নোংরা কামুক কোথাকার...'

পিছিয়ে গেল লোকটা, 'না। না। এক মিনিট। আপনারা বুঝতে পারছেন না...'

গম্ভীরমুখে এক মেরিন সেনা বলল, 'আমরা ঠিকই বুঝতে পারছি। বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও।' লোকটাকে ঘিরে ফেলল তারা। আত্মরক্ষার তাগিদে লোকটা বাধা দেয়ার জন্য হাত তুলল। এই ফাঁকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটল কামাল।

এক ডেলিভারি বয় তার বাইসাইকেল থেকে নেমে একটা প্যাকেট নিয়ে একটি বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল, কামাল লাফ মেরে উঠে পড়ল তার বাহনে। প্রাণপণে প্যাডেল মারতে লাগল। লোকটা হতাশ হয়ে দেখল রাস্তার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে কামাল। মেরিনরা ক্রমে কাছিয়ে এল।

থানায় ডানার কারাপ্রকোষ্ঠের দরজা খুলে গেল খটাং শব্দে।

'আপনি যেতে পারেন, মিস ইভান্স। আপনাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে।'

*ম্যাট! ফোনে কাজ হয়েছে। খুশি হল ডানা। সময় নষ্ট করেনি সে।*

ডানা এক্সিটের দিকে পা বাড়িয়েছে, আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই লোকগুলোর একজন। অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

ডানার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল সে, 'আপনি ফ্রি, এখন চলুন।'

শক্ত মুঠিতে ডানার বাহু চেপে ধরল লোকটা, রাস্তায় নিয়ে চলল। থানার বাইরে পা দিয়েছে, বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। WTN-এর পুরো টিভি ক্রু টিম সামনে অপেক্ষা করছে।

'এদিকে তাকাও, ডানা...'

'ডানা, একথা কি সত্যি তুমি পুলিশের লোককে চড় মেরেছ?'

'কী ঘটেছে বলবে কি?'

'সে কি তোমাকে বিরক্ত করেছে?'

'তুমি কি প্রেস চার্জ আনবে?'

লোকটা মুখ ঢেকে সরে গেল দ্রুত।

'কী হল?' হাঁক ছাড়ল ডানা, 'ছবি তুলবে না?'

ছুটে পালাল লোকটা।

ডানার পাশে এসে হাজির হল ম্যাট, 'চলো, ডানা।'

WTE ভবনে, ম্যাট বেকারের অফিসে ওরা। গত আধঘণ্টা ধরে ডানার গল্প আশ্চর্য হয়ে শুনছেন এলিয়ট ক্রমওয়েল, ম্যাট বেকার এবং অ্যাবি ল্যাসম্যান।

'...এর সঙ্গে FRA-এও জড়িত। এজন্যই জেনারেল বুস্টার চাননি আমি তদন্ত করি।'

এলিয়ট ক্রমওয়েল বললেন, 'আমি স্তম্ভিত। টেলর উইনথ্রপকে আমরা অযথাই দেবতাজ্ঞানে এতদিন পুজো করে এসেছি। কী ঘটছে তা হোয়াইট হাউজকে জানানো দরকার। ওরা অ্যাটর্নি জেনারেল এবং এফবিআইকে খবর দেবে।'

ডানা বলল, 'এলিয়ট, আমি রজার হাডসনের বিরুদ্ধে অকাট্য কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাইনি। ওরা কি আমাদের কথা বিশ্বাস করবে?'

অ্যাবি ল্যাসম্যান বলল, 'আমাদের হাতে কি কোনো প্রমাণই নেই?'

'সাশা শাডোনোফের ভাই বেঁচে আছে। আমি নিশ্চিত সে কথা বলবে। সুতোর মাথা ধরে টান দিলেই তরতরিয়ে খুলে যাবে গুটুলি।'

ম্যাট বেকার গভীর দম নিল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল ডানার দিকে, 'তুমি যখন কোনো গল্পের পেছনে ধাওয়া করো ওটা সত্যিকারের গল্প হয়ে ওঠে।'

ডানা বলল, 'ম্যাট, কামালের কী হবে? ওকে কোথায় খুঁজে পাব?'

দৃঢ়গলায় বলল ম্যাট, 'ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। ওকে আমরা খুঁজে পাবই। তোমাকে আপাতত কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার, যেখানে কেউ তোমার খোঁজ পাবে না।'

অ্যাবি ল্যাসম্যান বলল, 'তুমি আমার অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবহার করতে পারো। কেউ ধারণা করতে পারবে না তুমি ওখানে আছো।'

'ধন্যবাদ,' ডানা ফিরল ম্যাটের দিকে, 'কামাল...'

'আমরা এফবিআইকে খবর দিচ্ছি এখুনি। আমার ড্রাইভার তোমাকে অ্যাবির অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেবে। এখন পুরো ব্যাপারটা আমাদের হাতে, ডানা। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কোনো খবর পেলেই তোমাকে জানাব।'

বরফশীতল রাস্তা ধরে সাইকেল নিয়ে ছুটছে কামাল। একটু পরপর উদ্বেগ নিয়ে তাকাচ্ছে পেছনে। যে লোকটা ওকে ধরে নিয়ে যেতে চাইছিল তাকে দেখা যাচ্ছে না। *ডানার খোঁজ পেতে হবে আমাকে,* ভাবল কামাল। *ওর কোনো ক্ষতি হতে দেব না আমি।* মুশকিল হল WTN স্টুডিও ওয়াশিংটনের ডাউনটাউনের শেষপ্রান্তে।

একটি বাসস্টপে এসে বাইসাইকেল থেকে নেমে পড়ল কামাল, ওটাকে ঘাসের মধ্যে ফেলে রাখল। একটি বাস আসতে দেখে পকেটে হাত ঢোকাল টিকেট কেনার জন্য। ওর কাছে একটি পয়সাও নেই।

কামাল এক পথচারীকে অনুনয় করল, 'মাফ করবেন, আমি কি—'

'ভাগো, ছোকরা।'

এক মহিলাকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আবার চেষ্টা করল কামাল, 'মাফ করবেন, আমার কাছে বাসের টিকেট কেনার টাকা নেই—' মহিলা ওকে দ্রুত পাশ কাটাল।

ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে শীতে হিহি করে কাঁপতে লাগল কামাল। কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। *বাসভাড়া আমাকে জোগাড় করতেই হবে,* ভাবল ও।

কৃত্রিম হাতখানা খুলে মাটিতে ফেলে দিল কামাল। এক লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছে, কামাল কাটা বাহু দেখিয়ে বলল, 'মাফ করবেন, স্যার, বাসের টিকেট কেনার পয়সা নেই। আপনি কি দয়া করে—'

থেমে দাঁড়াল লোকটি। কামালকে এক ডলার দিল।

'ধন্যবাদ।'

চলে গেল লোকটি। কামাল কৃত্রিম হাতখানা আবার লাগিয়ে নিল যথাস্থানে। আরেকটি বাস আসছে, এক ব্লক দূরে। *ওটাতে চড়ব আমি।* খুশিমনে ভাবল কামাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘাড়ের পেছনে সুই ফোটার ব্যথা টের পেল। ঘুরতে যাচ্ছে, ঝাপসা হয়ে গেল সবকিছু। জ্ঞান হারিয়ে দড়াম করে পড়ে গেল জমিনে। পথচারীরা এগিয়ে এল।

'কী হল?'

'ছেলেটা কি অজ্ঞান হয়ে গেল?'

'ও ঠিক আছে তো?'

'আমার ছেলের ডায়াবেটিস আছে,' বলল এক লোক। সে কামালকে পাঁজাকোলা করে কোলে তুলে নিল। এগোল অপেক্ষমাণ একটি লিমুজিনের দিকে।

অ্যাবি ল্যাসম্যানের অ্যাপার্টমেন্ট উত্তর-পশ্চিম ওয়াশিংটনে। বেশ বড়সড় এবং

আরামদায়ক বাড়ি। সুসজ্জিত। মেঝেতে সাদা কার্পেট। অ্যাপার্টমেন্টে ডানা একা। পায়চারি করছে। আতঙ্কিত। ফোনের অপেক্ষা করছে। কামালের আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। ও ঠিক থাকবে। ওরা নিশ্চয় কামালের কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু ও কোথায়? ওরা ওর খোঁজ পাচ্ছে না কেন?

ডানাকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল ফোন। খপ করে তুলে নিল রিসিভার। 'হ্যালো।' লাইন ডেড। আবার রিং হল। ডানা বুঝল আসলে ওর সেলফোন বাজছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বোতাম টিপল ডানা, 'জেফ?'

ভেসে এল রজার হাডসনের শান্ত কণ্ঠ, 'তোমাকে আমরা খুঁজছি, ডানা। কামাল আমাদের হাতে।'

দাঁড়িয়ে রইল ডানা, নড়াচড়ার শক্তি ফুরিয়ে গেছে, কথাও বলতে পারছে না। অবশেষে ফিসফিস করল, 'রজার—'

'এখানকার লোকগুলোকে সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে আমার। ওরা কামালের ভালো হাতটা কেটে ফেলতে চাইছে। কাটতে দেব?'

'না!' চিৎকার করে উঠল ডানা, 'আপনি—আপনি কী চান?'

'শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বললেন রজার হাডসন। 'তুমি আমার বাসায় চলে এসো। তবে একা আসবে। যদি সঙ্গে কেউ থাকে, কামালের কিছু হলে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না।'

'রজার—'

'ত্রিশ মিনিটের মধ্যে তোমাকে আশা করছি—' ডেড হয়ে গেল লাইন।

ভয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ডানা। *কামালের কিছু হতে দেয়া যাবে না। কামালের কিছু হতে দেয়া যাবে না।*

কাঁপা আঙুলে ডানা ম্যাট বেকারের নাম্বারে ফোন করল ডানা। ম্যাটের রেকর্ড-করা কণ্ঠ ভেসে এল।

'ম্যাট বেকারের অফিস। আমি এখন অফিসে নেই। আপনি ম্যাসেজ রাখুন। যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে ফোন করা হবে।'

বীপ করে একটা আওয়াজ হল। বুক ভরে শ্বাস টানল ডানা, তারপর বলল, 'ম্যাট, আ-আমি। রজার হাডসন এইমাত্র আমাকে ফোন করেছেন। উনি কামালকে তাঁর বাড়িতে আটকে রেখেছেন। আমি এখন ওখানে যাচ্ছি। কামালের জন্য কিছু একটা করুন। পুলিশ নিয়ে আসুন। জলদি!'

সেলফোন অফ করে দরজায় পা বাড়াল ডানা।



অ্যাবি ল্যাসম্যান ম্যাট বেকারের ডেস্কে কয়েকটি চিঠি রাখতে গিয়ে দেখল ম্যাটের টেলিফোনের ম্যাসেজ ডিসপ্লের আলো জ্বলছে। সে ম্যাটের পাসওয়ার্ড ডায়াল করল, শুনল ডানার রেকর্ড-করা কণ্ঠ। মুচকি হাসল অ্যাবি। টিপে দিল ইরেজ বাটন। মুছে গেল ডানার ম্যাসেজ।

ডালেস বিমানবন্দরে নেমেই ডানাকে ফোন করল জেফ। প্লেনে সারাক্ষণ ডানার কথাই ভেবেছে সে। 'আমার যে-কোনোকিছু হয়ে যেতে পারে।' ডানার এ কথাটাই বারবার বেজেছে কানে। জেফ ডানার বাড়িতে ফোন করল। সাড়া নেই। ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল ও। WTN-এর ঠিকানা দিল।

ম্যাটের রিসেপশন অফিসে ঢুকেছে জেফ, অ্যাবি বলল, 'আরে, জেফ যে, কী খবর?'

'আছি একরকম।' সে ম্যাট বেকারের অফিসে ঢুকে পড়ল।

ম্যাট বলল, 'ফিরলে তাহলে। র‍্যাচেলের কী খবর?'

জবাব দিতে একমুহূর্ত দেরি করল জেফ, 'ও ভালো আছে।' নিরুত্তাপ গলা ওর, 'ডানা কোথায়? ফোন করলাম, ধরল না।'

ম্যাট বলল, 'মাই গড, তুমি জানো না কী ঘটছে?'

'কী ঘটছে?' শক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল জেফ।

রিসেপশন অফিসের বন্ধ দরজায় কান লাগিয়ে ওদের কথা শুনছে অ্যাবি। খণ্ড খণ্ড কথা শুনতে পাচ্ছে ওর ওপর হামলা হয়েছে... সাশা শাডানোফ...ক্রাসনোয়ারিস্ক ২৬...কামাল... রজার হাডসন...

যা শোনার শুনেছে অ্যাবি। দ্রুত ফিরে এল নিজের ডেস্কে, ফোন তুলল। কথা বলতে লাগল রজার হাডসনের সঙ্গে।

জেফ সব কথা শুনে স্তম্ভিত। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'প্রতিটি কথাই সত্যি,' বলল ম্যাট, 'অ্যাবির অ্যাপার্টমেন্টে ডানাকে পাঠানো হয়েছে।' সে ইন্টারকমের বোতাম টিপল। ভেসে এল অ্যাবির গলা।

জেফ কনরস এখানে আছে। ডানাকে খুঁজছে। আপনি ওকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলুন। ওরা ওখানে যাবে... ঠিক আছে। আমি দেখছি কী করা যায়, মি. হাডসন। যদি—'

শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল অ্যাবি। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে জেফ কনরস এবং ম্যাট বেকার। কটমট করে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

ম্যাট হিসহিস করে উঠল, 'কুত্তি।'

জেফ ঘুরল ম্যাটের দিকে, উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি হাডসনের বাসায় যাব। একটা গাড়ি দাও।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ম্যাট, 'গাড়ি নিয়ে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে তোমার। রাস্তায় ভয়ানক জ্যাম।'

ছাদের হেলিপোর্ট থেকে WTN-এর হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং-এর শব্দ শুনতে পেল ওরা। পরস্পরের দিকে তাকাল দুই পুরুষ।

## পঁচিশ

অ্যাবি ল্যাসম্যানের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সামনে থেকে ট্যাক্সিতে চড়েছে। কিন্তু হাডসনের বাড়ি পৌঁছুতে যেন অনন্তকাল সময় নিচ্ছে ব্যাটা। পিচ্ছিল রাস্তায় ট্রাফিকের অবস্থা ভয়াবহ। দেরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে আতংকবোধ করল ডানা।

'জলদি,' তাড়া দিল ও ড্রাইভারকে।

রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে ওর দিকে তাকাল ড্রাইভার। 'লেডি, আমি উড়োজাহাজ নই।'

সিটে হেলান দিল ডানা, দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগে ভার মন। সামনে কী আছে নিয়তিই জানে। ম্যাটের এতক্ষণে ম্যাসেজ পেয়ে যাবার কথা। ও নিশ্চয় পুলিশে খবর দিয়েছে। আমি হাডসনের বাড়ি যেতে যেতে পুলিশ ওখানে পৌঁছে যাবে। *তবে ওরা না-পৌঁছা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।* পার্স খুলল ডানা। মরিচের গুঁড়ো ছিটানোর যন্ত্রটা ব্যাগের ভেতরে এখোনো রয়ে গেছে। ভালো। রজার এবং পামেলাকে সহজে ছাড়বে না ডানা।

হাডসনের বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে ট্যাক্সি, জানালা দিয়ে তাকাল ডানা। পুলিশের গাড়ি খুঁজছে। কিন্তু কেউ নেই। ভয় গ্রাস করল ডানাকে। ড্রাইভওয়েতে ঢুকল ট্যাক্সি। ডানার মনে পড়ে গেল প্রথম যখন রজার এবং পামেলার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল ওঁরা তার সঙ্গে কী চমৎকার ব্যবহার করেছিলেন। কে জানত ওরা মানব নয়, দানব। খুনে দানব। ওরা কামালকে আটকে রেখেছে। তীব্র ঘৃণার হলকা উঠল ডানার শরীরে।

'আমি কি অপেক্ষা করব?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'না,' ড্রাইভারের ভাড়া চুকিয়ে দিল ডানা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সদর-দরজায়। বেল বাজাল। লাফাচ্ছে কলজে।

দরজা খুলে দিল সিজার। ডানাকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'মিস ইভান্স।'

উত্তেজিত বোধ করল ডানা, হঠাৎ আবিষ্কার করল তার একজন মিত্র আছে। সে তার হাত বাড়িয়ে দিল, 'সিজার।'

নিজের বিশাল হাতে ডানার হাত তুলে নিল সিজার। 'আপনাকে দেখে খুশি হলাম, মিস ইভান্স।'

'আমিও তোমাকে দেখে খুশি হলাম,' মন থেকেই কথাটা বলেছে ডানা। সে নিশ্চিত সিজার তাকে সাহায্য করবে। তবে প্রশ্ন হল কখন সে সিজারের কাছে সাহায্য চাইবে। চারপাশে চোখ বুলাল ডানা, 'সিজার—'

'মি. হাডসন আপনার জন্য স্টাডিতে অপেক্ষা করছেন, মিস ইভান্স।'

'আচ্ছা,' সাহায্য চাইবার উপযুক্ত সময় এটা নয়।

লম্বা হলওয়ে ধরে সিজারের পেছন পেছন এগোল ডানা। চলে এল স্টাডিতে। রজার ডেস্কে বসে কিছু কাগজ প্যাকিং করছেন।

'মিস ইভান্স,' ডাকল সিজার।

মুখ তুলে চাইলেন রজার। ডানা দেখল চলে যাচ্ছে সিজার। তাকে ডাক দেয়ার প্রবল ইচ্ছে হল ডানার।

'ওয়েল, ডানা, ভেতরে এসো।'

ঘরে ঢুকল ডানা। রজারের দিকে তাকাল ডানা, প্রচণ্ড ক্রোধ গ্রাস করল ওকে, 'কামাল কোথায়?'

রজার হাডসন বললেন, 'অ, ওই ছেলেটা।'

'পুলিশ এক্ষুনি চলে আসবে, রজার। আমাদেরকে নিয়ে যদি কোনো বদ মতলব করে থাকেন—'

'পুলিশ নিয়ে ডানা,' তিনি হেঁটে এলেন ডানার কাছে। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন পার্স। ওটার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। 'পামেলা বলল তুমি নাকি মরিচের গুঁড়ো ছিটানোর যন্ত্র কিনেছ।'

তিনি পেপার স্প্রে'র ক্যানটি বের করে নিলেন। ডানার মুখে ছিটিয়ে দিলেন তরল জিনিসটা। তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল ডানা।

'যন্ত্রণা কী জিনিস তুমি এখনো টের পাওনি, মাই ডিয়ার। তবে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যন্ত্রণার স্বাদ তোমাকে আমি পাইয়ে দেব।'

দরদর ধারায় জল পড়ছে ডানার দুচোখ বেয়ে। হাত দিয়ে মুখ এবং চোখ মুছল। রজার চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর আবার ওর মুখে স্প্রে করলেন। আবার ভিমরুলের দংশন অনুভব করল ডানা চোখমুখে।

ফোঁপাচ্ছে ডানা। 'আমি কামালকে দেখতে চাই।'

'অবশ্যই দেখবে। কামালও তোমাকে দেখতে চায়। ছেলেটা ভয়ে অস্থির হয়ে আছে, ডানা। এমন ভয় পেতে আমি কখনো কাউকে দেখিনি। সে জানে সে বাঁচবে না, ওকে বলেছি তোমাকেও মেরে ফেলব। তুমি নিজেকে খুব চালাক ভাবো, তাই না, ডানা? কিন্তু সত্য হল তুমি বড্ড বোকা। আমরা তোমাকে ব্যবহার করছিলাম। আমরা জানতাম রাশান সরকারের কেউ টের পেয়ে গেছে

আমরা কী করছি। লোকটা আমাদের পরিচয় ফাঁস করে দেবে এমন ভয় সবসময়ই ছিল। কিন্তু লোকটা কে তা জানতাম না। তুমি লোকটাকে আমাদের সামনে এনে দিয়েছ, না, ডানা?'

সাশা শোডানোফ এবং তার বান্ধবীর রক্তাক্ত লাশ ভেসে উঠল ডানার মনে।

'সাশা শাডানোফ এবং তার ভাই বরিস খুব চালাক ছিল। বরিসের খোঁজ এখনো পাইনি বটে তবে পেয়ে যাব।'

'রজার, এসবের সঙ্গে কামালের কোনো সম্পর্ক নেই। ওকে ছেড়ে—'

'সম্ভব নয়, ডানা। তুমি যখন দুর্ভাগা জোন সিনিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তখনই তোমাকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে যায়। টেলরের রাশান প্ল্যানের কথা সে শুনে ফেলেছিল। টেলর তাকে খুন করতে ভয় পাচ্ছিলেন, কারণ জোন তাঁর সঙ্গে কাজ করত। তাই তিনি মহিলাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। বেহুদা চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে জোন টেলরের বিরুদ্ধে মামলা করে বসে। তখন টেলর জোনের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসেন। শর্ত থাকে জোন রাশান প্ল্যানের ব্যাপারে কোনোদিন মুখ খুলবে না।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রজার হাডসন, 'কাজেই আমি মনে করি জোন সিনিসির 'অ্যাক্সিডেন্ট'-এর জন্য তুমিই দায়ী।'

'রজার, জ্যাক স্টোন জানে—'

মাথা নাড়লেন রজার হাডসন। 'জ্যাক স্টোন এবং তার লোকেরা শুরু থেকেই তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করে আসছে। তোমাকে যে-কোনো সময় মেরে ফেলতে পারতাম আমরা, কিন্তু আমাদের তথ্যের প্রয়োজন ছিল। তথ্য পেয়ে গেছি। এখন আর তোমাকে আমাদের দরকার নেই।'

'আমি কামালকে দেখতে চাই।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে। বেচারা কামাল হয়তো এতক্ষণে অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয়েছে।'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে হাডসনের দিকে তাকিয়ে থাকল ডানা।

'আপনি—'

'পামেলা এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি পঙ্গু ছেলেটার কষ্টকর জীবনদীপ আগুন দিয়ে নিভিয়ে দেব। তাই ওকে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বেযমেন্টের জানালা দিয়ে ওকে ঘরে গলিয়ে দেয়া হয়েছে।'

অন্ধ রাগে উন্মাদ হয়ে গেল ডানা, 'ইউ কোল্ড-ব্লাডেড মনস্টার। তোমরা কিছুতেই নিস্তার পাবে না।'

'তুমি আমাকে হতাশ করলে, ডানা। এই বুদ্ধি নিয়ে সাংবাদিকতা করো? তুমি বুঝতে পারছ না আমরা নিস্তার পেয়ে গেছি।'

তিনি ডেস্কে ফিরে গেলেন, টিপে দিলেন একটি বোতাম। দোরগোড়ায় হাজির হলো সিজার।

'জি, মি. হাডসন।'

'মিস ইভান্সকে এখান থেকে নিয়ে যাও। অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানোর সময় সে যেন জীবিত থাকে সেদিকে লক্ষ রেখো।'

'জি, মি. হাডসন। আমি ব্যবস্থা করছি।'

*এ লোক ওদেরই একজন।* ডানার বিশ্বাস হতে চাইল না।

'রজার, আমার কথা শুনুন—'

সিজার ডানার হাত ধরে রওনা হল দরজার দিকে।

'রজার—'

'বিদায়, ডানা।'

ডানার বাহুতে শক্ত হল সিজারের মুঠো। হলঘর থেকে কিচেনে ঢুকল, বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। বাইরে অপেক্ষা করছে একটি লিমুজিন।

WTN-এর হেলিকপ্টার হাডসন এস্টেটের প্রায় কাছে চলে এসেছে। জেফ পাইলট নরম্যান ব্রনসনকে বলল, 'লনে কপ্টার নামাবে এবং—' থেমে গেল সে নিচের দিকে তাকিয়ে। সিজার ডানাকে নিয়ে একটি লিমুজিনে উঠছে। 'না। দাঁড়ান!'

ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করল লিমুজিন। উঠে পড়ল রাস্তায়।

'কী করব?' জিজ্ঞেস করল ব্রনসন।

'ওদের পিছু নাও।'

লিমুজিনে উঠে ডানা বলল, 'তুমি নিশ্চয় এমন কাজ করতে পারো না, সিজার। আমি—'

'চুপ করুন, মিস ইভান্স।'

'সিজার, আমার কথা শোনো। এ লোকগুলোকে তুমি চেনো না। এরা খুনী। তুমি ভালো মানুষ। মি. হাডসন তোমাকে জোর করে এসব করাচ্ছেন—'

'মি. হাডসন আমাকে জোর করে কিছুই করাচ্ছেন না। আমি এসব করছি মিসেস হাডসনের জন্য।' রিয়ারভিউ মিররে ডানার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল সে, 'মিসেস হাডসন আমার খুব যত্ন-আত্তি করেন।'

ডানা স্তম্ভিত হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল, 'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ?'

'রক ক্রিক পার্কে।' মুখে বলল না : *ওখানে তোমাকে আমি খুন করব।*

রজার হাডসন, পামেলা হাডসন, জ্যাক স্টোন এবং মিসেস ডালি একটি স্টেশন ওয়াগনে চেপে ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অভিমুখে ছুটে চলেছেন।

জ্যাক স্টোন বলল, 'প্লেন রেডি। আপনাদের পাইলট মস্কো যাবার জন্য প্রস্তুত।'

পামেলা হাডসন বললেন, 'গড, ঠাণ্ডা আবহাওয়া আমার একদম সহ্য হয় না। যে হারামজাদীর জন্য এ কষ্টটা আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে ও আশা করি এতক্ষণে নরকের আগুনে পুড়ে মরছে।'

'কামালের কী অবস্থা?' জিজ্ঞেস করলেন রজার হাডসন।

'আর কুড়ি মিনিট পরে স্কুলে আগুন ধরে যাবে। বাচ্চাটা বেযমেন্টে। হেভি সিডেটিভ দিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছি।'

রক ক্রিক পার্কের কাছাকাছি চলে এসেছে লিমুজিন। এদিকে গাড়ির ভিড় অনেক কম। ডানার মাথায় বাড়ি মারছে রজারের কথাগুলো

*কামাল ভয়ে অস্থির হয়ে আছে, ডানা। এমন ভয় পেতে আমি কাউকে কখনো দেখিনি। সে জানে সে বাঁচবে না, ওকে বলেছি তোমাকেও মেরে ফেলব।*

লিমুজিনকে দূর থেকে অনুসরণ করছে হেলিকপ্টার। নরম্যান ব্রনসন বলল, 'ও গাড়ি ঘুরাচ্ছে, জেফ। মনে হচ্ছে রক ক্রিক পার্কে যাবে।'

'ওকে হারানো চলবে না।'

FRA-এর হেডকোয়ার্টার্সের অফিসে আহত বাঘের মতো ফুঁসছেন জেনারেল বুস্টার। 'এখানে হচ্ছেটা কী?' একজন এইডকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনাকে আগেই বলেছি, জেনারেল, আপনি দেশের বাইরে থাকাকালীন মেজর স্টোন আমাদের সেরা কজন লোক রিক্রুট করে। রজার হাডসনের সঙ্গে বড় কিছু একটাতে জড়িয়ে যায় তারা। ডানা ইভান্স ছিল তাদের টার্গেট। এটা দেখুন।'

এইড তার কম্পিউটারের বোতাম টিপল, পর্দায় ফুটল ডানা ইভান্সের নগ্ন ছবি। সে ব্রেইডেনবার্চের হফ হোটেলের বাথরুমে গোসল করছে।

শক্ত হয়ে গেল জেনারেলের মুখ, 'জেসাস!' তিনি এইডের দিকে ফিরলেন, 'কোথায় স্টোন?'

'চলে গেছে। সে হাডসনদের সঙ্গে দেশ ছাড়ছে।'

ঘাউ করে উঠলেন জেনারেল বুস্টার, 'ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে লাইন লাগাও।'

হেলিকপ্টারে বসে নিচে তাকাল নরম্যান ব্রনসন, 'ওরা পার্কে যাচ্ছে, জেফ। একবার পার্কে ঢুকে পড়লে গাছপালার আড়ালে ওদেরকে আর দেখতে পারব না।'

জেফ জরুরি গলায় বলল, 'ওদেরকে থামাতে হবে। তুমি রাস্তায় নামাতে পারবে এটা?'

'পারব।'

'তাহলে নামাও।'

ব্রনসন কন্ট্রোল ঠেলে দিল সামনের দিকে। হেলিকপ্টার নামতে শুরু করল। লিমুজিনের পাশ কাটিয়ে গেল, তারপর গাড়ির বিশ গজ সামনে, রাস্তায় নেমে পড়ল। ক্রিইইচ ব্রেকের শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি।

'ইঞ্জিন বন্ধ করে দাও,' বলল জেফ।

'তা সম্ভব না। লোকটা যদি—'

'ইঞ্জিন বন্ধ করো।'

ইগনিশন অফ করে দিল ব্রনসন। হেলিকপ্টারের প্রকাণ্ড ব্লেডগুলোর গতি আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল। তারপর থেমে গেল। জেফ জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে।

লিমুজিনের পেছনের দরজা খুলে দিল সিজার। ডানাকে বলল, 'তোমার বন্ধু ঝামেলা বাধানোর মতলব করেছে।' ডানার চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল সে। জ্ঞান হারিয়ে সিটে লুটিয়ে পড়ল ডানা। সিধে হল সিজার। হেলিকপ্টারের দিকে পা বাড়াল।

'ওই যে আসছে ও,' নার্ভাস গলায় বলল ব্রনসন, 'মাই গড, ও তো একটা দানব!'

সিজার হনহন করে এগিয়ে আসছে, রাগে লাল মুখ।

'জেফ, ওর কাছে নিশ্চয় বন্দুক আছে। ও আমাদেরকে খুন করবে।'

জেফ জানালা দিয়ে গলা বাড়াল, 'তুমি আর তোমার বস্‌রা জেলে পচে মরবে, ইউ বাস্টার্ড!'

সিজারের হাঁটার গতি দ্রুত হল।

'সব শেষ। তুমিও শেষ।'

হেলিকপ্টার থেকে সিজার পনেরো গজ দূরে।'

'তোমাকে কয়েদিরা পেলে খুশিই হবে।'

দশ গজ।

'তুমি ব্যাপারটা উপভোগ করবে, তাই না, সিজার?'

ছুটতে শুরু করল সিজার। আর মাত্র পাঁচ গজ।

জেফ স্টার্ট বাটনে দাবিয়ে ধরল বুড়ো আঙুল। হেলিকপ্টারের বিশাল পাখা ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল। সিজার ওদিকে লক্ষ করল না, সে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেফের দিকে। অবয়ব থেকে ঠিকরে পড়ছে ঘৃণা। দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল পাখার গতি। সিজার হেলিকপ্টারের দরজা লক্ষ্য করে দৌড়ে এসেছে, হঠাৎ বুঝতে পারল কী ঘটছে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। থ্যাচ করে বিশ্রী একটা শব্দ হলো, ধড় থেকে মুণ্ডু উড়ে গেল সিজারের ব্লেডের বাড়িতে, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের স্রোত ভিজিয়ে দিল হেলিকপ্টারের গা।

নরম্যান ব্রনসন বলল, 'আমার বমি আসছে।' সে ইগনিশন অফ করে দিল।

জেফ আড়চোখে তাকাল মাটিতে পড়ে থাকা কবন্ধ-কাটা রক্তাক্ত লাশটার দিকে। লাফ মেরে নামল হেলিকপ্টার থেকে। দৌড়ে গেল লিমুজিনে। খুলল দরজা। অজ্ঞান ডানা।

'ডানা... ডার্লিং...'

ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল ডানা। জেফকে দেখে বিড়বিড় করে বলল, 'কামাল...'

লিংকন প্রিপারেটরি স্কুল থেকে ওরা যখন মাইলখানেক দূরে, ওরা দেখতে পেল দূরে ধোঁয়া উঠছে। কালো হয়ে গেছে আকাশ।

'ওরা স্কুলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে,' আর্তনাদ করল ডানা, 'কামাল ওখানে। বেযমেন্টে।'

'ওহ্, মাই গড।'

এক মিনিট পরে লিমুজিন পৌঁছে গেল স্কুলে। ভবন থেকে ঘন ধোঁয়া উঠছে গলগল করে। জনা-বারো দমকল-কর্মী আগুন নেভাতে ব্যস্ত।

জেফ গাড়ি থেকে লাফ মেরে নামল। ছুটল স্কুল-অভিমুখে। এক ফায়ারম্যান বাধা দিল ওকে।

'কাছে যাওয়া যাবে না, স্যার।'

'কেউ ভেতরে নেই?' জিজ্ঞেস করল জেফ।

'না। আমরা মাত্র সামনের দরজা ভেঙে দেখলাম।'

'বেযমেন্টে একটি ছেলে আছে।' আর কেউ বাধা দেয়ার আগেই জেফ ভাঙা দরজা দিয়ে একছুটে ঢুকে গেল ভেতরে। পুরোটা ঘর ধোঁয়ায় ভরা। কামালের নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করল জেফ। পারল না। বদলে খকখক কাশি বেরুল গলা দিয়ে। সে নাকে রুমাল চেপে হলওয়ে ধরে ছুটছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বেযমেন্টে। ধোঁয়া ঘন এবং কটু। টলতে টলতে এগোল জেফ।

'কামাল!' ডাকল জেফ। জবাব নেই। 'কামাল!' নীরবতা। জেফ বেযমেন্টের অপরপ্রান্তে একটা আবছা কাঠামো দেখতে পেল। ওদিকে পা বাড়াল। শ্বাস না করার চেষ্টা করছে। দাউদাউ জ্বলছে ফুসফুস। কামালের গায়ে পা বেধে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল জেফ। ওকে ধরে নাড়া দিল। 'কামাল!' অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ছেলেটা। বহুকষ্টে ওকে কাঁধে তুলে নিল জেফ। তারপর পা বাড়াল সিঁড়িতে। বেদম কাশছে জেফ, ধোঁয়ায় অন্ধ চোখ। কালো ধোঁয়ার মেঘের মাঝ দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে ও কামালকে কাঁধে নিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে। দূর থেকে মানুষের কণ্ঠ ভেসে এল। জ্ঞান হারাল জেফ।



জেনারেল বুস্টার ফোনে কথা বলছেন ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নাথান নোভেরোর সঙ্গে।

'রজার হাডসনের প্লেন আছে ওখানে?'

'জি, জেনারেল। উনি এখন প্লেনে। টেকঅফ করছেন।'

'টেকঅফ বাতিল করুন।'

'জি!'

'টাওয়ারকে বলুন টেকঅফ বাতিল করতে।'

'জি, স্যার,' নাথান নোভেরো টাওয়ারের সঙ্গে কথা বললেন।

'টাওয়ার, অ্যাবর্ট দা টেকঅফ অভ গালফস্ট্রিম R3487।'

এয়ারট্রাফিক কন্ট্রোলার বলল, 'কিন্তু ওরা রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে।'

'ওদের ক্লিয়ারেন্স বাতিল করো।'

'জি, স্যার,' এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার তুলে নিল মাইক্রোফোন।

'টাওয়ার টু গালফস্ট্রিম R3487। পারমিশন টু টেকঅফ ইজ ক্যান্সেলড। ইউ উইল রিটার্ন টু টার্মিনাল। অ্যাবর্ট টেকঅফ। আই রিপিট, অ্যাবর্ট টেকঅফ।'

ককপিটে ঢুকলেন রজার হাডসন, 'হচ্ছেটা কী?'

'কোনো ঝামেলা হয়েছে বোধহয়,' জবাব দিল পাইলট।

'আমাদেরকে ফিরে যেতে বলছে—'

'না!' বললেন পামেলা হাডসন, 'চলতে থাকো।'

'কিন্তু মিসেস হাডসন, নির্দেশ না-মানলে আমার পাইলট লাইসেন্স হারাব—'

জ্যাক স্টোন পাইলটের মাথায় পিস্তল ঠেকাল, 'টেকঅফ, আমরা রাশিয়া যাচ্ছি।'

গভীর দম নিল পাইলট, 'জি, স্যার।'

রানওয়েতে গতি বাড়ল বিমানের, কুড়ি সেকেন্ড পরে উড়াল দিল আকাশে। এয়ারপোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিতৃষ্ণা নিয়ে দেখলেন গালফস্ট্রিম গর্জন তুলে উঁচুতে উঠে যাচ্ছে।

ফোনে গর্জে উঠলেন জেনারেল বুস্টার, 'কী হচ্ছে? ওদেরকে থামাতে পেরেছ?'

'না, স্যার। ওরা—ওরা এইমাত্র আকাশে উড়ে গেল। ওদেরকে আমরা—'

ঠিক সেই সময় বিস্ফোরিত হল আকাশ। গ্রাউন্ড ক্রু আতঙ্ক নিয়ে দেখল গালফস্ট্রিমের জ্বলন্ত শরীরের খণ্ডাংশ আকাশ থেকে ছিটকে পড়তে শুরু করেছে মাটিতে। পড়ছে তো পড়ছেই। এর যেন শেষ নেই।

বিমানবন্দরের মাঠের দূরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অনেকক্ষণ দেখল বরিস শাডানোফ। অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল সে।

## ছাব্বিশ

ডানার মা বিয়ের কেকে কামড় বসিয়ে বললেন, 'খুব বেশি মিষ্টি হয়েছে। কৈশোরে আমি যখন কেক বানাতাম মুখে দিলেই তা গলে যেত।' ডানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তাই না, সোনা?'

'হ্যাঁ, মা,' উষ্ণ হাসি উপহার দিল ডানা।

সিটি হল-এ জেফের সঙ্গে ডানার বিয়ে হচ্ছে। ডানা একেবারে শেষমুহূর্তে তার মাকে দাওয়াত দিয়েছে, একটি ফোন আসার পরে।

'ডার্লিং, আমি ওই লোকটাকে বিয়ে করিনি,' বলছিলেন ডানার মা, 'তুমি আর কামাল লোকটার চরিত্র ঠিকই বুঝতে পেরেছিলে। আমি ফিরে এসেছি লাসভেগাসে।'

'কী হয়েছে, মা?'

'লোকটা আগেও একবার বিয়ে করেছে। তার বউ তাকে দেখতে পারত না।'

এরপর ডানা তার মাকে বিয়েতে আমন্ত্রণ করে।

ভয়ংকর ওই ঘটনার পরে একমাস কেটে গেছে। হাসপাতাল থেকে বহু আগে ছাড়া পেয়েছে কামাল। তার ছবি ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়, সেইসঙ্গে টিভি চ্যানেলগুলো তার অ্যাডভেঞ্চারের গল্প সাড়ম্বরে বর্ণনা করেছে। কামালকে নিয়ে বই লেখা হচ্ছে, একটা টিভি-সিরিজ করারও পরিকল্পনা চলছে।

কামাল তার স্কুলে এখন রীতিমতো হিরো। সে, ডানা এবং জেফ খুব খুশিতে দিন কাটাচ্ছে। ডানার 'ক্রাইম লাইন'-এর ওপেনিং শো হল সেদিন। সে 'দ্য রজার হাডসন স্টোরি, আ মার্ডার কন্সপিরেসি' নামে প্রথম স্টোরি করেই প্রচুর প্রশংসা পেল। ম্যাট বেকার এবং এলিয়ট ক্রমওয়েল তো খুবই খুশি।

'তুমি এ স্টোরির জন্য এমি অ্যাওয়ার্ড পাবে, দেখো,' বললেন এলিয়ট।

তবে এত সুখের মাঝে দুঃখের খবর একটাই—র‍্যাচেল স্টিভেন্স মারা গেছে ক্যান্সারে ভুগে।

সেদিন সকালে ডানা ঘোষণা করল, 'আমি আমাদের চারজনের জন্য চমৎকার একট বাড়ি খুঁজে পেয়েছি।'

'বলো তিনজন,' তাকে শুধরে দিল জেফ।

'না,' নরম গলায় বলল ডানা, 'আমরা চারজন।'

জেফ ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'ও মা হতে চলেছে,' হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল কামাল।

'আশা করি আমার একটি ভাই হবে। তাহলে দুজনে খুব মারামারি করতে পারব।'

তৃপ্তির হাসি ফুটল জেফের মুখে। জড়িয়ে ধরল ডানাকে। ডানা ওর বুকে মুখ গুঁজল। মনে মনে বলল : আহ্, বেঁচে থাকা কী আনন্দের!

---

## লেখকের বক্তব্য

এটি উপন্যাস হলেও মাটির নিচের নিষিদ্ধ শহর ক্রাসনোয়ারস্ক ২৬-এর সত্যি অস্তিত্ব রয়েছে। এরকম আরো বারোটি শহর আছে যেখানে নিউক্লিয়ার উৎপাদন করা হয়। ক্রাসনোয়ারস্ক ২৬ মধ্য সাইবেরিয়োয়, মস্কো থেকে দুই হাজার মাইল দূরে। ১৯৫৮ সালে গড়ে তোলা হয় এ শহর। এ পর্যন্ত, এখানে পঁয়তাল্লিশ টনেরও বেশি প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করা হয়েছে। যদিও ১৯৯২ সালে দুটি প্লুটোনিয়াম উৎপাদনকারী রিয়্যাক্টর বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে একটি এখনো সচল রয়েছে যা প্রতিবছর আধটন প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করে চলেছে এবং এ দিয়ে আণবিক বোমা তৈরি করা যায়।

প্লুটোনিয়াম চুরির ঘটনাও ঘটেছে। ফলে ইউনাইটেড স্টেটস অ্যানার্জি ডিপার্টমেন্ট রুশ সরকারের সঙ্গে মিলিতভাবে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে আণবিক উপাদান রক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছে।